শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলা।

তৃতীয় খণ্ড

(মধ্য লীলা)

চতুর্বিংশতি অধ্যায়

গয়া হইতে প্রভুর নবদ্বীপে প্রত্যাগমন।

—:*:—

যে প্রভু আছিলা ভোলা মহাবিদ্যারসে।
এবে কৃষ্ণ বিনু আর কিছু নাহি বাসে॥
চৈতন্য ভাগবত।

প্রভু গয়াধামে পিতৃকর্ম্ম করিয়া পৌষ মাসের শেষে আসিলেন। আসিবার পথে পুনরায় মন্দারে মধুসূদন দর্শন করিয়া আসিলেন। পূর্ব্বে এই মন্দার পর্ব্বতের কথা বলিয়াছি। শাস্ত্রে কথিত আছে এই স্থান মন্দার পর্ব্বতে আরোহন করিলে "নরোনারায়ণো ভবেৎ" (১) মন্দার হইতে প্রভু বৈদ্যনাথে আসিলেন। সেখানে তাঁহার প্রিয়ভক্ত মহাদেবের শ্রীমন্দিরে আজানুলম্বিত ভুজ ঊর্দ্ধে তুলিয়া প্রভু বহুক্ষণ মধুর নৃত্য করিলেন। আনন্দে বিভোর হইয়া হুঙ্কার গর্জ্জন করিলেন (২)। বৈদ্যনাথের পাণ্ডাগণ প্রভুকে দেখিয়া অতি সমাদরে মাল্য ভূষিত করিলেন। প্রভু তাঁহাদিগের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করিয়া সেখান হইতে কংশনদে আসিয়া রাত্রি যাপন করিলেন।

"সব সরোবরে গৌরচন্দ্র স্নান করি।
কংশনদ গিয়া বঞ্চিল শর্ব্বরী"॥ জঃ চৈঃ মঃ

যথা সময়ে শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র নবদ্বীপে আসিয়া পৌছিলেন। শ্রীপাদ চন্দ্রশেখর আচার্য্য প্রভৃতি প্রভুর সঙ্গীগণের প্রাণ বাঁচিল। প্রভুকে নবদ্বীপে আনিয়া আচার্য্যরত্ন শচীমাতার বড় আদরের পুত্রটিকে শচীমাতার হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। প্রভু যখন গয়াধাম হইতে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন আচার্য্যরত্নের মনে বিষম ভয় হইয়াছিল। তিনি শচীমাতার নিকট গিয়া কি বলিবেন? এত দিনে তাঁহার সেই ভয় দূর হইল। তিনি নদীয়ায় আসিয়া এক্ষণে সুস্থচিত্তে আহার করিলেন।

সর্ব্ব নদীয়ায় ঘোষণা পড়িয়া গেল প্রভু গয়াধাম হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। নদীয়ার ঘরে ঘরে আনন্দধ্বনি উঠিল। প্রতি গৃহদ্বারে আম্রশাখা সহ মাঙ্গলিক ঘটস্থাপিত হইল। গৃহতোরণ পত্রপুষ্পে সুশোভিত হইল। নদীয়া-সুন্দরীবৃন্দ মহাসমারোহে নদীয়ায় শ্রীশ্রীনবদ্বীপ চন্দ্রের শুভাগমন উৎসব সম্পন্ন করিলেন (১)। ঠাকুর জয়ানন্দ তাঁহার

---

(১) চিত্রচন্দনয়োর্মধ্যে মন্দার নাম পর্ব্বতঃ।
তস্যারোহণ মাত্রেণ নরোনারায়ণো ভবেৎ॥
মন্দার শিখরং দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা বা মধুসূদনং।
কামদেবং পুনঃ দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥
প্রাচীন শ্লোক।

(২) রজনী প্রভাতে বৈদ্যনাথ দেউল দ্বারে।
ঊর্দ্ধ বাহু করি নাচে গভীর হুঙ্কারে॥ জঃ চৈঃ মঃ

(১) গৃহে গৃহে ঘনঃ পটিহোরসং পণব কাহল [illegible]
যুগপদেব ভূমং পরিতাড়ণাৎ [illegible]

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল শ্রীগ্রন্থে এই শুভ আনন্দোৎসবের এ[কটি] সুন্দর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। কৃপাময় পাঠকবৃন্দের [চিত্ত]বিনোদনার্থ সেই মধুময় চিত্রটি এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

ঠাকুর আইলা বলিয়া পড়িল ঘোষণা।
প্রতিদ্বারে স্বর্ণঘট পল্লব তোরণা॥
নাচে বাটে নৃত্য গীত বাদ্য শংখধ্বনি।
প্রতি দ্বারে দীপ হাথে রসিকা রমণী।
মাল্য চন্দন চুয়া কুঙ্কুম কস্তুরি।
দূর্ব্বাধান্য হাথে নবদ্বীপ পুরনারী॥
দধি লাজ চূতাঙ্কুর হরিদ্রামলকী।
স্বস্তিক সিন্দুর প্রতি দ্বারে দ্বারে দেখি॥
শংখ ঘণ্টা মৃদঙ্গ পাখাজ সপ্তস্বরা।
উপাঙ্গ ররাব ডম্প বাজে চন্দ্রতারা॥
মুরজ ডিণ্ডিম সরমণ্ডল ধুসরী।
কাংস্য করতাল বাজে ভেরি মহুরি॥
রুদ্র বীণা করিনাশ বাজে সপ্তস্বরা।
উপাঙ্গ ররাব করতাল ঝাঝরা॥
শত শত বাদ্য সব বাজে নাচে বাটে।
প্রতি মুখে হরি ধ্বনি শুনি হাটে ঘাটে॥
শত শত লোক যায় আগু বাড়াইয়া।
চরণ বন্দনা করে ক্ষিতিতে পড়িয়া॥
গঙ্গাপার হয়্যা নবদ্বীপে প্রবেশিলা।
বৃদ্ধ বাল্য যুবা সবে আনন্দে ভাসিলা॥
নাচে বাটে হাটে ঘাটে জয় হুলাহুলি।
পুষ্প ফেলায় কেহ অঞ্জলি অঞ্জলি॥
হের দেখ গৌরচন্দ্র প্রকাশ করিল।
কেহ বোলে নবদ্বীপ অন্ধকার ছিল॥
আজি নবদ্বীপের শোভা হৈল এত দিনে
বৈকুণ্ঠ অধীশ্বর গৌরচন্দ্র দরশনে॥
দূর্ব্বাধান্য গোরোচনা দধি লাজ মধু।
প্রতি দ্বারে নির্মঞ্ছন করে কুলবধূ॥

নদীয়া-পুরন্দর প্রভু আমার নদীয়ানন্দ স্বরূপ প্রভুর বিরহে নদীয়াবাসী নরনারীবৃন্দ নিরানন্দে মগ্ন ছিলেন এক্ষণে তাঁহার দর্শনলাভে তাঁহারা আনন্দোৎসবে মত্ত হইয়াছেন। এত দিন শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র বিহনে নদীয়া অন্ধকার ছিল, এক্ষণে তাঁহার স্বরূপ[illegible] নদীয়া যেন আলোকিত হইল। নদীয়াবাসীর চিত্তের অন্ধকার নাশ হইল। শ্রীগৌরাঙ্গরূপালোকে সর্ব্ব জীবের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইল।

নদীয়া পরিভ্রমন করিয়া প্রভু নিজ মন্দিরে শুভাগমন করিলেন। জননীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া দুই হস্তে তাঁহার পদধুলি গ্রহণ করিলেন (১)। শচী মাতার নয়নদ্বয় দিয়া দরদরিত প্রেমাশ্রুধারা বিগলিত হইল। তিনি সস্নেহে পুত্রের শিরোদেশ আঘ্রাণপূর্ব্বক চন্দ্রবদনে লক্ষ লক্ষ স্নেহ চুম্বন দান করিয়া প্রভুকে ক্রোড়ে লইয়া আঙ্গিনায় বসিলেন (২)। শ্রীবাসপণ্ডিত-গৃহিনী মালিনী দেবী, শ্রীঅদ্বৈত-গৃহিনী সীতাদেবী, শচীমাতার ভগিনী সর্ব্বজয়া দেবী প্রভৃতি আত্মীয়া ও পুরনারীবৃন্দ সকলে মিলিয়া প্রভুর মঙ্গল কামনা করিলেন। শচীমাতা নানা প্রকার শাক ও ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া পুত্রকে পরম পরিতোষ করিয়া ভোজন করাইলেন। পুত্রের শুভাগমন উপলক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ জননী ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, দীনদরিদ্র ও বাদ্যকরগণকে নানাবিধ ধনবস্ত্রাদি দান করিলেন (৩)। বিরহিনী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বহুদিন পরে পতিমুখ সন্দর্শন করিয়া

---

(১) প্রভুরথো জননী পদজং রজঃ করতলেন শিরস্ত দধান্মুহুঃ।
অথ পপাত স দণ্ডবদুৎসুকো ভুবি নমং বিনয়ং বিদধন্মুহুঃ॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য

(২) চৌদিকে আনন্দময় হইল নবদ্বীপে।
দণ্ডবৎ হ'য়ে রৈল মায়ের সমীপে॥
শচী ঠাকুরাণী পুত্রে করিল নির্মঞ্ছন।
কুলবধূ পদাম্বুজ করিল বন্দনা॥
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল গৌরাঙ্গ কপালে।
আলিঙ্গন দিয়া শচী বসাইল কোলে॥ জঃ চৈঃ মঃ

(৩) দ্বিজগণায় সনর্ত্তকবাদক প্রভুরেষ[illegible] ভিক্ষুগণায় সা।
[illegible]গমনোল্লসিতা দদৌ নিভৃত সংভৃত সম্পদিজং বহু।
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য।

আনন্দসাগরে ভাসিলেন। তাঁহার সকল দুঃখ দূর হইল। তাঁহার পিতৃগৃহে আনন্দধ্বনি উঠিল।

লক্ষ্মীর জনককুলে আনন্দ উঠিল।
পতিমুখ দেখিয়া লক্ষ্মীর দুঃখ গেল॥ চৈঃ ভাঃ

তিনি পতির চরণে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিয়া পদধুলি লইয়া মস্তকে দিলেন। তাঁহার প্রাণবল্লভের সঙ্গে চারিচক্ষের মিলন হইল মাত্র, তখন আর কোন কথা হইল না। কারণ গৃহে অনেক লোক, তাঁহারা সকলেই প্রভুকে দেখিতে আসিয়াছেন। প্রভু তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, তীর্থযাত্রার বিবরণ কহিতেছেন। যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

ধাইলেন সভে যত আপ্তবর্গ আছে।
কেহো আগে কেহো মাঝে কেহো অতি কাছে॥
যথাযথ করে প্রভু সভারে সম্ভাষ।
বিশ্বম্ভর দেখি হইল সভার উল্লাস॥
আগুবাড়ি সভে আইলেন নিজঘরে।
তীর্থকথা সভারে কহেন বিশ্বম্ভরে॥

প্রভু অতি নম্রভাবে সকলের সহিত মিষ্টকথা কহিয়া কি বলিলেন শুনুন—

প্রভু বলে তোমা সবাকার আশীর্ব্বাদে।
গয়াভূমি দেখি আইলাঙ নির্ব্বিরোধে॥ চৈঃ ভাঃ

উদ্ধত শিরোমণি নিমাই পণ্ডিতের বিনয়নম্র মধুর ভাব দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইয়া তাঁহার বদনচন্দ্রের প্রতি অনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন। গুরুজন সকলে তাঁহার শিরস্পর্শ করিয়া মনের আনন্দে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। কেহ বা প্রভুর প্রসর সুন্দর বক্ষস্থলে হস্ত স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, প্রাণের আবেগে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ প্রভুর সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক তাঁহাকে শুভাশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। (১)

শচীমাতার আজ আনন্দের অবধি নাই। বহুদিন পরে পুত্রমুখ দর্শন করিয়া তিনি যে কোথায় আছেন তাহা জানেন না।

হইল আনন্দময় শচী ভাগ্যবতী।
পুত্র দেখি হরিষে না জানে আছে কতি॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভু মিষ্ট কথায় একে একে সকলকে বিদায় দিয়া দুই চারিজন অন্তরঙ্গ ভক্তসঙ্গে নির্জ্জনে বসিয়া মনের কথা বলিতে লাগিলেন। প্রভু কি বলিতেছেন শুনুন—

প্রভু বলে বন্ধু সব! শুন কহি কথা।
কৃষ্ণের অপূর্ব্ব যে দেখিল যথা তথা॥
গয়ার ভিতরে মাত্র হইলাঙ প্রবেশ।
প্রথমেই শুনিলাম মঙ্গল বিশেষ॥
সহস্র সহস্র বিপ্র পড়ে বেদধ্বনি।
দেখ দেখ বিষ্ণুপাদোদকতীর্থখানি॥
পূর্ব্বে কৃষ্ণ যবে কৈলা গয়া আগমন।
সেই স্থানে রহি প্রভু ধুইলা চরণ॥
যাঁর পাদোদক লাগি গঙ্গার মহত্ব।
শিরে ধরি শিব জানে পাদোদক তত্ত্ব।
সে চরণ উদক প্রভাবে সেই স্থান।
জগতে হৈলা পাদোদক তীর্থনাম॥ চৈঃ ভাঃ

এই কথা বলিতে বলিতে প্রেমময় প্রভুর কমল নয়ন দ্বয়ে অবিরল প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। তিনি "হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!" বলিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। কৃষ্ণবিরহ-দুঃখ তিনি আর হৃদয়ে চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। উচ্ছ্বসিত প্রেম-তরঙ্গাঘাতে তাঁহার আবেগময় হৃদয়-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। প্রভুর তাৎকালিক প্রেম-বিকারাবস্থা ঠাকুর বৃন্দাবন দাস তিনটী পয়ার শ্লোকে সুন্দর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন যথা—

শেষে প্রভু হইলেন বড় অসম্বর।
কৃষ্ণ বলি কান্দিতে লাগিলা বহুতর॥
ভরিল পুষ্পের বন মহাপ্রেমজলে।
মহা শ্বাস ছাড়ি প্রভু কৃষ্ণকৃষ্ণ বলে॥
পুলকে পূর্ণিত হইল সর্ব্ব কলেবর।

(১) পরম সুনম্র হই প্রভু কথা কহে।
সভে তুষ্ট হইল দেখি প্রভুর বিনয়ে॥
শিরে হাত দিয়া কেহো চিরজীবি করে।
সর্ব্ব অঙ্গে হাত দিয়া কেহ মন্ত্রপড়ে॥
কেহো বক্ষে হাত দিয়া করে আশীর্ব্বাদ।
গোবিন্দ শীতলানন্দ করুণ প্রসাদ॥ চৈঃ ভাঃ

স্থির নহে প্রভু কম্পভরে থর থর॥

প্রভুর এরূপ অবস্থা দেখিয়া নদীয়াবাসী বৈষ্ণববৃন্দ আনন্দে গদগদ হইলেন। তাঁহাদের নয়নেও প্রেমাশ্রুধারা দৃষ্ট হইল। প্রভুর এতাদৃশ প্রেমবিহ্বলভাব দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—

"এমত ইহানে কভু দেখি নাই আর"।

তাঁহারা মনে মনে স্থির করিলেন—

শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল ইহানে।
কি বিভব পথে বা হৈল দরশনে॥ চৈঃ ভাঃ

শ্রীমান পণ্ডিতাদি উপস্থিত বৈষ্ণববৃন্দ যখন মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছিলেন, প্রভুর তখন বাহ্যজ্ঞান হইল। তিনি আত্মসংবরণ করিয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া কান্দিতে কান্দিতে মধুর বচনে কহিলেন—

বন্ধু সব! আজি ঘরে যাহ।
কালি যথা বোলো তথা আসিবারে চাহ॥
তোমা সভা সহিত নির্জ্জন এক স্থানে।
মোর দুঃখ সকল করিব নিবেদনে॥
কালি সবে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ঘরে।
তুমি আর সদাশিব চলিবে সত্বরে॥

একথা প্রভু শ্রীমান পণ্ডিতকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন। সদাশিব কবিরাজ প্রভুর একান্ত ভক্ত ও অতিশয় প্রিয় পাত্র। তিনি শ্রীকৃষ্ণলীলায় চন্দ্রাবলী ছিলেন (১)। তাই প্রভু শ্রীমান্ পণ্ডিতকে কহিলেন, সদাশিব কবিরাজকে সঙ্গে লইয়া চলিবে। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর উপর প্রভুর বিশেষ কৃপা। শ্রীবাস অঙ্গনে নৃত্যাবেশে প্রভু তাঁহার ভিক্ষার তণ্ডুল কাড়িয়া খাইয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে বসিয়া প্রভু মনের কথা নদীয়ার ভক্তবৃন্দকে কহিবেন। সেখানে কল্য তাঁহারা মিলিত হইবেন। প্রভু কৃষ্ণ-বিরহকথা কহিবেন। এই সময় হইতে ইচ্ছাময় প্রভু আত্মপ্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন।

সকলকে বিদায় দিয়া প্রভু জননীর নিকট গিয়া বসিলেন। প্রভুর শ্রীমুখে আর অন্য কথা নাই, কেবল কৃষ্ণ বিরহকথা, কৃষ্ণলীলাস্থলীর কথা। প্রেমময় প্রভু আবিষ্ট হইয়া জননীকে কৃষ্ণকথা শুনাইতেছেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী গৃহান্তরালে বসিয়া একান্ত মনে তাহা শুনিতেছেন। দেবীর দৃষ্টি প্রভুর কৃষ্ণবিরহদুঃখকাতর মলিন বদনচন্দ্রের প্রতি। শচীমাতা দেখিতেছেন, তাঁহার পুত্রটি গয়া হইতে আসিয়া যেন কেমন কেমন হইয়াছেন। কৃষ্ণনাম করিবামাত্রই তাঁহার সুন্দর কমল নয়নদ্বয় বাষ্পাকুল হইয়া আসিতেছে, কণ্ঠস্বর গদগদ হইয়া আসিতেছে। কৃষ্ণকথা ভিন্ন অন্য কোন কথা তাঁহার মুখে নাই! শচী মাতা রন্ধনাদি করিয়া উত্তম করিয়া পুত্রকে ভোজন করাইলেন। প্রভু আহারে বসিয়াও কৃষ্ণ কথা কহিতেছেন, তাঁহার বদনে কৃষ্ণকথার বিরাম নাই। শচীমাতা পুত্রকে সংসারের কথা বলিবার আর সময় পাইলেন না।

প্রভু আহারান্তে শয়নগৃহে গেলেন। বহুদিন পরে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী পতিদেবতার অধরামৃত প্রসাদান্ন ভোজনে কৃতার্থ মনে করিলেন। প্রসাদ গ্রহণান্তর বস্ত্রালঙ্কার ভূষিতা হইয়া তাম্বুলের বাটা হস্তে স্বামীর শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রভু তাঁহার শয্যার এক পার্শ্বে বসিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া আবেগভরে কৃষ্ণনাম জপ করিতেছেন। প্রিয়াজি যে গৃহে গিয়াছেন, তাহা তাঁহার লক্ষ্যই নাই। প্রিয়াজি গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া প্রাণবল্লভের অপূর্ব্ব শ্রীঅঙ্গকান্তি সন্দর্শন করিতেছেন। পুলকোদ্গমে প্রভুর শ্রীঅঙ্গের সুন্দর শোভা হইয়াছে, আজানুলম্বিত সুবলিত সুন্দর করদ্বয় সুকোমল জানুদেশে ন্যস্ত করিয়া, অর্দ্ধনিমিলিত নয়নদ্বয় ঈষৎ উর্দ্ধ করিয়া প্রেমাবেশে শয্যায় বসিয়া তিনি মধুর স্বরে কৃষ্ণনাম করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে "হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!" বলিয়া আবেগভরে ক্রন্দন করিতেছেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ধীরে ধীরে তাম্বুলের বাটা শয্যাপার্শ্বে

---

(১) পুরা চন্দ্রাবলী যাসীদ্ব্রজে কৃষ্ণপ্রিয়া পরা।
অধুনা গৌড়দেশে সা কবিরাজঃ সদাশিবঃ॥
গৌরগণোদ্দেশদীপিকা।

রাখিয়া প্রাণবল্লভের পাদমূলে গিয়া বসিলেন। প্রভুর তখন বাহ্যজ্ঞান হইল। প্রিয়তমাকে দেখিয়া তাঁহার কৃষ্ণবিরহদুঃখসাগর উথলিয়া উঠিল। প্রিয়জনকে দেখিলে সন্তপ্তহৃদয় উদ্বেলিত হইয়া মনদুঃখ স্বভাবতঃই বৃদ্ধি হয়। প্রভুরও তাই হইল। তিনি বিহ্বলভাবে "হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ"! বলিয়া বালকের মত কান্দিতে লাগিলেন। নবীনা প্রিয়াজি তাঁহার প্রাণবল্লভের ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ভীতিবিহ্বলচিত্তে প্রভুর পদসেবায় নিযুক্ত হইলেন। প্রভু বাহ্যজ্ঞানশূন্য; তিনি ইহা দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না। কতক্ষণে প্রভু আত্মসংবরণ করিয়া প্রিয়তমাকে পদতলে আসীনা দেখিয়া মধুরস্বরে কহিলেন "বিষ্ণুপ্রিয়ে! আমি গয়াধামে অমূল্যধন পাইয়া দুর্ভাগ্যবশতঃ হারাইয়া আসিয়াছি। এই জন্য আমি বড়ই কাতর আছি। আমার প্রাণধন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে একবার মাত্র দেখা দিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। আবার কি করিয়া কত দিনে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব তুমি বল দেখি? তুমি আমার সর্ব্বস্বধন বৃন্দাবনচন্দ্রকে দেখিয়াছ কি?" এই কথা বলিতে বলিতে প্রভু কান্দিয়া আকুল হইলেন। নবীনা প্রিয়াজি একথার কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া তিনিও প্রভুর চরণ ধরিয়া কান্দিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া ভক্তবৎসল শ্রীগৌরভগবানের মনে দয়ার উদ্রেক হইল। প্রভু ভাবিলেন অবলা সরলা বালিকাকে কাঁদাইয়া লাভ কি? বহুদিন পরে তিনি গৃহে আসিয়াছেন। আজ তাঁহার প্রাণবল্লভার বড় আনন্দের দিন। এখন ক্রন্দন শোভা পায় না। ভক্তদুঃখকাতর শ্রীগৌরভগবান্ এই ভাবিয়া আত্মসংবরণ করিলেন। তীর্থযাত্রার নানা কথা তুলিয়া কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে প্রভু তাঁহার প্রিয়তমাকে তুষ্ট করিলেন। কৃষ্ণকথারঙ্গে উন্মত্ত হইয়া সে দিন উভয়ে সমস্ত নিশি জাগিলেন।

পরদিন প্রভাতে শ্রীবাস পণ্ডিতের আঙ্গিনায় কুন্দ বৃক্ষতলে নদীয়ার বৈষ্ণবগণ মিলিত হইলেন। এই কুন্দ বৃক্ষের ঝাড়ে প্রতিদিন পর্য্যাপ্ত পরিমানে পুষ্প ফুটিত (১)। নদীয়ার বৈষ্ণববৃন্দ সকলেই এই সুবৃহৎ কুন্দপুষ্পবৃক্ষ হইতে বিষ্ণু পূজার জন্য পুষ্প আহরণ করিতেন এবং পুষ্প চয়ন করিতে করিতে নানাবিধ কৃষ্ণকথা কহিতেন। শ্রীবাস পণ্ডিত, গদাধর, মুরারি গুপ্ত, গোপীনাথ, রামাঞি পণ্ডিত প্রভৃতি সকলেই সেখানে গিয়াছেন। এমন সময়ে শ্রীমান্ পণ্ডিত হাসিতে হাসিতে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"পণ্ডিত! অদ্য তেমার মুখে এত হাসি কেন?" শ্রীমান্ পণ্ডিত হাসিয়া উত্তর করিলেন, "হাসিবার কারণ আছে।" সকলেই তখন তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন—"পণ্ডিত! বল বল এত হাসির কারণ কি?" তখন শ্রীমান্ পণ্ডিত কি বলিলেন শুনুন—

পরম অদ্ভুত কথা মহা অসম্ভব।
নিমাঞি পণ্ডিত হৈল পরম বৈষ্ণব॥
গয়া হইতে আইলেন সকল কুশলে।
শুনি আমি সম্ভাষিতে গেলাও বিকালে॥
পরম বিরক্তরূপ সকল সম্ভাষ।
তিলার্দ্ধেক ঔদ্ধত্যের নাহিক প্রকাশ॥
নিভৃতে যে লাগিলেন কহিতে কৃষ্ণকথা।
যে যে স্থানে দেখিলেন যে অপূর্ব্ব যথা॥
পাদপদ্ম তীর্থের লইতে মাত্র নাম।
নয়নের জলে সব পূর্ণ হৈল স্থান॥
সর্ব্ব অঙ্গে মহা কম্প পুলকে পূর্ণিত।
"হা কৃষ্ণ!" বলিবা মাত্র পড়িলা ভূমিত॥
সর্ব্ব অঙ্গে ধাতু নাই হৈলা মূর্চ্ছিত।
কথো ক্ষণে বাহ্যদৃষ্টি হৈলা চমকিত॥
শেষে যে বলিয়া "কৃষ্ণ" কাঁদিতে লাগিলা।
হেন বুঝি গঙ্গাদেবী আসিয়া মিলিলা॥

---

(১) এক ঝাড় কুন্দ আছে শ্রীবাসমন্দিরে।
কুন্দরূপে কিবা কল্পতরু অবতরে।
যতেক বৈষ্ণব তোলে তুলিতে না পারে।
অক্ষয় অব্যয় পুষ্প সর্ব্বক্ষণ ধরে॥ চৈঃ ভাঃ

যে ভঙ্গি দেখিল আমি তাহান নয়নে।
তাহানে মনুষ্য বুদ্ধি নাহি আর মনে॥
সবে এই কথা কহিলেন বাহ্য হৈলে।
শুক্লাম্বর গৃহে কালি মিলিবা সকালে॥
তুমি আর সদাশিব পণ্ডিত মুরারি।
তোমা সভা স্থানে দুঃখ করিব গোহারি॥
পরম মঙ্গল এই কহিলাঙ কথা।
অবশ্য কারণ ইথে আছয়ে সর্ব্বথা॥ চৈঃ ভাঃ

শ্রীমান্ পণ্ডিতের কথা শুনিয়া মহানন্দে সকলে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। সকলেই বয়োজ্যেষ্ঠ প্রবীন বৈষ্ণব। নিমাঞি পণ্ডিত তাঁহাদের তুলনায় বালক। শ্রীবাস পণ্ডিত প্রথমেই বলিয়া উঠিলেন—

"গোত্রং নো বর্দ্ধতাম্"
"গোত্র বাড়াউক কৃষ্ণ আমা সবাকার"।

এই কথা শুনিয়া সকলেই মহানন্দে "তথাস্তু তথাস্তু" বলিয়া কৃষ্ণ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। এইরূপে পুষ্প চয়ন কার্য্য শেষ হইলে তাঁহারা গৃহে গিয়া পূজা সমাপন করিলেন। শ্রীমান্ পণ্ডিত পূর্ব্বদিনের কথামত গঙ্গাতীরে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর কুটীরের দিকে গমন করিলেন। পথে তাঁহার সহিত গদাধর পণ্ডিতের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার মুখে গদাধর পণ্ডিত পুনরায় শুনিলেন প্রভু শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর কুটীরে আজ কৃষ্ণকথা কহিবেন। ইহা শুনিয়া বৈষ্ণবচূড়ামণি গদাধরের মনে হইল—"কি আখ্যান কৃষ্ণের কহেন শুনি গিয়া"; এই ভাবিয়া তিনি অগ্রে গিয়া শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর কুটীরে লুকাইয়া রহিলেন।

শ্রীমান্ পণ্ডিত সদাশিব কবিরাজকে সঙ্গে লইয়া শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর কুটীরে উপস্থিত হইলেন। একে একে মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ আসিয়া সেখানে মিলিত হইলেন। সকলেই প্রভুর অপেক্ষা করিতেছেন—

হেনই সময়ে বিশ্বম্ভর দ্বিজরাজ।
আসিয়া মিলিল যথা বৈষ্ণব সমাজ॥ চৈঃ ভাঃ

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়।

নদীয়ায় প্রভুর প্রেমভক্তি প্রকাশ।

শচীমাতার উদ্বেগ।

—:*:—

যে প্রভু আছিলা অতি পরম গম্ভীর।
সে প্রভু হৈলা প্রেমে পরম অস্থির॥
শ্রীচৈতন্যভাগবত।

প্রভু কৃষ্ণপ্রেমে টলমল হইয়া যথা সময়ে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরম সমাদরে তাঁহাকে উপস্থিত বৈষ্ণবগণ সম্ভাষণ করিলেন। প্রভুর বাহ্যদৃষ্টি নাই। সাধু বৈষ্ণব দর্শনমাত্রেই তাঁহার শ্রীবদন হইতে ভক্তিবিষয়ক উত্তম উত্তম শ্লোকাবলী উচ্চারিত হইতে লাগিল। ভক্তগণ তাহা শুনিয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রভু কৃষ্ণ বিরহে আত্মহারা হইয়া "হা কৃষ্ণ! তুমি কোথা গেলে"? এই বলিয়া আকুল প্রাণে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণপ্রেমে তিনি উন্মত্ত,—কৃষ্ণবিরহে জ্ঞানশূন্য।

"পাইলুঁ ঈশ্বর মোর কোন দিকে গেলা?"

এই বলিয়া শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহের স্তম্ভ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া প্রভু কান্দিতে কান্দিতে ভূমিতলে পতিত হইলেন। প্রভুর প্রেমাবেগ ধারণে অসক্ত হইয়া স্তম্ভ ভঙ্গ হইয়া গেল। তখন তিনি আলুলায়িতকেশে "হা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ?" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন(১)। ভক্তগণ সকলেই প্রভুর সহিত ভূমিতে পড়িয়া কান্দিতে লাগিলেন। গৃহের ভিতরে গদাধর লুকাইয়া ছিলেন। তিনিও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন। কেহ কাহাকেও দেখিবার শক্তি নাই; শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহের নিম্নদেশে পাবিত্রসলিলা সুরধুনি প্রবাহিতা। তিনি আজ আনন্দে উচ্ছসিত হইয়া তরঙ্গভঙ্গী দ্বারা প্রভুর প্রেমভক্তিবিকারলীলারঙ্গ দর্শনে মৃদুমন্দ হাসিতেছেন।

সবেই হইলা প্রেম আনন্দে মূর্চ্ছিত।
হাসেন জাহ্নবী দেবী দেখিয়া বিস্মিত॥ চৈঃ ভাঃ

(১) ভাঙ্গিল গৃহের স্তম্ভ প্রভুর আবেশে।
"কোথা কৃষ্ণ" বলি পড়িলেন মুক্ত কেশে॥ চৈঃ ভাঃ

কিছুক্ষণ পরে প্রভুর বাহ্য জ্ঞান হইল। তিনি ভূমিশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া "কৃষ্ণ রে! প্রভু রে! মোর কোন্ দিকে গেলা" বলিয়া পুনরায় আকুল প্রাণে উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিলেন। কান্দিতে কান্দিতে পুনরায় অঙ্গ আছাড়িয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। ক্ষণপরে পুনরায় উঠিলেন, আবার শ্রীঅঙ্গ আছাড়িয়া ভূমিতলে পড়িলেন।

আছাড়ের সমুচ্চয় নাহিক শ্রীঅঙ্গে।
না জানে ঠাকুর কিছু নিজ প্রেমরঙ্গে ॥ চৈঃ ভাঃ

কৃষ্ণপ্রেমে প্রভু একেবারে উন্মত্ত। স্বানুভাবানন্দে তিনি পুনঃপুনঃ আছাড় খাইতেছেন, প্রেমরঙ্গে প্রেমময় প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। ভক্তবৃন্দের ইহা দেখিয়া প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। প্রভু প্রেমাবেশে আকুলভাবে কেবল ক্রন্দন করিতেছেন। ব্রহ্মচারীর কুটীর কৃষ্ণক্রন্দনকোলাহলে পরিপূর্ণ হইল, কৃষ্ণপ্রেমানন্দে মুখরিত হইল।

উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণের ক্রন্দন।
প্রেমময় হইল শুক্লাম্বরের ভবন ॥ চৈঃ ভাঃ

অনেকক্ষণ পরে প্রভু প্রকৃতিস্থ হইয়া স্থিরভাবে বসিলেন; কিন্তু তখনও তাঁহার নয়নে অবিরল প্রেমাশ্রুধার প্রবাহিত হইতেছে; তিনি শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"———কোন্ জন গৃহের ভিতরে ?"

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী কান্দিতে কান্দিতে উত্তর করিলেন :—

"———তোমার গদাধর ॥" চৈঃ ভাঃ

গদাধর পণ্ডিত গৃহকোণে বসিয়া হেটমুখে অঝোর-নয়নে কেবল ঝুরিতেছেন। প্রভু গদাধরকে দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়া কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন :—

"———গদাধর ! তোমার সুকৃতি।
শিশু হইতে কৃষ্ণেতে করিলা দৃঢ়মতি ॥
আমার সে হেন জন্ম গেল বৃথা রসে।
পাইনু অমূল্য নিধি গেল দিনদোষে ॥ চৈঃ ভাঃ

এই বলিয়া কান্দিতে কান্দিতে পুনরায় প্রভু ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার সোনার অঙ্গ ধুলায় ধুসরিত হইল। তিনি উন্মাদের ন্যায় একবার উঠেন, আবার অঙ্গ আছাড়িয়া ভূমিতলে পতিত হন। দৈববলে প্রভুর শ্রীবদন ও নাসিকা আছাড়ের সেই বিষম আঘাত হইতে রক্ষা পায়। তিনি চক্ষু উন্মিলন করিতে পারিতেছেন না। শ্রীবদনে কেবল "হা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ! কৃষ্ণ কি করিলে!" এই মাত্র বুলি। যাঁহাকে সম্মুখে পান তাঁহারই গলা ধরিয়া কান্দেন আর বলেন—

কৃষ্ণ কোথা বন্ধুসব বোলহ সত্বর। চৈঃ ভাঃ

প্রভুর এতাদৃশ আর্ত্তি দেখিয়া কাহারও মুখে বচন স্ফুর্ত্তি হয় না। সকলেই কেবল কান্দিতেছেন। গদাধর প্রভুর বাল্যবন্ধু। প্রাণ অপেক্ষাও প্রভু তাঁহাকে ভাল বাসেন; তাঁহাকে দেখিয়া প্রভুর কৃষ্ণবিরহসমুদ্র উথলিয়া উঠিল। গদাধর পণ্ডিত আজন্ম কৃষ্ণভক্ত। তাই প্রভু তাঁহার ভাগ্যকে প্রশংসা করিয়া কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন "গদাধর তুমি ভাগ্যবান্। তুমি শিশুকাল হইতে কৃষ্ণভক্ত। আমার সে সুকৃতি নাই। আমার বৃথা জন্ম। বিদ্যা ও সংসাররসে নিমগ্ন হইয়া আমি বৃথা কাল ক্ষয় করিয়াছি। তাই অমূল্যনিধি কৃষ্ণধন পাইয়াও আমি ভাগ্যদোষে হারাইলাম। এখন তোমরা দয়া করিয়া আমার হারা-নিধিকে আনিয়া দিয়া আমার সকল দুঃখ মোচন কর"।

প্রভু বোলে মোর দুঃখ করহ খণ্ডন।
আনি দেহ মোরে নন্দ গোপের নন্দন ॥ চৈঃ ভাঃ

এই বলিয়া প্রভু ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ আর ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রন্দন করিতে করিতে ভূমি-তলে গড়াগড়ি দেন। তাঁহার ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত মনোহর কেশদাম ধুলায় বিলুণ্ঠিত দেখিয়া ভক্তগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। কেহ কিছু বলিতে পারেন না, কেহ তাঁহাকে ধরিতেও সাহস করেন না। সকলেই নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ! বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া সকলেই যেন জড়বৎ হইয়া-ছেন (১)।

---

(১) শুক্লাম্বর আদি সভে হইল বিস্মিত।
যে যে দেখিলেন প্রেম সভেই অদ্ভুত ॥ চৈঃ ভাঃ

এইরূপে সমস্ত দিন অতি বাহিত হইল। কোথা দিয়া যে সে দিন গেল তাহা কেহ বুঝিতেই পারিলেন না।

"এই সুখে সর্ব্বদিন গেল ক্ষণপ্রায়।" চৈঃ ভাঃ

বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে প্রভু জনে জনে সকল বৈষ্ণবের নিকট বিদায় লইয়া সেদিন নিজ মন্দিরে ফিরিলেন। শচীমাতা রাঁধিয়া বাড়িয়া ঠাকুরের ভোগ দিয়া পুত্রের আগমন প্রতিক্ষায় বসিয়া আছেন। নবীনা প্রিয়াজি শুষ্কবদনে শাশুড়ীর নিকট বসিয়া সংসারের কথা কহিতেছেন। শচীমাতা জানেন না প্রভু কোথায় গিয়াছেন; জানিলে সেখান হইতে পুত্রকে ডাকিয়া আনিতেন।

নদীয়ায় প্রভুর এই যে প্রেমভক্তিবিকার লীলারঙ্গ, ইহা সর্ব্বপ্রথমে একান্ত অন্তরঙ্গ ভক্তগণ মধ্যে প্রকটিত হইল। নদীয়াবাসী অপর ভক্তবৃন্দ প্রভুর এই অপূর্ব্ব লীলা-রঙ্গকাহিনী সকল বৈষ্ণবমুখে শুনিলেন। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর কুটীরে প্রভুর আদেশে শ্রীমান্ পণ্ডিত, গদাধর পণ্ডিত, সদাশিব পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত এই চারিজন পরম সুকৃতিবান্ একান্ত অনুগত অন্তরঙ্গ ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। ইহারাই সর্ব্বপ্রথমে প্রভুর এই অপূর্ব্ব প্রেমভক্তি-বিকারভাব দেখিয়া ধন্য হইলেন। মানুষের হৃদয়ে যে এরূপ অপূর্ব্ব প্রেমভক্তি ভাবের উদয় হয়, ভগবদ্বিরহে মানুষের প্রাণে যে এত ব্যাকুলতা, এত কাতরতা, এত আর্ত্তির প্রকাশ হইতে পারে তাহা তাঁহারা পূর্ব্বে জানিতেন না। শ্রীমান পণ্ডিত প্রমুখ প্রবীন বৈষ্ণবগণ প্রভুর এই অপূর্ব্ব ও অলৌকিক প্রেমভক্তিলক্ষণযুক্ত কৃষ্ণবিরহভাবকাহিনী সকল নদীয়ার বৈষ্ণবমণ্ডলীর নিকট আনুপূর্ব্বিক বিস্তারিত বিবৃত করিলেন (১)।

সকলে এই অপূর্ব্ব বিবরণ শুনিয়া আনন্দে হরি হরি ধ্বনি করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিলেন:—

"———ঈশ্বর বা হইল বিদিত।" চৈ ভাঃ

কেহ বলিলেন—

"— ——নিমাঞি পণ্ডিত ভাল হৈলো।
পাষণ্ডীর মুণ্ড ছিণ্ডিবারে পারি ভালো॥" চৈঃ ভাঃ

কেহ বলিলেন—

"———হইবেক কৃষ্ণের রহস্য।
সর্ব্বথা সন্দেহ নাহি জানিহ অবশ্য" ॥ চৈঃ ভাঃ

কেহ বলিলেন—

"———ঈশ্বর পুরীর সঙ্গ হৈতে।
কিবা দেখিলেন কৃষ্ণ প্রকাশ গয়াতে॥" চৈঃ ভাঃ

সকলে মিলিয়া প্রভুকে প্রেমানন্দে শত সহস্রবার আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। সকলেই বলিলেন—

"হউক হউক সত্য কৃষ্ণের প্রসাদ।" চৈঃ ভাঃ

প্রভু আজ দুই দিন মাত্র হইল গয়াধাম হইতে নবদ্বীপে আসিয়াছেন। সর্ব্ব নদীয়ায় আনন্দ ধ্বনি উঠিয়াছে। সর্ব্ব লোকে নিমাঞি পণ্ডিতকে দেখিতে আসিতেছে। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে প্রভুর অপূর্ব্ব কৃষ্ণপ্রেমভক্তি উদ্দীপক লীলা রঙ্গকাহিনী নদীয়ার গৃহে গৃহে প্রচার হইয়াছে। নদীয়া বাসী নরনারী দলে দলে প্রভুর শ্রীমন্দিরে আসিয়া তাঁহার প্রেমানন্দময় ভুবনমঙ্গল শ্রীমূর্ত্তিটি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। প্রভু নিজ মন্দিরে সর্ব্বদাই আবিষ্টভাবে থাকেন।

"ঠাকুর আবিষ্ট হই আছেন স্ববাসে।" চৈঃ ভাঃ

তিনি এক্ষণে সংসার-বিরক্ত। প্রেমাবেশে আবিষ্ট হইয়া কেবল কৃষ্ণকথা বলিতেছেন। শচীমাতা পুত্রের অদ্ভুত চরিত্র কিছুই বুঝিতে পারেন না। পুত্রের অশ্রুসিক্ত চন্দ্রবদন দর্শন করিয়া তাঁহার মনে বড় দুঃখ হয় (১)। "হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!" বলিয়া যখন প্রভু করুণস্বরে রোদন করেন, শচীমাতার আঙ্গিনা তাঁহার করুণ ক্রন্দনের রোলে পূর্ণ হয়। কৃষ্ণবিরহোন্মত্ত প্রভুর দিবারাত্রি জ্ঞান নাই। তিনি রাত্রিকে দিন মনে করেন, দিনকে রাত্রি মনে করেন;

(১) বৈষ্ণব সমাজে সভে আইলা হরিষে।
আনুপূর্ব্বিক কহিলেন অশেষ বিশেষে॥ চৈঃ ভাঃ

(১) নিরবধি কৃষ্ণাবেশে প্রভুর শরীরে।
মহা বিরক্তের প্রায় ব্যবহার করে॥
বুঝিতে না পারে আই পুত্রের চরিত।
তথাপিহ পুত্র দেখি মহা আনন্দিত॥ চৈঃ ভাঃ

তাঁহার কথার ভাবে ইহা প্রকাশ পায়। শ্রীপাদ কবিকর্ণপুর গোস্বামী একথা লিখিয়াছেন ঃ—

প্রত্যূষপ্রভৃতিদিনং সমস্তমেব
প্রেমাশ্রু প্রচুরবরৈরুদন্ বিনীয়।
যাসিন্যাং ভবতি সতি প্রভুঃ প্রবোধে
বৈকল্যাদ্দিনমিতি তর্কয়াম্বভূব ॥
সন্ধ্যায়াং কিমপি রুদন্ বিমুক্তকণ্ঠঃ
প্রাতঃস্যাৎ কথমপি চেদ্বহিঃ প্রবোধঃ।
তন্নক্তং ব্রজতি কিয়ৎ কদেতি গৌরো
বৈকল্যাদ্বদতি ন তস্য কালভেদঃ ॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য।

শচীমাতা কোন উপায় না দেখিয়া, গললগ্নীকৃতবাসে করযোড়ে ঠাকুরদ্বারে গিয়া সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন নারায়ণের শরণ লয়েন।

কিছু নাহি বুঝে আই কোন্ বা কারণ।
করযোড়ে গেলা আই গোবিন্দ শরণ ॥ চৈঃ ভাঃ

তিনি ঠাকুরের নিকট কান্দিতে কান্দিতে এই বলিয়া প্রার্থনা করেন—

স্বামী নিলা কৃষ্ণ মোর নিলা পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সকলে আছয়ে এক জন ॥
অনাথিনী মোরে কৃষ্ণ! এই দেহ বর।
সুস্থচিত্তে গৃহে মোর রহু বিশ্বম্ভর ॥ চৈঃ ভাঃ

শচীমাতার মনঃকষ্টের অবধি নাই। পুত্রের এই অদ্ভুত [চরি]ত্র তিনি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। পুত্রের [মঙ্গ]লার্থে তিনি গঙ্গাদেবীর পূজা দেন, বিষ্ণুমন্দিরে মাথা [কুটে]ন, গৃহে শান্তি স্বস্ত্যয়ন করান। গয়াধাম হইতে আসিয়া [অবধি] প্রভু জননীর সহিত সংসার সম্বন্ধে কোন কথাই [কহে]ন নাই। প্রভু যখন গৃহে থাকেন শচীমাতা কৌশল [করি]য়া পুত্রবধূকে আনিয়া পুত্রসমীপে বসান, কৃষ্ণবিরহ-[কাত]র প্রভু আমার স্বর্ণপ্রতিমা শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে [চাহি]য়াও দেখেন না।

লক্ষ্মীরে আনিয়া পুত্র-সমীপে বসায়।
দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায় ॥ চৈঃ ভাঃ

তিনি রাত্রিদিন কেবল ভক্তিবিষয়ক শ্লোক উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করেন আর আকুলভাবে ক্রন্দন করেন। কখন কখন বিরহোন্মত্তভাবে ভীষণ হুঙ্কার গর্জ্জন করেন। তাহা শুনিয়া প্রিয়াজি শঙ্কিতা হইয়া দূরে পলায়ন করেন। শচীমাতাও ভয় পান।

কখনো কখনো যে বা হুঙ্কার করয়ে।
ভয়ে পলায়েন লক্ষ্মী শচী পায় ভয়ে ॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভুর রাত্রিতে নিদ্রা নাই। কৃষ্ণবিরহ-বানে তাঁহার হৃদয় জর্জ্জরিত। তিনি একবার উঠেন, একবার বসেন, মনে যেন দারুণ উদ্বেগ, কিছুতেই স্বস্তি পান না। নবীনা প্রিয়াজি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া অতিবাহিত করেন। প্রাণ-বল্লভের পদসেবা করিতে যান, তিনি উঠিয়া বসেন, কোন কথা কহিলে প্রভু উত্তর দেন না। এক একবার তিনি প্রিয়তমার প্রতি করুণ নয়নে চাহেন, আর অঝোর নয়নে ঝুরেন। তাঁহার এই করুণ চাহনির মর্ম্ম "প্রিয়তমে! বিষ্ণু-প্রিয়ে! তুমি আমার হারানিধি কৃষ্ণধনকে খুঁজিয়া আনিয়া দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর, আমার দুঃখ দূর কর।" নবীনা প্রিয়াজি স্বামীর এরূপ অদ্ভুত চরিত্রের মর্ম্ম কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। তিনি সরলা বালিকা, প্রভুর এই কৃষ্ণবিরহোন্মাদদশার মর্ম্ম তিনি কি বুঝিবেন? তাঁহার বৃদ্ধা শাশুড়ীই যখন ইহা বুঝিতে অক্ষম, তখন তিনি কি করিয়া বুঝিবেন? প্রিয়াজি ভাবেন "মানুষের একি বিষম রোগ হইল! ইহার কি কোন চিকিৎসা নাই? মা কেন ভাল চিকিৎসক ডাকেন না? এ রোগের কি ঔষধ নাই?" নবীনা প্রিয়াজির চিন্তার বিরাম নাই। দিন দিন তিনি মলিনা হইতেছেন, তাঁহার বদনচন্দ্রে ভীষণ চিন্তার রেখা দৃষ্ট হইতেছে। শচীমাতা সকলই বুঝিতে পারিতেছেন, কিন্তু কি করিবেন কিছুই উপায় স্থির করিতে পারিতেছেন না। শ্রীবাস পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি প্রভুর শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়দিগের নিকট গিয়া শচীমাতা জিজ্ঞাসা করেন, "ওগো! নিমাঞির আমার একি হইল? গয়া হইতে আসিয়া সোনার বাছার আমার একি রোগ হইল? কিসে

এ রোগের শান্তি হইবে? বাছা আমার এত কান্দে কেন?" তাঁহারা শচীমাতাকে নানা কথায় শান্ত করেন, প্রবোধ দেন, এবং বলেন "মাগো! উহা কোন রোগ নহে; তোমার ভাগ্যবান্ পুত্র গয়াধামে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়াছিলেন, এক্ষণে কৃষ্ণের অদর্শনজনিত বিরহে তিনি কাতর। এই নদীয়ায় বসিয়া তিনি কৃষ্ণের পুনর্দর্শন পাইবেন। এই যে ক্রন্দন ও আর্ত্তি দেখিতেছেন, উহাই কৃষ্ণপ্রাপ্তির মূলমন্ত্র। আপনার পুত্রের কল্যাণে আপনিও কৃষ্ণদর্শনানন্দ লাভ করিবেন।" পুত্রদুঃখ-কাতরা স্নেহময়ী শচীমাতা এ সকল কথার মর্ম্ম কিছু বুঝিলেন না। কলিকালে কৃষ্ণের দর্শন কি মানুষে পায়? এক পাইয়াছিলেন সত্যযুগে ধ্রুব। সাধনা করিতে ধ্রুবকে শিশুকালে বনে যাইতে হইয়াছিল। অনাহারে, অনিদ্রায় কঠোর তপস্যা করিয়া বালক ধ্রুবের কৃষ্ণ-দর্শন লাভ হইয়াছিল। আমার নিমাঞি নদীয়ায় বসিয়া কৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিবে, একথা'ত কাজের কথা নহে। তবে কি আমার নিমাঞি বনে যাইবে? তবে কি আমার সোনার বাছা আমাকে ছাড়িয়া পলাইবে?" এইরূপ চিন্তায় শচীমাতা কাতরা হইলেন। তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন গৃহে নিমাঞি নাই। তিনি দশদিক একেবারে অন্ধকার দেখিলেন, পুত্রের চন্দ্রবদন না দেখিয়া তাঁহার প্রাণ আকুল হইল, তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া পুনরায় বাড়ীর বাহির হইলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী একাকিনী গৃহে রহিলেন। শাশুড়ী বাড়ী আসিয়া এঘর ওঘর দেখিয়া পুনরায় চলিয়া গেলেন কেন, নবীনা প্রিয়াজি তাহা বুঝিতে পারিলেন না। শচীমাতা পথে শুনিলেন, প্রভু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের গৃহে গমন করিয়াছেন। তিনি সেখানে ছুটিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন তাঁহার পুত্রটি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সঙ্গে বসিয়া আবিষ্ট ভাবে মধুর কৃষ্ণকথা কহিতেছে ও কান্দিতেছে। শচীমাতার দেহে প্রাণ আসিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন নিমাঞি বুঝি কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তিনি ধ্রুবের কথা ভাবিতেছিলেন; ধ্রুব বনে গিয়া তপস্যা করিয়া সাক্ষাৎ কৃষ্ণদর্শন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রটিও কৃষ্ণদর্শনলাভপ্রয়াসী। কি জানি নিমাঞিও যদি ধ্রুবের মত করে। এই ভাবনায় তিনি এতই কাতর হইয়াছিলেন, যে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ছিল না।

প্রভু তাঁহার অধ্যাপক-গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে তাঁহার গৃহে শুভাগমন করিয়াছেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিত পরম ভাগবত; তিনি তাঁহার প্রিয়তম ছাত্রের অবস্থা সকলি লোকমুখে শুনিয়াছেন। প্রভু যেমন গুরুর চরণ বন্দন করিলেন, অমনি অধ্যাপকশিরোমণি গঙ্গাদাস পণ্ডিত সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া সস্নেহে বলিলেন—

—"ধন্য বাপ্! তোমার জীবন।
পিতৃকুল মাতৃকুল করিলে মোচন॥
তোমার পড়ুয়া সব তোমার অবধি।
পুঁথি কেহো নাহি নিলে ব্রহ্মা বোলে যদি।
এখনে আইলা তুমি সভার প্রকাশ।
কালি হৈতে শিখাইবা আজি যাহ বাস॥ চৈঃ ভা

প্রভুর নয়নে অবিরল বারিধারা, বদনে মধুর কৃষ্ণনা[ম] গদগদ কণ্ঠস্বর; তিনি আর কোন উত্তর করিলেন না[।] তিনি অধ্যাপক-গুরুকে নমস্কার করিয়া তাঁহার চরণত[লে] উপবেশন করিয়া তাঁহার সহিত কৃষ্ণকথা কহিতে আর[ম্ভ] করিলেন; তীর্থ ভ্রমণের কথা তুলিয়া কৃষ্ণদর্শনকথ[া] বলিতে বলিতে প্রভু আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। এ[ই] সময়ে শচীমাতা তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে গঙ্গাদাস পণ্ডিতে[র] গৃহে আসিলেন। প্রভুর সেদিকে লক্ষ্য নাই। তি[নি] পড়ুয়াগণ বেষ্টিত হইয়া প্রেমানন্দে মধুর কৃষ্ণকথা কহিতে ছেন, সকলে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া শ্রবন করিতেছেন।

এই সকল ঘটনা প্রভুর গয়াধাম হইতে নবদ্বী[প] আসিবার দুই তিন দিন মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল[।] গয়াধাম হইতে আসিয়াই প্রভু, এইরূপ কৃষ্ণপ্রেমোন্মা[দ] ভাবে সমগ্র নদীয়াবাসীর দ্বারে দ্বারে ভ্রমন করিতে লাগি লেন। তিনি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের গৃহ হইতে মুকুন্দ সঞ্জয়ে[র] গৃহে আসিলেন। এই মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে প্রভু[র] চতুষ্পাটি ছিল। তিনি প্রসস্ত চণ্ডীমণ্ডপে ছাত্রগ[ণ]

পরিবেষ্টিত হইয়া বসিলেন। সগোষ্ঠী মুকুন্দ সঞ্জয় প্রভু দর্শনে আনন্দসাগরে ভাসিলেন। মুকুন্দ সঞ্জয়ের পুত্র পুরুষোত্তমকে প্রভু ক্রোড়ে করিয়া নিজ নয়ন জলে তাঁহার অঙ্গ সিঞ্চিত করিলেন। এই পুরুষোত্তম সঞ্জয় প্রভুর অতিশয় প্রিয়ভক্ত ছিলেন। পুরনারীবৃন্দ আনন্দে শুভ হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রভু সেখানে বসিয়া ও সেইরূপ কৃষ্ণকথারঙ্গে সকলকে তুষ্ট করিলেন।

ইহার পর প্রভু নিজ মন্দিরে আসিলেন। আসিয়া বিষ্ণুমন্দিরদ্বারে উপবেশন করিলেন। শচীমাতা ভয়ে ভয়ে পুত্রের নিকটে আসিয়া বসিলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী গৃহান্তরে থাকিয়া সতৃষ্ণনয়নে পতিপাদপদ্ম দর্শন করিতেছেন। প্রভু অবনত মস্তকে অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন, এবং মধ্যে মধ্যে "হা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!" করুণ ধ্বনি করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন (১)। কখনও হুঙ্কার গর্জ্জন করিতেছেন। শচীমাতা পুত্রের এই অদ্ভুত চরিত্র কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না! তিনি ভাবিতেছেন "একি হইল? আমার সোণার বাছাকে কে এমন করিয়া পাগল করিল? কি কুক্ষণে বাছা আমার গয়ায় গেল।" শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রাণবল্লভের এই অদ্ভুত ভাব লক্ষণ সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। তিনি দেখিতেছেন, তাঁহার প্রাণবল্লভের ভাবগতিক ভাল নহে। এই যে তাঁহার করুণ আর্ত্তি, অবিরল ক্রন্দন, এবং সংসার বৈরাগ্য, ইহার মূলে কোন বিশেষ ঘটনা আছে। তিনি সরলা বালিকা; প্রথমেই তাঁহার মনে উদয় হইল, তিনি ত স্বামীর নিকট এমন কোন অপরাধ করেন নাই যাহার জন্য তাঁহার স্বামী সংসারে বিরাগী হইবেন। প্রিয়াজির মন তখন নিতান্ত চঞ্চল, নানাবিধ চিন্তায় তিনি কাতরা। তিনি পুনরায় ভাবিলেন, তাঁহার প্রাণবল্লভের মনে বুঝি তাঁহার প্রথমা ঘরণীর শোকস্মৃতি উদয় হইয়াছে। প্রিয়াজি জানেন প্রভু শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীকে কিরূপ ভাবে কৃপা করিয়াছিলেন, তাঁহার অদর্শনে কিরূপ মনঃকষ্ট পাইয়াছেন। যখন তখন শ্রীমতী লক্ষীপ্রিয়া দেবীর কথা তুলিয়া প্রভু দশমুখে তাঁহার গুণগান করিতেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মনে হইল বুঝি বা প্রাণবল্লভের এই সংসারবৈরাগ্যভাবের সহিত তাঁহার প্রথমা ঘরণীর পূর্ব্বস্মৃতির সম্বন্ধ আছে। তিনি বালিকা, স্বামীর শ্রীচরণসেবাকার্য্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা ও অযোগ্যা। বোধ হয় পতিসেবার কোনরূপ ত্রুটি লক্ষিত হইয়াছে, কিম্বা তিনি কি বলিতে কি বলিয়াছেন; তাহাতেই প্রাণবল্লভের মনে ব্যথা লাগিয়াছে। এই ভাবিয়া নবীনা প্রিয়াজি অস্থিরা হইলেন। এসকল কথা বলিবার নহে। তিনি মনের কথা মনেই রাখিলেন। কিন্তু এই চিন্তাবহ্নিতে তাঁহার কোমল হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি আর সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না; বসিয়া পড়িলেন। ইহা কেহ দেখিল না, প্রিয়াজির মনের ভাব কেহ বুঝিল না। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীগৌরভগবান সর্ব্বান্তর্য্যামী, তাঁহার অবিদিত কিছুই নাই। তিনি ভক্তদুঃখহারী প্রিয়াজির মনের অবস্থা বুঝিয়া আত্মসম্বরণ করিলেন। জননীর প্রতি চাহিয়া কহিলেন "মা! আমার ক্ষুধা পাইয়াছে। কৃষ্ণের ভোগ প্রস্তুত কর"! শচীমাতা তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে উঠিয়া পুত্রবধুর হস্ত ধারণ করিয়া রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিলেন। আজ তিন দিনের পর তাঁহার প্রাণের নিমাঞি মুখ ফুটিয়া বলিয়াছে তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে। শচীমাতা মহা ব্যস্ত হইয়া পাক করিতে বসিলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সমস্ত উদ্যোগ করিয়া দিলেন। প্রভু বিষ্ণুগৃহদ্বারে বসিয়া নাম জপ করিতেছেন। তাঁহার মনে নিদারুণ কষ্ট। কৃষ্ণবিরহকাতর প্রভু আমার ভক্তদুঃখ নিবারণের জন্য তাঁহার প্রকৃত মনোভাব গোপন করিতে বাধ্য হইলেন। ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তের জন্য সকলি করিতে পারেন। তিনি ভোজনে বসিয়া আজ তিন দিনের পর জননীর সহিত দুই একটি সাংসারিক কথা কহিলেন। ইহাতে শচীমাতার মনে বড়ই আনন্দ

(১) সোৎকণ্ঠং নিরবধি কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণেত্যাজল্পন রুচন বিভিন্নস্বরকণ্ঠঃ।
হর্ষোর্দ্ধে স্ফুরুরুহসঙ্কয়ে বিভাতি প্রায়োহয়ং প্রতিদিনমেব মেব ভূত্বা॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকাব্য।

হইল। প্রিয়াজিও মনে আনন্দ পাইলেন। ভক্ত বৎসল শ্রীগৌরভগবান এইরূপে ভক্তদুঃখ নিবারণ করিলেন! সে দিন রাত্রিতে প্রভু সুখে নিদ্রা গেলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী পতিপদসেবার সুযোগ পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

পরদিন প্রভাতে প্রভু গঙ্গাস্নান করিয়া গৃহে আসিবা মাত্র তাঁহার ছাত্রমণ্ডলী তাঁহার নিকট পাঠ লইতে আসিল। বহুদিন তাঁহারা প্রভুর নিকট পাঠ লয়েন নাই। বড় আশা করিয়া আজ তাহারা পুঁথি হস্তে করিয়া প্রভুর গৃহে পাঠ লইতে আসিয়াছে। প্রভু নিজ বহির্বাটিতে বসিয়া আছেন। ছাত্রমণ্ডলী তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়াছে। প্রভু যেন তারকামণ্ডলীবেষ্টিত পূর্ণ শশধরের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তাঁহার পুলকপূর্ণ শ্রীঅঙ্গের শোভায় চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়াছে। যোগ পট্টছান্দে বস্ত্র পরিধান করিয়া চন্দন ও তিলক মালায় সর্ব্বাঙ্গ বিভূষিত করিয়া প্রভু যোগাসনে উপবেশন করিয়া মৃদু মৃদু নাম গান করিতেছেন। প্রভুর বদনে কৃষ্ণনাম ভিন্ন অন্য কোন কথা আসে না, একথা ছাত্রবৃন্দ জানে না (১)। তাহারা প্রভুর ভাবগতিক কিছুই বুঝিল না। তাহাদের বিশেষ অনুরোধে প্রভু পড়াইতে বসিলেন। তাঁহার নয়নে প্রেমাশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে, গদ গদ বচনে পাঠ বলিতেছেন।

"অনুরোধে প্রভু বসিলেন পড়াইতে"। চৈঃ ভাঃ

ছাত্রবৃন্দ "হরি হরি" বলিয়া পুঁথির ডোর মুক্ত করিলেন। মধুর হরি ধ্বনি শুনিবা মাত্র প্রভু আনন্দে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইলেন। সকলের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করিয়া আবিষ্ট ভাবে তিনি সূত্রবৃত্তি ও টীকায় কেবল হরি নাম ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ছাত্রবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া প্রভু গদ গদ বচনে কহিলেন—

——সর্ব্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম।
সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণ বই না বোলয়ে আন॥
কর্ত্তা হর্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর।
অজ ভব আদি যত কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি যে আর বাখানে।
ব্যর্থ জন্ম যায় তার অকথ্য কথনে॥
আগম বেদান্ত আদি যড় দরশন।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে কৃষ্ণপদে ভক্তিধন॥
মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়॥
করুণা সাগর কৃষ্ণ জগত জীবন।
সেবক বৎসল নন্দ গোপের নন্দন॥
হেন কৃষ্ণ নামে যার নাহি রতি মতি।
পড়িয়াও সর্ব্বশাস্ত্র তাহার দুর্গতি॥
দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণ নাম।
সর্ব্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম॥
এই মত সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায়।
ইহাতে সন্দেহ যার সেই দুঃখ পায়॥
কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি যে শাস্ত্র বাখানে।
সে অধম কভু শাস্ত্র মর্ম্ম নাহি জানে॥
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় মাত্র শাস্ত্র বহি মরে॥
পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারখারে।
কৃষ্ণ মহা মহোৎসবে বঞ্চিলা তাহারে॥
পূতনারে যে প্রভু করিলা মুক্তি দান।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি লোক করে অন্য ধ্যান॥
অঘাসুর হেন পাপী যে কৈল মোচন।
কোন্ মুখে ছাড়ে লোক তাঁহার কীর্ত্তন॥
যে কৃষ্ণের নামে হয় জগত পবিত্র।
না বোলে দুঃখিত জীব তাঁহার চরিত্র॥
যে কৃষ্ণের মহোৎসবে ব্রহ্মাদি বিহ্বল।
তাহা ছাড়ি নৃত্য গীত করয়ে মঙ্গল॥
অজামীল উদ্ধারিল যে কৃষ্ণের নামে।
ধন কুল বিদ্যামদে তাহা নাহি জানে॥
শুন ভাই সব সত্য আমার বচন।

(১) কৃষ্ণ বিনু ঠাকুরের না আইসে বদনে।
পড়ুয়া সকল ইহা কিছুই না জানে॥ চৈঃ ভাঃ

ভজহ অমূল্য কৃষ্ণপাদপদ্ম ধন ॥
যে চরণ সেবিতে লক্ষ্মীর অভিলাষ।
যে চরণ সেবিয়া শঙ্কর শুদ্ধ দাস ॥
যে চরণ হৈতে জাহ্নবী পরকাশ।
হেন পাদপদ্মে ভাই সবে হই দাস ॥
দেখি কার শক্তি আছে এই নবদ্বীপে।
খণ্ডুক আমার ব্যাখ্যা আমার সমীপে ॥" চৈঃ ভাঃ

প্রভু নিজ মন্দিরে বসিয়া ছাত্রমণ্ডলী মধ্যে এইরূপে কৃষ্ণনামমাহাত্ম্য ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন করিলেন। পড়ুয়াগণ নিঃশব্দ হইয়া এক মনে প্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত মধুর বাণী শ্রবন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। প্রভু যাহা ব্যাখ্যা করেন তাহাই পড়ুয়াগণের মনে যেন শব্দময় ব্রহ্ম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাঁহারা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় প্রভুর শ্রীবদনের প্রতি চাহিয়া আছেন, আর তাঁহার বচনসুধা পান করিতেছেন। প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণকথা কহিতেছিলেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই। কিছুক্ষণ পরে যখন তিনি বাহ্যজ্ঞান পাইলেন, তখন কিছু লজ্জিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি আজ কিরূপ সূত্র ব্যাখ্যা করিলাম?" পড়ুয়াবৃন্দ সকলেই উত্তর করিলেন "পণ্ডিত ঠাকুর! আমরা ত আপনার ব্যাখ্যা কিছুই বুঝিলাম না। যত কিছু আজি আপনি ব্যাখ্যা করিলেন, কেবল কৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য। আমরা বালক, কি করিয়া তাহা বুঝিব?" প্রভু হাসিয়া উত্তর করিলেন "অদ্য পুঁথি বান্ধ। চল সকলে গঙ্গাস্নানে যাই (১)। প্রভুর কথা শুনিয়া পড়ুয়াগণ পুঁথি বান্ধিয়া গঙ্গাস্নানে চলিল। নদীয়ার জনাকীর্ণ প্রশস্ত রাজপথ দিয়া অগণিত ছাত্র ও বয়স্য সঙ্গে রাজপুত্রের ন্যায় প্রভু গঙ্গাস্নানে চলিয়াছেন। আজানুলম্বিত সুবলিত বাহু-যুগল দোলাইতে দোলাইতে গজেন্দ্রগমনে মধুর কৃষ্ণকথারঙ্গে নিমাই পণ্ডিত নদীয়ার পথে চলিয়াছেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ-জ্যোতিতে নদীয়ার পথ আলোকিত হইয়াছে। সহস্র সহস্র লোক তাঁহাকে দর্শন করিয়া ভূমি বিলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিতেছে। প্রভু তাহাদিগের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করিলেন। গঙ্গাতীরে গিয়া প্রভু গঙ্গাবন্দনা করিয়া গঙ্গাজল শিরে স্পর্শ করিয়া একেবারে জলে ঝম্প প্রদান করিলেন। প্রভু পদরজস্পর্শে সুরধুনীদেবী আনন্দে উৎফুল্লা হইলেন। তরঙ্গের ছলে তিনি আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

গঙ্গার বাড়িল প্রভু পরশে উল্লাস।
আনন্দে করয়ে দেবী তরঙ্গ প্রকাশ ॥
তরঙ্গের ছলে নৃত্য করয়ে জাহ্নবী।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর পদযুগ সেবি ॥
চতুর্দ্দিকে প্রভুকে বেড়িয়া জহ্নুসুতা।
তরঙ্গের ছলে জল দেই অলক্ষিতা ॥ চৈঃ ভাঃ

গঙ্গাঘাটে যত লোক স্নান করিতেছিলেন, সকলেরই দৃষ্টি প্রভুর বদনচন্দ্রের প্রতি পতিত হইল। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিলেন—

"ধন্য মাতা পিতা যাঁর এহেন নন্দন"।

প্রভু গঙ্গাস্নান করিয়া গৃহে ফিরিলেন। ছাত্রবৃন্দ প্রভুকে গৃহে রাখিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিল। প্রভুর পুরাতন ভৃত্য ঈশান তাহার শ্রীচরণ ধৌত করিয়া দিলেন। তিনি বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীতুলসীকে জল দান করিলেন। তাহার পর বিষ্ণুমন্দিরে গিয়া যথাবিধি বিষ্ণুপূজা করিলেন। শচীমাতা ও শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী উভয়ে মিলিয়া যথাসময়ে ঠাকুরের ভোগ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। ঠাকুরের ভোগ লাগিল। শচীমাতা তুলসীমঞ্জরীযুক্ত প্রসাদ আনিয়া প্রভুকে আহার করিতে দিলেন।

তুলসী মঞ্জরীর সহিত দিব্য অন্ন।
মায়ে আনি সম্মুখে করিল উপসন্ন ॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভু ভোজনে বসিলেন। শচীমাতা পুত্রের সম্মুখে বসিলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া পতিদেবতার ভোজন-লীলা দর্শন করিতে লাগিলেন।

সম্মুখে বসিলা শচী জগতের মাতা।
গৃহের ভিতরে দেখে লক্ষ্মী পতিব্রতা ॥ চৈঃ ভাঃ

(১) হাসি বোলে বিশ্বম্ভর শুন সবে ভাই।
পুঁথি বান্ধি আজি চল গঙ্গাস্নানে যাই ॥ চৈঃ ভাঃ

শচীমাতা পুত্রকে আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

——"আজি বাপ্! কি পুঁথি পড়িলা।
কাহার সহিত কিবা কন্দল করিলা" ॥ চৈঃ ভাঃ

জননীর কথা শুনিয়া প্রভু ঈষৎ মধুর হাসিলেন। কৃষ্ণ কথা ভিন্ন অন্য কথা প্রভুর মুখে আসে না, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। জননীকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি ভোজনে বসিয়া কৃষ্ণনাম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কপিল দেবের ভাবে তিনি জননীকে কৃষ্ণভক্তিমূলক উপদেশ দিতে লাগিলেন। প্রভু উত্তর করিলেন—

——"আজি পড়িলাঙ কৃষ্ণনাম।
সত্য কৃষ্ণ চরণ কমল গুণধাম ॥
সত্য কৃষ্ণনাম গুণ শ্রবন কীর্ত্তন।
সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে জন ॥
সেই শাস্ত্র সত্য কৃষ্ণভক্তি কহে যায়।
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাণ্ডিত্য পলায় ॥ (১)
চণ্ডাল চণ্ডাল নহে, যদি কৃষ্ণ বোলে।
বিপ্র নহে বিপ্র, যদি অসৎ পথে চলে ॥ চৈঃ ভাঃ

এই কথা বলিয়াই প্রভু কপিলদেবের ভাবে আবিষ্ট হইলেন। পুনরায় জননীর প্রতি চাহিয়া অনুরাগভরে কহিলেন—

"শুন শুন মাতা কৃষ্ণভক্তির প্রভাব।
সর্ব্বভাবে কর মাতা কৃষ্ণে অনুরাগ ॥
কৃষ্ণের সেবক মাতা কভু নহে নাশ।
কালচক্র ডরায়েন দেখি কৃষ্ণদাস ॥
গর্ভবাসে যত দুঃখ জন্মে বা মরণে।
কৃষ্ণের সেবক মাতা কিছুই না জানে ॥
জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ ॥
চিত্ত দিয়া শুন মাতা জীবের যে গতি।
কৃষ্ণ না ভজিলে পায় যতেক দুর্গতি ॥

(১) যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে।
শ্রোতব্যং নৈব তৎ শাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ ॥
জৈমিনি ভারত।

মরিয়া মরিয়া পুনঃ পায় গর্ভবাস।
সর্ব্ব অঙ্গে অমেধ্য পঙ্কের পরকাশ ॥
কটু অম্ল লবন জননী যত খায়।
অঙ্গে গিয়া লাগে তার মহা মোহ পায় ॥
মাংসময় অঙ্গ কৃমিকুলে বেড়ি খায়।
ঘুচাইতে নাহি শক্তি মরয়ে জ্বালায় ॥
নড়িতে না পারে তপ্ত পঞ্জরের মাঝে।
তবে প্রাণ রহে ভবিতব্যতার কাজে ॥
কোন অতি পাতকীর জন্ম নাহি হয়।
গর্ভে গর্ভে হয় পুনঃ উৎপত্তি প্রলয় ॥
শুন শুন মাতা জীবতত্ত্বের সংস্থান।
সাত মাসে জীবের গর্ভেতে হয় জ্ঞান ॥
তখন সে সঙরিয়া করে অনুতাপ।
স্তুতি করে কৃষ্ণেরে ছাড়িয়া ঘনশ্বাস ॥
রক্ষ কৃষ্ণ জগত জীবন প্রাণনাথ।
তোমা বৈ জীব দুঃখ নিবেদিব কাত ॥
যে করয়ে বন্দী প্রভু ছাড়ায়ে সেই সে।
সহজ মৃতেরে প্রভু মায়া কর কিসে ॥
মিথ্যা-ধন-পুত্র রসে বঞ্চিলু জনম।
না ভজিলুঁ তোর দুই অমূল্য চরণ ॥
যে পুত্র পোষণ কৈলুঁ অশেষ বিধর্ম্মে।
কোথা বা সে সব গেল মোর এই কর্ম্মে ॥
এখন এ দুঃখে মোরে কে করিবে পার।
তুমি যে এখন বন্ধু করিব উদ্ধার ॥
এতেক জানিলুঁ সত্য তোমার চরণ।
রক্ষ প্রভু কৃষ্ণ তোর লইলুঁ শরণ ॥
তুমি হেন কল্পতরু ঠাকুর ছাড়িয়া।
ভুলিলাঙ অসৎ পথে প্রমত্ত হইয়া ॥
উচিত তাহার এই শাস্তি যোগ্য হয়।
করিলা ত এবে কৃপা কর মহাশয় ॥
এই কৃপা আর যেন তোমা না পাসরি।
যেখানে সেখানে কেনে না জন্মি না মরি ॥
যেখানে তোমার নাঞি যশের প্রচার।

যথা নাহি বৈষ্ণবগণের অবতার।
যেখানে তোমার মহা মহোৎসব নাই।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই॥ (১)
গর্ভবাস দুঃখ প্রভু এহো মোর ভাল।
যদিও তোর স্মৃতি মোর রহে সর্ব্বকাল।
তোর পাদপদ্মের স্মরণ নাহি যথা।
হেন কৃপা কর প্রভু না ফেলিবা তথা॥
এই মত দুঃখ প্রভু কোটি কোটি জন্ম।
পাইলুঁ বিস্তর প্রভু! সব মোর কর্ম্ম।
সে দুঃখ বিপদ প্রভু রহু বারে বার।
যদি তোর স্মৃতি থাকে সর্ব্ব বেদসার॥
হেন কর কৃষ্ণ এবে দাস্য যোগ দিয়া।
চরণে রাখহ দাসীনন্দন করিয়া॥
বারেক করহ যদি এ দুঃখের পার।
তোমা বৈ তবে প্রভু না গাইমু আর॥
এই মত গর্ভবাসে পোড়ে অনুক্ষণ।
তাহো ভাল বাসে কৃষ্ণস্মৃতির কারণ।
স্তবের প্রভাবে গর্ভে দুঃখ নাহি পায়।
কালে পড়ে ভূমিতে আপন অনিচ্ছায়॥
শুন শুন মাতা জীব তত্ত্বের সংস্থান।
ভূমিতে পড়িলে মাত্র হয় অগেয়ান॥
মূর্চ্ছাগত হয় ক্ষণে ক্ষণে কান্দে শ্বাসে।
কহিতে না পারে দুঃখ-সাগরেতে ভাসে॥
কৃষ্ণের সেবক জীব কৃষ্ণের মায়ায়।
কৃষ্ণ না ভজিলে এই মত দুঃখ পায়॥
কথো দিনে কালবশে হয় বুদ্ধি জ্ঞান।
ইথে যে ভজয়ে কৃষ্ণ সেই ভাগ্যবান॥
অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ দুষ্ট সঙ্গ করে।
পুনঃ সেই মত মায়াপাপে ডুবি মরে॥
অনায়াসে মরণ জীবন দুঃখ বিনে।
কৃষ্ণ ভজিলে সে হয় কৃষ্ণের স্মরণে॥
এতেকে ভজহ কৃষ্ণ সাধু সঙ্গ করি।
মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতা মুখে বোল হরি॥
ভক্তিহীন কর্ম্মে কোন ফল নাহি পায়।
সেই কর্ম্ম ভক্তিহীন পরহিংসা যায়॥" চৈঃ ভাঃ

এইরূপে ত্রিজগৎনাথ প্রভু আমার কপিল দেবের ভাবে বিভাবিত হইয়া জননীকে শিক্ষা ও উপদেশ প্রদান করিলেন। শচীমাতা পুত্ররূপী শ্রীভগবানের উপদেশ শ্রবনে আনন্দসাগরে ভাসিলেন।

কপিলের ভাবে প্রভু মায়েরে শিখায়।
শুনি সেই বাক্য শচী আনন্দে মিলায়॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভুর শ্রীবদনে কৃষ্ণকথার বিরাম নাই। এইরূপে তিনি কি ভোজনে কি শয়নে কি জাগরণে কৃষ্ণকথা ও ভক্তিতত্ত্ব, ভিন্ন অন্য কোন কথা কহেন না। দিবা রাত্রি তিনি কৃষ্ণকথারসরঙ্গে বিভোর হইয়া থাকেন। নদীয়াবাসী সকলেই প্রভুর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া মনে মনে তর্ক-বিতর্ক করেন—

কিবা কৃষ্ণ প্রকাশ হইলা সে শরীরে।
কিবা সাধু সঙ্গের কিবা পূর্ব্বের সংস্কারে॥ চৈঃ ভাঃ

এইরূপ সকলে চিন্তা করেন, আর প্রভুর অপরূপ রূপের কথা তাহাদের স্মরণপথে উদিত হয়। এত রূপ ত মানুষের হয় না। প্রভুর এক্ষণে নবীন যৌবন। তাঁহার অপরূপ রূপরাশি যেন উছলিয়া পড়িতেছে। প্রভুর রূপসুধাপানে নদীয়াবাসীর চিত্তবৃত্তি সুধাময় ও সুখময় হইয়াছে। তাহাদের সকল দুঃখ দূর হইয়াছে। পাষণ্ডীগণের মনে বিষম ত্রাস উপস্থিত হইয়াছে। প্রভুর এই আত্ম-প্রকাশে নদীয়ার সর্ব্ব-বিঘ্ন নাশ হইল, নদীয়াবাসীর সর্ব্ববিধ দুঃখ দূর হইল, কৃষ্ণবহির্মুখ পাষণ্ডীগণ জীয়ন্তে মরিল। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

খণ্ডিল ভক্তের দুঃখ পাষণ্ডীর নাশ
মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর হইলা প্রকাশ॥

(১) যত্র বৈকুণ্ঠ কথা সুধা পগা, ন সাধবো ভাগবতা স্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্রেশমখা মহোৎসবাঃ সুরেশ লোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাং॥
শ্রীমদ্ভাগবত।

ষষ্ঠবিংশতি অধ্যায়

নদীয়ায় প্রভুর আত্ম-প্রকাশ।

যুগধর্ম্ম-সংকীর্ত্তনারম্ভ।

—:*:—

এই হৈতে পরিপূর্ণ বিদ্যার বিলাস।
সংকীর্ত্তন আরম্ভের হইল প্রকাশ॥
শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

প্রভুর বিদ্যাবিলাস-ঐশ্বর্য্য-লীলা এই সময় হইতে পরিপূর্ণ হইল। তিনি শ্রীল রামানন্দ রায়কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন "বল দেখি বিদ্যার মধ্যে কোন্ বিদ্যা সার"। রামানন্দ রায় উত্তর দিয়াছিলেন "কৃষ্ণভক্তি ভিন্ন অন্য কোন বিদ্যা নাই" যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

প্রভু কহে কোন বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার।
রায় কহে কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥

প্রভু স্বয়ং এই সত্য বাক্যের সফলতা দেখাইলেন গয়া ধাম হইতে নদীয়ায় ফিরিয়া আসিয়া। প্রভুর বিদ্যাবিলাস ঐশ্বর্য্য-লীলা এতদিনে পূর্ণ হইল। তিনি বিদ্যারসে উন্মত্ত ছিলেন, এক্ষণে কৃষ্ণরসে উন্মত্ত হইলেন। বিদ্যা শিক্ষার প্রকৃত ফল জীবকে দেখাইবার জন্যই নদীয়ায় তাঁহার এই অদ্ভুত প্রেমভক্তিবিকারলীলারঙ্গপ্রকাশ। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত প্রভুর নিকট বিদ্যাশিক্ষার প্রকৃত ফল প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। প্রভু তাঁহাকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ পাদপদ্মে যদি চিত্তবৃত্তি লয়॥ চৈঃ ভাঃ

নদীয়ার নিমাই পণ্ডিতের বিদ্যাগৌরব জগত বিখ্যাত। তাঁহার পাণ্ডিত্যপ্রতিভার সমগ্র ভারতের পণ্ডিতমণ্ডলী স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। সর্ব্বজগতপূজ্য বিদ্যাভিমানী অধ্যাপক শিরোমণি নিমাই পণ্ডিত আজ নিজ চতুষ্পাটিতে বসিয়া ছাত্রবৃন্দকে কি পড়াইতেছেন শুনুন।

পড়াইতে বৈসে গিয়া ত্রিজগত রায়।
কৃষ্ণ বিনু কিছু আর না আইসে জিহ্বায়॥
"সিদ্ধবর্ণ সমাম্নায়" বোলে শিষ্যগণ।
প্রভু বোলে "সর্ব্ব বর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ॥
শিষ্য বোলে "বর্ণ সিদ্ধ হইল কেমনে।"
প্রভু বোলে "কৃষ্ণ দৃষ্টিপাতের কারণে॥"
শিষ্য বোলে "পণ্ডিত উচিত ব্যাখ্যা কর।"
প্রভু বোলে "সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ স্মঙর॥
কৃষ্ণের ভজন কহি সম্যক আম্নায়।
আদি মধ্য অন্তে কৃষ্ণ ভজন বুঝায়॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভুর শ্রীমুখের ব্যাখ্যা শুনিয়া পড়ুয়াগণ মনে মনে ভাবেন বোধ হয় অধ্যাপক মহাশয়ের বায়ুরোগ পুনরায় প্রবল হইয়াছে। কিন্তু প্রভুকে কেহ কিছু বলিতে সাহস করেন না। এক জন বিজ্ঞ ছাত্র সাহসে ভর করিয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন" পণ্ডিত মহাশয়! আপনার নিকট আমরা অধ্যয়ন করিতে আসিয়াছি। আপনি এসকল কি ব্যাখ্যা করিতেছেন, কিছুইত আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। প্রভু ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন—

——"যদি নাহি বুঝহ এখনে।
বিকালে সকল বুঝাইব ভাল মনে॥
আমিহ বিরলে গিয়া বসি পুঁথি চাই।
বিকালে সকল যেন হই এক ঠাঁই॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভুর কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে পড়ুয়াগণ তখন পুঁথির ডোর বান্ধিলেন। সকলে মিলিয়া গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট গিয়া প্রভুর নিকট পাঠাভ্যাসের অসুবিধার কথা বলিলেন। তাঁহাদের পাঠ বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। নিমাই পণ্ডিত ভাল করিয়া পড়ান না। ছাত্র বৃন্দ তাঁহার নিকট এই রূপ নালিশ করিলেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিত তাঁহাদের প্রাচীন অধ্যাপক। তাঁহার নিকট পড়ুয়াগণ কিরূপ অনুযোগ করিলেন শুনুন।

"এবে যত বাখানেন নিমাঞি পণ্ডিত।
শব্দসনে বাখানেন কৃষ্ণসমীহিত॥
গয়া হৈতে যাবত আসিয়াছেন ঘরে।
তদবধি কৃষ্ণ বৈ ব্যাখ্যা নাহি স্ফুরে॥

সর্ব্বদা বোলেন কৃষ্ণ পুলকিত অঙ্গ।
ক্ষণে হাসে হুঙ্কার করয়ে বহুরঙ্গ॥
প্রতি শব্দে ধাতু সূত্র একত্র করিয়া।
প্রতিদিন কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেন বসিয়া॥
এবে ভাল বুঝিবারে না পারি চরিত।
কি করিব আমি সব বোলহ পণ্ডিত॥" চৈঃ ভাঃ

গঙ্গাদাস পণ্ডিত প্রাচীন অধ্যাপক শিরোমণি। পড়ুয়াগণের মুখে নিমাই পণ্ডিতের কৃষ্ণভক্তির কথা শুনিয়া তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন—

——"ঘরে যাহ আসিও সকালে।
আজি আমি শিখাইব তাঁহারে বিকালে॥
ভাল মতে যেন পড়ায়েন পুঁথি।
আমিহ বিকালে যাব তাঁহার সংহতি"॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভুও ছাত্রবৃন্দকে বলিয়াছিলেন—

"বিকালে সকল বুঝাইব ভাল মনে।"

গঙ্গাদাস পণ্ডিতও বলিলেন—

"আজি আমি শিখাইব তাঁহারে বৈকালে।"

এই যে "বৈকালে" কথাটি, ইহা রহস্য পূর্ণ। ইচ্ছাময় প্রভুর ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের মুখ দিয়াও এই কথাটি প্রকাশ করাইলেন। অদ্য বৈকালে প্রভু কি করিবেন, নদীয়ার অবতার কি অদ্ভুত লীলারঙ্গ প্রকট্ করিবেন, তাহা তিনিই জানেন, গঙ্গাদাস পণ্ডিত তাহা [জা]নেন না। পড়ুয়াগণ অপরাহ্নকালে প্রভুর গৃহে গিয়া [উপ]স্থিত হইলেন। নিমাই পণ্ডিতকে ধরিয়া লইয়া [গ]ঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাটিতে হাজির করিলেন। তাহা-[দে]র পাঠ বন্ধ হইয়াছে, সেই জন্য মনে বড় দুঃখ। তাঁহারা [ব]ড় সাধ করিয়া দূরদেশ হইতে নিমাই পণ্ডিতের নিকটে [প]ড়িতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের সে সাধে বাদ পড়িল। [নি]মাই পণ্ডিত বায়ুরোগগ্রস্ত হইয়াছেন. ভাল করিয়া পড়ান [না,] আজ প্রাচীন অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিত ইহার একটা [ব্যব]স্থা করিবেন, এই আনন্দে তাঁহারা নিমাই পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইলেন।

প্রভু তাঁহার শিক্ষাগুরুকে প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণ-ধূলি গ্রহণ করিলেন। সর্ব্বধর্ম্মমর্য্যাদারক্ষক প্রভু আমার লোকশিক্ষার জন্য স্বয়ং আচরিয়া সর্ব্ববিধ নিয়ম পালন শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিত প্রভুকে "বিদ্যালাভ হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন (১)।

প্রভু মস্তক অবনত করিয়া শিক্ষাগুরুর পাদমূলে উপ-বেশন করিলেন। পড়ুয়াগণ চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। তখন গঙ্গাদাস পণ্ডিত প্রভুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

——"বাপ্ বিশ্বম্ভর! শুন মোর বাক্য।
ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন নহে অল্প ভাগ্য॥
মাতামহ যার চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর।
বাপ্ যার জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর॥
উভয় কুলেতে মূর্খ নাহিক তোমার।
তুমিহ পরম যোগ্য ব্যাখ্যাতে টীকার॥
অধ্যয়ন ছাড়িলে সে যদি ভক্তি হয়।
বাপ মাতামহ কি তোমার ভক্ত নয়॥
ইহা জানি ভাল মতে কর অধ্যয়ন।
অধ্যয়ন হইলে সে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ॥
ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্র জানিব কেমনে।
ইহা জানি কৃষ্ণ বল, কর অধ্যয়নে॥
ভাল মতে গিয়া শাস্ত্র বসিয়া পড়াও।
ব্যতিরিক্ত অর্থ কর মোর মাথা খাও"॥ চৈঃ ভাঃ

গঙ্গাদাস পণ্ডিত প্রভুকে যে উপদেশ দিলেন ইহাতে দুইটি বিশেষ কথা আছে। প্রথম কথা অধ্যয়ন ও অধ্যা-পনা ছাড়িলে কি ভক্তিলাভ হয়? দ্বিতীয় কথা, অধ্যয়ন করিলে তবে সে ভাল ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রথম কথাটি দ্বিতীয় কথাটির পরিপোষক। শাস্ত্রজ্ঞানার্জ্জন

(১) গুরুর চরণধূলি প্রভু লয় শিরে।
বিদ্যালাভ হউ গুরু আশীর্ব্বাদ করে॥ চৈঃ ভাঃ

বিদ্যালাভের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন। কিন্তু প্রভুর মত তাহা নহে। তাঁহার মতে বিদ্যালাভের উদ্দেশ্য কৃষ্ণভক্তি লাভ, জ্ঞানের ফল ভক্তি। একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। গঙ্গাদাস পণ্ডিত প্রভুর বিদ্যা-গুরু। তাঁহার সহিত এই বিষয় লইয়া প্রভু তর্ক বা বিচার করিলেন না। মনের ভাব মনেই রাখিলেন; এই কথা শুনিয়া কিন্তু নিমাই পণ্ডিতের মনে একটু রাগ হইল। তিনি রাগ ও দম্ভমিশ্রিত স্বরে তাঁহার শিক্ষাগুরুকে সম্বো-ধন করিয়া বলিলেন—

————"তোর দুই চরণ প্রসাদে।
নবদ্বীপে কেহ মোরে না পারে বিবাদে॥
আমি যে বাখানি সূত্র করিয়া খণ্ডন।
নবদ্বীপে ইহা স্থাপিবেক কোন্ জন॥
নগরে বসিয়া এই পড়াইব গিয়া।
দেখি কার শক্তি আছে ডয়ক আসিয়া॥" চৈঃ ভাঃ

প্রভুর শেষ কথাটির কিছু গূঢ় মর্ম্ম আছে। প্রভু বলিলেন, "নগরে বসিয়া আমি সকল লোককে ভক্তি শিক্ষা দিব, দেখি কে আমাকে কি বলে।" এই যে প্রভু একটি প্রতিজ্ঞা করিলেন, ইহা জীবের পক্ষে অতি শুভকর। জীব জগতের মঙ্গল বিধানের জন্যই প্রভুর এই প্রতিজ্ঞা বাক্য। তিনি কলিযুগাবতার; যুগধর্ম্ম হরিনাম সংকীর্ত্তন প্রচার করিবেন,—এই তাঁহার ইচ্ছা। ইচ্ছাময় শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান তাঁহার বিদ্যাগুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট সর্ব্ব প্রথমে কৌশলের সহিত তাঁহার অবতার গ্রহণের অন্যতম উদ্দেশ্য প্রকাশ করিলেন। প্রভুর এই প্রতিজ্ঞাবাক্য কেহ কিছু বুঝিতে পারিলেন না। পরে তিনি কার্য্যে তাহা বুঝাইবেন।

গঙ্গাদাস পণ্ডিত প্রভুর অন্তরের কথা বুঝিলেন না। তিনি নিমাই পণ্ডিতের উত্তর শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। পড়ুয়াগণ সুখী হইলেন। প্রভু তাঁহার বিদ্যাগুরুর নিকট সগর্ব্বে বিদায় গ্রহণ করিয়া পড়ুয়াগণসঙ্গে নদীয়াভ্রমনে বহির্গত হইলেন। কতক্ষণ পরে এক জন নদীয়াবাসীর দুয়ারে গিয়া যোগাসনে বসিলেন। সেখানে অনেকে এক-ত্রিত হইলেন। তাহার মধ্যে ভট্টাচার্য্য ও পণ্ডিতগণও আছেন। প্রভু যোগপট্ট ছান্দে বস্ত্র বান্ধিয়া পড়ুয়াসঙ্গে বসিয়াছেন। সূত্রের খণ্ডন মণ্ডন স্থাপন করিতেছেন আর বলিতেছেন—

————"সন্ধি কার্য্য জ্ঞান নাহি যার।
কলিযুগে ভট্টাচার্য্য পদবী তাহার॥
শব্দ জ্ঞান নাহি যার সে তর্ক বাখানে।
আমারে ত প্রবোধিতে নারে কোন জনে॥
যে আমি খণ্ডন করি করিয়ে স্থাপন।
দেখি তাহা অন্যথা করুক কোন জন॥" চৈঃ ভাঃ

সর্ব্বলোক সমক্ষে প্রভু অতিশয় দম্ভ সহকারে এই সকল কথা বলিলেন। নদীয়ার অন্যান্য ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণও সেই পথ দিয়া গঙ্গাতীরে চলিয়াছেন। প্রভু তাঁহাদিগকে শুনা-ইয়া শুনাইয়া এই সকল কথা বলিলেন। উত্তর দিবার কাহারও শক্তিও নাই, সাহসও নাই। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর যথার্থই লিখিয়াছেন—

কার শক্তি আছে বিশ্বম্ভরের সমীপে।
সিদ্ধান্ত দিবেক হেন আছে নবদ্বীপে॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভু রাত্রি চারি দণ্ড পর্য্যন্ত সেদিন সেখানে বসিয়া এইভাবে সূত্র ব্যাখ্যা করিলেন,—আর নদীয়ার পণ্ডিত-গণকে উপলক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গোক্তি করিলেন। আজ যেন প্রভুর শ্রীমুখে ঈষৎ বিরক্তিভাব দৃষ্ট হইল। তাঁহার মুখে আজ কৃষ্ণকথা নাই—যেন আনন্দ নাই; তাঁহার মনটি যেন কেমন উদাস উদাস। রাত্রি চারি দণ্ডের পর প্রভু সেখান হইতে বিষণ্ণ মনে উঠিলেন। নিকটে রত্নগর্ভ আচার্য্য পণ্ডিতের বাটী। প্রভু তাঁহার দুয়ারে গিয়া পুনরায় বসিলেন। এই রত্নগর্ভ আচার্য্য প্রভুর পিতৃবন্ধু ছিলেন। মিশ্রপুরন্দর ঠাকুরের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্প্রীতি ছিল। উভয়ের এক স্থানে জন্ম। রত্নগর্ভ আচার্য্য পণ্ডিতের তিন পুত্র। তিন জনের নাম কৃষ্ণানন্দ, জীব এবং যদুনাথ। রত্নগর্ভ আচার্য্য পণ্ডিত পরম ভাগবত। ভাগবত শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অধিকার। তাঁহার পুত্র তিনটিও পরম কৃষ্ণভক্ত। প্রভু তাঁহার গৃহদ্বারে গিয়া

বসিবামাত্র বিপ্রবর তাঁহাকে দেখিয়া ভাগবতের একটি ভক্তিউদ্দীপক শ্লোক আবৃত্তি করিয়া প্রভুকে শুনাইলেন। সেই শ্লোকটি এই—

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্য বর্হ-
ধাতু প্রবাল-নটবেশমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্ত হস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলালক কপোল মুখাব্জহাসং॥ (১)

প্রভুর কর্ণে এই শ্লোক প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। পড়ুয়াগণ প্রভুর এই অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ইহার কারণ তাঁহারা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা ভাবিলেন এ কি হইল? সকলেই প্রভুকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় রত হইলেন। কতক্ষণে প্রভুর মূর্চ্ছা অপনোদন হইল। তিনি বাহ্যজ্ঞান পাইয়া কেবল "বোল্ বোল্" শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন—আর প্রেমাবেশে ভূমিতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। রত্নগর্ভ আচার্য্য পণ্ডিতের প্রতি চাহিয়া প্রেমোন্মত্ত প্রভু জলদগম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন "বোল্ বোল্"; অর্থাৎ যে শ্লোকটি পাঠ করিলে সেইটী পুনরাবৃত্তি কর"। প্রভু "বোল্ বোল্" বলেন আর অঝোর নয়নে বালকের ন্যায় কান্দেন। তাঁহার অশ্রুজলে ভূমিতল সিক্ত হইল। প্রভুর কৃষ্ণ-বিরহ-সমুদ্র উথলিয়া উঠিয়াছে। প্রভুও যতই "বোল্, বোল্" বলেন, রত্নগর্ভ আচার্য্য পণ্ডিত ততই উৎসাহের সহিত পুনঃ পুনঃ "শ্যামং হিরণ্যপরিধিং" এই শ্লোকটি আবৃত্তি করেন। প্রভু তাঁহার মুখে এই উত্তম ভাগবতীয় শ্লোকের মধুর পঠনরীতি শুনিয়া আনন্দে গদগদ হইয়া তাঁহাকে বারম্বার প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। প্রভুর কৃপালিঙ্গন প্রাপ্তে বিপ্রবরের সর্ব্ব অঙ্গ প্রেমে পরিপূর্ণ হইল; প্রেমপুলকিত অঙ্গে, তিনি প্রভুর চরণতলে নিপতিত হইলেন। শ্রীগৌর ভগবানের অজভববন্দিত রাতুল চরণ দুই খানি নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া বৃদ্ধ বিপ্র অঝোর নয়নে কান্দিতে লাগিলেন। তিনি প্রেমময় প্রভুর প্রেমফাঁদে পতিত হইলেন(১)। প্রভু প্রেমোন্মত্তভাবে আবিষ্ট হইয়া কেবল "বোল বোল" বলিতেছেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, প্রেমানন্দে প্রভুর চরণ ধরিয়া পড়িয়া আছেন। সেখানে বহু-জন-সংঘট্ট হইয়াছে; লোকে লোকারণ্য। সর্ব্বলোকে আশ্চর্য্য হইয়া প্রভুর অদ্ভুত প্রেমোন্মাদদশা দর্শন করিয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছে। প্রভুর সঙ্গে গদাধর-পণ্ডিত আছেন; তিনি তাঁহার এতাদৃশ প্রেমবিহ্বলভাব দেখিয়া মনে বড় ব্যথা পাইয়া রত্নগর্ভ আচার্য্যকে কর-যোড়ে ইঙ্গিত করিলেন "আর শ্লোক পাঠ করিবেন না।" তখন সকলে মিলিয়া প্রভুকে ধরিলেন। গদাধর পণ্ডিত প্রভুকে ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন (২)।

কিছুক্ষণ পরে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল। লজ্জিতভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি কি চঞ্চলতা করিলাম?" পড়ুয়াগণ উত্তর করিলেন "আপনি কৃতকৃত্য। আপনি কি করিলেন, তাহা বলিবার ও বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই"। গদাধরপণ্ডিত ইঙ্গিতে পড়ুয়াদিগকে স্তুতি করিতে নিষেধ করিলেন। প্রভু বাহ্যজ্ঞান পাইয়া আত্মসম্বরণ করিয়া সেখান হইতে সকলের সঙ্গে গঙ্গাদর্শনে গমন করিলেন।

শ্লোকার্থ। যজ্ঞপত্নীগণ দেখিলেন, তিনি শ্যামকান্তি, পরিধানে কণক-সুন্দর পীতবাস; বনমালা, ময়ূরবর্হ, গৈরিকাদি ধাতু ও প্রবাল সমূহে নটসদৃশ তাঁহার বেশ; তিনি একখানি কর অনুগত সহচরের স্কন্ধদেশে অর্পন-পূর্ব্বক অপর করে একটী লীলাপদ্ম সঞ্চালিত করিতেছেন; তাঁহার কর্ণদ্বয়ে দুইটি পদ্ম, কপোলদ্বয়ে কুঞ্চিত কুণ্ডল আর মুখপদ্মে সুমধুর হাস্য শোভমান।

(১) দেখিয়া তাঁহার ভক্তিযোগের পঠন।
তুষ্ট হইয়া প্রভু তারে দিল আলিঙ্গন॥
পাইয়া বৈকুণ্ঠনায়কের আলিঙ্গনে।
প্রেমে পূর্ণ রত্নগর্ভ হৈলা সেইক্ষণে॥
প্রভুর চরণ ধরি রত্নগর্ভ কান্দে।
বন্দী হৈলা বিপ্র চৈতন্যের প্রেমফান্দে॥ চৈঃ ভাঃ

(২) দেখিয়া সভার হৈল অপরূপ জ্ঞান।
নগরিয়া সব দেখি করে পরণাম॥
"না পড়িহ আর" বলিলেন গদাধর।
সভেমিলি ধরিলেন প্রভু বিশ্বম্ভর॥ চৈঃ ভাঃ

পরম স্বকৃতিবান রত্নগর্ভ আচার্য্য সেদিন হইতে আর প্রভুর সঙ্গ ছাড়িলেন না। প্রভু তাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়া নিজ জন করিয়া লইলেন। এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রভুর পিতার সমবয়স্ক, পরম ভাগবত, ইষ্ট-নিষ্ঠ ও সদাচারী। নদীয়ায় ইঁহার সবিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। প্রভুর বয়ক্রম তখন দ্বাবিংশতি বর্ষ মাত্র। সর্ব্বসমক্ষে এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রভুর চরণে নিপতিত হইয়া কান্দিয়া আকুল হইয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলেন; ইহা দেখিয়া উপস্থিত লোক সকল একে একে সকলে প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। এই লীলারঙ্গে প্রভু তাঁহার ঐশ্বর্য্য কিছু প্রকাশ করিলেন। প্রভুর আত্মপ্রকাশের এক্ষণে শুভ সময় উপস্থিত। গয়াধাম হইতে আসিয়াবধি তিনি প্রেমপ্রকাশলীলারঙ্গে উন্মত্ত আছেন। নদীয়ায় তাঁহারএই প্রেমপ্রকাশলীলারঙ্গ হইতেই প্রভুর আত্মপ্রকাশ অনুভূত হইতে লাগিল।

প্রভু গঙ্গাতীরে আসিয়া পতিতপাবনী গঙ্গাদেবীকে নমস্কারপূর্ব্বক শিরোদেশে জল স্পর্শ করিয়া পড়ুয়া ও বয়স্যগণ সহ মণ্ডলী করিয়া গঙ্গাতটে উপবেশন করিলেন। তখন তাঁহার কিরূপ শোভা হইল শুনুন।

যমুনার তীরে যেন বেড়ি গোপগণ।
নানা রস করিলেন নন্দের নন্দন।
সেই মত শচীর নন্দন গঙ্গাতীরে।
ভকত সহিত কৃষ্ণ-প্রসঙ্গে বিহরে। চৈঃ ভাঃ

সেদিন রাত্রি দেড় প্রহরের সময় প্রভু নিজ মন্দিরে আসিলেন। শচীমাতা ও প্রিয়াজি রান্ধিয়া বাড়িয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। শাশুড়ী বধূতে বসিয়া সাংসারিক কথা হইতেছে। উভয়েই বিমর্ষ। কাহারও মনে সুখ নাই। কিন্তু কেহ কাহাকেও মনের দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন না। শচীমাতা ভাবিতেছেন পুত্রের সংসার বৈরাগ্যের কথা বলিলে বালিকা পুত্রবধূ মনে ব্যাথা পাইবেন, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শাশুড়ীর নিকট তাঁহার প্রাণবল্লভের এ সকল কথা আর কি বলিবেন? বুদ্ধিমতী প্রিয়াজি তাঁহার মনের কথা মনের মধ্যেই রাখেন। কারণ তিনি জানেন ইহাতে শাশুড়ী মনে কষ্ট পাইবেন। এইরূপে উভয়ে উভয়ের নিকট নিজ নিজ মনভাব গোপন করেন। শাশুড়ী-বধূতে বাহ্যভাবে সাংসারিক কথা হইতেছে। এমন সময়ে কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত প্রভু গৃহে আসিলেন। শচীমাতা উঠিয়া আসিয়া পুত্রের হস্ত ধরিয়া আদর করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সেখান হইতে উঠিয়া রন্ধনশালায় গেলেন। পুরাতন ভৃত্য ঈশান প্রভুর শ্রীচরণ ধৌত করিয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রভু ভোজনে বসিলেন। জননীর সহিত দুই একটি সাংসারিক কথা বলিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করিলেন। ভোজনান্তে প্রভু শয়নমন্দিরে গিয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন।

ভোজন করিয়া সর্ব্বভুবনের নাথ।
যোগনিদ্রা প্রতি করিলেন দৃষ্টিপাত। চৈঃ ভাঃ

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রভুর প্রসাদ পাইয়া শয়ন গৃহে আসিয়া দেখিলেন প্রভু নিদ্রিত। তিনি ধীরে ধীরে প্রভুর শ্রীচরণতলে বসিয়া তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিলেন। প্রভুর ইহা কপট নিদ্রা। তিনি জানেন তাঁহার প্রাণপ্রিয়তমা কিরূপ মনস্তাপে দিন যাপন করিতেছেন। তিনি অন্তর্য্যামী ভগবান। তাঁহার অবিদিত কিছুই নাই। কৃষ্ণকথা-রসে তিনি উন্মত্ত। সাংসারিক কথাতে তিনি কর্ণপাত করেন না। নবীনা প্রিয়াজি প্রভুর মনভাব বুঝিতে পারেন না। প্রিয়াজির হৃদয় হইতে কৃষ্ণবিরহব্যথা বুঝিবার শক্তি প্রভু হরণ করিয়া লইয়াছেন। প্রভুর বিরহোন্মাদ দশা দেখিয়া প্রিয়াজি মনে বড় কষ্ট পান। ভক্তবৎসল প্রভু ভক্তের মনের ব্যথা দিতে চাহেন না। তাই প্রভু কপট নিদ্রার ভাণ করিয়া শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। সরলা প্রিয়াজি প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ ভয়ে অতিশয় সশঙ্কিতভাবে ধীরে ধীরে পদসেবা করিতেছেন। প্রভু নিদ্রাঘোরে এক একবার "হা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!" বলিয়া চমকিয়া উঠিয়া পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মনে হইল প্রভুর নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে; তিনি ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিয়া ভূমিতলে অঞ্চল পাতিয়া শয়ন করিলেন। তাঁহার চিন্তার কুলকিনারা নাই। তিনি ভূমিশয্যায় সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিলেন।

প্রভাত হইবামাত্র প্রভুর পড়ুয়াগণ পুঁথি লইয়া তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বহির্বাটির চণ্ডীমণ্ডপে তাঁহারা পুঁথি খুলিয়া পাঠাভ্যাস করিতে বসিলেন। প্রভু গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া পড়ুয়াদিগকে পাঠ দিতে বসিলেন। কৃষ্ণকথা ভিন্ন প্রভুর শ্রীবদনে অন্য কথা আসিতেছে না। তিনি প্রতি শব্দের ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণনামের মহিমা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

প্রভুর না স্ফুরে কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত আন।
শব্দ মাত্র কৃষ্ণ ভক্তি করয়ে ব্যখ্যান॥ চৈঃ ভাঃ

পড়ুয়াগণ প্রশ্ন করিলেন "ধাতু সংজ্ঞা কার?"
প্রভু উত্তর করিলেন "শ্রীকৃষ্ণের শক্তি নাম যার।"

কৃষ্ণপ্রেমরসানন্দী প্রভু আমার পড়ুয়াগণকে সম্বোধন করিয়া ধাতুসূত্রের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন—

ধাতুসূত্র বাখানি শুনহ ভাইগণ।
দেখি কার শক্তি আছে করুক খণ্ডন॥
যত দেখ রাজা দিব্য দিব্য কলেবর।
কনক ভূষিত গন্ধ চন্দনে সুন্দর॥
যম লক্ষ্মী বচনে যাহারে লোক কহে।
ধাতু বিনে শুন তার যে অবস্থা হয়ে॥
কোথা যায় সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্য চলিয়া।
কেহ ভস্মাকার কারে এড়েন পুঁতিয়া॥
সর্ব্বদেহে ধাতুরূপে বৈসে কৃষ্ণশক্তি।
তাহা সনে করে স্নেহ তাহানে সে ভক্তি॥
ভ্রমবশে অধ্যাপক না বুঝয়ে ইহা।
হয় নয় ভাই সব বুঝ মন দিয়া॥
এবে যবে যারে নমস্করি করি মান্য জ্ঞান।
ধাতু গেলে তারে পরশিলে করি স্নান॥
যে বাপের কোলে পুত্র থাকে মহাসুখে।
ধাতু গেলে সেই পুত্র অগ্নি দেই মুখে॥
ধাতু সংজ্ঞা কৃষ্ণশক্তি বল্লভ সভার।
দেখি ইহা দুষুক আছয়ে শক্তি কার॥
এই মত পবিত্র পূজ্য যে কৃষ্ণের শক্তি।
হেন কৃষ্ণে ভাই সব কর দৃঢ় ভক্তি।
বোল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণ নাম।
অহর্নিশি কৃষ্ণের চরণ কর ধ্যান॥
যাঁহার চরণে দূর্ব্বা জল দিলে মাত্র।
কভু যম তান অধিকারে নহে পাত্র॥
অঘ বক পূতনারে যে কৈল মোচন।
ভজ ভজ সেই নন্দনন্দন চরণ।
পুত্র বুদ্ধ্যে অজামিল যাঁহার স্মরণে।
চলিল বৈকুণ্ঠপুরী কৃষ্ণের চরণে॥
যাঁহার চরণ রসে শিব দিগম্বর।
যে চরণ সেবিবারে লক্ষ্মীর আদর॥
যে চরণ মহিমা অনন্ত গুণ গায়।
দন্তে তৃণ করি ভজ হেন কৃষ্ণ পায়॥
যাবত আছয়ে প্রাণ দেহে আছে শক্তি।
তাবত কৃষ্ণের পাদপদ্মে কর ভক্তি॥
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ প্রাণ ধন।
চরণে ধরিয়া বলি কৃষ্ণ দেহ মন॥" চৈঃ ভাঃ

এইরূপ কৃষ্ণপ্রেমানন্দভাবে প্রভু এক প্রহর কাল পর্য্যন্ত পড়ুয়াদিগকে কৃষ্ণভক্তির মহিমা বুঝাইলেন। পড়ুয়াগণ স্থিরভাবে এক মনে প্রভুর শ্রীমুখ নিঃসৃত অমিয়মাখা কৃষ্ণ ভক্তি উপদেশবাণী শ্রবন করিয়া বিস্মিত ও মোহিত হইলেন। কাহারও মুখে দ্বিরুক্তি নাই। সকলেই পরমানন্দরসে মগ্ন। এই যে প্রভুর পড়ুয়াগণ, ইহারা সামান্য মানব নহেন। ইহাঁরা জন্মে জন্মে প্রভুর নিত্যদাস। তাই স্বয়ং ভগবান শচীনন্দনের কৃপাপাত্র হইয়াছেন। ঠাকুর বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

সে সব কৃষ্ণের দাস জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ যারে পড়ায়েন সে কি অন্য হয়॥

ইহাঁদের চরণে কোটি কোটি নমস্কার! ইহাঁরাই পরে প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁদিগের প্রতি প্রভুর কৃপার অবধি নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু যাঁহাদিগকে কৃপা করিয়া শিষ্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ভাগ্যের কথা আর কি বলিব? বহু ভাগ্যবলে তাঁহারা প্রভুর ছাত্র হইয়াছেন।

সে সব শিষ্যের পায় মোর নমস্কার।
চৈতন্যের শিষ্যত্বে হইল ভাগ্য যার॥ চৈঃ ভাঃ

কৃষ্ণকথারসে পরম আবিষ্ট হইয়া প্রভু ছাত্রমণ্ডলী মধ্যে বসিয়া ধাতু-সূত্র ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। তাঁহার বাহ্য-জ্ঞান ছিল না। তিনি কিছুক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ লজ্জিতভাবে পড়ুয়াগণের মুখের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ধাতু-সূত্রের কেমন ব্যাখ্যা শুনিলে ?" পড়ুয়াগণ উত্তর করিলেন "অধ্যাপক মহাশয়। আপনি যে ধাতু-সূত্রের ব্যাখ্যা করিলেন তাহাই সত্য। তবে উহা বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই। আমরা যে উদ্দেশ্যে আপনার নিকট পাঠাভ্যাস করি, এই অর্থ তাহার অনুকূল নহে।"

যতেক ব্যাখান তুমি সব সত্য হয়।
তবে যে উদ্দেশে পড়ি তার অর্থ নয়॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভু এই কথা শুনিয়া হাসিয়া উত্তর করিলেন "তোমরা সকলে সত্য করিয়া বল দেখি আমাকে কি বায়রোগে পাগল করিয়াছে ? আমি সূত্রবৃত্তির কি ব্যাখ্যা করি ? পড়ুয়াগণ উত্তর করিলেন :—

——"সবে এক হরিনাম।
সূত্র, বৃত্তি, টীকায় বাখান কৃষ্ণমাত্র।
বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কে আছয়ে পাত্র॥
ভক্তির শ্রবনে যে তোমার আসি হয়ে।
তাহাতে তোমারে কভু নরজ্ঞান নহে॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভু প্রেম-বিহ্বলভাবে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে তোমরা আমাকে কিরূপ দেখ ? পড়ুয়াগণ তখন রত্নগর্ভ আচার্য্যের গৃহের পূর্ব্বদিনের বৃত্তান্ত সকল আনু-পূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া প্রভুকে কহিলেন—

অপূর্ব্ব সে সব লীলা দেখে যত জন।
সভেই বোলেন এ পুরুষ নারায়ণ॥
কেহো বোলে ব্যাস শুক নারদ প্রহ্লাদ।
তাঁহা সভাকার যোগ্য এমন প্রসাদ॥ চৈঃ ভাঃ

এই কথা বলিয়া পুনরায় তাঁহারা কহিলেন—

এ সব বৃত্তান্ত তুমি কিছুই না জান।
আর কথা কহি তাহা চিত্ত দিয়া শুন॥
দিন দশ ধরি কর যতেক ব্যাখ্যান।
সর্ব্ব শব্দে কৃষ্ণ ভক্তি কর কৃষ্ণনাম॥
দশ দিন ধরি আজি পাঠ বাদ হয়।
কহিতে তোমারে সভে বড় বাসি ভয়॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভু এতক্ষণ স্থির হইয়া শুনিতেছিলেন। কোন কথা কহিতেছিলেন না। লীলাময় শ্রীগৌরভগবানের ইহাই লীলারঙ্গ। তাঁহার কৃপাপাত্র পরম সুকৃতিবান্ ছাত্রদিগের মুখ দিয়া কৃষ্ণ-ভক্তি যে সর্ব্ববিদ্যাসার, তাহা বলাইয়া লইবেন, ইহাই প্রভুর অন্তরের ইচ্ছা। বাহিরে তাহা প্রকাশ নাই ; সবিস্ময়ে ছাত্রবৃন্দের প্রতি কটাক্ষ করিয়া প্রভু বলিলেন "তোমাদের দশ দিন পাঠ বাদ্ গেল, আর আমাকে একথা একবার বলিলে না ? এ কি রকম কথা ?

প্রভু বোলে দশদিন পাঠ বাদ যায়।
তবে কি আমাকে কহিবারে না জুয়ায়॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভুর কৃপা ইঙ্গিতে ভাগ্যবান পড়ুয়াগণের দিব্যজ্ঞান লাভ হইল। তাঁহারা করযোড়ে প্রভুকে নিবেদন করিলেন "অধ্যাপক মহাশয় ! আপনি উচিত ব্যাখ্যানই করেন, উপযুক্ত পাঠই দেন। সর্ব্বশাস্ত্রের সারতত্ত্ব কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণ-নাম ; আর ভক্তিশাস্ত্রই সর্ব্বশাস্ত্রের সার। আমাদের ভাগ্য-দোষে আমরা ভক্তিশাস্ত্রের পাঠ লইতে অধিকারী হই নাই ; সে দোষ আমাদের। আপনি যে ব্যাখ্যা করেন তাহাই মূলতত্ত্ব। কিন্তু আমাদের নিজ নিজ কর্ম্মদোষে তাহাতে চিত্তবৃত্তি যায় না। আপনি কৃপা করিয়া এবিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।" (১) প্রভু তাঁহার ছাত্রবৃন্দের মুখে এই কথা শুনিয়া আনন্দে গদ গদ হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া কহিতে লাগিলেন—

---

(১) পড়ুয়া সকল বোলে বাখান উচিত।
সত্য কৃষ্ণ সকল শাস্ত্রের সমীহিত॥
অধ্যয়ন এই সে সকল শাস্ত্র সার।
তবে যে না লই দোষ আমাসভাকার॥
মূলে যে বাখান তুমি জ্ঞাতব্য সেই সে।
তাহাতে না লয় চিত্ত নিজ কর্ম্ম দোষে॥ চৈঃ ভাঃ

—"ভাই সব কহিলা সুসত্য
আমার এ সব কথা অন্যত্র অকথ্য॥
কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়।
সভে দেখো তাই ভাই বোলো সর্ব্বথায়॥
যত শুনি শ্রবনে সকল কৃষ্ণনাম।
সকল ভুবন দেখো গোবিন্দের ধাম॥
তোমা সভা স্থানে মোর এই পরিহার।
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক আমার॥
তোমা সভাকার যার স্থানে চিত্ত লয়।
তাঁর ঠাঞি পড় আমি দিলাঙ নির্ভয়।
কৃষ্ণ বিনু আর বাক্য না স্ফুরে আমার।
সত্য আমি কহিলাঙ চিত্ত আপনার॥　চৈঃ ভাঃ

কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদী নিমাই পণ্ডিত নিজ ছাত্রগণের নিকট আজ প্রাণ খুলিয়া তাঁহার মনের কথাটি কহিলেন। আর তিনি মনের কথা লুকাইয়া রাখিতে পারিলেন না। নদীয়ার ছাত্রবৃন্দ শ্রীবৃন্দাবনের গোপবালক। তাঁহার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম। অনুরাগী ভক্তই শ্রীভগবানের প্রাণ, ভক্তই তাঁহার জীবন, ভক্তই তাঁহার স্বরূপ। শ্রীগৌরভগবান যখন দেখিলেন তাঁহার ভক্তবৃন্দ অকপটে তাঁহার নিকট তাঁহাদের মনের ভাব প্রকাশ করিলেন, তখন তিনিও ভক্তের নিকট অকপটে নিজ মনের ভাব প্রকাশ করিলেন। ভক্তের ভগবান ভক্তের নিকট মনের কথা বলিলেন। আর কাহারও নিকট তিনি এ সকল কথা বলিতে পারেন না, তাই প্রভু বলিলেন—

"আমার এ সব কথা অন্যত্র অকথ্য"। প্রভুর ছাত্রবৃন্দ তাঁহার নিত্যদাস। তাঁহাদিগের সহিত প্রভুর নিত্য সম্বন্ধ। প্রভুর সঙ্গে তাঁহারা ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। লীলারসপুষ্টিসাধন তাঁহাদের কার্য্য। প্রভু আমার আনন্দলীলাময়বিগ্রহ। ভুবনমঙ্গল নবদ্বীপলীলার পুষ্টি সাধন করিতে প্রভুর ছাত্ররূপী নিত্য পরিকরবৃন্দ সতত ব্যাগ্র। শ্রীগৌরভগবান এক্ষণে ক্রমে ক্রমে আত্ম-প্রকাশ করিতেছেন। তাহা তাঁহার নিত্য পরিকরবৃন্দ বুঝিতে পারিতেছেন, এবং ইচ্ছাময় স্বতন্ত্র ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাঁহারা তাঁহার লীলাপুষ্টির সহায়তা করিতেছেন। এই যে নদীয়ার ছাত্র বৃন্দের নিকট প্রভুর মনভাব প্রকাশ, এবং প্রভু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাঁহাদের বিদ্যাভ্যাসে শিথিলতা এবং তাঁহারই প্রেরণায় তাঁহাদের হৃদয়ে কৃষ্ণ প্রেমানুরাগের সূচনা, ইহা নদীয়ার অবতার শ্রীগৌরভগবানের লীলারঙ্গ মাত্র। চতুর চূড়ামণি প্রভু যখন তাঁহার পড়ুয়াগণকে কহিলেন—

তোমা সভাকার যার স্থানে চিত্ত-লয়।
তার ঠাঞি পড় আমি দিলাঙ নির্ভয়॥　চৈঃ ভাঃ

তখন তাঁহারা কান্দিতে কান্দিতে পুঁথিতে ডোর বান্ধিয়া প্রভুকে প্রণাম করিয়া কি বলিলেন শুনুন,—

শিষ্যগণ বোলেন করিয়া নমস্কার।
"আমরাও করিলাঙ সংকল্প তোমার॥
তোমার স্থানেতে পড়িলাঙ আমি সব।
আর স্থানে করিব কি গ্রন্থ অনুভব॥"　চৈঃ ভাঃ

নিমাই পণ্ডিতের ছাত্রবৃন্দের মনে আজ বড় দুঃখ। কারণ তাঁহাদের বড় সাধের পাঠ বন্ধ হইল। বড় আশা করিয়া তাঁহারা নিমাঞি পণ্ডিতের নিকট পড়িতে আসিয়াছিলেন। সে আশায় নিরাশ হইয়া তাঁহাদের বালহৃদয় মথিত হইল। তাঁহারা তরলমতি নবীন ছাত্র। তাঁহাদের পবিত্র অন্তঃকরণে সরল ও সহজ ভাবে পরিপূর্ণ। তাঁহারা প্রভুকে অকপটে বলিলেন "আপনার নিকট পাঠ বন্ধ করিয়া অন্য কোথাও আমরা যাইব না। আমাদেরও আজি হইতে পাঠাভ্যাস বন্ধ হইল"। প্রভুর সঙ্গলাভে, তাঁহার শ্রীমুখে কৃষ্ণকথা শ্রবনে তাঁহাদের বিনা সাধন ভজনে সর্ব্বার্থসিদ্ধিলাভ হইল। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তিরসে তাঁহাদের হৃদয় আপ্লুত হইল। তাঁহাদের অন্তর বাহ্য শুদ্ধ হইল। তাঁহারা পুঁথিতে ডোর বান্ধিয়া করযোড়ে পুনরায় প্রভুর শ্রীচরণকমলে নিবেদন করিলেন—

তোমার মুখেতে যত শুনিল ব্যাখ্যান।
জন্ম জন্ম হৃদয়ে রহুক সেই ধ্যান॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভুর শ্রীমুখে তাঁহারা যে ভুবনমঙ্গল মধুর কৃষ্ণনাম শুনিয়াছেন, ভক্তি মাহাত্ম্যের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যান শুনিয়াছেন,

সেই সকল মূল ধর্ম্মতত্ত্ব উল্লেখ করিয়া ছাত্রবৃন্দ পূর্ব্বোক্ত কথাটি বলিলেন। আর তাঁহাদের বৃথা বিদ্যাবিলাসরঙ্গ ভাল লাগিল না। প্রভু স্বয়ং বিদ্যাবিলাসরঙ্গ পূর্ণ করিয়া যে পথের পথিক হইয়াছেন, তাঁহার নিত্যপরিকর ছাত্রবৃন্দও সেই পথ অনুসরণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তাঁহারা প্রভুভক্ত; প্রভু স্বয়ং আচরিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিতে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি যাহা করিবেন তাঁহার অনুগত ছাত্রবৃন্দের তাহাই অনুসরণীয়। তাঁহারা তাহাই করিলেন।

পুঁথির ডোর বান্ধিয়া ছাত্রবৃন্দ আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহাদিগকে প্রত্যেককে প্রেমালিঙ্গন দানে শক্তিসঞ্চার করিয়া কৃতার্থ করিলেন। মনের আবেগে এবং করুণাময় প্রভুর স্নেহাতিশয্য দর্শনে সকলেই প্রেমানন্দে কান্দিয়া ফেলিলেন। প্রভুও সকলকে ক্রোড়ে করিয়া প্রেমানন্দে কান্দিয়া আকুল হইলেন।

"সভা কোলে করি কান্দেন দ্বিজমণি"।

সেস্থানে প্রেমের তরঙ্গ উঠিল। সর্ব্ব শিষ্যগণের অধোবদন; নয়নে দরদরিত নীরধারা, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ। তাঁহাদের প্রাণের মধ্যে যে আজ কি এক অদ্ভুত ভাবতরঙ্গ উঠিয়াছে. কি এক অপূর্ব্ব পরমানন্দের উৎস উঠিয়াছে তাহা তাঁহারা নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের বদনে কথা নাই, শরীর নিস্পন্দ, সকলেরই দৃষ্টি প্রভুর রাতুল পাদপদ্মের প্রতি; প্রভু আনন্দে বিহ্বল হইয়া ছাত্রবৃন্দের মস্তকে তাঁহার পদ্মহস্ত দিয়া কি বলিয়া প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন শুনুন—

"দিবসেকো আমি যদি হই কৃষ্ণদাস।
তবে সিদ্ধ হউ তোমা সভার অভিলাস॥
তোমরা সকলে লহ কৃষ্ণের শরণ।
কৃষ্ণ নামে পূর্ণ হউ সভার বদন॥
নিরবধি শ্রবনে শুনহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ হউ তোমা সভাকার ধন প্রাণ॥
যে পড়িলে সেই ভাল আর কার্য্য নাই।
সবে মেলি কৃষ্ণ বলিবাঙ এক ঠাঞি॥
কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্ফুরুক সভার।
তুমি সব জন্ম জন্ম বান্ধব আমার॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভুর শ্রীমুখের অমিয়মাখা মধুর বচন শ্রবনে ছাত্রবৃন্দের প্রাণে আজ এক অভিনব আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। প্রভু বলিলেন—

"যে পড়িলে সেই ভাল আর কার্য্য নাই॥"

ইহাতেই তাঁহারা বুঝিলেন প্রভুর আদেশ ও উপদেশ, এই নবীন বয়স হইতেই শ্রীকৃষ্ণভজন কর্ত্তব্য। প্রভুর আশীর্ব্বাদ মস্তকের ভূষণ করিয়া তাঁহারা সাধনপথের পথিক হইলেন। প্রভুর সঙ্গ ছাড়িয়া তাঁহারা কোথাও গেলেন না। একান্ত মনে তাঁহারা প্রভুর শরণ লইলেন। নদীয়ায় প্রভুর বিদ্যাবিলাসঐশ্বর্য্যলীলা এইরূপে পরিপূর্ণ হইল, প্রভুর ছাত্রবৃন্দেরও বিদ্যাভ্যাস কর্ম্ম সাঙ্গ হইল। এই সময় হইতে শ্রীসংকীর্ত্তনারম্ভের প্রকাশ।

এই হৈতে পরিপূর্ণ বিদ্যার বিলাস।
সংকীর্ত্তন আরম্ভের হইল প্রকাশ॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভু গাত্রোত্থান করিয়া অশ্রুসিক্ত করুণাপূর্ণ কমলনয়নে তাঁহার প্রিয়তম ছাত্রবৃন্দের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করিলেন। ছাত্রবৃন্দ প্রভুকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভুর শ্রীমন্দিরের বহির্বাটীতে উন্মুক্ত স্থানে সকলে একত্রিত হইলেন। মধ্যস্থলে প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু তারকাবেষ্টিত পূর্ণ শশধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সকলেই নিস্তব্ধভাবে প্রভুর বদনচন্দ্রের প্রতি অনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন। প্রভু কি বলেন শুনিবার জন্য সকলেই যেন উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন। করুণাময় প্রভু ধীরে ধীরে তাঁহার পরম সুন্দর শ্রীবদনখানি তুলিয়া তাঁহার প্রিয়তম ছাত্রবৃন্দের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করিয়া প্রেমাশ্রুনয়নে গদগদ বচনে কহিলেন—

"পড়িলাঙ শুনিলাঙ এতকাল ধরি।
কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর পরিপূর্ণ করি॥" চৈঃ ভাঃ

ভাগ্যবান ছাত্রবৃন্দ অতিশয় আগ্রহের সহিত অশ্রুপূর্ণ লোচনে প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু! সে কিরূপ কীর্ত্তন?" সংকীর্ত্তন-যজ্ঞেশ্বর শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র স্বয়ং আচরিয়া কলির জীবকে যুগধর্ম্ম সংকীর্ত্তন যজ্ঞানুষ্ঠানের শিক্ষা

দিলেন। প্রভু নবদ্বীপে এই প্রথম কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রকাশ করিলেন। প্রভু হাতে তালি দিয়া ভুবনমঙ্গল কৃষ্ণ সংকীর্ত্তনের প্রথম স্বর ধরিলেন—

কেদার রাগ।

"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণঃ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

প্রভুর শ্রীবদন হইতে এই ভুবনমঙ্গল মধুর হরিনাম সংকীর্ত্তনধ্বনি বাহির হইবা মাত্র চতুর্দিকে আনন্দধ্বনি উঠিল। পুরনারীবৃন্দ মাঙ্গলিক হুলুধ্বনি করিলেন, অন্তঃ-পুরে শুভ শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। ছাত্রবৃন্দ উচ্চৈঃস্বরে প্রভুর মধুকণ্ঠস্বরের সহিত স্বর মিলাইয়া ভুবনমঙ্গল হরি নাম সংকীর্ত্তনে যোগ দিলেন। স্বনামগায়ক প্রভু আমার প্রেমাবিষ্ট হইয়া নিজনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া তিনি মধুর নৃত্য করিতে করিতে ভূমিতলে পতিত হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। প্রেমোন্মত্ত ছাত্রবৃন্দও প্রভুর সহিত ধূলার গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। করুণাময় প্রভু তাঁহা-দিগের প্রতি করুণ নয়নে চাহেন আর ঊর্দ্ধবাহু হইয়া হাতে তালি দিয়া বলেন—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণঃ যাদবায় নমঃ
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

প্রভু এক একবার উঠেন আর প্রেমানন্দে মধুর নৃত্য করেন, পুনরায় প্রেমাবেশে ভূমিতলে আছাড় খাইয়া পড়েন। সেই আছাড়ের আঘাতে পৃথিবী যেন বিদীর্ণ হইয়া যায়

দিশা দেখাইয়া প্রভু হাথে তালি দিয়া।
আপনে কীর্ত্তন করে শিষ্যগণ লৈয়া॥
আপনে কীর্ত্তন নাথ করয়ে কীর্ত্তন।
চৌদিকে বেড়িয়া গায় সব শিষ্যগণ॥
আবিষ্ট হইয়া প্রভু নিজ নাম রসে।
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধূলায় আবেশে॥
বোল্ বোল্ বলি প্রভু চতুর্দ্দিকে পড়ে।
পৃথিবী বিদীর্ণ হয় আছাড়ে আছাড়ে॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভুর শ্রীবাসমন্দিরে কীর্ত্তনের মহা কোলাহল উঠিল। কোলাহল শুনিয়া নদীয়ার আবালবৃদ্ধবনিতা শচী আঙ্গিনায় ধাইয়া আসিল। বৈষ্ণবগণ সকলে আসিয়া কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। প্রভুর শ্রীমন্দিরে আজ মহানন্দোৎসব। প্রেমময় প্রভুর প্রেমাবিষ্ট ভাব দেখিয়া সকলেই আনন্দে বিহ্বল হইলেন। শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবগণ আনন্দ সহকারে বলিতে লাগিলেন—

"এবে সে কীর্ত্তন হৈল নদীয়া নগরে।
এমত দুর্লভ ভক্তি আছয়ে জগতে।
নয়ন সফল হয় এ ভক্তি দেখিতে॥
যত উদ্ধত্যের সীমা এই বিশ্বম্ভর।
প্রেম দেখিলাঙ নারদাদির দুষ্কর॥
হেন উদ্ধতের যদি হেন ভক্তি হয়।
না বুঝি কৃষ্ণের ইচ্ছা এবা কিবা হয়॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভু বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া কীর্ত্তন করিতেছিলেন। কতক্ষণ পরে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইল। তিনি বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্তভাবে "হা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!" বলিয়া, আকুল প্রাণে একে একে সর্ব্ব বৈষ্ণবের গলা ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সকলে মিলিয়া প্রভুকে শান্ত করিলেন। এই হইল নদীয়ায় সর্ব্বপ্রথম সংকীর্ত্তনারম্ভ। এই হইল সংকীর্ত্তনযজ্ঞেশ্বর শ্রীগৌর ভগবানের আত্মপ্রকাশারম্ভ। এই হইতেই ভক্তবৃন্দের সকল দুঃখ দূর হইল। শ্রীগৌরাঙ্গলীলার ব্যাসাবতার তাই লিখিয়াছেন—

আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন প্রকাশ।
সকল ভক্তের দুঃখ হইল বিনাশ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাণী—

"সংকীর্ত্তন আরম্ভে প্রেমভক্তির বিলাস।
অতএব কলিযুগে মোর পরকাশ॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভুর অগণিত ছাত্রবৃন্দ প্রভুর সঙ্গ ছাড়িলেন না। এই শুভসংযোগে তাঁহারা অনেকেই উদাসীনের পথ অব-লম্বন করিলেন। আকুমার ব্রহ্মচারী হইয়া যুগধর্ম্ম হরিনাম সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে কলিহত জীবের মঙ্গলকামনায় তুচ্ছ

প্রাণকে আহুতি প্রদান করিলেন। এই সকল মহাত্মাগণের দ্বারা প্রভু বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করাইয়াছিলেন। ইঁহারা প্রভুর কৃপায় ভক্তিপথ অবলম্বন করিয়া কলিক্লিষ্ট জীবকে যুগধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন।

প্রভুর যে এই নদীয়ায় আত্মপ্রকাশ এবং সংকীর্ত্তন লীলারম্ভ ইহাতেই শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারতত্ত্বের মূলমন্ত্র নিহিত রহিয়াছে। এই তত্ত্ব ক্রমশঃ প্রকাশ পাইবে। কৃপাময় পাঠকবৃন্দ! কৃপা করিয়া সংকীর্ত্তনযজ্ঞেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর রাতুল চরণকমল ধ্যান করিয়া যুগধর্ম্মাচরণ করুন, ভগবানের নাম কীর্ত্তন করুন। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু দীনদয়াল। কলির অধম জীবের প্রতি তাঁহার করুণার অবধি নাই। পূর্ণব্রহ্ম সনাতন স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরগোবিন্দরূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়া স্বয়ং আচরিয়া যে যুগধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, কলিহত জীবের তাহাই সর্ব্বথা পালনীয়। কলি যুগে একমাত্র হরিসংকীর্ত্তন দ্বারাই সর্ব্ববিধ ধর্ম্মাচরণের ফলপ্রাপ্তি হয়, সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। ইহা শাস্ত্রবাক্য যথা—

বৃহন্নারদীয় পুরাণে—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথ॥

ধর্ম্মসংস্থাপক শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের জন্য নদীয়ায় এই সর্ব্বপ্রথম শ্রীনামসংকীর্ত্তনযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। কলির অধম জীবকে হরিনাম মহামন্ত্র দানের এই প্রথম উদ্যোগ আরম্ভ হইল। সংকীর্ত্তনারম্ভেই প্রভুর আবির্ভাব ও আত্মপ্রকাশ। অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ প্রভুর আত্মপ্রকাশ বুঝিতে পারিয়া এই সময় হইতেই তাঁহাকে ভগবানভাবে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, ঠাকুর হরিদাস, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীবাস পণ্ডিত, গদাধর পণ্ডিত এবং প্রভুর নিত্য পার্ষদবৃন্দ তাঁহাদিগের অভীষ্টদেবকে চিনিয়া লইলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা একে একে আসিয়া প্রভুর চরণে শরণ লইলেন। এসকল কথা পরে বলিব।

এই সময়ে প্রভুর ইচ্ছায় শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিলেন। নবদ্বীপে তাঁহার প্রভূত প্রতিপত্তি। ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা করিবার জন্য নদীয়ায় শ্রীঅদ্বৈত-সভা নামে একটি সভা বহুদিন পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমদ্বিশ্বরূপ প্রভুর গৃহত্যাগের পর হইতে এই অদ্বৈতসভার প্রভাব হ্রাস হইয়াছিল। নামমাত্র সভা ছিল। এক্ষণে প্রভুর ইচ্ছায় ও অদ্বৈত প্রভুর চেষ্টায় এই সভার বহু উন্নতি সাধন হইল। সংকীর্ত্তন যজ্ঞেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর আত্মপ্রকাশের সময় নদীয়ায় বৈষ্ণবগণ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাত হইলেন। যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তনে তাঁহারা সকলে এক্ষণে প্রভুর সহায় হই-হইলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি পৌষমাসে প্রভু গয়াধাম হইতে নদীয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শুভ মার্গশীর্ষের প্রথম দিবস হইতেই সংকীর্ত্তনযজ্ঞেশ্বর কলিযুগাবতার শ্রীশ্রীগৌরভগবান নিত্য ধাম নদীয়ায় যুগধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশে হরিসংকীর্ত্তন যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন (১)।

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ মায়াপুর যোগপীঠে বসিয়া যেদিন যুগধর্ম্ম ভুবনমঙ্গল হরিসংকীর্ত্তনারম্ভ করিলেন জগজ্জীবের পক্ষে সেদিন বড় শুভদিন। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ভাগ্যে এমন শুভদিন কোন যুগেই উদয় হয় নাই। কলি-কলুষিত ত্রিতাপ দগ্ধ জীবের আধ্যাত্মিক পরমমঙ্গল কামনায় শ্রীগৌর ভগবান সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ, সর্ব্বদুঃখহারী, পরম মঙ্গল শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের জয় ঘোষণা করিয়া তাঁহার শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। সেই ভুবনমঙ্গল শ্লোকরত্নটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনম্।

(১) গয়ায়া ইত্যোবং স্বগৃহমাগমচ্চুরিকরুণ প্রভু
পৌষস্যান্তে সকল তনুভৃত্তাপশমনঃ।
ততো মাঘস্যাদৌ নিয়মবিনিক্তৈঃ কীর্ত্তনরসৈঃ
প্রকাশং চাবেশং ভুবি চিকিরতিস্মানুদিবসং॥
শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য

আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥ (২)

এই শ্লোকের পদ্যানুবাদও নিম্নে প্রদত্ত হইল—

শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্ত্তন,   চিত্তরূপ দরপণ,
অনায়াসে করেন মার্জ্জন।
এ সংসার দাবানলে,   দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
শীঘ্র তাহা করে নির্ব্বাপন॥
কল্যাণ কুমুদ পরে   কৌমুদী বিস্তার করে
বিদ্যারূপ বধূর জীবন।
আনন্দরূপ অম্বুধি,   বাড়ান চরমাবধি,
পদে পদে সুধা আস্বাদন॥
দেহ আত্মা প্রাণ মন,   সকল ইন্দ্রিয়গণ,
সন্তোষ জন্মান সবাকার।
জয় জয় সর্ব্বোত্তম,   কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন,
ইহা বিনা গতি নাহি আর॥

ভুবনমঙ্গল এই হরিনাম সংকীর্ত্তন কলির যুগধর্ম্ম। যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তন করাইবার জন্য কলিযুগাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর নদীয়ায় শচীগর্ভে উদয়। শ্রীগৌরাঙ্গভগবানের অবতার গ্রহণের বহু উদ্দেশ্য। যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন তাহার মধ্যে একটি।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে কষ্টসাধ্য ধ্যান, যজ্ঞ, জপ, তপ, পূজার্চ্চনাদির অনুষ্ঠান দ্বারা যে ফললাভ হইত, কলিযুগে এক হরিনামসংকীর্ত্তন দ্বারাই সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়. সুতরাং হরিনাম সংকীর্ত্তনই কলিক্লিষ্ট জীবের পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। ইহা শাস্ত্রবাক্য। "হরের্নামৈব" শ্লোকের ব্যাখ্যায় প্রভু তাহা অতি বিষদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। সে সকল কথা পরে বলিব।

শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী তাঁহার রচিত একটি সুন্দর শ্লোকে প্রভুর শ্রীমুখের হরিনাম সংকীর্ত্তনের মহাত্ম্য ও জয় ঘোষনা করিয়া যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিন গৌরভক্তবৃন্দ কণ্ঠমণিহার করিয়া রাখিবেন। সেই পুণ্যশ্লোকটিও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক হইতে এস্থলে উদ্ধৃত হইল—

ক্ষোভং মোনীমৃগাক্ষ্যাঃ স্থগনমিহরবেঃ কম্পমাশাবধূনাং
স্তম্ভং বা তস্য কুর্ব্বন্নমরপরিবৃঢ়স্যাশ্রম স্রাং সহস্রে।
স্বেদং সপ্তর্ষি গোষ্ঠ্যাঃ পরম রসময়োল্লাসমোত্তানপাদে-
ধ্যানধ্বংসং বিরিঞ্চেঃ স জয়তি ভগবৎ কীর্ত্তনানন্দনাদঃ॥

অর্থাৎ প্রভুর শ্রীমুখে মধুর হরিনাম শ্রবণে ভূমণ্ডলের কামিনীবৃন্দ বিমোহিত হন, দিবাকর স্থগিত ও দিগঙ্গনাগণ কম্পান্বিত হন, সদাগতি পবনদেবও গতিবিহীন হন, এবং ত্রিদিবেন্দ্র পুরন্দরের সহস্র নেত্র হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হয়। সেই কলিপাবনাবতার ভগবান শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীমুখনিঃসৃত মধুর শ্রীহরিসংকীর্ত্তননিনাদ সপ্তর্ষিগণকে স্বেদান্বিত, ধ্রুবকে আহ্লাদিত, এবং পদ্মযোনিকেও ধৈর্য্যবিহীন করত জয়যুক্ত হউক।

স্বয়ং প্রভুর শ্রীমুখে যাঁহারা সুমধুর কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, শ্রীপাদ কবিকর্ণপুর গোস্বামী তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। কৃপাময় পাঠকবৃন্দ! কবিকর্ণপুর গোস্বামী পাদের বর্ণনায় অত্যুক্তি দোষারোপ করিয়া অপরাধী হইবেন না। তিনি লিখিয়াছেন শ্রীগৌরাঙ্গলীলা ও কথা তিনি যেরূপ স্বচক্ষে দেখিয়াছেন ও স্বকর্ণে শুনিয়াছেন তদ্রূপ বর্ণনা করিয়া গ্রন্থরূপে নিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা যেন কেহ স্বকপোলকল্পিত মনে না করেন।

এই সময়কার প্রভুর একটী লীলারঙ্গ-কাহিনী শ্রীচৈতন্য চরিত মহাকাব্যে বর্ণিত আছে।

গয়াধাম হইতে নবদ্বীপে আসিয়া প্রভু একদিন মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া ছাত্রদিগকে পাঠ দিতেছেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে হরিনাম-মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। এমন

---

(২) টীকা। -শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনং রামকৃষ্ণ গোবিন্দেতি নামোচ্চারণং পরং সর্ব্বোৎকর্ষং বিজয়তে। কথম্ভূতং কীর্ত্তনং? চেতো দর্পণমার্জ্জনং চিত্তরূপ দর্পণস্য মলাপকর্ষণং। পুনঃ কীদৃশং? ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপনং সংসাররূপ মহাদাবাগ্নিনাশনং। পুনঃ কীদৃশং? শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং মঙ্গলরূপ কৌমুদী জ্যোৎস্না বিস্তারিত শীলং। পুনঃ কীদৃশং? বিদ্যাবধূ জীবনং বিদ্যারূপা বধূ তস্যাঃ জীবনং প্রাণং। পুনঃ কীদৃশং? আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং আনন্দরূপসমুদ্রস্য বৃদ্ধিকরণং। পুনঃ কীদৃশং? প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং পদং পদং প্রতি সকল রসাস্বাদকারণং। পুনঃ কীদৃশং? সর্ব্বাত্মা স্নপনং আত্মা মনঃ ইন্দ্রিয় মম তৃপ্তিজনকশীলমিতি।

সময়ে একটী ব্রাহ্মণবালক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া কহিল "অধ্যাপক মহাশয়! আমি আপনার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি যে হরিনামের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন, উহা নিশ্চয়ই অর্থবাদ অর্থাৎ প্রশংসা মাত্র"। প্রভু এই কথা শুনিবামাত্র ঘৃণায় শ্রীমুখ বিকৃত করিয়া দুই হস্তে কর্ণদ্বয় অবরোধ করিয়া গঙ্গাতীরে চলিলেন। ব্রাহ্মণ বালক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। গঙ্গাতীরে গিয়া প্রভু গঙ্গাস্নান করিয়া শুচি হইলেন। হরিনামের অর্থবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার মনে অতিশয় গ্লানি হইয়াছিল এবং তিনি আপনাকে অশুচি মনে করিয়াছিলেন। গঙ্গাস্নান করিয়া প্রভু গৃহে গমন করিলেন (১)। এই লীলাটিতে ধর্ম্মসংরক্ষক প্রভু দেখাইলেন, খলপ্রকৃতিবিশিষ্ট লোক যখন শ্রীভগবানের নাম ও গুণের নিন্দাবাদ করে তাহা ভগবদ্দাসের শ্রোতব্য নহে। যদি কোনগতিকে এরূপ নিন্দাবাদ ভক্তের কর্ণে প্রবেশ করে, তবে তৎক্ষণাৎ সেস্থান হইতে তাঁহার উঠিয়া গিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

প্রভু এখন কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত; ব্রজরসে তাঁহার হৃদয়, মন, তনু, টলমল। তিনি ব্রজভাবে বিভাবিত হইয়া একদিন ভক্তগণকে বলিতেছেন "চল, সকলে মিলিয়া আজ আমরা গঙ্গাতীরে গিয়া পশুপতির পূজা করিব, আমাদের সকল বিপদ দূর হইবে।" পূর্ব্বলীলার স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে উদয় হইল, আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। ব্রজরসে মাতিয়া উঠিলেন। শ্রীবাসাদি ভক্তগণ প্রভুর ইচ্ছানুরূপ এবং ভাবানুযায়ী সকল উদ্যোগ করিলেন; গদাধর ও নরহরি তাঁহাকে উত্তমরূপে সাজাইলেন, ফুল চন্দন হস্তে করিয়া গোপীভাবাবেশে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু মৃদুমন্দ পদবিক্ষেপে গঙ্গাতীরে বৃদ্ধ মহেশ্বরের শ্রীমন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন। সঙ্গে সকল ভক্তগণ চলিলেন। ব্রজবালাগণ গোপেশ্বর পূজার আয়োজন করিয়া যেমন ব্রজনাথ যশোদানন্দনকে পতি কামনা করিয়া তাঁহার পূজা করিতে যমুনাতীরে গিয়াছিলেন, ঠিক সেই ভাবে শচীনন্দন নিজজন সঙ্গে গঙ্গাতীরে যাইতেছেন। ব্রজলীলার প্রতি অঙ্গ নবদ্বীপলীলাতে বর্ত্তমান একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কলির প্রচ্ছন্ন অবতার লীলারঙ্গপ্রিয় শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তাঁহার নবদ্বীপলীলায় ব্রজলীলার প্রতি অঙ্গ অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। ব্রজরস লোলুপ রসিক ভক্তগণ নবদ্বীপলীলানুশীলনে ব্রজরস পান করিয়া থাকেন। প্রাচীনপদকর্ত্তাগণ এই সকল লীলা স্বচক্ষে দেখিয়া মধুর পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। পদকল্পতরু হইতে নিম্নলিখিত প্রাচীন পদটি (১) অবলম্বন করিয়া এই মধুর লীলাটি বর্ণিত হইল।

এই সময়ে প্রভু নবদ্বীপে আর একটি অতি সুন্দর লীলা প্রকট করেন। সেই লীলাটি ব্রজের গোবর্দ্ধনপূজা লীলা। নবদ্বীপলীলায় গোবর্দ্ধনপূজা লীলাটি কি, তাহা অনেকে জানেন না। তাহা এস্থলে ব্যাখ্যাত হইল।

বংশীবদন ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর আদেশে তাঁহার গৃহে থাকিয়া শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া-সেবায় জীবন যাপন করেন শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আদেশে নবদ্বীপে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ-

(১) অধ্যাপয়ন দ্বিজ সুতানপরেদ্যুরীশঃ
শশ্বৎ স্বনাম গুণকীর্ত্তন মতিতান।
দৈবাদুবাচ পুরতো দ্বিজসূনুরেকো
নাথং ন কিঞ্চিদপি জাতু বিদং স্তুদন্তে।।
নাম্নো য এব মহিমা খলু সোঽর্থবাদ
ইত্থং খলস্য বচনং পরিকর্ণ সর্ব্বং।
কর্ণৌ পিধায় সহ তেন পুরঃসরেন
গঙ্গাতটং সমগমদ্ঘৃণয়া মহত্যা।।
স্নাত্বা সচেল উদগাৎ সহচেল বৃন্দৈঃ
শুদ্ধৈঃ শুচি নিজগৃহং মুদিতো জগাম।
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য।

(১) গৌরাঙ্গ-চরিত কিছু কহনে না যায়।
পূরব সঙরি প্রভু মৃদু মৃদু ধায়।।
নিজজনে কহে চল সুরধুনী তীরে।
পশুপতি পূজিব বিপদ যাবে দূরে।।
ঐছন বচন যবে রচন করিয়া।
অগোর চন্দন ফুল হস্তেতে করিয়া।।
নিজ জন সঙ্গে চলে গোরা দ্বিজমণি।
কহে বিশ্বম্ভর গোয়ার যাইবে নিছনি।। পদকল্পতরু।

মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই আদি মূর্ত্তি এখন পর্য্যন্ত নবদ্বীপ-ধামে সর্ব্বগৌরভক্তবৃন্দের দ্বারায় পূজিত হইতেছেন। বংশীবদন ঠাকুরের পুত্র চৈতন্যদাস প্রভুর নবদ্বীপলীলা-রসাস্বাদী ছিলেন। তিনি একটি পদে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর গোবর্দ্ধনধারণ লীলাটি অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই পদটি অবলম্বন করিয়া প্রভুর এই মধুর নবদ্বীপলীলাটি কিছু বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিবার বড় সাধ হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গচরণ স্মরণ করিয়া জীবাধম গ্রন্থকার, এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। কৃপাময় গৌরভক্তগণ কৃপা করিয়া শুভাশীর্ব্বাদ করুন।

ব্রজে দেবরাজ ইন্দ্রপূজার রীতি ছিল। এই প্রাচীন রীতি নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ উঠাইয়া দিয়া গোবর্দ্ধন গিরিরাজের পূজা প্রচলন করেন। প্রাচীন পদে লিখিত আছে—

একদিন ব্রজে, ইন্দ্রপূজা কাজে,
সাজে গোপগোপী যত।
জানিয়া কারণ, শ্রীনন্দনন্দন,
কহেন আপন মত॥
"শুন ব্রজরাজ, গোপের সমাজ
না পূজ দেবের রাজা।
মোর লয় মনে, গিরি গোবর্দ্ধনে,
সংবিধানে কর পূজা॥
এই সে উচিত, মোর অভিমত
পাইবে বাঞ্ছিত ফল।
নানা উপচারে বস্ত্র অলঙ্কারে
সত্বরে সাজিয়া চল॥"

শ্রীকৃষ্ণের এই আদেশ মতে চিরন্তন ইন্দ্রপূজা ব্রজে বন্ধ হইল। ইহাতে দেবরাজ ইন্দ্রের অপমান করা হইল, সুতরাং তাঁহার রাগ হইল। তিনি ক্রোধে কম্পমান হইয়া, মহা অহঙ্কারের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিন্দাবাদ করিতে লাগি-লাগিলেন। আর কি করিলেন শুনুন—

ডাকি মেঘগণে, যতেক পবনে
আজ্ঞা দিল সুরপতি।
শিলাবৃষ্টি করি, ভাঙ্গ ব্রজপুরী
যাহ যাহ শীঘ্রগতি॥
আপনি তখনে, চড়িয়া বাহনে
বজ্রহস্তে দেবরাজ।
সঙ্গে সেনাগণ ছাইয়ে গগন
আইল গোকুল মাঝ॥

তখন ব্রজের অবস্থা কি হইল শুনুন—

চতুর্দ্দিকে মেঘে ধায় বায়ু বেগে
দিনে হইল অন্ধকার।
খর বরিষণে, বজ্রের ক্ষেপনে
ভাঙ্গিল ঘর দুয়ার॥
প্রলয়ের হেন বৃষ্টি ধারা ঘন
ঝঞ্ঝনা চিকুর পড়ে।
হাহাকার করি, পথাপথ ছাড়ি
ব্রজবাসী সব নড়ে।"

এইরূপ উপদ্রব সাতদিন অনবরত সহ্য করিয়া ব্রজ-বাসীগণ শঙ্কটে পড়িয়া তখন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিলেন; যুথে যুথে ধেনু বৎসগণও তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল; নন্দ মহারাজ ও ব্রজের অন্যান্য গোপগোপী বিকলচিত্তে সকলেই জানিলেন, ইহা ইন্দ্রের কোপ। নন্দনন্দনকে একথা তাঁহারা জানাইলেন। তিনিও তাহা বুঝিলেন। তিনি তখন কি করিলেন শুনুন—

"এতেক ভাবিয়া কৃষ্ণ নন্দের নন্দন।
এক হস্তে তুলিয়া ধরিলা গোবর্দ্ধন॥
কন্দুকের প্রায় গিরি ধরিয়া কৌতুকে।
সবারে ডাকেন আর জননী জনকে॥
আইস আইস সবে শিশু বৎস লৈয়া।
এহি গর্ত্তে থাক আসি নির্ভয় হৈয়া॥"

শ্রীকৃষ্ণের এই আশ্বাসবাণী পাইয়া নন্দ মহারাজ প্রমুখ গোপগোপীগণ ধেনু বৎস লইয়া গোবর্দ্ধন গিরিতলে আশ্রয় লইলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই ঐশ্বর্য্যপূর্ণ লীলা দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ান্বিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিকট ইন্দ্র পরাভব স্বীকার করিলেন, তাঁহার চরণে স্তুতি বন্দনা

গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাৎ পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর, এ তোমার গুণ॥
হরি ঠাঁমে অপরাধে তারে হরি নাম।
তোমা ঠাঁমে অপরাধে নাহি পরিত্রাণ॥
তোমা সবা হৃদয়েতে গোবিন্দ বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মোর বৈষ্ণব পরাণ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতকার গৌরাঙ্গলীলার ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

সবার করিল গৌরচন্দ্র সে উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণবনিন্দক দুরাচার॥

তিনি আরও লিখিয়াছেন—

বৈষ্ণবের ঠাঁই যার হয় অপরাধ।
কৃষ্ণকৃপা হইলেও তার প্রেম বাধ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর শ্রীমুখ বাক্য—

প্রভু বোলে উপদেশ করিতে যে পারি।
বৈষ্ণবাপরাধ আমি খণ্ডাইতে নারি॥ চৈঃ ভাঃ

অতএব হে পাঠকবৃন্দ! পুনরায় মিনতি করিয়া বলি বৈষ্ণবনিন্দা পাপে লিপ্ত হইও না, পরচর্চ্চা করিও না, দোষ দর্শন করিও না।

মূলকথা ছাড়িয়া অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি। নবদ্বীপলীলায় গোবর্দ্ধনপূজার উদ্যোগ কি ভাবে হইল, মহাজন কবির কথায় তাহা এক্ষণে শুনুন। কলিজীবের কুমতি ও দুর্ম্মতি, এবং তাহাদিগের পাপপথে গতি ইহা ভগবদ্দত্ত ও নির্দ্দিষ্ট। কলির ধর্ম্মরাজ ইন্দ্র কলিহত জীবের এই দুর্ম্মতি দেখিয়া ক্রোধে কম্পবান হইয়া তাহাদিগের শাস্তি দিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি অধর্ম্মরূপ ঐরাবতের পৃষ্ঠে আরোহন করিয়া কুমতি রূপ ইন্দ্রানীকে সঙ্গে লইয়া সসৈন্যে কলিজীবের পাপের শাস্তি দিতে আসিলেন। কামরূপ মেঘের অজস্র বর্ষণে, ক্রোধরূপ বজ্রের অবিরল গর্জ্জনে ও আঘাতে কলিহত জীবের প্রাণে বড় ভয় হইল। লোভ ও মোহরূপ শিলাঘাতে, মদমাৎসর্য্যাদিরূপ তীক্ষ্ণ ঝঞ্ঝাবাতে লোকের ধৈর্য্য ও ধর্ম্ম একেবারে উড়িয়া গেল। লোকের দুর্গতির একশেষ হইল। কলি পাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর কলিহত জীবের প্রতি বড় দয়া। জীবের দুঃখে তাঁহার কোমল হৃদয় দ্রব হইল। তখন তিনি কি করিলেন শুনুন—

জানিয়া জীবের দায়, শ্রীগৌরাঙ্গ দয়াময়
উপায় চিন্তিলা মনে মনে।
ভক্তভাব সারোদ্ধার, নিজে করি অঙ্গীকার,
ভক্তগিরি করিলা ধারণে॥

তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া, ভক্তিরূপ গিরি ধারণ পূর্ব্বক কলিহত জীবকে আশ্রয় দান করিলেন, তাহাদের সকল দুঃখ দূর হইল, কলির ভয় খণ্ডন হইল। মহা-পরাক্রান্ত কলিরাজ পরাভব হইলে, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গচরণে স্তুতি করিতে লাগিলেন "হে সর্ব্বেশ্বর! হে সর্ব্বাবতারসার আমার অপরাধ ক্ষমা কর, তোমার নাম ও গুণগানকারীর কোন ভয় নাই, আমার প্রভাব তাঁহাদের স্পর্শও করিতে পারিবে না; নির্ব্বিবাদে তাঁহারা তোমার নাম গান করুন, আমি তাহাদের প্রতি আর কোন উপদ্রব করিব না, তোমার নিকট আমি এই সত্য করিলাম"। কলিরাজের এইরূপ দৈন্যোক্তি শুনিয়া পরম দয়াল শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু তাঁহার প্রতি সদয় হইলেন এবং কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহার নাম রাখিলেন "ধন্য কলিরাজ"। এইজন্য কলিযুগ ধন্য হইল।

প্রভু গয়াধাম হইতে আসিয়া এই গোবর্দ্ধনপূজা লীলাটি প্রকট করিলেন অতি গুপ্তভাবে। প্রেম প্রকাশ ও সঙ্কীর্ত্তন লীলা প্রকাশের পূর্ব্বে জীবোদ্ধার কল্পে এই লীলা প্রকট করিয়া ভক্তপূজা ও বৈষ্ণব-সেবার ফলে যে প্রেমধন প্রাপ্তি হয়, তাহাই প্রভু দেখাইলেন। অন্যান্য যুগের কথা বলিতে চাহিনা, এই কলিকালে বৈষ্ণব-সেবাই প্রেমপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। কৃপাময় সাধু বৈষ্ণবগণই প্রেমদাতা। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু স্বয়ং ভক্তপূজা করিয়া গিয়াছেন, ভক্তসেবা স্বয়ং আচরিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন, ভক্ত আশীর্ব্বাদ অতিশয় শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শিরে ধারণ করিয়া গিয়াছেন।

ভক্ত আশীর্ব্বাদ প্রভু শিরে করি লয়।
ভক্ত আশীর্ব্বাদে সে কৃষ্ণতে ভক্তি হয়　　চৈঃ ভাঃ

তনি শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

কৃষ্ণ ভজিবারে যার আছে অভিলাষ।
সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয় দাস॥ চৈঃ ভাঃ।

ভক্তই কলিযুগে গিরি গোবর্দ্ধন, ভক্তই ভগবানের রূপ, ভক্তই মূর্ত্তিমন্ত ভগবান।

সপ্তবিংশতি অধ্যায়।

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভু ও হরিদাস ঠাকুর।

অদ্বৈত আচার্য্য গোঁসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

—:*:—

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু আমাদের গৌর-আনা-গোঁসাঞি। ই গৌর-আনা-গোঁসাঞির তত্ত্ব শ্রীপাদস্বরূপ গোস্বামী ার করচায় দুইটি শ্লোকে লিখিয়া গিয়াছেন। সে ইটি শ্লোক এই:—

মহা বিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥

যে জগৎকর্ত্তা মহাবিষ্ণু মায়া দ্বারা এই চরাচর বিশ্ব ষ্ট করিতেছেন, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বর তাঁহারই অবতার। তনি হরি অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর সহিত দ্বৈতভাব-হিত্য প্রযুক্ত বলিয়া অদ্বৈত, তিনি ভক্তি উপদেশ প্রদান রেন বলিয়া আচার্য্য। তিনি ভক্তরূপ গ্রহণ করিয়া তলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত গৌরাঙ্গপ্রভুর কৃপালাভ সুদুর্ঘট। শ্রীচৈতন্যচরিতা-তকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর বিষদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগদাদি কার্য্য।
তাঁর অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য্য॥
যে পুরুষ সৃষ্টি স্থিতি করেন মায়ায়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায়॥
ইচ্ছায় অনন্ত মূর্ত্তি (১) করেন প্রকাশ।
এক এক মূর্ত্তে করেন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ॥ (২)
সে(১)পুরুষের অংশ(২)অদ্বৈত নাহি কিছু ভেদ।
শরীর বিশেষ তাঁর নাহিক বিচ্ছেদ (৩)॥
সহায় করেন তাঁর লইয়া প্রধান (৪)।
কোটি ব্রহ্মাণ্ড করেন ইচ্ছায় নির্ম্মান॥
জগৎ মঙ্গলাদ্বৈত মঙ্গল গুণধাম।
মঙ্গল চরিত্র সদা মঙ্গল যাঁর নাম॥
কোটি অংশ কোটি শক্তি কোটি অবতার।
এত লঞা সৃজে পুরুষ সকল সংসার॥
মায়া যৈছে দুই অংশ নিমিত্ত উপাদান।
মায়া নিমিত্ত হেতু উপাদান প্রধান॥ (৫)
পুরুষ ঈশ্বর ঐছে দ্বিমূর্ত্তি করিয়া।
বিশ্ব সৃষ্টি করে নিমিত্ত উপাদান লঞা॥
আপনে পুরুষ বিশ্বের নিমিত্ত কারণ।
অদ্বৈতরূপে উপাদান হয় নারায়ণ॥
নিমিত্তাংশে করে তিঁহো মায়াতে ঈক্ষণ।
উপাদান অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ড সৃজন॥

(১) অনন্ত মূর্ত্তি গর্ভোদকশায়ী রূপ অসংখ্য মূর্ত্তি।

(২) এক এক মূর্ত্তি অর্থাৎ সেই গর্ভোদশায়ী রূপ অনন্ত মূর্ত্তির এক এক মূর্ত্তিতে।

(১) সে পুরুষের=মহাবিষ্ণুর।

(২) অংশ=প্রকাশ।

(৩) বিচ্ছেদ=পার্থক্য।

(৪) "সহায় করেন "তাঁর লইয়া প্রধান"=প্রধান=প্রকৃতি। তাঁর লইয়া অর্থাৎ তাঁর শক্তি লইয়া। সহায়=সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে সাহায্য।

(৫) উপাদান ও নিমিত্ত রূপে মায়া দুই প্রকারে অবস্থান করে। তন্মধ্যে উপাদান রূপে প্রধান ও প্রকৃতি নাম হয়। এবং নিমিত্তাংশে মায়াই নাম। যাহাকে গ্রহণ করিয়া কার্য্য হয় তাহার নাম উপাদান, এবং যাহা বিনা কার্য্য হয় না তাহার নাম নিমিত্ত। যেমন কুন্তলের উপাদান স্বর্ণ এবং কুন্তলের নিমিত্ত স্বর্ণকার।।

অদ্বৈত আচার্য্য কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা।
আর এক এক মূর্ত্তে ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা॥
সেই নারায়ণের মুখ্য অঙ্গ অদ্বৈত।
অঙ্গ শব্দে অংশ করি কহে ভাগবত॥
ঈশ্বরের অঙ্গ অংশ চিদানন্দ ময়।
মায়ার সম্বন্ধ নাহি এই শ্লোক কয়॥
নারায়ণ স্ত্বং নহি সর্ব্ব দেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিল লোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥ (৬)
শ্রীমদ্ভাগবত।

অংশ না কহিয়া কেন কহ তারে অঙ্গ।
অংশ হৈতে অঙ্গ যাতে হয় অন্তরঙ্গ॥
মহাবিষ্ণুর মহা অংশ অদ্বৈত গুণধাম।
ঈশ্বরে অভেদ তেঁঞি অদ্বৈত পূর্ণ নাম॥
পূর্ব্বে যৈছে কৈল সর্ব্ব বিশ্বের সৃজন।
অবতার কৈল এবে ভক্তি প্রবর্ত্তন॥
জীবে নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি করি দান।
গীতা ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান॥
ভক্তি উপদেশ বিনু তাঁর নাহি কার্য্য।
অতএব নাম হৈল অদ্বৈত আচার্য্য॥

(৬) অর্থ। তুমি যখন সর্ব্বদেহীর আত্মা, তখন তুমি কি নারায়ণ নহ? নার শব্দের অর্থ জীব সমূহ, অয়ন শব্দের অর্থ আশ্রয়। জীব সমূহ যাঁহার আশ্রয়, সেই পরমাত্মাই নারায়ণ শব্দ বাচ্য। অতএব তুমি পরমাত্মা বলিয়াই তুমি নারায়ণ। কারণ নারের অর্থাৎ জীব সমূহের বা তত্ত্ব সমূহের প্রবর্ত্তক ঈশ্বরকেও নারায়ণ বলা যায়। তুমি সর্ব্বলোক সাক্ষী বলিয়া নারায়ণ। কারণ যিনি লোক সকলকে জানেন বা সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাঁহাকেও নারায়ণ বলা যায়। আবার নর অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত যে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব এবং তাহা হইতে উৎপন্ন যে জল, এই দুইটি যাঁহার আশ্রয়, সেই প্রসিদ্ধ নারায়ণ তোমারই অংশ অর্থাৎ মূর্ত্তি বিশেষ। তিনি তোমা হইতে ভিন্ন নহেন। তবে সেই নারায়ণের যে তাদৃশ পরিচ্ছিন্নত্ব তাহা সত্য নহে। পরন্তু তোমার লীলাই সত্য। অথবা নারায়ণ রূপ তোমার সেই মূর্ত্তিও সত্য; উহা মায়িক নহে।

কমল নয়নের তিঁহো যাতে অঙ্গ অংশ।
কমলাক্ষ (১) করি ধরে নামঅবতংশ॥
ঈশ্বর স্বারূপ্য পায় পারিষদ গণ।
চতুর্ভুজ পীত বাস যৈছে নারায়ণ॥
অদ্বৈত আচার্য্য ঈশ্বরের অংশ বর্য্য।
তাঁর তত্ত্ব নাম গুণ সকল আশ্চর্য্য॥
যাঁহার তুলসী জলে যাঁহার হুংকারে।
স্বগণ সহিত চৈতন্যের অবতারে॥
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু কীর্ত্তন প্রচার।
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু জগত নিস্তার॥
আচার্য্য গোঁসাঞির গুণ মহিমা অপার।
জীবকীট কোথায় পাইবেক তার পার॥

কৃপাময় গৌরভক্ত পাঠকবৃন্দ! শ্রীঅদ্বৈততত্ত্ব আপনারা অবশ্যই জ্ঞাত আছেন। তত্ত্বকথা অতি বৃহৎ বস্তু। ক্ষুদ্র মনুষ্যবুদ্ধিতে তাহার লাগ পাওয়া যায় না। তত্ত্বসন্ধিৎসু গৌরভক্ত পাঠকবৃন্দ সদ্‌গুরুর নিকট এই সকল তত্ত্বানুসন্ধান করিবেন। জীবাধম গ্রন্থকার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর একটি তত্ত্ব উত্তম বুঝিয়াছেন। তিনি আমাদের গৌর-আনা-গোসাঞি ইহা অপেক্ষা উত্তম তত্ত্ব আর কিছুই নাই। ইহা ছাড়িয়া অন্য তত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে আর ইচ্ছা হয় না। গৌর-আনা-গোসাঞির তত্ত্ব স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী দ্বারা জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। শ্রীরূপ সনাতন যখন নীলাচলে গিয়া প্রভুর চরণে আত্ম-সমর্পণ করিলেন, প্রভু তখন তাঁহাদিগকে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে দেখাইয়া দিয়া কহিলেন—

"প্রেমভক্তি যদি বাঞ্ছা করহ এখনে।
তবে ধরি পড় এই অদ্বৈতচরণে॥
ভক্তির ভাণ্ডারী অদ্বৈত মহাশয়।
অদ্বৈতের কৃপায় সে কৃষ্ণভক্তি হয়॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভু তখন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রতি চাহিয়া কহিলেন—

"অমায়ায় কৃষ্ণভক্তি দেহ এ দুয়েরে।
জন্ম জন্ম আর যেন কৃষ্ণ না পাসরে॥

(১) শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পিতৃদত্ত নাম "কমলাক্ষ।"

ভক্তির ভাণ্ডারী তুমি বিনে তুমি দিলে।
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণ কারে মিলে॥ চৈঃ ভাঃ

শ্রীবাস পণ্ডিতকে চতুর চূড়ামণি প্রভু এক দিন কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্রীবাস পণ্ডিত! আমাকে বল দখি, তুমি আচার্য্যকে কিরূপ বৈষ্ণব মনে কর?" শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে পরীক্ষা করিতেছেন, তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত সভয়ে উত্তর করিলেন—

"শুক বা প্রহ্লাদ যেন মোর চিত্তে লয়"।

ইহা শুনিয়া প্রভু ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠে এক বিষম চপটাঘাত করিয়া কহিলেন—

"কি বলিলি কি বলিলি পণ্ডিত শ্রীবাস!
মোহোর নাড়ারে কহ শুক বা প্রহ্লাদ!
যে শুকেরে মুক্ত তুমি বোল সর্ব্বমতে।
কলির বালক শুক নাড়ার আগেতে॥
এত বড় বাক্য মোর নাড়ারে বলিলি।
আজি বড় শ্রীবাসিয়া মোরে দুঃখ দিলি"॥ চৈঃ ভাঃ

শ্রীবাস পণ্ডিতকে চড় মারিয়াও প্রভুর রাগ যায় নাই। তিনি ক্রোধে কম্পবান কলেবরে দীপযষ্টি হস্তে করিয়া পুনরায় তাঁহকে "খেদাড়িয়া" মারিতে উদ্যত হইলেন। এই সময়ে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তাঁহার হাত ধরিয়া নিবারণ করিলেন (১)। প্রভু তখন শান্ত হইয়া শ্রীবাস পণ্ডিতকে কহিলেন—

———"ওহে শ্রীনিবাস মহাশয়।
মোহোর নাড়ারে এই তোমার বিনয়॥
শুক আদি করি সব বালক উহার।
নাড়ার পাছে সে জন্ম জানিহ সভার॥
অদ্বৈত লাগি মোর এই অবতার।
মোর কর্ণে বাজে আসি নাড়ার হুঙ্কার॥
শয়নে আছিলুঁ মুঞি ক্ষীরোদ সাগরে।
জাগাই আনিল মোরে নাড়ার হুঙ্কারে"॥ চৈঃভাঃ

শ্রীবাস পণ্ডিত মহা অপ্রতিভ হইয়া প্রভুর নিকট করযোড়ে নিজ অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তিনি প্রেমে গদগদ হইয়া কান্দিতে কান্দিতে সভয়ে প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন—

"তোমার অদ্বৈত তত্ত্ব জানহ তুমি সে।
তুমি জানাইলে সে জানয়ে অন্য দাসে॥
আজি মোর মহা ভাগ্য সকল মঙ্গল।
শিখাইয়া আমারে আপনে কৈলা বল॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের দৈন্যোক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন।

তাই বলিতেছি গৌর-আনা-গোঁসাঞির তত্ত্ব শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুই জানেন। তিনি কৃপা করিয়া জানাইলে অন্যে পারে। তিনি যখন বলিয়াছেন—

"মোর নাড়া জানিবারে আছে কোন জন"।

তখন আর কথায় কাজ কি?

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর দাস্যভাব। নবদ্বীপে প্রভু যখন সংকীর্ত্তনারম্ভে আত্মপ্রকাশ করিলেন শান্তিপুরে গৌর-আনা-গোঁসাঞির নিকট সকল সমাচার পৌছিল। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তৎক্ষণাৎ নবদ্বীপে চলিয়া আসিলেন। তাঁহার স্বভাব পরম গম্ভীর। কখন যদি কিছু কাহাকেও বলেন তখনই তাহা আবার অন্য কথা তুলিয়া সঙ্গোপন করেন। নদীয়ার বৈষ্ণবগণ প্রভুর প্রেমভক্তিভাব দর্শনে মুগ্ধ হইয়া এবং তাঁহার শ্রীমুখে অপূর্ব্ব মধুর হরিসংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া যখন অদ্বৈতসভায় গিয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নিকট সকল কথা বলিলেন, তিনি স্থিরভাবে সকলি শুনিলেন। প্রভুর অপূর্ব্ব প্রেমভক্তির কথা শুনিতে শুনিতে তিনি আবিষ্ট হইয়া বৈষ্ণববৃন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন—

মোর আজুকার কথা শুন ভাই সব।
নিশিতে দেখিলুঁ আজি কিছু অনুভব॥

(১) এত বলি ক্রোধে হস্তে দীপ যষ্টি লৈয়া।
শ্রীবাসেরে মারিবারে যান খেদা ড়িয়া।
সসম্ভ্রমে উঠিয়া শ্রীঅদ্বৈত মহাশয়।
ধরিয়া প্রভুর হস্তে করিলা বিনয়। চৈঃ ভাঃ

গীতার পাঠের অর্থ ভাল না বুঝিয়া।
থাকিলাঙ দুঃখ ভাবে উপাস করিয়া॥
কথো রাত্রে আমারে বোলয়ে একজন।
উঠহ আচার্য্য! ঝাট করহ ভোজন॥
এই পাঠ এই অর্থ কহিল তোমারে।
উঠিয়া ভোজন কর পূজহ আমারে॥
আর কেন দুঃখ ভাব পাইলে সকল।
যে লাগি সংকল্প কৈলে সে হৈল সফল॥
যত উপবাস কৈলে যত আরাধন।
যতেক করিলে কৃষ্ণ বলিয়া ক্রন্দন॥
যা আনিতে ভুজ তুলি প্রতিজ্ঞা করিলা।
সে প্রভু তোমারে এবে বিদিত হৈলা॥
সর্ব্ব দেশে হইবেক কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
ঘরে ঘরে নগরে নগরে অনুক্ষণ॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ মূর্ত্তি জগতে যতেক।
তোমার প্রসাদে মাত্র সভে দেখিবেক॥
এই শ্রীবাসের ঘরে যতেক বৈষ্ণব।
ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ দেখিব অনুভব॥
ভোজন করহ তুমি আমার বিদায়।
আর বার আসিবাঙ ভোজন বেলায়॥
চক্ষু মেলি দেখি চাহি এই **বিশ্বম্ভর**।
দেখিতে দেখিতে মাত্র হইল অন্তর।
কৃষ্ণের রহস্য কিছু না পারি বুঝিতে।
কোনরূপে প্রকাশ বা করেন কাহাতে॥
ইহার অগ্রজ পূর্ব্বে বিশ্বরূপ নাম।
আমা সঙ্গে আসি গীতা করিত ব্যাখ্যান॥
এই শিশু পরম মধুর রূপবান।
ভাইকে ডাকিতে আসেন মোর স্থান॥
চিত্ত বৃত্তি হরে শিশু সুন্দর দেখিয়া।
আশীর্ব্বাদ করে ভক্তি হউক বলিয়া॥
আভিজাত্যে আছে বড় মানুষের পুত্র।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী তাঁহার দৌহিত্র॥
আপনেও সর্ব্ব গুণে উত্তম পণ্ডিত।
তাঁহার কৃষ্ণেতে ভক্তি হইতে উচিত॥
বড় সুখী হইলাঙ একথা শুনিয়া।
আশীর্ব্বাদ কর সবে তথাস্তু বলিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হউক সভারে।
কৃষ্ণনামে মত্ত হউ সকল সংসারে॥
যদি সত্য বস্তু হয় তবে এইখানে।
সভে আসিবেন এই বামনার স্থানে॥" চৈঃ ভাঃ

অতিশয় সতর্কতা এবং চতুরতার সহিত সর্ব্বজ্ঞ শ্রীঅদ্বৈত প্রভু এ সকল কথাগুলি বলিলেন। তিনি সকল কথাই বলিলেন; কিন্তু আবার সকল কথাই ঢাকিলেন। তিনি তাঁহার এই অদ্ভুত স্বপ্ন বৃত্তান্তের কথা শেষ হইলে বলিলেন—

"চক্ষু মেলি চাহি দেখি এই বিশ্বম্ভর"।

এই নদীয়ার ব্রাহ্মণবালক শচীনন্দন জগন্নাথ মিশ্রপুরন্দরপুত্র বিশ্বম্ভর তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া কি বলিলেন—

আর কেন দুঃখ ভাব পাইলে সকল।
যে লাগি সংকল্প কৈলে সে হৈল সফল॥

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সংকল্প কি, কৃপাময় পাঠকবৃন্দ তাহা জানেন। স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ আর কি বলিলেন শুনুন—

যা আনিতে ভুজ তুলি প্রতিজ্ঞা করিলা।
সে প্রভু তোমারে এবে বিদিত হৈলা॥

তাঁহার অভীষ্টদেবই যে শচীনন্দন, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তাহা বিলক্ষণ বুঝিলেন। সকল কথাই শ্রীঅদ্বৈত প্রভু স্পষ্ট কথায় খুলিয়া বলিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার সকল কথাই লুকাইলেন। তিনি সর্ব্বশেষে হাসিয়া বলিলেন "নিমাই পণ্ডিত মিশ্রপুরন্দরের পুত্র, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র শাস্ত্রাধ্যায়ণ করিয়াছেন, তাঁহার কৃষ্ণভক্তি হইবে না ত কাহার হইবে?" এই কথায় শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তাঁহার ব্যক্ত মনভাব পুনরায় গুপ্ত রাখিবার চেষ্টা করিলেন। উপস্থিত বৈষ্ণবগণ আনন্দে জয় জয় ধ্বনি করিলেন, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর কথার প্রকৃত মর্ম্ম কেহই বুঝিতে পারিলেন না। শান্তিপুরনাথ আনন্দে হুঙ্কার করিতে করিতে শেষ কথাটি বলিলেন।

"যদি সত্য বস্তু হয় তবে এইখানে।
সভে আসিবেন এই বামনার স্থানে॥"

প্রভু যখন শচীগর্ভে নদীয়ায় উদয় হন, তখন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শান্তিপুরে বাস করিতেছিলেন। তিনি প্রভুর আবির্ভাবের শুভবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রেমানন্দে হুঙ্কার করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত-গৃহিনী সীতা ঠাকুরাণী শচীনন্দনকে দর্শন করিতে নদীয়ায় আসিলেন। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তখন আসিলেন না। সীতাঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিয়াছিলেন, "তোমাকে তিনি কৃপা করিয়া ডাকিয়াছেন তুমি যাও। আমার প্রভু এখানে আসিয়া আমাকে দর্শন দিয়া যাইবেন। ভক্তবৎসল প্রভু ভক্তের মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে চিরদিন তৎপর। অভিমানী ভক্তের মান ও অভিমান সূচক প্রিয়বাক্য শ্রীভগবানের নিকট বিশেষ আদরণীয়। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ভক্তাবতার। অভিমানী ভক্তের কথার মর্ম্ম বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই। ভক্তের ভগবানই ভক্তের কথার মর্ম্ম বুঝেন ক্ষুদ্র জীবশক্তি ভক্তমহিমার মর্ম্ম বুঝিতে অক্ষম। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর অভিমানী মর্ম্মী ভক্ত। তাঁহার এই অভিমানমিশ্রিত দাস্যভাবে শ্রীগৌরভগবান মুগ্ধ।

হরিদাস ঠাকুর শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর সহিত শান্তিপুরে ছিলেন। শান্তিপুরের নিকট ফুলিয়া পাহাড়ের গহ্বরে বসিয়া তিনি ভজন করিতেন। দিবানিশি উচ্চ নামসংকীর্ত্তন তাঁহার ভজনের প্রধান অঙ্গ ছিল। তিনি লক্ষ নাম গ্রহণ না করিয়া জলস্পর্শ করিতেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে তাঁহার দ্বারা প্রভু নামমাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন। নাম প্রচার কার্য্যে তিনি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রধান সহায় ছিলেন। তাঁহার পবিত্র নাম স্মরণে শ্রীগৌরভগবানের নামে রুচি হয়, সর্ব্বপাপ দূর হয়। শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় তিনি ব্রহ্মার অবতার। এই জন্য তাঁহাকে মহাজনগণ "ব্রহ্ম হরিদাস" আখ্যা দিয়াছিলেন। হরিদাস ঠাকুর ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন। কিন্তু শিশুকাল হইতে তিনি যবন কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হওয়ায়, লোকে তাঁহাকে যবন বলিয়া জানিত। কেহ কেহ তাঁহাকে যবন হরিদাস বলিয়া ডাকিত। যশোহর জেলার বূঢ়ন গ্রামে এই সিদ্ধ মহা-পুরুষের জন্ম হয়। ইঁহার মাতার নাম গৌরীদেবী, পিতার নাম সুমতি। ঠাকুর হরিদাসের পিতামাতা অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। দিবানিশি নাম কীর্ত্তনরসে উভয়ে মগ্ন থাকিতেন। ঠাকুর হরিদাস পিতার বৃদ্ধ বয়সের পুত্র। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম ছয়মাস মাত্র, তখন তাঁহার পিতার দেহত্যাগ হয়। পতিপ্রাণা গৌরীদেবী স্বামী শোকে পতির সহগমন করিলেন। তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন সেখানে কেহই ছিলেন না। বূঢ়ন গ্রামে তাঁহাদের একজন প্রতিবেশী ধার্ম্মিক মুসলমান ছিলেন। তিনি ও তাঁহার দয়াবতী পত্নী এই পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালকটিকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। কিন্তু যবনান্ন তাঁহার উদরে প্রবেশ করে নাই। শ্রীল ঈশান নাগর তাঁহার শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ শ্রীগ্রন্থে একথা স্পষ্টই লিখিয়াছেন—

যবন পালিত শিশু দুগ্ধ মাত্র খায়।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হয় কোটি ইন্দু প্রায়॥
ব্রহ্ম হরিদাস লোকে জাতিস্মর কয়।
পূরব সংস্কারে সদা হরিনাম লয়॥

এই যবনপালিত অপূর্ব্ব শিশু অতি শিশুকাল হইতেই হরিভক্তিপরায়ণ ছিলেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে তিনি একজন সত্যনিষ্ঠ বিশিষ্ঠ সাধু ভক্ত বলিয়া গণ্য হইলেন। সাধারণ লোকে জানিত হরিদাস ঠাকুর যবন বংশজাত। যবনে হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, হিন্দু আচারে হিন্দুর দেবতা পূজা করিতেছে, হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছে, এ সকল কথা তাৎকালিক যবনরাজ মুলুকপতির কর্ণে গেল। তিনি হরিদাস ঠাকুরকে ধরিয়া আনিতে আদেশ দিলেন। কুলোকের কুমন্ত্রনায় এবং কাজির আদেশে হরিদাস ঠাকুর রাজদরবারে আনীত হইলেন। তাঁহাকে প্রথমে ভাল কথায় যবনরাজ স্বধর্ম্মে অনিবার চেষ্টা করিলেন। কিছুতেই তিনি তাহা পারিলেন না। তখন কাজির বিচারে তাঁহার প্রতি বাইশ বাজারে বেত্রাঘাতের আদেশ হইল। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

কাজি বোলে বাইশ বাজারে নিঞা মারি ॥
প্রাণ লহ আর কিছু বিচার না করি ॥
বাইশ বাজারে মারিলেহ, যদি জীয়ে।
তবে জানি জ্ঞানী সব সাঁচা কথা কহে ॥

রাজাজ্ঞা শুনিয়া হরিদাস ঠাকুর নির্ভয়ে উত্তর করিলেন :—

খণ্ড খণ্ড করি দেহ যদি যায় প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥ চৈ ভাঃ

দুষ্ট রাজদূতগণ হরিদাসঠাকুরকে লইয়া বাজারে বাজারে বেত্রাঘাতে নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিল। তিনি অম্লানবদনে বেত্রাঘাত সহ্য করিতেছেন। তিনি মার খাইতেছেন, আর মুখে হরিনাম করিতেছেন। তাঁহার অঙ্গ ভীষণ বেত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইতেছে, তিনি রক্তাক্ত কলেবর, তাহাতে তাঁহার কিছুই দুঃখ নাই,দৃকপাতও নাই। তাঁহার প্রসন্ন বদন, হাসি মুখ; তাঁহার বদনে কেবল মধুর হরিনাম ধ্বনি। দৈহিক ক্লেশানুভূতি তাঁহার একেবারে নাই। তাঁহার মনে একটি মাত্র দুঃখের তরঙ্গ উঠিয়াছে। হরিদাস ঠাকুর মনে মনে ভাবিতেছেন "এই দুষ্ট যবনগণ কি পাপী? আমি ত ইহাদের নিকট কোন অপরাধই করি নাই। তবে কেন আমাকে ইহারা এরূপ নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করিতেছে? হা ভগবান! ইহাদের গতি কি হইবে? হা কৃষ্ণ! ইহারা আমার উপর অত্যাচার করিতেছে বলিয়া ইহাদের কোন অপরাধ লইও না (১)। হরিদাস ঠাকুরের এই অপূর্ব্ব প্রার্থনা শুধু তাঁহার মনের কথা নহে। তিনি সর্ব্ব সমক্ষে শ্রীভগবানকে উদ্দেশ করিয়া উর্দ্ধমুখে উচ্চৈঃস্বরে এই অপূর্ব্ব প্রার্থনা করিলেন। উপস্থিত লোক সমূহ এবং যাহারা তাঁহাকে প্রহার করিতেছিল, তাহারাও এই অদ্ভুত প্রার্থনা শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের ন্যায় তাঁহার প্রসন্ন ও জোতির্ম্ময় বদনের প্রতি চাহিয়া রহিল। বেত্রাঘাত বন্ধ করিয়া তাহারা জড়বৎ কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহারা মহাপাষণ্ডী বিধর্ম্মী যবন। ভক্তির মাহাত্ম্য, শ্রীভগবানের নামের বল, তাহারা কি জানিবে? তাহারা ভাবিল হরিদাস ঠাকুর একটি সিদ্ধ পীর। ইহাঁর মৃত্যু নাই। রাজার আদেশ ইহাঁর প্রাণবধ করিতেই হইবে। তাহা ত হইল না। রাজাজ্ঞা পালন না করিলে তাহাদের প্রাণবধ হইবে। তখন তাহাদের প্রাণে বড় ভয় হইল; তাহারা ঠাকুর হরিদাসকে তখন বিনয়বচনে কহিল—

——"ওহে হরিদাস।
তোমা হৈতে আমা সভার হইবেক নাশ ॥
এত প্রহারেও প্রাণ না যায় তোমার।
কাজী প্রাণ লইবেক আমা সবাকার ॥ চৈঃ ভাঃ

হরিদাস ঠাকুর প্রেমানন্দে হরিনাম করিতেছেন। তিনি অত্যাচারীদিগের মুখে এই কথা শুনিয়া একটু মধুর হাসিলেন। "জীবে দয়া নামে রুচি" হরিদাস ঠাকুরের ভজনের মূলমন্ত্র। অত্যাচারী যবনদিগের তাঁহার জন্য প্রাণ নাশ হইবে, এই আশঙ্কায় বৈষ্ণব সাধুর কোমল হৃদয় ব্যথিত হইল। তখন তিনি হাসিয়া কহিলেন "আমি বাঁচিলে যদি তোমাদের মন্দ হয়, তবে দেখ আমি তোমাদের সাক্ষাতেই মরিতেছি"(১)। এই বলিয়া তিনি ধ্যানানন্দে মগ্ন হইলেন। তিনি প্রেমাবেশে নিস্পন্দ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। অত্যাচারী যবনগণ ভাবিল, তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে। সকলে মিলিয়া হরিদাস ঠাকুরের নিশ্চেষ্ট দেহকে বহন করিয়া যবনরাজের নিকট উপস্থিত হইল। মুলুকপতি হরিদাস ঠাকুরের সমাধিস্থ নিস্পন্দ দেহকে কবরস্থ করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রধান মন্ত্রী গোরাই কাজি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন "মুসলমান হইয়া এই লোকটি হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অতিশয় নীচ কর্ম্ম

(১) তবে যে সকল পাপীগণ তাঁরে মারে।
তার লাগি দুঃখ মাত্র ভাবেন অন্তরে ॥
এসব জীবেরে কৃষ্ণ! করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ সভার অপরাধ ॥ চৈঃ ভাঃ

(১) হাসিয়া বোলেন হরিদাস মহাশয়।
আমি জীলে যদি তোমা সভার মন্দ হয় ॥
তবে আমি মরি এই দেখ বিদ্যমান।
এত বলি আবিষ্ট হৈলা করি ধ্যান ॥ চৈঃ ভাঃ

করিয়াছে। ইহাকে মাটি দিলে ইহার সদ্গতি লাভ হইবে। নীচ পাপকর্ম্মের ফল তবে কি হইল? ইহাকে গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া হউক; ইহাতে তাহার অসদ্গতি হইবে এবং পরকালে দুঃখ পাইবে।" যবনরাজ মন্ত্রীর পরামর্শ শুনিয়া হরিদাস ঠাকুরের সমাধিস্থ দেহকে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন। তাঁহার আজ্ঞা প্রতি-পালিত হইল। লোকে জানিল হরিদাস ঠাকুর এইভাবে দেহত্যাগ করিলেন।

কৃষ্ণভক্তিপ্রদায়িনী সুরধুনীর পরম পবিত্র সলিল-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে ধ্যানানন্দে মগ্ন হরিদাস ঠাকুর ফুলিয়া নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে তীরে উঠিলেন। নামানন্দে বিহ্বল হইয়া তিনি উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে ফুলিয়া নগরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। অত্যাচারী যবনবৃন্দ ইহা স্বচক্ষে দেখিল এবং যবনরাজা মুলুকপতিও ঠাকুর হরিদাসের পুনর্জীবন লাভের কথা শুনিলেন। কৌতুহল পরবশ হইয়া তিনি স্বয়ং ফুলিয়া গ্রামে হরিদাস ঠাকুরকে দেখিতে আসিলেন। পরম জ্যোতির্ম্ময় প্রসন্ন মূর্ত্তি হরিদাস ঠাকুরকে দেখিয়া যবনরাজ তাঁহাকে পীরজ্ঞানে বহু সম্মান করিয়া পূর্ব্ব অপরাধের জন্য সর্ব্বসমক্ষে করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তিনি ঠাকুর হরিদাসের চরণ ধরিয়া কহিলেন—

> সত্য সত্য জানিলাম তুমি মহাপীর।
> এক জ্ঞান তোমার যে হইয়াছে স্থির॥
> যোগী জ্ঞানী সব যত মুখে মাত্র বোলে।
> তুমি যে পাইলা সিদ্ধি মহা কুতূহলে॥
> তোমারে দেখিতে মুঞি আইলু হেথায়।
> সব দোষ মহাশয় ক্ষমিবে আমার॥ চৈঃ ভাঃ

হরিদাস ঠাকুর পরম সম্ভ্রমের সহিত যবনরাজাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার সহিত তত্ত্বকথা কহিতে লাগিলেন। সাধুর কৃপায় যবনরাজ মুলুকপতির দিব্যজ্ঞান-লাভ হইল। তিনি হরিদাস ঠাকুরের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহার অনুচরবর্গও এই বৈষ্ণব সাধুর কৃপায় শান্ত-শিষ্ট সজ্জনের ন্যায় বাস করিতে লাগিল। এইরূপে মুসলমান রাজ্যে ঠাকুর হরিদাস নিরাপদে ও সসম্ভ্রমে শ্রীহরিভজন করিতে লাগিলেন। শ্রীভগবানের নামের জয় হইল।

শ্রীগৌরাঙ্গাবতারে শ্রীভগবান এক একটি ভক্ত দ্বারা এক একটি ভজনাঙ্গের মহিমা প্রচার করিয়াছেন। হরিদাস ঠাকুরের দ্বারা তিনি নামমাহাত্ম্য প্রচার করাইয়াছেন। এই নাম মাহাত্ম্য কি রূপ, শ্রীভগবানের নামের বল কতদূর, ঠাকুর হরিদাস স্বয়ং আচরিয়া তাহা কলির জীবকে দেখাইলেন। শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তনকারী ভক্তের মনের বল কতদূর, তাঁহার হৃদয়ের উদারতা কিরূপ, ঠাকুর হরিদাসের অলোকসাধারণ পরম পবিত্র চরিত্রে তাহা পূর্ণ-ভাবে পরিস্ফুট রহিয়াছে। মধুর হরিনামগান ঠাকুর হরিদাসের অতি প্রিয় বস্তু ছিল, তিনি সদর্পে যবন রাজাকে বলিয়াছিলেন—

> খণ্ড খণ্ড হয় যদি যায় দেহ প্রাণ।
> তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥

হরিদাস ঠাকুরের মহিমা বলিয়া শেষ করা যায় না। পূর্ব্বে লিখিয়াছি—শ্রীগৌরাঙ্গলীলার নামমাহাত্ম্য কীর্ত্তনে এই মহাপুরুষ প্রভুর প্রধান সহায় ছিলেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতকার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুরের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া লিখিয়াছেন—

> সর্ব্ব-ভূত বৎসল সভার উপকারী।
> ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতি জন্মে অবতারী॥
> তিলার্দ্ধ উহান সঙ্গ যে জীবের হয়।
> সে অবশ্য পায় কৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রয়॥
> হরিদাস স্পর্শে বাঞ্ছা করে দেবগণ।
> গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন॥
> স্পর্শের কি দায়! দেখিলেও হরিদাস।
> ছিণ্ডে সর্ব্ব জীবের অনাদি কর্ম্ম পাশ॥
> হরিদাস আশ্রয় করিবে যেই জন।
> তারে দেখিলেও খণ্ডে সংসার বন্ধন॥
> শত বর্ষে শত মুখে উহান মহিমা।

কহিলেও নাহি পারি করিবারে সীমা ॥
সকৃত যে বলিবেক হরিদাস নাম।
সত্য সত্য সেই যাইবেক কৃষ্ণধাম ॥

নীলাচলে প্রভু আমার হরিদাস ঠাকুরের মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

নমামি হরিদাসং তং চৈতন্যং তঞ্চ তৎ প্রভুং।
সংস্থিতামপি যন্মূর্ত্তিং স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ত্ত যঃ ॥ চৈঃ চঃ

ঠাকুর হরিদাসের অত্যদ্ভুত পরম পবিত্র চরিতসুধা বর্ণনা ও আস্বাদন করিবার স্থান এ গ্রন্থে নাই। প্রসঙ্গ ক্রমে আত্মশোধনের জন্য যৎকিঞ্চিৎ তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া ধন্য হইলাম। প্রভুর কৃপা হইলে, আর গৌরভক্ত কৃপাময় পাঠকগণ অনুমতি করিলে হরিদাস ঠাকুরের বিস্তারিত চরিতসুধাকাহিনী পৃথক গ্রন্থে বর্ণনা করিবার অভিলাষ রহিল। এই গ্রন্থের প্রথমাংশ লিখিত হইয়াছে।

নদীয়ার সংকীর্ত্তনারম্ভে প্রভুর আত্মপ্রকাশের সময় এই মহাপুরুষ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর সহিত নবদ্বীপে আসিয়া ছিলেন। গৌর-আনা-গোসাঞিটির গৌর-আনার কার্য্যের প্রধান সহায় ছিলেন ঠাকুর হরিদাস। তাঁহার হুঙ্কার গর্জ্জনে আর হরিদাস ঠাকুরের উচ্চহরিনাম সংকীর্ত্তন যজ্ঞানুষ্ঠানে গোলোকের সুখৈশ্বর্য্য ছাড়িয়া শ্রীগৌরভগবানকে নদীয়ায় শচীগর্ভে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ও ঠাকুর হরিদাস তত্ত্বে মহাবিষ্ণু ও ব্রহ্মা। প্রভু যখন নদীয়ায় আত্মপ্রকাশ করিলেন, এই দুই জনে প্রথমে তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিলেন। প্রভুর আদেশে ইহাঁরা জীবোদ্ধার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। পরে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু আসিয়া ইহাঁদের সহিত যোগদান করিলেন। সেকথা পরে বলিব। পূজ্যপাদ হরিদাস ঠাকুরের পুণ্যচরিত-কাহিনী বহুভাবে বহুস্থানে বর্ণিত আছে। শ্রীগ্রন্থের যথাস্থানে তাহা প্রসঙ্গক্রমে বিস্তারিত লিখিত হইবে।

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে হরিদাস ঠাকুরের বেশ্যা-উদ্ধার লীলারঙ্গটি বর্ণনা করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। কৃপাময় পাঠকবৃন্দ ক্ষমা করিবেন।

হরিদাস ঠাকুর গৃহত্যাগ করিয়া যখন বেনাপোলের বনমধ্যে নির্জ্জন কুটীরে বাস করিতেছিলেন, তখন এই লীলারঙ্গটি অভিনীত হয়। তাঁহার পর্ণকুটীরের চারি পার্শ্বে তুলসী কানন ছিল। তিনি সেই কুটীরে বসিয়া তিন লক্ষ নাম জপ ও কীর্ত্তন করিতেন। ব্রাহ্মণের ঘরে ভিক্ষা করিয়া দিন কাটাইতেন। সে দেশের সর্ব্বলোকে তাঁহাকে সম্মান করিত (১)। সেই দেশের জমীদার রামচন্দ্র খান নামে এক জন বৈষ্ণবদ্বেষী পরম অধার্ম্মিক লোক ছিলেন। ঠাকুর হরিদাসকে সর্ব্বলোক মান্য করিত, ইহা রামচন্দ্র খানের সহ্য হইত না। তিনি নানাভাবে ও উপায়ে ঠাকুর হরিদাসের সম্মান হানি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই পরম বৈষ্ণব সাধুপুরুষের কোনরূপ ছিদ্রান্বেষণে অসমর্থ হইয়া শেষে এক পরমা সুন্দরী বেশ্যাকে বহু অর্থলোভ দেখাইয়া ঠাকুর হরিদাসের কুটীরে পাঠাইলেন। তিনি এই বেশ্যাকে বলিয়া দিলেন—

"তুমি গিয়া কর ইহার বৈরাগ্য ধর্ম্ম নাশ।"

এই বেশ্যা রমণী মহানন্দে সম্মত হইলে, রামচন্দ্র খান পুনরায় তাহাকে কহিলেন—

——"মোর পাইক যাউক তোমার সনে।
তোমার সহিত একত্রে তারে ধরি যেন আনে ॥ চৈঃ চঃ

এক্ষণে এই সুন্দরী বারাঙ্গনা নানাবিধ বেশভূষা করিয়া একদিন রাত্রিকালে ঠাকুর হরিদাসের কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়াই প্রথমে তুলসীকে নমস্কার, পরে হরিদাস ঠাকুরকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া নানাপ্রকার ভাবভঙ্গী দর্শন পূর্ব্বক গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিয়া কুটীরদ্বারে উপবেশন করিল। ঠাকুর হরিদাস তখন সংখ্যানাম জপে মগ্ন। কিছুকাল পরে দুইজনে চোখোচোখি হইলেই সেই বারাঙ্গনা মধুর বচনে নয়নভঙ্গী করিয়া ঠাকুর হরিদাসকে সম্বোধন করিয়া নির্লজ্জভাবে কহিল—

ঠাকুর! তুমি পরম সুন্দর প্রথম যৌবন।
তোমা দেখি কোন নারী ধরিতে পারে মন ॥

(১) ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষা নির্ব্বাহন।
প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন।। চৈঃ চঃ।

তোমার সঙ্গ লাগি লুব্ধ মোর মন।
তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ॥ চৈঃ চঃ

ঠাকুর হরিদাস পরম গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন—

——"তোমায় করিব অঙ্গীকার।
সংখ্যানাম সমাপ্তি যাবৎ আমার॥
তাবৎ তুমি বসি শুন নামসঙ্কীর্ত্তন।
নাম সমাপ্তি হৈলে করিব যে তোমার মন॥ চৈ চঃ

এই বলিয়া তিনি প্রেমানন্দে নামসংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, আর সেই সৌভাগ্যবতী বারাঙ্গনা তাঁহার কুটীর দ্বারে বসিয়া নামসংকীর্ত্তন শুনিতে লাগিল। এইভাবে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল; প্রাতঃকাল হইল। ইহা দেখিয়া সেই বেশ্যারমণী দুঃখিত হইয়া সেখান হইতে সেদিন চলিয়া গেল। সে গিয়া জমিদার রামচন্দ্রখানকে কহিল—

"আজি মোরে অঙ্গীকার করিয়াছে বচনে।
কালি আসি তাঁর সঙ্গে হইবে সঙ্গমে॥" চৈঃ চঃ

রামচন্দ্রখান কহিলেন "উত্তম"। তাহার পরদিন রাত্রিকালে পুনরায় সেই বেশ্যা হরিদাসঠাকুরের কুটীরে ঠাকুর হরিদাস তাহাকে আশ্বাস দিয়া পরম নম্র হইয়া কহিলেন—

কালি দুঃখ পাইলে অপরাধ না লবে আমার।
অবশ্য করিব আমি তোমা অঙ্গীকার॥
তাবৎ ইঁহা বসি শুন নামসংকীর্ত্তন।
নাম পূর্ণ হৈলে তোমার পূর্ণ হইবে মন॥ চৈঃ চঃ

তখন সেই বেশ্যা তুলসীকে ও ঠাকুর হরিদাসকে নমস্কার করিয়া কুটীরদ্বারে বসিয়া হরিনামসঙ্কীর্ত্তন শুনিতে লাগিল, এবং মধ্যে মধ্যে তাহার মুখে "হরি হরি" ধ্বনি শ্রুত হইল।

"দ্বারে বসি নাম শুনে বলে হরি হরি"

এইভাবে সে দিনও রাত্রি শেষ হইল দেখিয়া সেই বেশ্যারমণী কিছু অধৈর্য্যভাব দেখাইল। ইহা দেখিয়া ঠাকুর হরিদাস তাঁহাকে বিনয়-নম্র বচনে কহিলেন—

"কোটি নাম গ্রহণ যজ্ঞ করি এক মাসে।
এই দীক্ষা করিয়াছি, হৈল আসি শেষে॥
আজি সমাপ্ত হইবেক হেন জ্ঞান ছিল।
সমস্ত রাত্রি নিল নাম সমাপ্ত না হইল॥
কালি সমাপ্ত হবে তবে হবে ব্রতভঙ্গ।
স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ॥ চৈঃ চঃ

বারাঙ্গনা এই কথা শুনিয়া দুঃখিতমনে সেদিনও প্রাতঃকালে চলিয়া গেল এবং সে দিনকার সমাচার জমিদার রামচন্দ্রখানকে দিল। রামচন্দ্রখান বলিলেন "কাল আবার যাইও, শিকার ছাড়িও না"। পরদিন সন্ধ্যাকালে পুনরায় সেই বেশ্যারমণী যথারীতি বেশভূষা করিয়া ঠাকুর হরিদাসের কুটীরে গেল। সে দিনও সে যথারীতি তুলসীকে নমস্কার করিয়া কুটীরদ্বারে নাম সঙ্কীর্ত্তন শুনিতে বসিল। ঠাকুর হরিদাস তাহাকে পরম সমাদর করিয়া বলিলেন "আজ আমার সংখ্যানাম-ব্রত পূর্ণ হইবে, তোমার অভিলাষও পূর্ণ হইবে (১)। নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের মত, রাত্রি শেষ হইয়া গেল, প্রাতঃকাল হইল। সেদিন এই সৌভাগ্যবতী বারাঙ্গনার মন ফিরিয়া গেল, তাঁহার মনে অন্য এক ভাবের উদয় হইল। সে ভাবিল "আমি কুপরামর্শে পড়িয়া কি করিতেছি? এই সাধু বৈষ্ণবের অধঃপতন সাধন করিয়া আমার কি লাভ হইবে? আমি অধমা পতিতা স্ত্রীজাতি, এই মহাপুরুষ পতিতপাবন এবং অগতির গতি। ইঁহার চরণে শরণাপন্ন হইলে আমার উদ্ধার হইবে, আমার সর্ব্বপাপ ধ্বংশ হইবে।" এইরূপ অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া সেই রমণী তখন জমিদার রামচন্দ্রখানের কুপরামর্শের কথা সকলই অকপটে ঠাকুর হরিদাসের চরণে করযোড়ে নিবেদন করিল। সে কান্দিতে কন্দিতে কহিল—

"বেশ্যা হঞা মুঞি পাপ করিয়াছি অপার।
কৃপা করি কর মুঞি অধমে নিস্তার॥ চৈঃ চঃ

তখন সর্ব্বজ্ঞ হরিদাসঠাকুর ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন—

---

(১) নাম পূর্ণ হবে আজি বলে হরিদাস।
তবে পূর্ণ করিব তোমার অভিলাষ॥

"রামচন্দ্র খানের কথা সব আমি জানি।
অজ্ঞ মূর্খ সেই, তাহে দুঃখ নাহি মানি॥
সেই দিন যাইতাম এস্থান ছাড়িয়া।
তিন দিন রহিলাম তোমার লাগিয়া॥ চৈঃ চঃ

হরিদাস ঠাকুরের শেষ কথাটির কিছু নিগূঢ় মর্ম্ম আছে। তিনি বেশ্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "তোমার জন্য আমি এখানে তিন দিন থাকিলাম।" এই পতিতা স্ত্রীলোকটিকে উদ্ধার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। অন্যতম উদ্দেশ্য এই পতিতার উদ্ধারসাধন দ্বারা জগতে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য প্রচার করা। এই পতিতোদ্ধার কার্য্যে তিন দিন লাগিল। এই পতিতার মহাপাপের শাস্ত্রবিধিমত প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানের কোনই প্রয়োজন হইল না। কেবল মাত্র হরিনামসঙ্কীর্ত্তন শ্রবনেই এই পতিতা স্ত্রীলোকের সর্ব্বপাপ ধ্বংশ হইয়া গেল। নবাঙ্গভক্তির প্রথমাঙ্গ "শ্রবণ"। তিনি এই কার্য্যের দ্বারা জগতকে বুঝাইলেন কত অল্প সময়ের মধ্যে নবাঙ্গ ভক্তিযাজনের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হয়। অগ্নি যেমন তুলারাশিকে মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্মীভূত করিতে পারে, সেইরূপ নবাঙ্গভক্তির যে কোন অঙ্গ যাজনে স্তূপীকৃত পাপপুঞ্জ অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমূলে বিনাশ প্রাপ্তি হয়। এই সঙ্গে সাধুসঙ্গের মহিমার ও প্রভাবের কথাও মনে রাখিতে হইবে। প্রকৃত সাধু বৈষ্ণবের সঙ্গ ত দূরের কথা, তাঁহাদিগের দর্শন মাত্রেই সর্ব্বপাপ ধ্বংশ হয়। ইহা শাস্ত্রবাক্য। ঠাকুর হরিদাসের শুভদৃষ্টিতে এবং শুভ ইচ্ছায় এই পতিতোদ্ধার কার্য্যটি সুসম্পন্ন হইল। ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সাধুসঙ্গের ফলই এই। সাধুসঙ্গের গুণরাশি স্মরণ করিয়া সাধুবৈষ্ণবকে উপলক্ষ করিয়া ঠাকুর নরোত্তমদাস যথার্থই বলিয়াছেন—

গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাৎ পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এ তোমার গুণ॥

অতএব সাধুসঙ্গই এই বেশ্যারমণীর চিত্তবৃত্তি পরিবর্ত্তনের মূল হেতু।

এই পতিতা নারী এখন সাধুসঙ্গ ও নামসঙ্কীর্ত্তন শ্রবণফলে নিজকৃত পাপের অনুশোচনা করিতে লাগিল। অনুতাপাগ্নিতে তাহার হৃদয় হু হু জ্বলিয়া উঠিল, তখন সেই বেশ্যারমণী ঠাকুর হরিদাসের চরণে নিপতিতা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গলে বস্ত্র দিয়া করযোড়ে নিবেদন করিল—

"প্রভু! কৃপা করি কর উপদেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য? যাতে যায় সর্ব্বক্লেশ॥ চৈঃ চঃ

অর্থাৎ সে বলিল "আমি মহাপাপী, পতিতা, আমাকে তুমি দয়া করিয়া মন্ত্রোপদেশ দান কর, আর আমার এখন কি কর্ত্তব্য তাহা বলিয়া দাও, যাহাতে আমার সদ্গতি হয়"। তখন ঠাকুর হরিদাস মধুর বচনে কহিলেন—

তুমি, "ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান।
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম॥
নিরন্তর নাম লই, (কর) তুলসী সেবন।
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণের চরণ॥" চৈঃ চঃ

এই কথা বলিয়াই তিনি সেই পতিতা বেশ্যারমণীকে হরিনাম মহামন্ত্র উপদেশ দান করিয়া সেস্থান হইতে "হরি হরি" বলিতে বলিতে প্রস্থান করিলেন।

এত বলি তারে নাম উপদেশ করি।
উঠিয়া চলিলা ঠাকুর বলি হরি হরি॥ চৈঃ চঃ

তখন সেই বেশ্যারমণীর কি হইল ও সে কি করিল তাহা পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামীর কথায় শুনুন—

তবে এই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল।
গৃহ বিত্ত যাহা ছিল ব্রাহ্মণেরে দিল॥
মাথা মুড়ি এক বস্ত্রে রহিলা সে ঘরে।
রাত্রিদিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে॥
তুলসী সেবন করে চর্ব্বণ উপবাস।
ইন্দ্রিয় দমন হৈল প্রেমের প্রকাশ॥
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্তি॥
বেশ্যার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার।
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার॥

ঠাকুর হরিদাসের মহিমার কথা আর কি বলিব? এই যে বেশ্যা-উদ্ধার-কাহিনী, ইহা কি তাঁহার মহামহিমার

জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত নহে? পূজ্যপাদ কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—

"সব কহা না যায় হরিদাসের অনন্ত চরিত্র।
কেহ কিছু কহে আপনাকে করিতে পবিত্র॥"

স্বধু মাত্র আত্মশোধনের জন্য এই সুমহৎ পুণ্যচরিত কাহিনীর কিয়দংশ এস্থলে বিবৃত হইল। ঠাকুর হরিদাসের লীলা অনন্ত, অপার।

এই প্রসঙ্গে জমিদার রামচন্দ্রখানের পাপের প্রায়শ্চিত্তের কথা না লিখিলে 'মহৎ অপরাধের ফল কি' তাহা কেহ জানিতে পারিবেন না। এই জন্য পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী সে কথাও লিখিয়া রাখিয়াছেন। তিনি এই প্রস্তাবের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

রামচন্দ্রখান অপরাধ-বীজ রোপিল।
সেই বীজ বৃক্ষ হঞা আগেতে ফলিল॥
মহদপরাধের ফল অদ্ভুত কথন।
প্রস্তাব পাইয়া কহি শুন ভক্তগণ॥

রামচন্দ্রখানের কি হইল এখন তাহা শুনুন। সহজেই এই ধনীসন্তান বৈষ্ণবদ্বেষী ছিলেন। ঠাকুর হরিদাসের চরণে তিনি যে অপরাধ করিলেন, ইহাই তাঁহার পাপের সীমা হইল। বহুদিনের সঞ্চিত বৈষ্ণবনিন্দা এবং অপমানরূপ অপরাধ বা পাপের পরিণাম ফল ফলিল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে নীলাচল হইতে গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন, পাষণ্ডদলন তাহার একটি কার্য্য ছিল। প্রেম ও নামপ্রচার এবং পাষণ্ডীদলন এই দুইটি কার্য্য লইয়া তিনি গৌড়দেশে আসেন। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীনিতাই চাঁদ আসিয়া প্রথমেই এই মহাপাষণ্ডীর বাটীতে উঠিলেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক লোক ছিল। রামচন্দ্রখানের চণ্ডীমণ্ডপ লোকে ভরিয়া গেল, গৃহপ্রাঙ্গন লোকে লোকারণ্য হইল। রামচন্দ্রখান বাড়ীর ভিতরে ছিলেন, তিনি ভিতর হইতে ইহা দেখিলেন, তাঁহার বৈষ্ণব-দ্বেষ তখনও প্রবল; তিনি লোকদ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন "এই বাটী গৃহস্থের বাটী, স্থান এখানে সঙ্কীর্ণ, আপনার লোকজন অনেক, নিকটে একটা বড় গোয়ালার গোশালা আছে, সেই স্থানে আপনারা চলুন"। শ্রীনিতাইচাঁদ দুর্গামণ্ডপের ভিতর ছিলেন, তিনি এই কথা শুনিয়া ক্রোধভরে বাহিরে আসিয়া ব্যঙ্গোক্তি করিয়া বলিলেন—

"সত্য কহি এঘর মোর যোগ্য নয়।
ম্লেচ্ছ গোবধ করে তার যোগ্য হয়॥" চৈঃ চঃ

এই কথা বলিয়া তিনি সদলবলে সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। সে গ্রামেই তিনি রহিলেন না। এদিকে বৈষ্ণবদ্বেষী রামচন্দ্রখান কি করিলেন শুনুন। দুর্গামণ্ডপের যেখানে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু আসন করিয়াছিলেন লোকদ্বারা সেই স্থানের মৃত্তিকা উঠাইয়া ফেলিলেন; গোবর দিয়া সেই স্থান এবং বাড়ীর সমস্ত প্রাঙ্গন উত্তম করিয়া ধৌত করাইলেন। তবুও তাঁহার মন শুদ্ধ হইল না (১)। রামচন্দ্র খান এত বড় বৈষ্ণবদ্বেষী ছিলেন।

এই জমিদার মহাশয় অতিশয় দুর্বৃত্ত ছিলেন, তিনি দস্যুবৃত্তি করিয়া অর্থ-সঞ্চয় করিতেন, তাৎকালিক মুসলমান রাজসরকারে তিনি খাজনা দিতেন না বলিয়া একদিন রাজার উজির আসিয়া তাঁহার সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা করিলেন। তারপর কি হইল পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় শুনুন—

উজির আসি সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল।
অবধ্য বধ করি ঘরে মাংস রান্ধি খাইল॥
স্ত্রীপুত্র সহিত রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়া।
তার ঘর গ্রাম লুটে তিন দিন রহিয়া॥
সেই ঘরে তিন দিন অমেধ্য রন্ধন।
আর দিন সবা লঞা করিলা গমন॥
জাতি ধন জন খানের সকল লইল।
বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় করিল॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে অসম্মান করিয়া জমিদার রামচন্দ্র খানের কি দুর্দশা হইল দেখিলেন? স্বধু তাঁহার এবং

---

(১) ইহা রামচন্দ্রখান সেবকে আজ্ঞা দিল।
গোসাঞি যাঁহা বসিলা তার মাটি খোদাইল॥
গোময় জলে লেপিল সব মন্দির প্রাঙ্গন।
তবু রামচন্দ্রের মন না হইল প্রসন্ন॥ চৈঃ চঃ

তাঁহার পরিবারবর্গের দুর্দ্দশা ও অপমান হইল তাহা নহে, সেই গ্রামবাসী সকলেরই দুর্গতির সীমা রহিল না। তাই কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

মোহান্তের অপমান যে গ্রামে দেশে হয়।
একজনের দোষে সব দেশ উজাড় হয়॥

গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক একজন ধনী বিপ্রকুমারের সহিত ঠাকুর হরিদাসের একদিন "নামাভাসে মুক্তি হয়" এই কথা লইয়া তর্ক উঠে। ঠাকুর হরিদাস শাস্ত্রবিধিমত তর্কযুক্তি দ্বারা ব্রাহ্মণকুমারকে বুঝাইয়া দিলেন নামাভাসে মুক্তি হয়। কিন্তু ইহাতে ব্রাহ্মণকুমারের মনস্তুষ্টি হইল না, তিনি সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে অপমানসূচক বাক্য বলিলেন। তাহার ফলে তিন দিনের মধ্যে সেই দাম্ভিক বিপ্রকুমারের কুষ্ঠ-ব্যাধি হইল, তাঁহার নাসিকা খসিয়া পড়িল।

তিন দিন মধ্যে সেই বিপ্রের কুষ্ঠ হইল।
অতি উচ্চ নাসা তার খসিয়া পড়িল॥
চম্পক কলিকা সম হস্ত পদাঙ্গুলি।
কোঁকড় হইল সব কুষ্ঠে গেল গলি॥ চৈঃ চঃ

ঠাকুর হরিদাস বিপ্রকুমারকে কোন অভিসম্পাতই করেন নাই, কিন্তু তবুও তাঁহার এই দশা হইল। তাহার কারণ কি শুনুন—

ভক্তের স্বভাব অজ্ঞের দোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণস্বভাব ভক্তনিন্দা সহিতে না পারে॥ চৈঃ চঃ

অতএব সাধুবৈষ্ণব ও মহৎজনের অপমান দূরে থাকুক, তাঁহাদের সম্বন্ধে অমর্য্যাদাসূচক কথা পর্য্যন্ত শুনিতে নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবত বলিয়াছেন—

যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দা মাত্র হয়।
সর্ব্ব ধর্ম্ম থাকিলেও তার হয় ক্ষয়॥

ঠাকুর হরিদাস সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে ঠাকুর হরিদাস যখন শান্তিপুরে আসিলেন, তিনি শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য গোঁসাঞির সহিত মিলিলেন। শান্তিপুরে গঙ্গা-তীরে একটি নির্জ্জন স্থানে গোফা নির্ম্মাণ করিয়া তিনি উচ্চ নামসংকীর্ত্তন যজ্ঞে শ্রীহরিকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

হরিদাস করে গোফায় নাম সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন এই তাঁর মন॥ চৈঃ চঃ

এদিকে গঙ্গাজল ও তুলসী লইয়া শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য সেই গঙ্গাতীরে বসিয়া সেই একই উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণভগবানের পূজা, আরাধনা ও আবাহন করিতে লাগিলেন দুই জনের মধ্যে এই জন্য পরম প্রীতি সম্বন্ধ, দুই জনে একত্র হইলেই সেই একই কথা, একই প্রতিজ্ঞা।

কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিলা।
গঙ্গাজল তুলসী লইয়া পূজিতে লাগিলা॥ চৈঃ চঃ

ঠাকুর হরিদাস নিত্য অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে প্রসাদ পান একদিন একসঙ্গে প্রসাদ পাইতে বসিয়া ঠাকুর হরিদাস শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে সদৈন্যে নিবেদন করিলেন—

——"গোসাঞি করি নিবেদন।
মোরে প্রত্যহ অন্ন দেহ কোন প্রয়োজন॥
মহা মহা বিপ্র হেথা কুলীন সমাজ।
নীচে আদর কর, না বাসহ লাজ॥
অলৌকিক আচার তোমার কহিতে পাই ভয়।
সেই কৃপা করিবে যাতে মোর রক্ষা হয়॥" চৈঃ চঃ

এই কথা শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু হাসিতে হাসিতে কহিলেন—

"হরিদাস! তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব যেই শাস্ত্র মত হয়॥" চৈঃ চঃ

তিনি পুনরায় বলিলেন—

"তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন।"

একদিন তিনি সর্ব্বসমক্ষে শ্রাদ্ধপাত্র আনিয়া হরিদাস ঠাকুরকে ভোজন করিতে দিলেন। শান্তিপুরের কুলীন ব্রাহ্মণসমাজ ইহাতে মহাক্রুদ্ধ হইয়া শান্তিপুরনাথকে সমাজচ্যুত করিয়াছিলেন। কিন্তু অদ্বৈতপ্রভু তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। এই সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী আছে, তাহা ঠাকুর হরিদাসের চরিতসুধায় বিবৃত হইবে

এখন দেখুন ও ভাবুন হরিদাস ঠাকুরের কিরূপ মহিমা। সাধ করিয়া কি শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

হরিদাস স্পর্শ বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন॥
স্পর্শের কি দায় দেখিলেই হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব্ব জীবের অনাদি কর্ম্ম ফাঁস॥
হরিদাস আশ্রয় করিবে যেই জন।
তারে দেখিলেও খণ্ডে সংসার বন্ধন॥
শতবর্ষে শত মুখে উহান মহিমা।
কহিলেও নাহি পারি করিবারে সীমা॥
সকৃৎ যে বলিবেক হরিদাস নাম।
সত্য সত্য সেই যাইবেক কৃষ্ণধাম॥

হরিদাস ঠাকুরকে লোকে যবন বলিত; কিন্তু তিনি যবনকুলে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। প্রভুর ইচ্ছায় তাঁহাকে নীচ জাতি বলিয়া লোকে জানিত। তাঁহার যে নীচকুলে জন্ম, ইহা প্রচারের গূঢ় মর্ম্ম আছে। শ্রীচৈতন্যভাগবত তাহা সুস্পষ্ট ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন, যথা—

জাতি কুল সব নিরর্থক বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে॥
অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সেই সে পূজ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
উত্তম কুলেতে জন্ম শ্রীকৃষ্ণ না ভজে।
কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে॥
এই সব বেদবাক্য সাক্ষী দেখাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে॥

কৃপাময় গৌরভক্ত পাঠকবৃন্দ! শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-কথা বর্ণনা করিতে করিতে তাঁহার সর্ব্বপ্রধান ভক্ত হরিদাস ঠাকুরের কথাপ্রসঙ্গে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। ভগবত-কথা এবং ভক্তচরিতকথা উভয়ই ঈশকথা বলিয়া শাস্ত্রে লিখিত আছে। লীলারসভঙ্গদোষে দূষিত মনে করিয়া জীবাধম গ্রন্থকারের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। ঠাকুর হরিদাসের মহিমা কীর্ত্তন করিবার সৌভাগ্য ও সুযোগ লাভ করিয়াছি, ইহা কেবল গৌরভক্তবৃন্দের কৃপাবলে। গৌরভক্তের কৃপাই জীবাধম গ্রন্থকারের একমাত্র সম্বল॥ এই বৃদ্ধ রুগ্ন ক্ষণভঙ্গুর শরীর যদি আপনাদিগের কৃপাবলে কিছুদিন টিঁকিয়া যায় তাহা হইলে গৌরকথা শুনিবার ও শুনাইবার আরও সৌভাগ্য ও সুযোগ পাইব; এ আশা করিবার আমার অধিকার আছে, তাই আপনাদিগের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি; ইহাতে যেন বঞ্চিত না হই। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভক্ত-আশীর্ব্বাদ শিরোধারণ করিতেন, যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

ভক্ত আশীর্ব্বাদ প্রভু শিরে করি লয়।
ভক্ত আশীর্ব্বাদে যে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়॥

অষ্টবিংশতি অধ্যায়।

—:*:০—

নবদ্বীপে শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের প্রকাশ।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, গদাধর পণ্ডিত ও শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট প্রভুর আত্মপ্রকাশ ও পূজা গ্রহণ।

—:*:—

পাদ্য, অর্ঘ আচমনী লই সেই ঠাঞি।
চৈতন্যচরণ পূজে আচার্য্য গোসাঞি॥ চৈঃ ভাঃ

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু কলির প্রচ্ছন্ন অবতার। নদীয়ার সংকীর্ত্তনারম্ভে কিছু কিছু আত্মপ্রকাশ করিয়াই চতুর চূড়া-মণি প্রভু তাহা পুনরায় লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি দাস্যভাব প্রদর্শন করিয়া ভক্তবৃন্দের নিকট আত্মগোপন করিবার প্রয়াস করিতে লাগিলেন। পথে বৈষ্ণব দেখিলেই প্রভু দণ্ডবৎ নমস্কার করেন। শ্রীবাসাদি কৃষ্ণভক্তগণকে দেখিলে তিনি তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করেন। তাঁহারা অতিশয় কুণ্ঠিত হইয়া প্রভুর হস্ত ধারণ করিয়া নিরস্ত করেন এবং প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন শুনুন—

তোমার হউক ভক্তি কৃষ্ণের চরণে।
মুখে কৃষ্ণ বোল কৃষ্ণ শুনহ শ্রবণে॥
কৃষ্ণ ভজিলে সে বাপ্ সব সত্য হয়।
না ভজিলে কৃষ্ণ বাপ! বিদ্যা কিছু নয়॥

কৃষ্ণ সে জগতপিতা কৃষ্ণ সে জীবন।
দৃঢ় করি ভজ বাপ্! কৃষ্ণের চরণ॥" চৈঃ ভাঃ।

আশীর্ব্বাদ-বাক্য শুনিয়া প্রভুর মনে বড় আনন্দ হয়। মনের হরিষে তিনি শ্রীবদনচন্দ্র খানি তুলিয়া সকলের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করেন। তাঁহার বদনমণ্ডলের কাতরতা ভাব, তাঁহার আর্ত্তিপূর্ণ নয়নের ছলছল ভাব দর্শনে শ্রীবাসাদি ভক্তগণের মনে বড় দুঃখ হয়। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তাহা বুঝিতে পারেন। তিনি তাঁহাদের মনস্তুষ্টির জন্য দীনভাবে উত্তর করিলেন—

"তোমরা যে কর সত্য করি আশীর্ব্বাদ।
তোমরা বা কেনে অন্য করিবা প্রসাদ॥
তোমরা যে পার কৃষ্ণ ভজন দিবারে।
দাসে সেবিলে সে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে॥
তোমরা যে আমারে শিখাও বিষ্ণুধর্ম্ম।
তেঞি বুঝি আমার উত্তম আছে কর্ম্ম॥
তোমা সভা সেবিলে কৃষ্ণ ভক্তি পাই॥ চৈঃ ভাঃ

এইরূপ কথা বলিয়া প্রভু তাঁহাদের চরণ ধরিতে যান। গঙ্গার ঘাটে প্রভু এইরূপ লীলারঙ্গ করেন। শ্রীগৌরভগবানের এই দাস্যভাবের লীলারঙ্গ বড়ই মধুর। স্নানকালে তিনি কোন বৈষ্ণবের বস্ত্র নিঙ্গড়াইয়া দেন, কাহারও বস্ত্র হাতে উঠাইয়া দেন, কাহারও হস্তে কুশ ও গঙ্গামৃত্তিকা উঠাইয়া দেন, কাহারও সঙ্গে ফুলের সাজি বহিয়া তাঁহার গৃহে যান। সকলে ইহা দেখিয়া বড় লজ্জিত হন; হায় হায় করেন। নিমাই পণ্ডিতের এমন দুরবস্থা কেন হইল? এমন দৈন্যদশা কেন? ইহা ভাবিয়া পণ্ডিতগণ হায় হায় করেন। অনেকে "কি কর, কি কর" বলিয়া প্রভুকে এই অনুচিত দাস্যকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করেন (১)। তবুও প্রভু ইহা করিতে ছাড়েন না।

(১) নিঙ্গাড়য়ে বস্ত্র কারো করিয়া যতনে।
ধুতি বস্ত্র তুলি কারো দেন ত আপনে॥
কুশ গঙ্গা মৃত্তিকা কাহারো দেন করে।
সাজি বহি কোন দিন চলে কারো ঘরে॥
সকল বৈষ্ণবগণ হায় হায় করে।
কি কর কি কর তবে বোলে বিস্ময়ে॥ চৈঃ ভাঃ

সাজি বহে, ধুতি বহে লজ্জা নাহি করে।
সম্ভ্রমে বৈষ্ণবগণ হস্ত আসি ধরে॥ চৈঃ ভাঃ

এইরূপে প্রতিদিন প্রভু দাস্যভাবে আপন ভক্তের সেবা করেন।

"আপন দাসের হয় আপনে কিঙ্কর"।

স্বয়ং বৈষ্ণব-সেবা করিয়া প্রভু সকলকে শিক্ষা দেন। এই কার্য্যে প্রভু সকলকে বুঝান—

কৃষ্ণ ভজিবারে যার আছে অভিলাষ।
সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল নিজ দাস॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভুর এই দাস্যভাব, এবং দৈন্যভাব দেখিয়া বৈষ্ণবগণ কায়মনবাক্যে অকপটে তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন শুনুন—

"ভজ কৃষ্ণ স্মর কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ হউ সভার জীবন ধন প্রাণ॥
বোলহ বোলহ কৃষ্ণ হও কৃষ্ণদাস।
তোমার হৃদয়ে হউ কৃষ্ণের প্রকাশ॥
কৃষ্ণ বই আর নাহি স্ফুরুক তোমার।
তোমা হৈতে দুঃখ যাউ আমা সভাকার॥
যে যে অজ্ঞ জন সব কীর্ত্তনেরে হাসে।
তোমা হৈতে তাহারা ডুবুক কৃষ্ণরসে॥
যেন তুমি শাস্ত্রে সব জিনিলে সংসার।
তেন কৃষ্ণ ভজি কর পাষণ্ডী সংহার॥
তোমার প্রসাদে যেন আমরা সকল।
সুখে কৃষ্ণ গাই নাচি হইয়া বিহ্বল॥" চৈ ভাঃ

এই বলিয়া তাঁহারা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে হস্ত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করেন। প্রভু মস্তক অবনত করিয়া ধীরভাবে শ্রবণ করেন। এ সকল কথায় তাঁহার মনে বড় লজ্জা বোধ হয়, তাই তিনি বদন তুলিয়া কথা কহিতে পারেন না। নদীয়ার বৃদ্ধ বৈষ্ণবগণ তাঁহার ঈদৃশ দৈন্যভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারেন না। প্রভুর শ্রীবদনের একটি মধুমাখা কথা শুনিলে তাঁহাদের প্রাণ শীতল হয়। তাঁহারা পুনরায় সস্নেহে প্রভুকে বলিলেন—

"এই নবদ্বীপে বাপ্! যত অধ্যাপক।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে সভে হয় বক॥
কি সন্ন্যাসী কি তপস্বী কিবা জ্ঞানী যত।
বড় বড় এই নবদ্বীপে আছে কত॥
কেহো না বাখানে বাপ্! কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
না করুক ব্যাখ্যা আরো নিন্দে সর্ব্বক্ষণ।
যতেক পাপীষ্ঠ শ্রোতা সেই বোল ধরে।
তৃণজ্ঞান কেহো আমা সভারে না করে॥
সন্তাপে পোড়য়ে বাপ! সব দেহভার।
কোথাহ না শুনি কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রচার॥
এখনে প্রসন্ন কৃষ্ণ হইল সভারে।
এপথে প্রবিষ্ট করি দিলেন তোমারে॥
তোমা হৈতে হইবেক পাষণ্ডীর ক্ষয়।
মনেতে আমরা ইহা বুঝিল নিশ্চয়॥
চিরজীবি হও তুমি বলি কৃষ্ণনাম।
তোমা হইতে ব্যক্ত হউ কৃষ্ণগুণগাম॥" চৈঃ ভাঃ

ভক্তবৃন্দের আশীর্ব্বাদবাক্য প্রভু মস্তকে ধারণ করিলেন। বৈষ্ণববৃন্দের দুঃখকাহিনী শুনিয়া মনে তিনি বড় ব্যথা পাইলেন। ভক্তের ভগবান ভক্তদুঃখ নিবারণার্থ পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু তাহা বাক্যে প্রকাশ করিলেন না। প্রথমে অতি বিনম্রবচনে দাস্যভাবে কাতরনয়নে বৈষ্ণববৃন্দের প্রতি চাহিয়া তিনি কহিলেন—

———"তুমি সব কৃষ্ণের দয়িত।
তোমরা যে বোল সেই হইব নিশ্চিত॥
ধন্য মোর জীবন তোমরা বোল ভাল।
তোমরা রাখিলে গ্রাসিবারে নারে কাল॥
কোন ছার হয় পাপ পাষণ্ডীর গণ।
সুখে গিয়া কর কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্ত্তন॥
ভক্তদুঃখ প্রভু কভু সহিতে না পারে।
ভক্ত লাগি কৃষ্ণের সর্ব্বত্র অবতারে॥
এত বুঝি তোমরা আনাইবা কৃষ্ণচন্দ্র।
নবদ্বীপে করাইবা বৈকুণ্ঠ-আনন্দ॥
তোমা সভা হৈতে হৈব জগত উদ্ধার।
করাইবা তোমরা কৃষ্ণের অবতার॥
সেবক করিয়া মোরে সবাই জানিবা।
এই বর মোরে কভু নাহি পাসরিবা॥" চৈঃ ভাঃ

এই বলিয়া প্রভু সকলের পদধূলি লইলেন। প্রচ্ছন্ন অবতারের এই প্রচ্ছন্নলীলার মর্ম্ম বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই। ভক্তের জন্য তিনি নিজ কর্ম্মও পরিত্যাগ করেন।

কোন্ কর্ম্ম সেবকের কৃষ্ণ নাহি করে।
সেবকের লাগি নিজকর্ম্ম পরিহরে॥ চৈঃ ভাঃ

এখানেও প্রভু তাহাই করিলেন। তিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পতি স্বয়ংভগবান। সমস্ত জগতপ্রাণী তাঁহার পূজা করে, তাঁহার চরণরেণু-ভিখারী হইয়া শরণাগত হয়। শিববিরিঞ্চি তাঁহার দাসানুদাস হইতে পারিলে ধন্য মনে করেন। শ্রীভগবানের কার্য্য তাঁহার সৃষ্ট জীবজগতের নিকট হইতে পূজাগ্রহণ এবং জগজ্জীবকে কৃপা দান। এখানে তিনি তাঁহার নিজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভক্তের দাসত্ব স্বীকার করিলেন। ভক্তের জন্য শ্রীভগবান কুকর্ম্ম করিতেও কুণ্ঠিত হন না। এখানে কেহ যেন কদর্থ না করেন। শ্রীভগবানের যাহা নিজ কর্ম্ম নহে তাহাই কুকর্ম্ম। সেবকের চরণধূলি লইয়া নিজ মস্তকে দেওয়া শ্রীভগবানের কর্ম্ম নহে। অতএব ইহা তাঁহার পক্ষে কুকর্ম্ম। তবে ইহা তিনি করিলেন কেন? প্রভু ভক্তরূপ ধারণ করিয়া নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। বৈষ্ণবসেবা ভক্তমাত্রেরই কর্ত্তব্য। প্রভু স্বয়ং আচরিয়া তাহা কলিহত জীবকে শিক্ষা দিলেন। জীবের মঙ্গলের জন্য, তিনি এই দাস্যভাব স্বীকার করিয়া লোক-শিক্ষা দিলেন।

বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করিয়া আপনে।
সভারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবানে॥ চৈঃ ভাঃ

নদীয়ার বৈষ্ণবগণ গঙ্গাস্নান সমাপন করিয়া প্রভুকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে নিজগৃহে গমন করিলেন। প্রভুও মনে মনে হাসিতে হাসিতে গৃহাভিমুখে চলিলেন॥ কিন্তু তাঁহার বাহ্যিক ভাব অতিশয় বিমর্ষ। ভক্তদুঃখে তিনি কাতর। গৃহে আসিয়া পাষণ্ডীদিগের প্রতি তাঁহার

অতিশয় ক্রোধ হইল (১)। প্রভু ক্রোধে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। "সকলকে সংহার করিব" এই বলিয়া ঘন ঘন হুঙ্কার গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। "মুঞি সেই, মুঞি সেই" বলিয়া বারম্বার হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। তিনি ক্ষণেক হাসেন, ক্ষণেক কাঁদেন, আর মূর্চ্ছা যান। গৃহের মধ্যে প্রভুর এইরূপ অপূর্ব্ব কাণ্ড দেখিয়া শচীমাতা ও শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সশঙ্কিতা হইয়া কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। প্রভু প্রিয়াজিকে দেখিয়া মারিতে উদ্যত হইলেন। ভয়ে নবীনা প্রিয়াজি লজ্জিতা হইয়া গৃহের মধ্যে লুকাইলেন।

সংহারিব সব বলি করয়ে হুঙ্কার।
মুঞি সেই মুঞি সেই বোলে বারে বার॥
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়।
লক্ষ্মীরে দেখিয়া ক্ষণে মারিবারে যায়॥ চৈঃ ভাঃ

শচীমাতা পুত্রের ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া মনে বড় দুঃখ পাইলেন। আত্মীয় স্বজনের নিকটে তাঁহার সোনার নিমাইচাঁদের অকস্মাৎ এই পীড়ার কথা বলিতে গেলেন। তিনি প্রথমেই তাঁহার ভগ্নিপতি চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের নিকটে গিয়া কান্দিতে কান্দিতে পুত্রের রোগের বৃত্তান্ত কহিলেন—

"বিধাতায়ে স্বামী নিল নিল পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সকলে আছয়ে একজন॥
তাহারো কিরূপ মতি বুঝনে না যায়।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়॥
আপনে আপনে কহে মনে মনে কথা।
ক্ষণে বোলে ছিণ্ডো ছিণ্ডো পাষণ্ডের মাথা॥
ক্ষণে গিয়া গাছের উপর ডালে চড়ে।
না মেলে লোচন ক্ষণে পৃথিবীতে পড়ে॥
দন্ত কড়মড়ি করে মালসাট্ মারে।
গড়াগড়ি যায় কিছু বচন না স্ফুরে॥" চৈঃ ভাঃ

(১) আপনে ভক্তের দুঃখ শুনিয়া ঠাকুর।
পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ বাড়িল প্রচুর॥ চৈঃ ভাঃ

শচীমাতার কথা শুনিয়া আচার্য্যরত্ন দৌড়িয়া আসিলেন। প্রতিবেশীগণ অনেকেই প্রভুর গৃহে আসিলেন। সকলেই প্রভুকে তদবস্থায় দেখিয়া তাঁহার বায়ুরোগ পুনরায় প্রবল হইয়াছে এই স্থির করিলেন। শচীমাতাকে কেহ কেহ গোপনে বলিলেন, তাঁহার পুত্রকে বাঁধিয়া রাখা কর্ত্তব্য। ইহা শুনিয়া স্নেহময়ী শচীমাতা মনে বিষম ব্যথা পাইলেন। পাষণ্ডী দেখিয়া প্রভু তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যান। তাহারা হাসিয়া পলায়ন করে। বায়ুরোগগ্রস্ত নিমাই পণ্ডিতকে এখন আর কেহ ভয় করে না। শচীমাতা পুত্রকে হাথে ধরিয়া নিরস্ত করেন। যাহার মুখে যাহা আসে সে তাহাই বলে। শচীমাতা লোকের মুখ কি করিয়া বন্ধ করিবেন? কেহ বলে পূর্ব্বসঞ্চিত বায়ুরোগ প্রবল হইয়াছে, দুই পায়ে ইহাকে বাঁন্ধিয়া রাখ।" কেহ বলে "তোমার পুত্র পাগল হইয়াছে, ডাবের জল খাইতে দাও"। কেহ বলে "এই উন্মাদ রোগ অল্পবিস্তর ঔষধে সারিবে না। শিবাঘৃত প্রয়োগ করিলে যদি এ বিষম উন্মাদ রোগের উপশম হয়"। কেহ বলে "ইহার দেহ ও মস্তকে দিবানিশি পাকতৈল মজ্জন ও মর্দ্দন করা হউক" (১)। এইরূপে যাহার মনে যাহা আসে সে তাই বলে। জগন্মাতা শচীমাতা পরম শান্তপ্রকৃতি, তাঁহার উদার চরিত্রে কখন কাহারও দোষ দৃষ্টি নাই। যে যাহা বলে বিনা বাক্যব্যয়ে তিনি তাহাই শুনেন; কিন্তু তাঁহার মনঃকষ্টের অবধি নাই। সর্ব্বদা তিনি কায়মনোবাক্যে গোবিন্দ স্মরণ করেন, আর দেবগৃহদ্বারে যখন তখন পুত্রের

(১) লোকে বোলে তুমি ত অবোধ ঠাকুরাণী।
আর বা ইহার বার্ত্তা জিজ্ঞাসহ কেনি॥
পূর্ব্বকার বায়ু আসি জন্মিল শরীরে।
দুই পায়ে বন্ধন করিয়া রাখ ঘরে॥
খাইবারে দেহ ডাব নারিকেল জল।
যাবত উন্মাদ বায়ু নাহি করে বল॥
কেহ বোলে ইথে অল্প ঔষধে কি করে।
শিবাঘৃত প্রয়োগে সে এবায়ু নিস্তরে॥
পাক তৈল শিরে দিয়া করাইবা স্নান।
যাবত প্রবল নাহি হইয়াছে জ্ঞান॥ চৈঃ ভাঃ

মঙ্গলকামনায় মাথা কুটেন। শ্রীবাসপণ্ডিতকে পথে দেখিতে পাইয়া শচীমাতা একদিন কান্দিতে কান্দিতে নিজদুঃখ জানাইলেন। শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভুকে দেখিতে আর এক দিন তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভু তখন শ্রীতুলসী প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন। শ্রীবাসপণ্ডিতকে তিনি সসম্ভ্রমে নমস্কার করিলেন। কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবদর্শনে প্রভুর মন ভক্তিভাবোদ্দীপক হইল। অষ্ট সাত্ত্বিকভাবের সকল লক্ষণই তাঁহার শ্রীঅঙ্গে লক্ষিত হইল। প্রভু প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভুর অশ্রু, কম্প পুলক প্রভৃতি দেখিয়া শ্রীবাসপণ্ডিত মনে মনে ভাবিলেন—

"মহাভক্তিযোগ! বায়ু বোলে কোন্ জনে?"

প্রভু কতক্ষণে বাহ্যজ্ঞান পাইলেন। তিনি আত্মসংবরণ করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতকে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—

"কি বুঝ পণ্ডিত! তুমি মোহর বিধানে।
কেহ বোলে মহা বায়ু বান্ধিবার তরে।
পণ্ডিত! তোমার চিত্তে কি লয় আমারে॥" চৈঃ ভাঃ

শ্রীবাসপণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় নারদের অবতার। তিনি সর্ব্বজ্ঞ। প্রভুর ব্যাধি বুঝিতে তাঁহার আর কিছুই বাকি রহিল না। তিনি হাসিয়া প্রভুকে কহিলেন—

———"ভাল বাই।
তোমার যেমত বাই তাহা আমি চাই॥
মহা ভক্তিযোগ দেখি তোমার শরীরে।
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল তোমারে॥" চৈঃ ভাঃ

শ্রীবাসপণ্ডিতের মুখে "ভক্তিযোগ" ও "শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ" এই দুইটি কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দে গদগদ হইয়া (১) প্রেমভরে তাঁহাকে দৃঢ় প্রেমালিঙ্গন দিয়া কৃতার্থ করিলেন। প্রেমানন্দে গদগদ হইয়া প্রভু শ্রীবাসপণ্ডিতকে কহিলেন—

"সভে বোলে বায়ু সভে প্রশংসিলে তুমি।
আজি বড় কৃতকৃত্য হইলাঙ আমি॥
তুমি যদি বায়ু হেন বলিতে আমারে।
প্রবেশিতোঁ আজি আমি গঙ্গার ভিতরে॥" চৈঃ ভাঃ

ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধ অতি মধুময়। শ্রীগৌরভগবান ভক্তভাবে বিভাবিত হইয়া ভক্তের নিকট মনের কথাটি বলিয়া প্রাণ জুড়াইলেন। তিনি বলিলেন "পণ্ডিত! তুমিও যদি আমাকে বায়ুরোগগ্রস্থ পাগল বলিতে তাহা হইলে আমি আজ গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতাম"। প্রভু বড় মনঃকষ্টেই এই কথাটি শ্রীবাসপণ্ডিতকে বলিলেন। এই কথাটি বলিবার জন্য তাঁহার মন যেন বিশেষ উৎকণ্ঠিত ছিল। এপর্য্যন্ত কোন মনের মানুষ তিনি পান নাই। শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভুর অন্তরঙ্গ মর্ম্মী ভক্ত। তিনি প্রভুর মনঃকষ্ট বুঝিয়া প্রবোধবাক্য কহিলেন। প্রভুও তাঁহার নিকট নিজ মন খুলিলেন। মনের মানুষ না পাইলে মনের কথা প্রকাশ করা উচিত নহে। এত লোক প্রভুকে দেখিতে আসিয়াছে, কত লোকে কত কথা বলিতেছে, প্রভু কাহারও সহিত কোন দিন কোন কথা বলেন নাই। শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভুর মনঃকষ্ট বুঝিলেন, তাই প্রভু তাঁহাকে মনের কথাটি বলিলেন।

শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভুকে অশেষ বিশেষে শান্ত করিয়া কহিলেন—

———"যে তোমার ভক্তিযোগ।
ব্রহ্মা শিব শুকাদি বাঞ্ছয়ে এই ভোগ॥
সভে মিলি এক ঠাঁই করিব কীর্ত্তন।
যে তে কেন বোলে পাষণ্ডী পাপীগণ॥ চৈঃ ভাঃ

সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞেশ্বর প্রভু আমার শ্রীবাসপণ্ডিতের মুখে যুগধর্ম্ম কীর্ত্তন-যজ্ঞানুষ্ঠানের আশার কথা শুনিয়া আনন্দে গদগদ হইয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গনদানে কৃতার্থ করিলেন।

ইহার পর প্রভুর নিকট বিদায় লইয়া শ্রীবাসপণ্ডিত শচীমাতাকে গোপনে ডাকিয়া কহিলেন—

চিত্তের যতেক দুঃখ করহ খণ্ডন।
বায়ু নহে,—কৃষ্ণভক্তি বলিল তোমারে।
ইহা কভু অন্য জন বুঝিবারে নারে॥

---

(১) এতেক শুনিলা যবে শ্রীবাসের মুখে।
শ্রীবাসেরে আলিঙ্গন কৈলা বড় সুখে॥ চৈঃ ভাঃ

ভিন্ন লোক স্থানে ইহা কভু না কহিবা।
অনেক কৃষ্ণের যদি রহস্য দেখিবা॥ চৈঃ ভাঃ

শ্রীবাসপণ্ডিতের কথায় শচীমাতার চিন্তার উপশম হইল। পুত্রের ব্যাধি হইয়াছে এ ভ্রম দূর হইল বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তরের দুঃখ গেল না। কারণ কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া পাছে পুত্র গৃহত্যাগ করে, এই তাঁহার বিষম ভয়। সে ভয় তাঁহার গেল না।

"বাহিরায় পুত্র পাছে এই মনে ভয়।"

শচীমাতা আর এখন পুত্রের ব্যাধির জন্য তত উৎকণ্ঠিতা নহেন। শ্রীবাসপণ্ডিত তাঁহাকে পুত্রের ব্যাধির বিষয় বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। লোকে যে যাহা বলে, তিনি শুনিয়া যান মাত্র। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও এক্ষণে বুঝিয়াছেন তাঁহার প্রাণবল্লভ কোন ব্যাধিগ্রস্থ নহেন, উন্মাদগ্রস্থও নহেন। ইঁহার কৃষ্ণ-বিরহ ব্যাধি। ইহা দেহব্যাধি বা ভবরোগ নহে। ইহার ঔষধ শ্রীভগবানের কৃপা; এ রোগের বৈদ্যরাজ শ্রীভগবান স্বয়ং। নবীনা প্রিয়াজি এই নবীন বয়স হইতেই প্রভুর কৃপায় ইহা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিতে পারিয়াই শ্রীগৌর ভগবানের চরণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিতে শিখিলেন। প্রভুর সংসারবৈরাগ্য ও দেবীর প্রতি তাঁহার বৈরাগ্যো-পদেশ-কাহিনী যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু সকলি শুনিতে পান। তিনি প্রভুর গৃহে আসেন না। তাঁহার মনের ভাব বড় গম্ভীর। তাঁহার গম্ভীর চরিত্র বুঝিবার শক্তি কাহারও নাই।

অদ্বৈতের চিত্ত বুঝিবার শক্তি কার।
যাঁর ভক্তি কারণে চৈতন্য অবতার॥ চৈ ভাঃ

তাঁহার মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস—

যদি সত্য প্রভু হয় মুঞি হব দাস।
তবে মোরে বাঁন্ধিয়া আনিব নিজ পাশ॥ চৈঃ ভাঃ

অর্থাৎ শচীনন্দন যদি আমার প্রভু হন, তিনি কৃপা করিয়া আমার নিকট অবশ্যই আত্মপ্রকাশ করিবেন, আমাকে কেশে ধরিয়া নিজ চরণে টানিয়া লইবেন, আমার নিকটে আসিয়া আমাকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিবেন। ভক্তির বল বড় বল। ভক্তিবলে বলীয়ান হইয়া তিনি আর এক দিন বলিয়াছিলেন—

যদি সত্য বস্তু হয় তবে এই খানে।
সভে আসিবেন এই বামনার স্থানে॥ চৈঃ ভাঃ

ভক্তবৎসল প্রভু ভক্তের মনবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। ভক্তের অভিমান তাঁহার বড় ভাল লাগে। তিনি স্বমুখে বলিয়া-ছেন—

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে তাহা হরে মোর মন॥ চৈঃ চঃ

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভক্তাভিমানে শ্রীগৌরভগবান তু[ষ্ট] হইয়া একদিন গদাধরপণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে দর্শ[ন] দিতে চলিলেন। প্রেমানন্দে টলমল হইয়া নদীয়ার প[থে] শ্রীশ্রীগৌরগদাধর মনোহর বেশে হাত ধরাধরি করি[য়া] রঙ্গে ভঙ্গে চলিয়াছেন। গদাধরপণ্ডিত প্রভুর বামপা[শে] প্রভু দক্ষিণে, গৌরগদাধর যুগলরূপে নদীয়ার পথ আলো[-] কিত করিয়া দুই জনে অদ্বৈতসভার দিকে চলিয়াছেন। প্রভুর শ্রীবদনে কৃষ্ণনাম, কমলনয়নে প্রেমাশ্রুধারা। গদা[-] ধরের সর্ব্ব অঙ্গ পুলকপূর্ণ, প্রেমভাবে তিনি প্রভুর শ্রী কটিদেশে তাঁহার দক্ষিণহস্তার্পণ করিয়া প্রেমানন্দে উন্ম[ত্ত] হইয়া হেলিয়া দুলিয়া নদীয়ার রাজপথে চলিয়াছেন। প্র[ভু] নিজ শ্রীঅঙ্গ গদাধরের অঙ্গে হেলাইয়া দিয়া প্রেমাবেশে কখ[ন] কখন পথিমধ্যে ত্রিভঙ্গবঙ্কিমভাবে দাঁড়াইতেছেন; সে অপরূপ গৌর-গদাধর যুগলরূপমাধুরী দেখিয়া নদীয়াবা[সী] নরনারীর মন প্রাণ আনন্দে বিভোর হইয়াছে। তাঁহার[া] এই অপূর্ব্ব গৌর-গদাধর-রূপ-সাগরে একেবারে নিম[গ্ন] হইয়াছেন। গদাধরপণ্ডিত শ্রীরাধাশক্তি। শ্রীশ্রীগৌর[-] গদাধর যুগল-বিলাস-রস ব্রজরস। নবদ্বীপরস এবং ব্রজর[স] এক বস্তু। ব্রজরসের রসিকভক্ত আর নবদ্বীপরসের রসি[ক] ভক্তে কিছু মাত্র পার্থক্য নাই।

শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর যুগল-বিলাসরঙ্গে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু[র] ভবনে গিয়া উঠিলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীতুল[সী] দেবীর অর্চ্চনা করিতেছিলেন। প্রেমবিহ্বলভাবে তি[নি] দুই বাহু আস্ফালন করিয়া শ্রীতুলসীর অর্চ্চনা করিতে

করিতে প্রেমানন্দে "হরি হরি" বলিয়া হুঙ্কার গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি কখন হাসিতেছেন, কখন কান্দিতেছেন। কোন দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই। মহামত্ত সিংহের ন্যায় উন্মত্তভাবে ক্রোধে হুঙ্কার গর্জ্জন করিতেছেন,—যেন মহারুদ্র অবতার। অদ্বৈতপ্রভুকে ঈদৃশ প্রেমোন্মত্তাবস্থায় দেখিয়া প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। গদাধরপণ্ডিত তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া সেখানে বসিলেন। গদাধরের ক্রোড়ে শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন করিয়া ভক্তিযোগপ্রভাবে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু নিজ অভীষ্টদেবকে চিনিতে পারিয়া মনে মনে ভাবিলেন "এই ত আমার প্রাণবল্লভ। আজ আর প্রভুকে ছাড়িব না। এত দিন মনচোরা আমার লুকাইয়া ছিলেন। আমার নিকট চোরের চৌর্য্যবৃত্তি খাটিবে না। আজ আমি চোর ধরিয়াছি। চোরের উপর আমি চুরি করিব।"

> ভক্তিযোগ প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল।
> এই মোর প্রাণনাথ জানিলা সকল॥
> কতি যাবে চোরা আজি ভাবে মনে মনে।
> এতদিন চুরি করি বুলে এই খানে॥
> অদ্বৈতের ঠাঞি চোর না লাগে চোরাই।
> চোরের উপরে চুরি করিব এথাই"॥ চৈঃ ভাঃ

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মনে মনে এইরূপ মতলব আঁটিয়া শুভ সময় বুঝিয়া পূজার সজ্জা লইয়া প্রভুর চরণতলে উপবিষ্ট হইলেন। গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ, দিয়া প্রভুর চরণযুগল পূজা করিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য কি বলিয়া প্রণাম করিলেন শুনুন—

> নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
> জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥

বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অধ্যায়ের এই শ্লোক ভক্তবর প্রহ্লাদের উক্তি। ইহার অর্থ ;—কৃষ্ণ! তুমি ব্রহ্মণ্যদেব এবং গো-ব্রাহ্মণদিগের কল্যাণসাধক, গোপালন তোমার একটি লীলা, এই হেতু তোমার একটি নাম "গোবিন্দ"। তোমাকে নমস্কার।

এই শ্লোক পাঠ করিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু পুনঃ পুনঃ প্রভুকে প্রণাম করিতে লাগিলেন, এবং অঝোর নয়নে কান্দিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন-জলে প্রভুর রাতুল চরণদ্বয় ধৌত করিলেন (১)। যোড় হস্তে প্রভুর পদতলে দাঁড়াইয়া তিনি কাতরনয়নে তাঁহার প্রাণবল্লভের অপূর্ব্ব অঙ্গশোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। গদাধর প্রভুকে ক্রোড়ে করিয়া তখন পর্য্যন্ত বসিয়া আছেন। প্রভুর বাহ্যজ্ঞান নাই। গদাধরপণ্ডিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের এই কাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইয়াছেন। তাঁহার মুখে কোন কথা সরিতেছে না; কিন্তু কিছু না বলিয়াও থাকিতে পারিতেছেন না। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার পুত্রতুল্য নিমাইপণ্ডিতের পদতলে পতিত হইয়া তাঁহার চরণ-বন্দনা করিতেছেন, গদাধর পণ্ডিতের স্নেহচক্ষে তাহা ভাল লাগিল না। তিনি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। মৃদু হাসিয়া জিভ কামড়াইয়া তিনি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে বলিলেন—

> "বালকেরে গোঁসাঞি! এমন না জুয়ায়"।

অর্থাৎ "নিমাই পণ্ডিত বালক; আপনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। বালকের সঙ্গে আপনার এরূপ ব্যবহার শোভা পায় না"। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু গদাধরপণ্ডিতের কথা শুনিয়া হাসিয়া আকুল হইলেন। তাঁহার এ হাসির মর্ম্ম গদাধরপণ্ডিত কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রসন্ন, গম্ভীর অথচ হাস্যপূর্ণ বদনের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। শান্তিপুরনাথ পুনরায় হাসিয়া গদাধরপণ্ডিতকে কহিলেন-

> "গদাধর! বালক জানিবা কথো দিনে।"

অর্থাৎ "তোমার বন্ধুটিকে বালক মনে করিও না। ইঁহার গুণকীর্ত্তি শীঘ্রই জানিতে পারিবে"। গদাধরপণ্ডিত এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া মনে মনে ভাবিলেন—

> "হেন বুঝি অবতীর্ণ হইলা ঈশ্বর"।

তিনি মনের ভাব মনের মধ্যে গোপন রাখিয়া তাঁহার

(১) পুনঃ পুনঃ শ্লোক পড়ি পড়য়ে চরণে।
চিনিয়া আপন প্রভু করয়ে ক্রন্দনে॥
পাখালিল দুই পদ নয়নের জলে।
যোড় হাত করি দাঁড়াইল পদতলে॥ চৈঃ ভাঃ

ক্রোড়স্থিত শচীনন্দনের প্রতিঅঙ্গের অপূর্ব্বশোভা প্রেমভরে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নের প্রেমাশ্রু ধারায় প্রভুর শ্রীঅঙ্গ বিধৌত হইতে লাগিল। কতক্ষণ পরে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল। তিনি তখন উঠিয়া বসিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তখনও আবিষ্ট হইয়া প্রভুর পদতলে বসিয়া আছেন। পাদ্য অর্ঘ গন্ধপুষ্প প্রভুর পদতলে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে প্রেমানন্দে আবিষ্ট দেখিয়া প্রভু আত্মসংবরণ-পূর্ব্বক দুই হস্ত যোড় করিয়া তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। প্রচ্ছন্ন অবতার শ্রীগৌর ভগবান শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পূজায় তুষ্ট হইয়া কি বলিলেন শুনুন—

"অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়।
তোমার আমি সে হেন জানিহ নিশ্চয়॥
ধন্য হইলাঙ আমি দেখিল তোমারে।
তুমি কৃপা করিলে সে কৃষ্ণনাম স্ফুরে॥
তুমি সে করিতে পার ভববন্ধ নাশ।
তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ সর্ব্বথা প্রকাশ॥" চৈঃ ভাঃ

ভক্ত অবতারের ভক্তভাবটি বড়ই মধুময়। প্রভু ভক্তভাবে বিভাবিত হইয়া যাহা অদ্বৈতপ্রভুকে কহিলেন, তাহা তাঁহার অন্তরের কথা নহে। সর্ব্বভূতেশ্বর শ্রীগৌরভগবান ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু। ভক্তের মান বাড়াইতে তিনি সর্ব্বদা তৎপর। তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে তিনি গুরুতুল্য সম্মান করেন। শিষ্যের মত দাস্যভাবে কথা বলিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করিলেন। কিন্তু মনে মনে কি বলিলেন শুনুন—

মনে বোলে "অদ্বৈত কি কর ভারিভুরি।
চোরের উপরে আগে করিয়াছি চুরি॥" চৈঃ ভাঃ

ভক্তও ভগবানের মনের ভাব বুঝিতে পারেন। যদিও প্রভু মনের কথা খুলিয়া বলিলেন না, কিন্তু অদ্বৈতপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহার মনের মত উত্তর দিলেন। যথা—

হাসিয়া অদ্বৈত কিছু করিলা উত্তর।
"সভা হৈতে তুমি মোর বড় বিশ্বম্ভর॥
কৃষ্ণকথা কৌতুকে থাকহ এক ঠাঁই।
নিরন্তর তোমা যেন দেখিবারে পাই॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের ইচ্ছা তোমারে দেখিতে।
তোমার সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে॥ চৈঃ ভাঃ

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর বাক্যে শ্রীগৌরভগবান তুষ্ট হইয়া তাঁহার অনুরোধ স্বীকার করিলেন। গদাধরপণ্ডিত নীরবে বসিয়া সকল কথাই শুনিলেন। প্রভু সম্বন্ধে তাঁহার মনে পূর্ব্বে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের ব্যবহার দ্বারা তাহার পুষ্টিসাধন হইল। তাঁহার পূর্ব্বভাবের কথা কৃপাময় পাঠকবৃন্দের অবশ্যই স্মরণ আছে।

"হেন বুঝি অবতীর্ণ হইলা ঈশ্বর" ইহাই তিনি ভাবিতেছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর এই কাণ্ড দেখিয়া তাঁহার মনের বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ হইল। তিনি প্রভুর প্রতি করুণ নয়নে চাহিতেছেন, আর চোখোচোখি হইলেই বদন বিনত করিতেছেন। প্রভু তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাতীরে আসিলেন। দুই জনে গঙ্গাতটে নির্জ্জনে বসিয়া মনের মর্ম্মকথা কহিলেন। শ্রীগদাধরপণ্ডিত রাধাশক্তি। তাঁহার নিকট প্রভুর লুকোচুরি খাটে না। প্রভু অকপটে তাঁহার নিকট সেদিন আত্মপ্রকাশ করিলেন।

প্রভু বিদায় গ্রহণ করিলে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মনে মনে একটি গুপ্ত অভিসন্ধি করিলেন। তিনি বুঝিলেন শচীনন্দনই তাঁহার অভীষ্টদেব। ভক্তও শ্রীভগবানকে পরীক্ষা করেন। শ্রীভগবানের পরীক্ষায় যেমন ভক্ত বিশেষরূপে পরীক্ষিত হইয়া পরে ভগবত-কৃপা লাভ করেন, শ্রীভগবানও ভক্তের পরীক্ষায় পরীক্ষিত হইয়া তবে ভক্তপ্রীতি লাভ করেন। এই যে ভক্ত ও ভগবানের পরীক্ষা, ইহা অতীব নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ। অদ্বৈতচরিতে এই নিগূঢ় রহস্য বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। সে সকল লীলাকথা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীগৌরভগবানকে পরীক্ষা করিবার জন্য নবদ্বীপের বাস ত্যাগ করিয়া শান্তিপুরবাসের সংকল্প করিলেন। তিনি ভাবিলেন "সত্য সত্যই যদি শচীনন্দন

আমার প্রভু হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি কেশে বান্ধিয়া তাঁহাকে নবদ্বীপে পুনরায় টানিয়া লইবেন"। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

জানিলা অদ্বৈত কৈল প্রভুর প্রকাশ।
পরীক্ষিতে চলিলেন শান্তিপুর বাস॥
"সত্য যদি প্রভু হয় মুঞি হঙ দাস।
তবে মোরে বান্ধিয়া আনিবে নিজ পাশ॥"

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু আমাদের গৌর-আনা-গোসাঞি। তাঁহার শক্তি ও মহিমা বুঝিবার সাধ্য মানুষের নাই। অনন্তশক্তিমান প্রভু আমার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে অনন্তশক্তি দান করিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতচরিত্র অতিশয় গম্ভীর। মনুষ্য বুদ্ধি দ্বারা তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা বৃথা আয়াস মাত্র। প্রভু মহাপ্রকাশের সময় শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে বর দিয়াছিলেন—

"তিলার্দ্ধেকো যে তোমার করিবে আশ্রয়।
সে কেনে পতঙ্গ কীট পশু পক্ষী নয়॥
যদি মোর স্থানে করে শত অপরাধ।
তথাপি তাহারে মুঞি করিব প্রসাদ॥" চৈঃ ভাঃ

অতএব প্রিয় পাঠকবৃন্দ! সর্ব্বাগ্রে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গলীলাসমুদ্রে প্রবেশাধিকার লাভ করুন। গৌর-আনা-গোসাঞি ভক্তির ভাণ্ডারী। প্রভু তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত ও প্রধান পার্ষদ রূপসনাতনকে এই গৌর-আনা-গোসাঞির নিকট ভক্তিভিক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন। অদ্বৈতের আনা-ধন শ্রীগৌরাঙ্গ হে! তুমি অতি বৃহৎ বস্তু। তোমার লাগ পাওয়া বড়ই দুষ্কর। যাঁহার প্রেমহুঙ্কার গর্জ্জনে, যাঁহার কঠোর সাধনায় তোমাকে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল, আমাদের সেই গৌর-আনা-গোসাঞিটিও তোমারি মত অতি বৃহৎ বস্তু। তাঁহারও লাগ আমরা পাই না। আমরা অতি ক্ষুদ্র জীব। আমাদের সাধনভজন বল নাই। তোমাদের কৃপাকটাক্ষই আমাদের একমাত্র সম্বল। আমরা তোমাদের নাম লইয়া কেবল মাত্র কান্দিতে পারি। এই ক্রন্দনই,—এই আর্ত্তিই আমাদের ভজন পূজন। নিশিদিন প্রাণের জালায় কান্দিতেছি, মনাগুণে জ্বলিতেছি, আর হা গৌরাঙ্গ! হা সীতানাথ! হা নিত্যানন্দ! বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছি! কতদিনে যে তোমাদের কৃপালাভ হইবে জানি না, কতদিনে যে জীবনের হাহাকার দূর হইবে তাহাও জানি না। যত দিন যাইতেছে, ততই যেন হাহাকার বাড়িতেছে, ততই যেন প্রাণের জালা বাড়িতেছে। তোমাদের বিরহ-জালা আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। লোকে বলে তোমরা বড় দয়াময়। কলির জীবের প্রতি তোমাদের অসীম কৃপা। কৃপানিধির কৃপাকণা প্রাপ্তির আশায় জীবন রাখিয়াছি। দয়ানিধি গৌরচন্দ্র হে! আমার পরম দয়াল নিতাইচাঁদ হে! কৃপানিধি শান্তিপুরনাথ হে! একটিবার তোমরা এই পতিত অধমের প্রতি করুণ-নয়নে চাহ! একটিবার মাত্র কৃপা-কটাক্ষপাত কর। অধম অকৃতী বলিয়া কৃপা করিয়া কেশে ধরিয়া বিষয়কূপ হইতে তাহাকে উঠাইয়া লও। ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা। দীনের প্রতি কৃপা করিয়া এই প্রার্থনাটি পূর্ণ কর। তোমাদের নিকট আর কিছু চাহি না।

প্রভু এক্ষণে নদীয়ায় সংকীর্ত্তনলীলারম্ভ করিলেন। সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে তাঁহার আবির্ভাব, সেই ভুবনমঙ্গল সংকীর্ত্তনারম্ভেই তাঁহার আত্মপ্রকাশ হইল। প্রভুর সংকীর্ত্তন-লীলারঙ্গ দেখিয়া নদীয়াবাসী নরনারী বিস্মিত হইল। পূর্ব্বে কখন কেহ এরূপ উচ্চ সংকীর্ত্তনলীলারঙ্গ দেখে নাই। এই তাহাদের প্রথম সৌভাগ্য। ভগবতপ্রেমে মত্ত হইয়া প্রেমানন্দে মধুর নৃত্য করিয়া প্রভু যখন কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন, তাহা দেখিয়া কাহারও তাঁহাকে নরজ্ঞান হয় না। নদীয়ার বৈষ্ণবগণ সংকীর্ত্তন-যজ্ঞেশ্বর শচীনন্দনকে কীর্ত্তনানন্দে আবিষ্ট দেখিয়া কি বলেন শুনুন—

কেহো বোলে এ পুরুষ অংশ অবতার।
কেহো বোলে এ শরীরে কৃষ্ণের বিহার॥
কেহো বোলে এ শুক কিবা প্রহ্লাদ নারদ।
কেহো বোলে হেন বুঝি খণ্ডিল আপদ॥
যত সব ভাগবতগণের গৃহিণী।
তাঁহারা বোলয়ে কৃষ্ণ জন্মিল আপনি॥
কেহো বোলে এই বুঝি প্রভু অবতার।
এই মত মনে সভে করেন বিচার॥ চৈঃ ভাঃ

এইরূপে তাঁহার মনে মনে বিচার করেন। বিচারফল যাহাই হউক প্রভুকে না দেখিয়া এক দণ্ডও তাঁহারা

থাকিতে পারেন না। রাত্রিতে নিদ্রাকালে স্বপ্নে শচী-নন্দনের অপরূপ রূপরাশি তাঁহাদের স্মৃতিপথে উদয় হয়। নিদ্রাভঙ্গে তাঁহারা কান্দিয়া আকুল হন। কেন কান্দেন বুঝিতে পারেন না। গৌরাঙ্গরূপ-সাগরে তাঁহাদের চিত্ত নিমজ্জিত রহিয়াছে। প্রভুর আত্মপ্রকাশের পর হইতেই নদীয়াবাসী বৈষ্ণবগণ নদীয়ার অবতার শচীনন্দনের চরণে আত্মসমর্পণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রভুরও দাস্যভাব, তাহাদেরও দাস্যভাব। উভয়ে উভয়ের ভাবে মুগ্ধ হইয়া ভক্ত-ভগবানের প্রীতিসম্বন্ধ দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিলেন। প্রভু যখন প্রেমাবেশে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন, বৈষ্ণবগণ তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হন। প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইলেই তিনি স্নেহভরে তাঁহাদের গলদেশে আপনার সুবলিত সুকোমল বাহুযুগল বেষ্টন করিয়া যে করুণ রোদন করেন, তাহা শুনিলে পাষাণ হৃদয়ও দ্রব হয়(১)। প্রভু কি বলিয়া ক্রন্দন করেন শুনুন—

কোথা গেলে পাইব সে মুরলী বদন।
বলিতে বাড়য়ে শ্বাস করয়ে ক্রন্দন॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভু বলেন "ভাই সকল! তোমাদের আর কি বলিব? আমার দুঃখের অন্ত নাই। আমি প্রাণ কানাইকে পাইয়া হারাইয়াছি;

—"মোহর দুঃখের অন্ত নাই।
পাইয়াও হারাইলু জীবন কানাঞি॥" চৈঃ ভাঃ

এই কথা পুনঃ পুনঃ বলেন আর কৃষ্ণবিরহে প্রভু আমার অঝোর নয়নে ঝুরেন। লোকে এ রহস্যের মর্ম্ম কি বুঝিবে? সকলেই তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন, "কৃষ্ণবিরহব্যথা" কিরূপ প্রকাশ করিয়া বল। প্রভু পরম আদর সহকারে গঙ্গাতীরে সকলকে বসাইয়া কৃষ্ণবিরহরহস্যকথা কহিতে লাগিলেন। গয়াধামে কি করিয়া তিনি তাঁহার প্রাণকানাঞির দর্শনলাভ করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে সর্ব্ব সমক্ষে ব্যক্ত করিলেন। গয়াধাম হইতে প্রত্যাগমন কালীন কানাঞির নাটশালা গ্রামে প্রভুর সাক্ষাৎ কৃষ্ণদর্শনলাভ হইয়াছিল। সে কিরূপ তাহা বিশেষ করিয়া বর্ণনা করিলেন।

কানাঞি নাটশালা নামে এক গ্রাম।
গয়া হৈতে আসিতে দেখিল সেই স্থান॥
তমাল শ্যামল এক বালক সুন্দর।
নব গুঞ্জা সহিত কুন্তল মনোহর॥
বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছ শোভে তদুপরি।
ঝলমল মণিগণ লখিতে না পারি॥
হাতেতে মোহন বাঁশী পরম সুন্দর।
চরণে নূপুর শোভে অতি মনোহর॥
নীল স্তম্ভ জিনি ভুজে রত্ন-অলঙ্কার।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার॥
কি কহিব সে পীতধটির পরিধান।
মকর কুণ্ডল শোভে কমল নয়ান॥
আমার সমীপে আইলা হাসিতে হাসিতে।
আমা আলিঙ্গিয়া পলাইলা কোন ভিতে॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভু যে রূপ আত্যান্তিক প্রেমবিহ্বলভাবে কৃষ্ণ-দর্শনবৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন, তাহাতে উপস্থিত ভক্তবৃন্দের হৃদয় প্রেমানন্দরসে মগ্ন হইল। তাঁহারা যেন সাক্ষাৎ কৃষ্ণদর্শনসুখানুভব করিলেন। তাঁহারা প্রভুর শ্রীবদননিঃসৃত সুধানিস্যন্দিনী কৃষ্ণকথা একান্তমনে শ্রবণ করিতেছেন। নদীয়ার গঙ্গাতটে প্রভুকে বেষ্টন করিয়া শত সহস্র লোক উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার শ্রীমুখের অমৃতময় মধুর কৃষ্ণকথা শুনিতেছেন। প্রভু কৃষ্ণকথা কহিতে কহিতে প্রেমাবিষ্টভাবে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শ্রীবদনে কেবল মাত্র "হা কৃষ্ণ! কোথা তুমি?" এই বুলি! গঙ্গাতীরের ধূলায় প্রভুর সোনার অঙ্গ ধূসরিত হইল। সকলেই শশব্যস্তে প্রভুকে ধরিলেন, তাঁহাকে বক্ষে করিয়া তুলিলেন, তাঁহার শ্রীঅঙ্গের ধূলা ঝাড়িয়া দিলেন, (১)। প্রভু স্থির হইয়াও স্থির হইতে পারিতেছেন

(১) বাহ্য হৈলে ঠাকুর সভার গলা ধরি।
যে ক্রন্দন করে তাহা কহিতে না পারি॥ চৈঃ ভাঃ

(১) কহিতে কহিতে মূর্চ্ছা গেলা বিশ্বম্ভর।
পড়িল "হা কৃষ্ণ" বলি পৃথিবী উপর॥
আথে ব্যাথে ধরে সভে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি।
স্থির করি ঝাড়িলেন শ্রীঅঙ্গের ধূলি॥ চৈঃ ভাঃ

না। কৃষ্ণবিরহবাণে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত। কৃষ্ণ বিরহদহনে তাঁহার হৃদয় ধূ ধূ জলিতেছে। কৃষ্ণবিরহ-সাগরের মধ্যস্থলে তিনি যেন ভাসিতেনে। অতি কষ্টে প্রভু আত্মসম্বরণ করিলেন। অতি দীনাতিদীন ভাবে সকলের প্রতি একবার শুভ দৃষ্টিপাত করিলেন। ইহাতে সকলের মন তুষ্ট হইল। তখন তাঁহারা প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন—

———আমরা সভার বড় পুণ্য।
তুমি হেন সঙ্গে সভে হইলাঙ ধন্য॥
তুমি সঙ্গে যার তার বৈকুণ্ঠ কি করে।
তিলেক তোমার সঙ্গে ভক্তিফল ধরে॥
অনুপাল্য তোমার আমরা সর্ব্বজন।
সভার নায়ক হই করহ কীর্ত্তন॥
পাষণ্ডীর বাক্য দগ্ধ শরীর সকল।
এ তোমার প্রেমজলে করহ শীতল॥ চৈঃ ভাঃ

সংকীর্ত্তনারম্ভে প্রভুর আত্মপ্রকাশের ফল নদীয়ায় এই সময় হইতে, ফলিতে আরম্ভ হইল। তাঁহাকে "নায়ক" বলিয়া সকলেই স্বীকার করিলেন। নদীয়ার ব্রাহ্মণকুমারের দাসত্ব স্বীকার করিতে কেহই কুণ্ঠিত হইলেন না। দ্বাবিং-শতি বর্ষ বয়স্ক শচীনন্দন এখন হইতে নদীয়াবাসী বৈষ্ণব বৃন্দের গুরুস্থানীয় হইলেন। নদীয়াবাসীর গুরু যে জগদ্-গুরু হইবেন, এই তাহার সূত্রপাত হইল।

প্রভু সেদিন গঙ্গাতীর হইতে অধিক রাত্রিতে গৃহে ফিরিলেন। গৃহে ও বাহিরে প্রভুর এখন একভাব। তিনি কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত, কৃষ্ণবিরহসাগরে তাঁহার তনু, হৃদয় ও মন মগ্ন। তিনি চতুর্দ্দিক কৃষ্ণময় দেখেন, তাঁহার শ্রীবদনে কৃষ্ণ-নাম ভিন্ন অন্য কথা নাই। হৃদয়ে তাঁহার সর্ব্বদাই কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি। তাঁহার মন নিরন্তর কৃষ্ণভাবে বিভাবিত। তিনি নিশিদিন পরমানন্দাবেশে যাপন করেন। সংসার ব্যবহারের কোন সম্বন্ধই রাখেন না।

গৃহে আইলেও নাহি ব্যভার প্রস্তাব॥
নিরন্তর আনন্দ আবেশ আবির্ভাব॥ চৈঃ ভাঃ

তাঁহার কমল নয়নদ্বয় হইতে প্রেমাশ্রুধারার বিরাম নাই। বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা দেবী যেন প্রভুর চরণ ছাড়িয়া নয়নে আশ্রয় লইয়াছেন। ঠাকুর বৃন্দাবনদাস যথার্থই লিখিয়াছেন—

"চরণের গঙ্গা কিবা আইলা বদনে।"

তাঁহার শ্রীবদনে একমাত্র বুলি "হা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!" কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেন না। বৈষ্ণব দেখিলেই কাতরভাবে প্রভু দৌড়িয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করেন "ভাই! কৃষ্ণ কোথায়?"

যে বৈষ্ণব ঠাকুর দেখেন বিদ্যমানে।
তাঁহারেই জিজ্ঞাসেন "কৃষ্ণ কোন্ খানে॥" চৈঃ ভাঃ

শচীমাতা ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এক্ষণে উভয়েই বুঝিয়াছেন প্রভুর ব্যাধি কি? শচীমাতার বিষম চিন্তা পাছে পুত্র সংসার বিবাগী হইয়া গৃহত্যাগ করে। শ্রীবিশ্ব-রূপপ্রভুর কথা তাঁহার উত্তমরূপ স্মরণ আছে। তিনি ত কৃষ্ণপ্রেমে এমত উন্মত্ত হন নাই! তিনি ত এরূপ বিহ্বল ছিলেন না। তিনি ত কখন "হা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!" বলিয়া এত কাঁদিতেন না। এই সকল কথা শচীমাতা তাঁহার আত্মীয়া বৈষ্ণব-গৃহিনীদিগের সহিত আলোচনা করেন। শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী অবগুণ্ঠনে চন্দ্রবদন অবনত করিয়া শাশুড়ীর কথা শুনেন। তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র সুখ নাই।

প্রভু বড় তাম্বুলসেবন প্রিয় ছিলেন। গদাধরপণ্ডিত যখন তখন তাঁহাকে তাম্বুল যোগাইতেন। পথে ঘাটে, গৃহে তাঁহার সঙ্গে তাম্বুল থাকিত। প্রভু নিজ মন্দিরে বসিয়া একদিন কৃষ্ণবিরহে কাতর হইয়া নিজ কপোলদেশে বাম করার্পণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তাম্বুলহস্তে গদাধরপণ্ডিত আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। অপরাহ্নকাল,—প্রভু একাকী নিজ শয়নগৃহে বসিয়া আছেন। শচীমাতা পুত্রের ভাবগতিক লক্ষ্য করিতেছেন। গদাধরকে দেখিয়া প্রভু একেবারে কান্দিয়া আকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাই গদাধর! আবার শ্যামসুন্দর মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ কোথায়?"

"কোথা কৃষ্ণ আছেন শ্যামল পীতবাসা"।

প্রভুর আর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহার আকুল ক্রন্দন শুনিয়া,

তাঁহার প্রাণের ব্যাকুলতা বুঝিয়া চতুর গদাধরপণ্ডিত সময় বুঝিয়া হাসিয়া উত্তর করিলেন—

"নিরবধি আছে কৃষ্ণ তোমর হৃদয়"।

এই কথা শুনিবামাত্র কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত বিরহকাতর প্রভু আমার আপনার নখ দ্বারা আপন হৃদয় চিরিতে উদ্যত হইলেন। কৃষ্ণবিরহে তিনি জ্ঞানশূন্য। "কোথা কৃষ্ণ?" তাঁহার শ্রীমুখে সুধু মাত্র এই বুলি। গদাধরপণ্ডিতের মুখে শুনিলেন তাঁহার নিজ হৃদয়ে কৃষ্ণ আছেন। ইহা শুনিয়া তাঁহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রেমাবেগে উন্মত্ত হইয়া প্রভু তাঁহার শ্রীহস্ত দ্বারা প্রসর সুন্দর বক্ষঃস্থলে নখাঘাত করিতে উদ্যত হইলে গদাধরপণ্ডিত ক্ষিপ্রহস্তে প্রভুর দুই হস্ত ধারণ করিলেন। হস্ত ধারণ করিয়া নানামতে তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। প্রভু গদাধরের অঙ্গে শ্রীঅঙ্গ হেলাইয়া প্রেমোন্মত্তভাবে "হা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ! তুমি কি আমার হৃদয় মধ্যে আছ? একবার দেখা দিয়া তাপিত প্রাণ শীতল কর। তোমাকে না দেখিয়া আর যে আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না। প্রাণরমণ হে! আমার প্রাণ যে যায়" এই বলিয়া উচ্চৈস্বরে ভীষণ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রসর বক্ষঃস্থল নয়নজলে ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি উত্তান নয়নে উর্দ্ধমুখে নিরন্তর এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিতেছেন—

হে দেব! হে দয়িত! হে ভুবনৈকবন্ধো!
হে কৃষ্ণ! হে চপল! হে করুনৈক সিন্ধো!
হে নাথ! হে রমন! হে নয়নাভিরাম!
হা হা কদানু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥

গদাধরপণ্ডিত প্রভুকে লইয়া মহা বিপদে পড়িলেন। কত প্রবোধবাক্য বলিলেন, কত সান্ত্বনা করিলেন,কিছুতেই প্রভুর কৃষ্ণবিরহজ্বালায় জর্জ্জরিত অশান্ত হৃদয় শান্ত হইল না। তখন চতুর চূড়ামণি গদাধরপণ্ডিত অতিশয় আগ্রহ সহকারে মধুর প্রীতিবচনে কহিলেন,—"ভাই! এখনি তোমার কৃষ্ণ আসিবেন। তুমি স্থির হও"।

"এই আসিবেন কৃষ্ণ স্থির হও খানি।"

কৃষ্ণ এখনি আসিবেন এই কথা শুনিবামাত্র প্রভু স্থির হইলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল প্রফুল্ল হইল। শচীমাতা গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া সকলি দেখিতেছিলেন। গদাধরের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখিয়া আই পরম সন্তোষ হইয়া কহিলেন, "বাপ্ গদাধর! তুমি বালক; তোমার বুদ্ধি দেখিয়া আমি অবাক হইয়াছি! আমি ভয়ে নিমাঞির সম্মুখে যাইতে পারি না, তুমি বালক হইয়া কেমন করিয়া এসকল অপূর্ব্ব প্রবোধবাক্য শিখিলে? বাপ্! আমার অনুরোধ, তুমি সর্ব্বদা আমার নিমাঞির সঙ্গে থাকিবে। উঁহার সঙ্গ কখন ছাড়া হইও না" (১)। শচীমাতা গদাধরের হাতে ধরিয়া এ সকল কথা বলিলেন। তিনি গৌরাঙ্গজননীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। জগন্মাতা আই তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন "চিরজীবি হও" "চির দিন তুমি আমার নিমাঞির সঙ্গে থেক"। শচীমাতার আশীর্ব্বাদবাক্যে গদাধরপণ্ডিত আনন্দে গদ গদ হইলেন। চিরদিন প্রভু-সঙ্গলাভ হইবে এই শুভাশীর্ব্বাদলাভে তিনি কৃতার্থ হইলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রভু যখন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া, তাঁহার পূজা গ্রহণ করিলেন, গদাধর পণ্ডিত তখন তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ইচ্ছাময় প্রভু ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে গিয়াছিলেন। প্রভু কলির প্রচ্ছন্নাবতার। তাঁহার লীলা প্রচ্ছন্ন। তাঁহার নিত্য পার্ষদগণ প্রচ্ছন্নভাবে নদীয়ায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীগদাধরপণ্ডিত শ্রীরাধাশক্তি। প্রভু তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নিকট আত্মপ্রকাশ করিলেন কেন? ইহার কিছু রহস্য আছে। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলমন্ত্র উপাসক। প্রভু স্বয়ং রাধাকৃষ্ণ

(১) বড় তুষ্ট হৈল আই গদাধর প্রতি।
এমন শিশুর বুদ্ধি নাহি দেখি কতি॥
মুঞি ভয়ে নাহি পারে সম্মুখ হইতে।
শিশু হই কেমন প্রবোধিল ভাল মতে॥
আই বোলে বাপ তুমি সর্ব্বথা থাকিবা।
ছাড়িয়া উঁহার সঙ্গ কোথাহো না যাবা॥ চৈঃ ভাঃ

ালিতবপু হইলেও রাধাশক্তি গদাধরপণ্ডিত তাঁহার ন্তরঙ্গা শক্তি। গৌর-গদাধর একত্র হইয়া যুগল-বিলাস-ঙ্গে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর মন্দিরে গমন করিয়া তাঁহাকে যুগল লাস লীলারঙ্গ দেখাইলেন। প্রেমময় প্রভু প্রেমানন্দে গদাধর পণ্ডিতের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া মূর্চ্ছিত ইয়া আছেন। গদাধরপণ্ডিত প্রেমভাবে তাঁহার প্রাণ ৌরাঙ্গের প্রেমসেবা করিতেছেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু এই বস্থায় প্রভুকে পাদ্য-অর্ঘ গন্ধ পুষ্প দিয়া পূজা করিয়া-ছলেন। গদাধরপণ্ডিত শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নিকট বালক াত্র। তাঁহার সম্মুখে শচীনন্দনকে শ্রীকৃষ্ণভগবান বলিয়া দ্ধ ব্রাহ্মণ পাদ্য-অর্ঘ দিয়া যথাবিধি পূজা করিলেন।

নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো-ব্রাহ্মণায় হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

এই বলিয়া প্রণাম করিয়া দুই হাতে তাঁহার পদধুলি ইলেন। গদাধর পণ্ডিতের সাক্ষাতে এই কাণ্ড হইল। তনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। ীঅদ্বৈতপ্রভু সর্ব্বজ্ঞ। গদাধর যে কি বস্তু তাহা তাঁহার বিদিত নাই। শ্রীগৌরগদাধরকে যুগলে পাইয়া তিনি প্রমানন্দে প্রভুর যুগলসেবা করিলেন। প্রভু তাঁহার এই গলবিলাস শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে দেখাইবার জন্যই এই লীলা ঙ্গটি প্রকট করিলেন।

শচীমাতাও গৌর-গদাধরের লীলারঙ্গ দেখিলেন। দাধর কি করিয়া প্রেমভাবে প্রভুকে প্রবোধ দিলেন, াহার পুত্রের কৃষ্ণবিরহ-জর্জ্জরিত হৃদয় শান্ত করিলেন। ভু কিরূপ প্রেমভাবে গদাধরের সহিত কথা বার্ত্তা হিলেন, সকলি শচীমাতা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন। ভুর এই অপূর্ব্ব প্রেমযোগ দেখিয়া স্নেহময়ী শচীমাতা াহাকে আর পুত্রজ্ঞান করিতে সাহস করিলেন না। (১)

(১) অদ্ভুত প্রভুর প্রেমযোগ দেখি আই।
পুত্র হেন জ্ঞান আর মনে কিছু নাই॥
মনে ভাবে আই এ পুরুষ নর নহে।
মনুষ্যের নয়নে কি এত ধারা বহে।
না জানি আসিয়াছেন কোন মহাশয়।
ভয় পাই প্রভুর সম্মুখ নাহি হয়॥ চৈঃ ভাঃ

তিনি ভাবিলেন তাঁহার পুত্রটি কোন মহাপুরুষ অথবা যোগভ্রষ্ট ঋষি; পূর্ব্বপুরুষের পুণ্যবলে তাঁহার গর্ভে আসিয়া উদয় হইয়াছেন। মানুষের নয়নে এত জল কি সম্ভবে? এভাবটি শচীমাতার মনের স্থায়ী ভাব নহে। প্রভুর বৈষ্ণবী মায়াবলে তিনি মধ্যে মধ্যে এই রূপ ঐশ্বর্য্য ভাবে বিভাবিত হন। ক্ষণকাল পরেই স্নেহময়ী শচীমাতার এভাব দূর হইয়া যায়। বাৎসল্যরসাশ্রিতা আই স্নেহবশে প্রভুকে পুত্রজ্ঞানে লালন পালন করেন। তাঁহার রোগ শান্তির জন্য নানা দেব দেবীর পূজা করেন, গৃহে শান্তি স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করেন। শচীমাতার শুদ্ধ বাৎসল্য ভাব। ঐশ্বর্য্য-ভাব তাঁহার নিকটে একেবারে স্থান পায় না।

প্রভুর মন্দিরে নদীয়ার ভক্তবৃন্দের সমাবেশ হয়। সন্ধ্যা কালে তাঁহারা আসিয়া সকলে একত্রিত হন। ভক্তিযোগ সম্মত শ্লোকসকল পাঠ হয়। মুকুন্দ স্বরতানলয়সংযোগে সুস্বরে শ্লোক পাঠ করিয়া সকলের চিত্তরঞ্জন করেন। তিনি অতিশয় সুকণ্ঠ। মুকুন্দের কণ্ঠধ্বনি শুনিলেই প্রভু আবিষ্ট হন। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে প্রভুর মন্দিরে ভক্তসঙ্ঘ হয় ইষ্টগোষ্ঠী হয়, কৃষ্ণকথা হয়, কৃষ্ণসংকীর্ত্তন হয়। কৃষ্ণপ্রেমো-ন্মত্ত প্রভুর হুঙ্কারগর্জ্জনে গৃহপ্রাঙ্গন প্রকম্পিত হয়। শচীমাতা ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ভয়ে গৃহাভ্যন্তরে থাকিয়া প্রভুর এই অদ্ভুত লীলারঙ্গ দর্শন করেন। কীর্ত্তন রঙ্গে সমস্ত রাত্রি যেন মুহূর্ত্তের মত চলিয়া যায়। এখন প্রভু নিজ মন্দিরেই কীর্ত্তনবিলাস করেন।

এই মত নিজ গৃহে শ্রীশচীনন্দন।
নিরবধি নিশিদিন করেন কীর্ত্তন॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভুর শ্রীমুখে হরিনাম শুনিয়া বৈষ্ণবগণের সর্ব্বদুঃখ নাশ হয়। তাঁহাদের আনন্দের অবধি রহে না; কিন্তু ভক্তি-বহির্মুখ দুর্জ্জন পাষণ্ডীগণের পাষাণ হৃদয় এবং পাপাবিষ্ট মন তাহাতে দ্রব না হইয়া বরং উত্তেজিত হয়। প্রভু সমস্ত রাত্রি উচ্চ সংকীর্ত্তনরঙ্গে অতিবাহিত করেন; তাহাতে পাষণ্ডীগণের নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই বলে। শ্রীবাস পণ্ডিতের উপর তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা রাগ অধিক। কারণ, শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রভুর

কীর্ত্তনরঙ্গের অভিনয়টা ভাল করিয়াই হয়। ভক্তিবহির্মুখ পাষণ্ডীগণ শ্রীবাসপণ্ডিতকে রাজদ্বারে অভিযুক্ত করিবে এইরূপ ভয় প্রদর্শন করে। তাঁহার ঘরদ্বার ভাঙ্গিয়া গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিবে বলিয়া ভয় দেখায়। একদিন নদীয়ায় জনরব উঠিল, বাদসাহের আজ্ঞায় দুই খানি নৌকা বোঝাই সৈন্য আসিয়া কীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইবে। পাষণ্ডীদিগের বিশ্বাস শ্রীবাসপণ্ডিতের জন্যই তাহাদের এই বিপদ উপস্থিত (১)। শ্রীবাসপণ্ডিতকে বান্ধিয়া দিলেই সকল আপদের শান্তি হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া পাষণ্ডীগণ পরস্পর মহা গণ্ডগোল করিতে লাগিল। নদীয়ার বৈষ্ণবগণ এসকল কথা শুনিলেন। শ্রীবাসপণ্ডিতের কর্ণেও একথা গেল। বৈষ্ণবগণ গোবিন্দ স্মরণ করিয়া কহিলেন "কৃষ্ণ যাহা করিবেন তাহাই হইবে"। শ্রীবাসপণ্ডিত পরম উদার এবং অতিশয় সরল প্রকৃতি। যে যাহা বলে তাহাতেই তাঁহার বিশ্বাস হয়; বিশেষতঃ তখন যবনের রাজ্য। বিধর্ম্মী মুসলমান রাজার দ্বারা সকল কুকর্ম্মই অনুষ্ঠিত হইতে পারে; এই ভাবিয়া তিনি ম্রিয়মাণ হইলেন। তাঁহার মনে ভয় হইল। অন্তর্য্যামী প্রভু আমার শ্রীবাসপণ্ডিতের অন্তর বুঝিলেন (২)।

এই সময়ে প্রভু একটু লীলারঙ্গ প্রকট করিলেন। তিনি নদীয়ায় আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র। যুগধর্ম্ম হরিনামসংকীর্ত্তন-যজ্ঞের প্রারম্ভ হইয়াছে মাত্র। পাষণ্ডীভয়ে ভীত ভক্তগণকে সাহস দিবার জন্য ভক্তবৎসল প্রভু এবার শ্রীবাসের গৃহে গিয়া আত্মপ্রকাশ করিবেন স্থির

(১) কেহো বোলে আরে ভাই পড়িল প্রমাদ।
শ্রীবাসের বাদে হৈল দেশের উৎসাদ ॥
আজি মুঞি দেয়ানে শুনিল সব কথা।
রাজার আজ্ঞায় দুই নাও আইসে এথা ॥
কোহো বোলে আমরা সভের কোন দায়।
শ্রীবাসে বান্ধিয়া দিব যেবা আসি চায় ॥ চৈঃ ভাঃ

(২) শ্রীবাস পণ্ডিত বড় পরম উদার।
যেই কথা শুনে ভাই প্রতীত তাঁহার ॥
যবনের রাজ্য দেখি মনে হৈল ভয়।
জানিলেন গৌরচন্দ্র ভক্তের হৃদয় ॥ চৈঃ ভাঃ

করিয়া নিজমন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। প্রাতঃকাল; সূর্য্যদেব উদয় হইয়াছেন। নদীয়ার রাজপথে শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র মদনমোহন বেশে তাঁহার অপরূপ রূপের ছটায় দশদিক আলোকিত করিয়া বাহির হইলেন। সদন্তে প্রভু আমার তাঁহার আজানুলম্বিত সুবলিত বাহুযুগল দোলাইতে দোলাইতে হেলিয়া দুলিয়া নদীয়ার রাজপথে নির্ভয়ে চলিয়াছেন। গঙ্গাতীরাভিমুখে প্রভু চলিয়াছেন। তাঁহার তাৎকালিক মদন-মোহন ত্রিভুবন-সুন্দর মনোহর বেশটি শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর কিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন শুনুন—

নির্ভয়ে বেড়ায় মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় মদন সুন্দর ॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়াছেন সুগন্ধি চন্দন।
অরুণ অধর শোভে কমল নয়ন ॥
চাঁচর চিকুরে শোভে পূর্ণচন্দ্র মুখ।
স্কন্ধে উপবীত শোভে মনোহর রূপ ॥
দিব্যবস্ত্র পরিধান অধরে তাম্বুল।
কৌতুকে কৌতুকে গেলা ভাগীরথীকুল ॥ চৈঃ ভা

পরম সুকৃতিবান নদীয়াবাসী শ্রীগৌরভগবানের এই অপূর্ব্ব রূপ-সুধা পান করিয়া কৃতার্থ হইলেন। পাষণ্ডীগণের ইহাতে অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল। প্রভুর এই ঐশ্বর্য্যভাবময় শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া তাহাদের মন বিষণ্ণ হইল।

"যতেক পাষণ্ডী সব হয় বিমরিষ"।

রাজপুত্রের ন্যায় স্বজনসঙ্গে প্রভু নদীয়াবিহার লীলারম্ভ করিয়া গঙ্গাতীরে আসিলেন। নদীয়ার রাজা শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র তাঁহার আবার রাজভয় কি? নদীয়ার ভক্তগণ, বৈষ্ণবগণ নদীয়ার রাজা শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের প্রজা। তাঁহাদেরও রাজভয় নাই। তাঁহাদের হৃদয়রাজা শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর সর্ব্বদা হৃদয়মধ্যে রাজত্ব করিতেছেন। তাঁহাদের আর ভয় কি?

প্রভু গঙ্গাতীরে আসিয়া গঙ্গার শোভা সন্দর্শন করিলেন। দিব্যদর্শন গঙ্গাপুলিনে মন্দ মন্দ তরঙ্গাঘাতে রাশিকৃত শুভ্র ফেনপুঞ্জ উচ্ছসিত হইতেছে। বোধ হইতেছে যেন গঙ্গাদেবী পুষ্পঅর্ঘ লইয়া প্রভুর পাদপদ্ম

অর্চ্চন করিতে আসিতেছেন। গঙ্গাপুলিনে গাভীবৎস বৃন্দ মনোহর ক্রীড়া করিতেছে; উর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া হাম্বারবে তাহারা যেন প্রভু-দর্শনানন্দ প্রকাশ করিতেছে। জল পানের ছল করিয়া গাভীবৃন্দ গঙ্গার তটে আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়া আনন্দে পুচ্ছ উর্দ্ধে তুলিয়া নৃত্য করিতেছে। কেহ ছুটিতেছে, কেহ জল পান করিতেছে, কেহ প্রভুর পদতলে আনন্দে শয়ন করিয়া আছে। এই সকল দেখিয়া প্রভুর মনে বৃন্দাবনস্মৃতির উদয় হইল। তিনি প্রেমানন্দে আবিষ্ট হইয়া হুঙ্কার গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শ্রীবদনে সেই এক কথা "মুঞি সেই, মুঞি সেই"। আত্ম-প্রকাশ লীলার মূলমন্ত্র প্রভুর শ্রীমুখের এই দুইটি বাক্য। অন্তরঙ্গ ভক্তগণ প্রভুর শ্রীবদনে এই মূলমন্ত্র শুনিলেই তাঁহার অন্তর বুঝিয়া পাদ্য অর্ঘ গন্ধ চন্দন ধূপ দীপ পুষ্পাদি লইয়া প্রভুর চরণ পূজা করিতেন। গঙ্গাতীর হইতে শ্রীবাসপণ্ডি-তের গৃহ অতি নিকটে। প্রভু "মুঞি সেই, মুঞি সেই" বলিয়া হুঙ্কার গর্জ্জন করিতে করিতে ভক্তবৃন্দসঙ্গে ধাইয়া শ্রীবাসের গৃহে গিয়া উঠিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহদেবতা শ্রীনৃসিংহদেব। তিনি গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া তখন পূজায় বসিয়াছিলেন। প্রভু দেবগৃহদ্বারে গিয়া সদন্তে দ্বারদেশে পদাঘাত করিয়া হুঙ্কার গর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন॥ "ওরে শ্রীবাসিয়া! তুই কাহার পূজা করিতেছিস্, কাহার ধ্যান করিতেছিস্? যাহারে পূজা করিতেছিস্, সে এখানে বিদ্যমান, এসে দেখ্ না?" যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

নৃসিংহ পূজয়ে শ্রীনিবাস যেই ঘরে।
পুনঃ পুনঃ লাথি মারে তাহার দুয়ারে॥
কাহারে বা পূজিস্ করিস্ কার ধ্যান।
যাহারে পূজিস্ তারে দেখ্ বিদ্যমান॥"

শ্রীবাসপণ্ডিত ধ্যানস্থ ছিলেন। তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি চতুর্দ্দিকে বিস্ময়ে চাহিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন তাঁহার ইষ্টদেব নৃসিংহদেবের স্থানে শচীনন্দন বীরাসনে বসিয়া আছেন। তাঁহার চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। তিনি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী। মত্ত সিংহের ন্যায় বামকক্ষে তালি দিয়া হুঙ্কার গর্জ্জন করিতেছেন।

দেখে বীরাসনে বসি আছে বিশ্বম্ভর।
চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদাপদ্মধর॥
গর্জ্জিতে আছয়ে যেন মত্ত সিংহাকার।
বাম কক্ষে তালি দিয়া করয়ে হুঙ্কার। চৈঃ ভাঃ

প্রভুর চতুর্ভুজমূর্ত্তি দর্শন করিয়া শ্রীবাসপণ্ডিতের সর্ব্বঅঙ্গ থর থর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি জড়বৎ স্তম্ভিত হইয়া করযোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। শ্রীগৌরভগবান তখন বজ্রগম্ভীর নিনাদে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

——আরে শ্রীনিবাস।
এত দিন না জানিস্ আমার প্রকাশ॥
তোর উচ্চ সংকীর্ত্তনে নাড়ার হুংকারে।
ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ আইলুঁ সর্ব্ব পরিবারে॥
নিশ্চিন্তে আছহ তুমি আমারে আনিয়া।
শান্তিপুরে গেল নাড়া আমারে এড়িয়া॥
সাধু উদ্ধারিমু দুষ্ট বিনাশিমু সব।
তোর কিছু চিন্তা নাই পড়্ মোর স্তব॥

শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভুর কৃপায় বাহ্যজ্ঞান পাইলেন। প্রভুর এই পরমাশ্চর্য্য আত্মপ্রকাশ দেখিয়া তাঁহার সকল ভয় দূর হইল। প্রেমানন্দে তাঁহার সর্ব্ব অঙ্গ পুলকিত হইল। দুই হস্ত যোড় করিয়া শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভুর আদেশে মহামহিমাময় শ্রীশ্রীগৌরভগবানকে ভাগবতের এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া কান্দিতে কান্দিতে স্তব করিলেন।

নৌমীড্যতেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংস পরিপিচ্ছিল সন্মুখায়।
বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপঙ্কজায়॥

অর্থ—হে প্রভো! নবীন জলদের ন্যায় তোমার দেহ, বিদ্যুদ্দামের ন্যায় ত্বদীয় বস্ত্র, গুঞ্জা পুষ্প নির্ম্মিত দুইটি কর্ণ ভূষণ, ও ময়ুরপুচ্ছ বিরচিত চূড়ায় ত্বদীয় মুখমণ্ডল সমধিক দীপ্তি প্রকাশ করিতেছে, তুমি বনজাত নানা বর্ণের পত্র কুসুমে গ্রন্থিত মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়াছ; কবল বা দধি সম্বলিত অন্নের গ্রাস, আর বেত্র, বেণু ও শৃঙ্গ এই সকলই

তোমার অসাধারণ চিহ্ন, এই সমস্তই তোমার সৌন্দর্য্য, ত্বদীয় পদদ্বয় অতীব কোমল। তুমি পশুপালক নন্দের নন্দন। আর স্তবের যোগ্যও একমাত্র তুমি। অতএব তোমাকে লাভের জন্যই আমি তোমার স্তব করি।

ভাগবতীয় শ্রীকৃষ্ণস্তবের এই শ্লোক পাঠ দ্বারা প্রভুকে স্তব করিয়া শ্রীবাসপণ্ডিতের মন উঠিল না। তিনি তখন নিজ ভাষায় স্বচ্ছন্দভাবে যাহা তাঁহার মুখে আসিল তাহাই বলিয়া শচীনন্দনের স্তব করিতে লাগিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

বিশ্বম্ভর চরণে আমার নমস্কার।
নবঘন জিনি বর্ণ পীত বাস যাঁর॥
শচীর নন্দন পদে মোর নমস্কার।
নব গুঞ্জা শিখিপুচ্ছ ভূষণ যাঁহার॥
গঙ্গাদাস শিষ্যপদে মোর নমস্কার।
কোটি চন্দ্র যিনি রূপ বদন যাঁহার॥
বনমালা করে দধি ওদন যাঁহার।
জগন্নাথপুত্র পদে মোর নমস্কার॥
শৃঙ্গ বেত্র বেণু চিহ্ন ভূষণ যাঁহার।
সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার॥
চারি বেদে যারে ঘোষে নন্দের কুমার।
সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার॥
তুমি বিষ্ণু তুমি কৃষ্ণ তুমি যজ্ঞেশ্বর।
তোমার চরণোদকে গঙ্গা-তীর্থ-বর॥
জানকীজীবন তুমি তুমি নরসিংহ।
অজ ভব আদি তব চরণের ভৃঙ্গ॥
তুমি সে বেদান্ত বেদ তুমি নারায়ণ।
তুমি সে ছলিলা বলি হইয়া বামন॥
তুমি হয়গ্রীব তুমি জগতজীবন।
তুমি নীলাচলচন্দ্র সভার তারণ॥
তোমার মায়ায় কার নাহি হয় ভঙ্গ।
কমলা না জানে যার সনে এক সঙ্গ॥
সঙ্গী সখা ভাই সব সর্ব্বমতে সেবে।
হেন প্রভু মোহ মানে অন্য জনা কে॥
মিথ্যা গৃহবাসে মোরে পাড়িয়াছ ভোলে।
তোমা না জানিয়ে মোর জন্ম গেল হেলে॥
নানা মায়া করি তুমি আমারে বঞ্চিলা॥
সাজি ধুতি আদি করি আমার বহিলা।
তাতে মোর ভয় নাহি শুন প্রাণনাথ॥
তুমি হেন প্রভু মোর হৈলা সাক্ষাৎ॥
আজি মোর সকল দুঃখের হৈল নাশ।
আজি মোর দিবস হৈল পরকাশ॥
আজি মোর জন্ম কর্ম্ম সকল সফল।
আজি মোর উদয় সকল সুমঙ্গল॥
আজি মোর গৃহ কুল হইল উদ্ধার।
আজি সে বসতি ধন্য হৈল আমার॥
আজি মোর নয়নের ভাগ্যের নাহি সীমা।
তাহা দেখি যাঁহার চরণ সেবে রমা॥ চৈঃ ভাঃ

এই রূপ প্রেমাবিষ্টভাবে স্তুতি করিতে করিতে শ্রীবা পণ্ডিত প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। প্রেমান আকুল ক্রন্দন করিতে করিতে প্রভুর পদরজে পুনঃ পু গড়াগড়ি দিলেন। মহা ভাগ্যবান শ্রীবাসপণ্ডিতের স অঙ্গ পুলকপূর্ণ, নয়নে অবিরল প্রেমাশ্রুধারা, প্রেমকম্পি কলেবর; তিনি ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন তিনি যেন আজ আনন্দসাগরে ডুবিয়াছেন। প্র শ্রীবাসের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া দেবমন্দিরে বসি আনন্দে হাসিতেছেন। ভক্তের ভগবান শচীনন্দন ভক্তে অকপট প্রেমভক্তিপূর্ণ স্তুতিগানে তুষ্ট হইয়া শ্রীবা পণ্ডিতকে মধুর বচনে কহিলেন—

স্ত্রী পুত্র আদি যত তোমার বাড়ীর।
দেখুক আমার রূপ করহ বাহির॥
সস্ত্রীক হইয়া পূজ চরণ আমার।
বর মাগ যেন ইচ্ছা আছয়ে তোমার॥" চৈঃ ভা

প্রভু তখন পর্য্যন্ত ঐশ্বর্য্যভাবে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি বীরাসনে নৃসিংহদেবের সিংহাসনে বসিয়া আছেন। শ্রীব পণ্ডিতের গোষ্ঠীর উপর প্রভুর অসীম কৃপা। তাঁহা ঘাটীর যবন দরজীকে পর্য্যন্ত প্রভু কৃপা করিয়া স্ব

দেখাইয়াছিলেন। সে সকল লীলাকথা পরে বলিব। শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া সর্ব্ব পরিবারসহ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নৃসিংহপূজার জন্য ধূপ দীপ গন্ধ চন্দন পুষ্পাদি যাহা কিছু ছিল, তাহা প্রভুর পাদপদ্মে অর্পন করিয়া পূজা করিলেন।

বিষ্ণুপূজা নিমিত্ত যতেক পুষ্প ছিল।
সকল প্রভুর পায়ে সাক্ষাতেই দিল॥ চৈঃ ভাঃ

শ্রীবাসপণ্ডিত সস্ত্রীক হইয়া শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের চরণে পতিত হইলেন। ভাই, বন্ধু, পত্নী, দাস, দাসী, আত্মীয়-স্বজন সকলেই প্রভুর স্বরূপ দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে কান্দিয়া আকুল হইলেন। ভক্তবৎসল প্রভু আমার একে একে সকলের মস্তকের উপরে শ্রীচরণ দিয়া মধুর হাসিয়া বলিলেন—

"মোর চিত্ত হউ সভাকার"।

প্রভুর এই শুভ আশীর্ব্বাদবাক্য শ্রবণে সকলে আনন্দে গদগদ হইয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার চরণকমলে নিপতিত হইতে লাগিলেন আর সকলে মিলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

প্রভু এক্ষণে তাঁহার মহামহিমাময় ঐশ্বর্য্যরূপ সম্বরণ করিলেন। তিনি ভগবানভাবে শ্রীবাসপণ্ডিতকে সম্বোধন করিয়া মধুর হাসিয়া নিজতত্ত্ব কহিলেন—

অয়ে শ্রীনিবাস! কিছু মনে ভয় পাও।
শুনি তোমা ধরিতে আইসে রাজ নাও॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে যত জীব বৈসে।
সভার প্রেরক আমি আপনার বশে॥
মুঞি যদি বোলাঙ সেই রাজার শরীরে।
তবে সে বলিব সেহ ধরিবার তরে॥
যদি বা এমত নহে স্বতন্ত্র হইয়া।
ধরিবারে বোলে, তবে মুঞি চাহো ইহা॥
মুঞি গিয়া সর্ব্ব আগে নৌকায় চড়িমু।
এইমত গিয়া রাজগোচর হইমু॥
মোরে দেখি রাজা কি বসিব বীরাসনে।
বিহ্বল করিয়া না পাড়িমু সেই খানে॥
যদিবা এমত নহে স্বতন্ত্র হইয়া।
জিজ্ঞাসিব মোরে তবে মুঞি চাহোঁ ইহা॥
নতুবা এমত নহে জিজ্ঞাসিব মোরে।
সেহ মোর অভীষ্ট শুনহ কহোঁ তোরে॥
শুন শুন অয়ে রাজা সত্য মিথ্যা জান।
যতেক মোল্লা কাজী সব তোর আন॥
হস্তী ঘোড়া পশু পক্ষী যত তোর আছে।
সকল আনহ রাজা আপনার কাছে॥
এবে হেন আজ্ঞা কর সকল কাজীরে।
আপনার শাস্ত্র বলি কান্দাও সভারে।
না পারিল তারা যদি এতেক করিতে।
তবে সে আপন ব্যক্ত করিব রাজাতে॥
সংকীর্ত্তন মানা কর এগুলার বোলে।
যত তার শক্তি এই দেখিল সকলে॥
মোর শক্তি দেখ এবে নয়ন ভরিয়া।
এত বলি মত্ত হস্তী আনিব ধরিয়া॥
হস্তী ঘোড়া মৃগ পাখী একত্র করিয়া।
সেই খানে কান্দাইমু শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া॥
রাজার যতেক গণ রাজার সহিতে।
সভা কান্দাইমু কৃষ্ণ বলি ভাল মতে॥
ইহাতে বা অপ্রত্যয় তুমি বাস মনে।
সাক্ষাতেই করোঁ দেখো আপন নয়নে॥" চৈঃ ভাঃ

শ্রীবাসপণ্ডিতের মনে যবনরাজার অত্যাচারের ভয় উদিত হইয়াছিল, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পাষণ্ডীগণ তাঁহাকে যে ভয় দেখাইয়াছিল, সেই ভয়ে ভীত হইয়া তিনি প্রভুকে স্মরণ করিয়াছিলেন। ভক্তবৎসল প্রভু আমার ভক্তদুঃখ দূর করিতে নিজতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া সকল কথাই শ্রীবাসপণ্ডিতকে বুঝাইলেন। ভক্তের ভয় নিবারণের জন্য ভবভয়ভঞ্জন প্রভু আমার এই লীলারঙ্গটি প্রকট করিলেন। সর্ব্বশেষে প্রভু শ্রীবাসপণ্ডিতকে কহিলেন "আমার কথায় যদি তুমি প্রত্যয় না কর, তবে এস আমার প্রভাব তোমাকে সাক্ষাতে দেখাইয়া দিই"। এই বলিয়া শ্রীগৌর ভগবান চারি বৎসর বয়স্কা বালিকা শ্রীবাসপণ্ডিতের ভ্রাতু-

পুত্রীকে সম্মুখে দেখিয়া তাহাকে আদর করিয়া নিকটে ডাকিয়া সস্নেহে কহিলেন "নারায়ণি! কৃষ্ণ বলিয়া একবার কাঁদ ত?" প্রভুর আদেশমাত্র সেই বালিকার সর্ব্ব অঙ্গ পুলকে পরিপূর্ণ হইল। "হা কৃষ্ণ" বলিয়া প্রেমানন্দে কান্দিতে কান্দিতে নারায়ণী ভূমিতলে পতিত হইল। তাহার নয়নের জলে ভূমিতল সিক্ত হইল (১)। প্রেমাশ্রু ধারায় তাঁহার সর্ব্ব অঙ্গ প্লাবিত হইল। "হা কৃষ্ণ" বলিয়া কান্দিতে কান্দিতে বালিকা প্রভুর চরণতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। সকলে ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। এই ভাগ্যবতী বালিকা শ্রীগৌরাঙ্গলীলার ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুরের গর্ভধারিণী। সর্ব্ব অবতার শিরোমণি শ্রীগৌরভগবানের লীলা রচনা করিয়া কৃতার্থ হইবার মানসে স্বয়ং ব্যাসদেব এই মহা ভাগ্যবতী রমণী নারায়ণীর গর্ভে উদয় হন।

প্রভুর এই লীলারঙ্গ দেখিয়া শ্রীবাসপণ্ডিতের সকল ভয় দূর হইল। তিনি আনন্দে বিভোর হইয়া প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন—

"কালরূপী তোমার বিগ্রহ ভগবানে।
যখনে সকল সৃষ্টি সংহারিয়া আনে॥
তখনে না করি ভয় তোর নাম বলে।
এখন কিসের ভয় তোর নাম বলে॥" চৈঃ ভাঃ

আবিষ্ট হইয়া শ্রীবাসপণ্ডিত এই কথাগুলি বলিলেন। প্রচ্ছন্ন অবতার প্রভু তাঁহার কথা শুনিয়া মৃদু মধুর হাসিয়া তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া গোপনে কহিলেন, "শ্রীবাস! অদ্যকার এসকল কথা কাহারও নিকট বলিও না"।

শ্রীবাসেরে আজ্ঞা কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
না কহিও এসব কথা কাহারও গোচর॥ চৈঃ ভাঃ

শ্রীবাসপণ্ডিত অবনত মস্তকে প্রভুর আদেশ অঙ্গীকার করিলেন। প্রচ্ছন্ন অবতার এখানে আত্ম-গোপন করিলেন। শ্রীবাসপণ্ডিতের গোষ্ঠীর ভাগ্যের সীমা নাই। তাঁহার দাসদাসী পর্য্যন্ত পূর্ণব্রহ্ম সনাতন স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের স্বরূপ-ঐশ্বর্য্য দর্শন লাভ করিলেন। শ্রীবাসপণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় নারদের অবতার। তিনি পঞ্চতত্ত্বের এক তত্ত্ব। এই মহাপুরুষের অঙ্গনে যুগধর্ম্ম ভুবনমঙ্গল হরিসংকীর্ত্তনযজ্ঞের যে অনুষ্ঠান হয়, তাহার প্রভাব আজ সমগ্র জগতে অনুভূত হইতেছে। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীবাসপণ্ডিতের মহিমা গান করিয়া লিখিয়াছেন—

চারি বেদে যারে দেখিবারে অভিলাষ।
তাহা দেখে শ্রীবাসের যত দাসী দাস॥
কি বলিব শ্রীবাসের উদার চরিত্র।
যাহার চরণধুলি সংসার পবিত্র॥
কৃষ্ণ অবতার যেন বসুদেব ঘরে।
যতেক বিহার সব নন্দের মন্দিরে॥
জগন্নাথ ঘরে হৈল এই অবতার।
শ্রীবাসপণ্ডিত গৃহে সকল বিহার॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রিয় পণ্ডিত শ্রীবাস।
তাঁর বাড়ী গেলে মাত্র সভার উল্লাস॥
অনুভবে যারে স্তব করে বেদমুখে।
শ্রীবাসের দাসদাসী তারে দেখে সুখে॥

শ্রীবাস-অঙ্গন প্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস-লীলাস্থলী। শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের রাসলীলা ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের কীর্ত্তনবিলাস-লীলা এক তত্ত্ব। অতএব শ্রীবাস-অঙ্গন নবদ্বীপ-লীলার রাসস্থলী। শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহে প্রভুর আত্মপ্রকাশ-লীলা এবং শ্রীবাস কর্ত্তৃক প্রভুর স্তুতিপাঠের ফলশ্রুতি শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর কি লিখিয়াছেন শুনুন—

(১) সম্মুখে দেখয়ে এক বালিকা আপনি।
শ্রীবাসের ভাতৃসুতা নাম নারায়ণী॥
অদ্যাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে যাঁর ধ্বনি।
চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী॥
সর্ব্বভূত অন্তর্য্যামী প্রভু গৌরচন্দ্র।
আজ্ঞা কৈল নারায়ণী কৃষ্ণ বলি কাঁন্দ।
চারি বৎসরের সেই উন্মত্ত চরিত।
হা কৃষ্ণ বলি কান্দে নাহিক সম্বিত॥
অঙ্গ বহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে।
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে॥ চৈঃ ভাঃ

শ্রীবাস করিলা স্তুতি দেখিয়া প্রকাশ।
ইহা যেই শুনে সেই হয় কৃষ্ণদাস॥

শ্রীবাসের প্রতি প্রভুর অপার কৃপা। ভক্ত অবতার শ্রীবাসপণ্ডিতের পুণ্য চরিতকাহিনী অনুশীলন করিবার সৌভাগ্য প্রভু যদি কৃপা করিয়া দান করেন, যথাস্থানে তাহা বর্ণনা করিয়া কৃতকৃতার্থ হইব।

উনত্রিংশ অধ্যায়।

নবদ্বীপে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ-মিলন

নবদ্বীপে নিত্যানন্দচন্দ্র আগমন।
ইহা যেই শুনে তারে মিলে প্রেমধন॥
শ্রীচৈতন্যভাগবত।

—:**:—

ইতিপূর্ব্বে হরিদাস ঠাকুরের নবদ্বীপ আগমন-কথা বলিয়াছি। ঠাকুর লোচনদাস লিখিয়াছেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নবদ্বীপ আগমনের পর হরিদাসঠাকুর নবদ্বীপে আগমন করেন। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল শ্রীগ্রন্থে শ্রীনিত্যানন্দ আগমন বর্ণনার পর ঠাকুর লোচনদাস হরিদাসঠাকুরের-নবদ্বীপ আগমন বর্ণনা করিয়াছেন। হরিদাসঠাকুর শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নিকট শান্তিপুরে ছিলেন। প্রভুর ইচ্ছায় তিনি সংকীর্ত্তনযজ্ঞারম্ভেই নদীয়ায় আগমন করেন। হরিদাসঠাকুর অগ্রে আসেন, কি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অগ্রে আসেন এবিষয় লইয়া বিচার বা তর্ক করিবার কোন প্রয়োজন বুঝি না। লীলাগ্রন্থ ইতিহাস নহে।

ঠাকুর লোচনদাস নবদ্বীপে হরিদাস ঠাকুরের শুভাগমন বৃত্তান্তটি অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। কৃপাময় পাঠকবৃন্দ তাঁহার লিখিত নিম্নলিখিত সরস পয়ার কয়টি আস্বাদন করুন (১)। হরিদাসঠাকুর শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর অন্তরঙ্গ অনুচর। গৌর-আনা-গোসাঞির তিনি গৌর-আনা-কার্য্যের প্রধান সহায়। হরিদাস ঠাকুরের উচ্চ সংকীর্ত্তনে, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রেম-হুঙ্কার-গর্জ্জনে এবং তুলসী-গঙ্গাজলে সুদৃঢ় ভজনে শ্রীশ্রীগৌরভগবানকে গোলোকের সুখসম্পদ ছাড়িয়া কলির জীবোদ্ধার-কার্য্য সম্পন্ন করিতে নদীয়ায় শচীগর্ভে উদয় হইতে হইয়াছিল। ঠাকুর হরিদাস ব্রহ্মার অবতার এবং শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মহাবিষ্ণুর অবতার। উভয়ের সম্বন্ধ উভয়ে বিশেষ জানেন। উভয়ের কার্য্য একযোগে উভয়ে করিতেছেন। নদীয়ার অবতার শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যুগ-ধর্ম্ম সংকীর্ত্তন-যজ্ঞারম্ভে হরিদাসঠাকুরকে নিজধামে টানিয়া লইলেন। এক্ষণে তিনি তাঁহার অভিন্ন কলেবর, জীবোদ্ধারকার্য্যের প্রধান সহায়, নবদ্বীপলীলার সর্ব্বপ্রধান অভিনেতা, তাঁহার পূর্ব্বলীলার বলাইদাদা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে স্মরণ করিলেন এবং নদীয়ায় আকর্ষণ করিলেন।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু নদীয়ায় অবতীর্ণ হইবার বহুপূর্ব্বে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু রাঢ়দেশে একচক্রা গ্রামে ১৩৯৫ শকে শুভ মাঘী শুক্ল ত্রয়োদশীতিথিতে হাড়ো ওঝা বা হাড়াই

(১) হেনই সময়ে মহাশয় হরিদাস।
কৃষ্ণ নামে নিরন্তর অন্তর উল্লাস॥
কৃষ্ণ পাদাম্বুজ মধুময় মত্ত ভৃঙ্গ।
রসের আবেশে আইসে তরুণিম সিংহ॥
আচম্বিতে নবদ্বীপে মিলিলা আসিয়া।
আইস আইস ডাকে প্রভু সন্তোষ করিয়া॥
নির্ভর প্রেমায় কৈল গাঢ় আলিঙ্গন।
আদেশিল মহাপ্রভু বসিতে আসন॥
সুচতুর হরিদাস পরনাম করে।
আপনে ঠাকুর তার কর ধরি তুলে॥
সুগন্ধ চন্দন অঙ্গে লেপিল তাহার।
অঙ্গের প্রসাদ মালা দিল আপনার॥ চৈঃ মঃ

পণ্ডিতের ভক্তিমতী স্ত্রী পদ্মাবতী দেবীর গর্ভে উদয় হন(১)। দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত একচক্রা গ্রামে বাল-নিত্যানন্দ বাল্যলীলা-রঙ্গে পিতৃগৃহে অবস্থিতি করেন। এইসময়ে এক পরম জ্যোতিবিশিষ্ট অপরূপ সন্ন্যাসী তাঁহার পিতৃগৃহে অতিথি হন। এই সন্ন্যাসী বিদায়কালে তাঁহার পিতামাতার নিকটে বালক নিত্যানন্দকে ভিক্ষা করেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পিতা মাতা অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। এই বালকটি তাঁহাদের একমাত্র জীবন সম্বল পুত্ররত্ন। অতিথি সন্ন্যাসীর প্রার্থনা তাঁহারা পূর্ণ করিলেন বটে; কিন্তু পুত্রকে বিদায় দিয়া স্বামী-স্ত্রী উভয়ে জীবন্মৃত হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পিতৃদত্ত নাম কুবের,—গুরুদত্ত নাম নিত্যানন্দ। তাঁহার গুরুর নাম শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতি। কেহ কেহ বলেন তিনি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ছিলেন। সেকথা লইয়া তর্ক অনাবশ্যক।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিত্রালয় পরিত্যাগ করিয়া যতিধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া প্রায় বিংশতি বৎসর কাল ভারতবর্ষের নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া নবদ্বীপে আগমন করেন। নবদ্বীপে আসিবার পূর্ব্বে কিছু দিন তিনি শ্রীবৃন্দাবনের বনে বনে তাঁহার ছোট ভাই প্রাণকানাইকে অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান। তিনি দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালেই সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াছিলেন। তীর্থ পর্য্যটনকালেও তিনি শাস্ত্রাধ্যায়নে বিরত থাকিতেন না। শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে—

"ন্যায়চূড়ামণি ইঁহার শাস্ত্রের আখ্যাতি"।

তীর্থ পর্য্যটনকালে কৃষ্ণপ্রেমরসসিন্ধু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর সহিত তিনি বহুদিন সঙ্গ করেন।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অপরূপ রূপ ছিল। এত রূপের মানুষ কেহ কখন দেখে নাই। রূপের আকর্ষণ বড় তীব্র। যিনি তাঁহার অপরূপ রূপ একবার দর্শন করিতেন, তিনি তাঁহার কাছ ছাড়া হইতে পারিতেন না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু রূপের সাগর ছিলেন। সে রূপের বর্ণনা পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ স্বচক্ষে দেখিয়া এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

অরুণ বসনে, বিবিধ ভূষণে, শিরেতে পাগ লটপটিয়া।
চৌদিকে ফিরিফিরি, বাহুযুগ তুলি, নাচত হরিহরি বলিয়া॥
নিতাই রঙ্গিয়া নাচে॥ ধ্রু॥
অরুণ নয়নে, ও চাঁদ বদনে, কত না মাধুরী আছে।
চলন সুন্দর, মত্ত করিবর, নূপুর ঝঙ্কৃত করিয়া।
ভাবে অবশ, নাহি দিগ পাশ, "গৌর" বলি হুঙ্কারিয়া॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গভগবানের আদি ভক্ত। গৌরনাম ভিন্ন তিনি অন্য কিছু জানিতেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন ঠাকুর লিখিয়াছেন—

চৈতন্যের আদি ভক্ত নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্যের যশ বৈসে যাঁহার জিহ্বায়॥
অহর্নিশ চৈতন্যের কথা প্রভু কহে।
তানে ভজিলে সে চৈতন্য ভক্তি হয়ে॥ চৈঃ ভাঃ

এখানে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর তত্ত্ব কিছু বলিব। তত্ত্বকথা অতি বৃহৎ বস্তু। উহা জীব-বুদ্ধির অগোচর। মহাজন ঋষিগণ সাধারণ জীব নহেন। তাঁহারা ত্রিকালজ্ঞ ঋষি এবং শ্রীভগবানের নিত্যদাস। তাঁহারা যে তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিয়া জীবহিতার্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহাই কিছু কিছু এখানে উদ্ধৃত করিব। শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণ তাঁহার অবতারের সঙ্গে সঙ্গে ভূতলে অবতীর্ণ হন। অবতার-তত্ত্ব জানাইবার জন্যই তাঁহাদের আবির্ভাব। তাঁহারা শ্রীভগবানের অবতার-তত্ত্ব না বুঝাইয়া দিলে জীবের সাধ্য কি এই গূঢ়তত্ত্ব বুঝে।

---

(১) রাঢ় দেশে এক চাকা নামে গ্রাম ধন্য।
যাঁহ নিত্যানন্দ রাম হৈল অবতীর্ণ॥
বসুদেব অবতার হাড়াই পণ্ডিত।
তান্ পুত্র নিত্যা নন্দ সদাই আনন্দিত॥
পদ্মাবতী মাতা তাঁর সাধ্বী শিরোমণি।
মোর প্রভু (২) কহে যাঁরে সাক্ষাৎ রোহিণী॥
তেরশত পঁচানব্বই শকে মাঘ মাসে।
শুক্লা ত্রয়োদশীতে রামের পরকাশে।
ব্রজে বলরাম যেঁই সেঁই নিত্যানন্দ।
অবতীর্ণ হৈলা বিতরিতে প্রেমানন্দ॥
(অদ্বৈতপ্রকাশ)

(২) শ্রীঅদ্বৈত প্রভু।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাসকবিরাজ গোস্বামী নিম্নলিখিত পঞ্চশ্লোকে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব লিখিয়া গিয়াছেন। যথা—

সঙ্কর্ষণকারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ীচ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলা স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥
মায়াতীতে ব্যাপি বৈকুণ্ঠলোকেপূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥
মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসংঘাশ্রয়াঙ্গঃ শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্বোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদি দেবাস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥
যস্যাংশাংশঃ শ্রীলগর্ভোদশায়ী যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালং।
লোক স্রষ্টুঃ সূতিকাধাম ধাতুস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥
যস্যাংশাংশাংশ পরাত্মাখিলানাং পোষ্টাবিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলাসোঽপ্যনন্তস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামংপ্রপদ্যে ॥

অর্থ—যিনি চতুর্ব্যূহমধ্যস্থিত সঙ্কর্ষণকারণাব্ধিশায়ী মহাসমষ্টির অন্তর্য্যামী প্রথম পুরুষ মহাবিষ্ণু, যিনি হিরণ্যগর্ভের অন্তর্য্যামী গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ সহস্রশীর্ষা বিরাট, যিনি ব্যষ্টি, জীবের অন্তর্য্যামী ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয় পুরুষ চতুর্ভুজ বিষ্ণু এবং যিনি অনন্তদেব, ইঁহারা যাঁহার অংশ ও কলা সেই শ্রীনিত্যানন্দ নামক বলরাম অবতার বা মূল সঙ্কর্ষণের আমি শরণাগত হইলাম।

মায়াতীত পূর্ণৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ সর্ব্বব্যাপক শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারি ব্যূহের মধ্যে সঙ্কর্ষণ নামক যাঁহার রূপ প্রকাশিত আছে, সেই শ্রীনিত্যানন্দ নামক বলরাম অবতারের আমি শরণাগত হইলাম।

যিনি সাক্ষাৎ মায়াধীশ অর্থাৎ মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করিয়া থাকেন, ব্রহ্মাণ্ড সমূহ যাঁহার অণ্ড হইতে উদ্ভব হইয়াছে, যিনি কারণার্ণবে শয়ন করিয়া আছেন সেই আদি অবতারপুরুষ মহাবিষ্ণু যাঁহার একাংশ, সেই শ্রীনিত্যানন্দাখ্য বলরাম অবতারের আমি শরণাগত হইলাম।

চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক লোক সকল যাঁহার আশ্রয়, এবং যাঁহার নাভিপদ্ম লোকপিতামহ ব্রহ্মার উৎপত্তিস্থান, সেই গর্ভোদশায়ী বিরাটপুরুষ যাঁহার অংশের অংশ সেই শ্রীনিত্যানন্দনামক বলরামঅবতারের আমি শরণাগত হইলাম।

নিখিলজীবের অন্তর্য্যামী ও পালনকর্ত্তা বিষ্ণু যাঁহার অংশাংশের অংশ এবং ধরণীধর সুপ্রসিদ্ধ অনন্তদেবও যাঁহার কলা, সেই শ্রীনিত্যানন্দাখ্য বলরামঅবতারের আমি শরণাগত হইলাম।

পূজ্যপাদ কবিরাজগোস্বামী তাঁহার নিজকৃত পয়ার শ্লোকেও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর এই মূলতত্ত্ব নির্ণয় এবং ব্যাখ্যা করিয়া কলিহত জীবের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

সর্ব্ব অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম ॥
একই স্বরূপ দোঁহে ভিন্ন মাত্র কায়।
আদ্য কায়ব্যূহ কৃষ্ণলীলার সহায় ॥
সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ॥
সেই বলরাম সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ ॥
শ্রীবলরাম গোসাঞি মূল সঙ্কর্ষণ।
পঞ্চরূপ (১) ধরি করে কৃষ্ণের সেবন ॥
আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায়।
সৃষ্টিলীলা কার্য্য করে ধরি চারি কায় ॥
সৃষ্ট্যাদিক (২) সেবা তাঁর আজ্ঞার পালন।
শেষরূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন ॥ (৩)

---

(১) "পঞ্চ রূপ" = সঙ্কর্ষণ, কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী, শেষ, এই পাঁচ রূপ। তাহার মধ্যে আপনি অর্থাৎ সঙ্কর্ষণ রূপে কৃষ্ণলীলার সাহার্য্য করেন; আর কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি চারি রূপে সৃষ্টি কার্য্যাদি করেন।

(২) সৃষ্টাদি কার্য্যের দ্বারা কি প্রকারে ভগবত্সেবা হয় তাহা কহিতেছেন,—"সৃষ্টাদিক সেবা তাঁর আজ্ঞার পালন।" ইহার অর্থ সৃষ্টাদি কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করাই তাঁহার সেবা।

(৩) "বিবিধ সেবন" =

নিবাসশয্যাসনপাদুকাংশুকোপাধানবর্ষাতপবারণাদিভিঃ।
শরীরভেদৈস্তদশেষতাং গতৈর্যথোচিতং শেষ ইতিরিতো জনৈঃ ॥

এই শ্লোকোক্ত বাসস্থান, শয্যা, আসন, পাদুকা, বস্ত্র, উপাধান ছত্র প্রভৃতি রূপ ধারণ করিয়া শেষ রূপে সেবা করেন।

সর্ব্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণসেবানন্দ।
সেই রাম চৈতন্যের সঙ্গে নিত্যানন্দ॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে প্রভুবাক্য শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি—

নামরূপে তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত।
শ্রীবৈষ্ণবধাম তুমি ঈশ্বর অনন্ত॥
যতকিছু তোমার শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কার।
সত্য সত্য সত্য ভক্তিযোগ অবতার॥
স্বর্ণ মুক্তা হীরা কষা রুদ্রাক্ষাদি রূপে।
নববিধা ভক্তি ধরি আছ নিজ সুখে॥
নীচ জাতি পতিত অধম যত জন।
তোমা হৈতে সভার হৈল বিমোচন॥
যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বালক সভারে।
তাহা বাঞ্ছে সুরসিদ্ধ মুনি যোগেশ্বরে॥
স্বতন্ত্র করিয়া বেদে যে কৃষ্ণেরে কয়।
হেন কৃষ্ণ পার তুমি করিতে বিক্রয়॥
তোমার মহিমা জানিবারে শক্তি কার।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণরস-অবতার॥
বাহ্য নাহি জান তুমি সঙ্কীর্ত্তনসুখে।
অহর্নিশ কৃষ্ণগুণ তোমার শ্রীমুখে॥
কৃষ্ণচন্দ্র তোমার হৃদয়ে নিরন্তর।
তোমার বিগ্রহ কৃষ্ণবিলাসের ঘর॥
অতএব তোমারে যে জন প্রীত করে।
সত্য সত্য সত্য কৃষ্ণ না ছাড়েন তাঁরে॥

প্রভুবাক্য সর্ব্বতত্ত্বসার। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু পরমেশ্বর, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ঈশ্বর। ঈশ্বরতত্ত্ব পরমেশ্বর জানেন। ক্ষুদ্রজীব অল্পবুদ্ধি। ঈশ্বরতত্ত্বের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে অসক্ত। শ্রীগৌরাঙ্গলীলার ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

ঈশ্বরে পরমেশ্বরে কি হইল কথা।
বেদে ইহার তত্ত্ব জানেন সর্ব্বথা॥
নিত্যানন্দে চৈতন্যে যখন দেখা হয়।
প্রায় আর কেহো নাহি থাকে সে সময়॥

প্রভু কলির প্রচ্ছন্ন অবতার। তাঁহার নবদ্বীপলীলা গুপ্তলীলা। প্রভু যেমন আপন-তত্ত্ব প্রকাশ করেন না, তেমনি তাহা কাহাকেও প্রকাশ করিতেও দেন না; সেইরূপ তিনি তাঁহার অভিন্ন-কলেবর শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকেও লুকাইতে চাহেন; তাঁহার তত্ত্বও প্রকাশ করিতে চাহেন না।

আপনারে যেন প্রভু না করেন ব্যক্ত।
এইমত লুকায়েন নিত্যানন্দ তত্ত্ব॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভু লুকাইলে কি হইবে? তাঁহার অন্তরঙ্গ নিত্যানন্দ পার্ষদগণ, কলিক্লিষ্ট জীবের মঙ্গলের জন্য প্রভুর ইচ্ছায় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকেও প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা অতি সুস্পষ্ট কথায় লিখিয়া গিয়াছেন—

"ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই
বলরাম হৈল নিতাই"।

এই পর্য্যন্ত তত্ত্বকথা। এক্ষণে তত্ত্বকথা ছাড়িয়া লীলাকথা বলিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি তত্ত্বকথা বৃহৎ বস্তু। আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীব। তত্ত্বকথা বুঝি না। তবে মহাজন ঋষিগণ যাহা উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আমাদের অকপট বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত। ঋষিবাক্যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস না থাকিলে ভজনপথে অগ্রসর হওয়া যায় না। মহাজন ঋষিবাক্যে যাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস নাই, তিনি বড়ই দুর্ভাগ্য।

"বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর"।

এই মহাজনবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া ভজনপথে অগ্রসর হউন, দেখিবেন অতি শীঘ্র সুফল ফলিবে। শ্রীল কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—

তর্ক না করিহ, তর্ক অগোচর তাঁর রীতি।
বিশ্বাস করিয়া শুন করিয়া প্রতীতি॥

প্রভুর নবদ্বীপ-লীলারস-লোলুপ কৃপাময় পাঠকবৃন্দ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নবদ্বীপ-আগমন বৃত্তান্ত মন দিয়া শ্রবণ করুন। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-মিলন-কাহিনী অতি মধুর। প্রভুর নবদ্বীপ-লীলাসমুদ্রের এইটি প্রবল প্রবাহ। শতধার হইয়া এই লীলা-প্রবাহটি প্রবাহিত হইয়াছে; মধুপূর্ণ কলস ভঙ্গ হইলে যেমন শতধারে মধুবৃষ্টি হয়, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-মিলন-সুধাবৃষ্টি সেইরূপ একদিন নদীয়ায় হইয়া-

ছিল। নদীয়াবাসী ভক্ত ভ্রমরাবৃন্দ প্রাণ ভরিয়া পরমানন্দে সেই সুধা পান করিয়া অজর অমর হইয়াছিলেন। সেই সুধাতরঙ্গ এখনও ছুটিতেছে, সেই মধুভাণ্ডার অদ্যাবধি অক্ষয় রহিয়াছে। আসুন, আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম গৌরভক্তবৃন্দ! আমরা সকলে মিলিয়া সেই অপূর্ব্ব সুধারসাস্বাদন করিয়া কৃতকৃতার্থ হই,—জীবন সার্থক করি।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বিংশবর্ষকাল ভারতবর্ষের সকল তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া সর্ব্বশেষে ব্রজধামে আসিলেন। পূর্ব্ব লীলাস্থলী দর্শন করিয়া তাঁহার মনে বড় আনন্দ হইল। পূর্ব্বস্মৃতি সকল একে একে তাঁহার মনে উদয় হইল। তিনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া কেবল হুঙ্কার গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রেমহুঙ্কারগর্জ্জনের মধ্য হইতে কি এক যেন মধুর প্রেমোন্মাদকারী প্রিয়জন-আহ্বান-গীতির সুন্দর স্বরলহরী নির্গত হইয়া ব্রজবাসীর মন প্রাণ হরণ করিল। শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া বাল্যভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ব্রজের সেই চিরপরিচিত রজে বালকের ন্যায় নিরন্তর গড়াগড়ি দিয়া ধূলিখেলা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বদনে কৃষ্ণনাম ভিন্ন অন্য কোন কথা নাই,—ধূলি খেলা ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন কাজ নাই। কেবল ব্রজের রজে নিরন্তর গড়াগড়ি দেন, বনে বনে ছুটাছুটি করেন, তাঁহার আহার নিদ্রার চেষ্টাই নাই। কদাচিত কোন দিন কেহ দিলে কিছু দুগ্ধ পান করেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর এই অদ্ভুত চরিত্র কাহারও বুঝিবার শক্তি নাই। ব্রজে আসিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রাণকানাইকে দেখিতে না পাইয়া তিনি বৎসহারা গাভীর ন্যায় সমগ্র মথুরামণ্ডল ছুটাছুটি করিলেন। কোথাও তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব প্রাণ কানাইকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি উন্মত্তের ন্যায় ভাবাবেশে বিভোর হইয়া "প্রাণ কানাই, ভাই কানাই" বলিয়া কখন কখন উচ্চৈঃস্বরে রোদন করেন। তাঁহার আর্ত্তি দেখিয়া পাষাণপ্রাণও বিগলিত হয়। তিনি অঙ্গ আছাড়িয়া শ্রীবৃন্দাবনের রজে বাল্যভাবে নিরন্তর গড়াগড়ি দেন।

নিরবধি বালভাব অন্য নাহি স্ফুরে।
ধুলাখেলা খেলে বৃন্দাবনের ভিতরে॥

এদিকে তখন শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র নবদ্বীপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইয়া তিনি অগ্রজ বলরামের বিরহে কাতরভাবে "দাদা বলাই", "ভাইয়া শ্রীদাম" প্রভৃতি ব্রজসখাবৃন্দের নাম করিয়া বিলাপ করেন (১)। উভয়ে উভয়ের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইলেন। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে থাকিয়াই শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের আত্মপ্রকাশ জানিতে পারিলেন। তিনি শুনিলেন ব্রজের কানাই শচীর গৃহে নিমাইরূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। ব্রজেন্দ্রনন্দন এবার শচীনন্দন হইয়াছেন। একথা শুনিবামাত্র শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া শ্রীবৃন্দাবন হইতে নবদ্বীপের দিকে ছুটিলেন।

এখানে "ভাইয়া শ্রীদামের" একটু পরিচয় দিব। পূর্ব্বলীলার শ্রীদাম শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় অভিরাম গোস্বামী, তাঁহার নামান্তর রামদাস। অভিরাম ব্রজের শ্রীদাম, বলরাম অবতার শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পার্ষদ। যখন শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অদর্শন হন, তখন ব্রজবাসী গোপগোপীবৃন্দের কি দশা হয়, তাহা বর্ণনার প্রয়োজন নাই। সেই সময়ে তেজস্বী শ্রীদাম মনে মনে একটি দৃঢ় সংকল্প করিয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের একটি নিভৃত কন্দরে গিয়া ধ্যানে বসিলেন, এবং এই অবস্থায় তিনি সদাসর্ব্বদা তাঁহার প্রিয়সখা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন; সুতরাং তাঁহার আর দুর্জ্জয় কৃষ্ণবিরহ দুঃখ সহ্য করিতে হইল না। যুগের পর যুগ আসিল, কিন্তু শ্রীদামের ধ্যান ভঙ্গ হইল না। এইরূপে যে কত কাল গেল, তাহা তিনি জানিতেই পারিলেন না।

বলরাম অবতার শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু যখন শ্রীবৃন্দাবনের

---

(১) ভাবাবেশে গোরাচাঁদ বিভোর হইয়া।
ক্ষণে ডাকে ভাইয়া শ্রীদাম বলিয়া॥
ক্ষণে ডাকে সুবলেরে ক্ষণে বসুদাম।
ক্ষণে ডাকে ভাই ভাই মোর দাদা বলরাম॥
ধবলী শ্যামলী বলি করয়ে ফুকার।
পুরল পুলকে অঙ্গ বহে প্রেমধার॥
কালিন্দী যমুনা বলি প্রেম জলে ভাসে।
পূরব পড়িল মনে কহে বংশীদাসে॥ পদকল্পতরু।

জনবিহীন গোবর্দ্ধনগিরিকন্দরে দাঁড়াইয়া "ভাই কানাইরে! ভাই শ্রীদামরে!" বলিয়া প্রেমভরে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন নির্জ্জন গিরি-গহ্বরে সেই পূর্ব্ব-পরিচিত বলাইর মধুকণ্ঠধ্বনি পৌছিল, ধ্যানমগ্ন জড়বৎ নিশ্চেষ্ট শ্রীদামের কর্ণে সেই মধুর ধ্বনি প্রবেশ করিল; অমনি তাঁহার জড়বৎ ধ্যানমগ্ন দেহে জীবন সঞ্চার হইল। অমনি তিনি চক্ষু মেলিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিছুক্ষণ এদিকে ওদিকে চাহিলেন; পরে সেই চিরপরিচিত বলাইর অপূর্ব্ব কণ্ঠধ্বনি লক্ষ্য করিয়া নির্জ্জন বনমধ্যে ছুটিলেন। গোবর্দ্ধনগিরির একটি নির্জ্জন কাননে বলাইচাঁদের সহিত শ্রীদামের শুভ-মিলন হইলে কেহ কাহাকেও চিনিতে না পারিয়া স্তম্ভিত হইয়া উভয়ে উভয়ের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। শ্রীদাম কহিলেন, "তুমি কে হে ভাই! আমার নাম করিয়া ডাকিবামাত্র আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তোমার মধুর কণ্ঠস্বর আমার চিরপরিচিত বোধ হইল, কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের কথা আমি তোমাকে চিনিতে পারিতেছি না, কেন বল দেখি?" তখন শ্রীনিতাইচাঁদ নিজ পরিচয় দিলেন, প্রাণসখা শ্রীদামের নিকট আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। তখন শ্রীদাম আনন্দে গদগদ হইয়া কহিলেন—

> শ্রীদাম কহেন কোথা সিঙ্গা ধড়া চূড়া।
> নাগরালি ছাড়াইয়া হৈয়াছ নাড়া মুড়া॥
> শ্বেতগৌর লুকাইয়ে অরুণ গৌর কেনে।
> দাদা বলরাম বলি না লাগয়ে মনে॥
> দেখি তবে তোর হস্তে করতালি দিয়া।
> যমুনা পর্য্যন্ত আমি যাব পলাইয়া॥
>
> চৈতন্যভাগবতের পরিশিষ্ট।

হাতে তালি দিয়া এই কথা বলিয়া শ্রীদাম "আমাকে ধর দেখি" এই বলিয়া এক বিষম দৌড় দিলেন। এই সেই ব্রজের রাখালগণের দৌড়াদৌড়ি ও ধুলা খেলা। ইহাই হইল পূর্ব্বলীলার পরিচয়সূচক পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় শ্রীনিতাইচাঁদ উত্তীর্ণ হইলেন। দশ পদ পর্য্যন্ত যাইতে না যাইতেই বলাইচাঁদ শ্রীদামকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া একটি মধুর প্রেমচুম্বন দান করিলেন, এবং প্রেমগদগদ বচনে কহিলেন "ভাই শ্রীদাম! এখনও কি তোর সন্দেহ আছে?" শ্রীদাম বিস্ময়-বিস্ফারিতলোচনে তাঁহার শ্রীবদনের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তখন বলাইচাঁদ আরও কি করিলেন শুনুন—

> ভাইরে! বলিয়া তার কণ্ঠে হস্ত দিয়া।
> শুভ্রগৌরকান্তি হল মূষল ধরিয়া॥
> কহিলেন এই হইয়াছে কলিকাল।
> ঘুমায়ে রহিলি মূর্খ জাতিয়া গোয়াল॥
> তার স্কন্ধে হল দিয়া কৈল আকর্ষণ।
> খর্ব্ব হও বলি এই বলিল বচন॥
>
> চৈঃ ভাগবতের পরিশিষ্ট।

শেষ কথাটির একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। দ্বাপরযুগে সাত হস্ত পরিমিত মানবদেহ ছিল, শ্রীদাম দ্বাপরযুগের লোক, ধ্যানমগ্ন ছিলেন সুতরাং সেই সাত হস্ত পরিমিত দেহই তাহার বর্ত্তমান ছিল। সেই পূর্ব্ব দেহ লইয়াই প্রভুর ইচ্ছায় তিনি বলরাম অবতার শ্রীনিতাইচাঁদের সহিত মিলিত হইলেন; কিন্তু শ্রীনিতাইচাঁদের দেহ কলি-কালোচিত ছিল। এইজন্য তিনি তাঁহার প্রাণ সখাকে কলিকালোচিত দেহ দান করিলেন। তবুও তিনি চতুর্হস্ত পরিমিত দেহ প্রাপ্ত হইলেন।

> তবু আপনার হাতে রহে চারি হাত।
> সুন্দর শরীর মহা পুরুষ বিখ্যাত॥
> সেই শুদ্ধ সখ্য ভাব হয় সর্ব্বকাল।
> অতএব নাম হৈল অভিরাম গোপাল॥
>
> চৈতন্য ভাগবতের পরিশিষ্ট।

এই অভিরাম গোস্বামীর সহিতও শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের মিলন হইয়াছিল; শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মত এই একইভাবে; সে সকল লীলাকথা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। কথিত আছে শ্রীনিতাইচাঁদ তাঁহার এই শ্রীদাম ভাইয়ার নিকট প্রথম শুনিয়াছিলেন তাঁহার ভাই প্রাণকানাই এক্ষণে নদীয়ায় গৌর হইয়াছেন, তাই তিনি নবদ্বীপ অভিমুখে ছুটিলেন।

প্রভু নিত্যানন্দ গৌরপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া গৌরাঙ্গ-নামগান করিতে করিতে মদমত্ত হস্তীর ন্যায় পদভরে পৃথিবী টলমল করাইয়া জোড়া জোড়া লম্ফ দিয়া নদীয়ার দিকে ছুটিলেন। প্রেমভরে টলমল হইয়া তিনি কখন কান্দেন, কখন উচ্চ হাস্য করেন। তাঁহার কর্ণে মকর কুণ্ডল, মস্তকে নানাবর্ণের পাগড়ী, নাসিকায় নথ, পদে নূপুর, গলদেশে তুলসী ও রুদ্রাক্ষের মালা একত্রে গ্রন্থিত। কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্তা ব্রজনারী যেমন পাগলিনীর বেশে কৃষ্ণদরশনে মথুরার পথে চলিতেন, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু গৌরপ্রেমে আত্মহারা হইয়া অবধূতবেশে নদীয়ায় সেইরূপ গৌরদরশনে চলিয়াছেন। অপরূপ রূপ-চ্ছটায় পথঘাট আলোকিত করিয়া তিনি মধুর নৃত্যাবেশে হেলিয়া দুলিয়া পরমানন্দে চলিয়াছেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

চলে নিতাই প্রেমভরে, দিগ্ টলমল করে,
পদভরে অবনী লোটায়।
পূর্ব্বে যেন ব্রজধাম, মধুমত্ত বলরাম,
নানাদিকে ঘুরিয়া খেলায়॥
আধ আধ কথা কয়, ক্ষণে কান্দে উচ্চ রায়,
মকর কুণ্ডল দোলে কাণে।
অঙ্গ হেলি দুলি চলে, গৌর গৌর সদা বলে,
দিবানিশি আন নাহি জানে॥

পথের লোকে যিনি তাঁহাকে দেখিতেছেন, তিনিই তাঁহার অপরূপ রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গ লইতেছেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু যাঁহার প্রতি একবার শুভ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, তাঁহার চিত্ত তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। একবার দর্শন মাত্রেই লোক সকল তাঁহার পদে আত্মসমর্পণ করিতেছে। অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সঙ্গে অনেক লোক চলিয়াছে। কোথায় যাইতেছে তাহারা তাহা জানে না যাঁহার সঙ্গে যাইতেছে, তাঁহাকেও তাহারা চিনে না, তবুও তাহারা যাইতেছে। বহুদূর আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের ঘর বাড়ী ছাড়িয়া, আত্মীয়স্বজন ছাড়িয়া বহু দূরদেশে আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের মনে বিন্দু-মাত্রও দুঃখ নাই; সদানন্দ প্রেমময় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সঙ্গে হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে বালকের ন্যায় মহা আনন্দে তাহারা নদীয়ার দিকে চলিয়াছে। তাহারা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর মুখে শুনিয়াছে নদীয়ায় শ্রীকৃষ্ণভগ-বানের পুনরাবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহার নাম শ্রীগৌরাঙ্গ; তিনি ব্রজের কানাই, নিজবর্ণ লুকাইয়া গৌরবর্ণে নদীয়ায় বিপ্রকুলে উদয় হইয়াছেন। তাহারা আরও শুনিয়াছে এই অবধূত সন্ন্যাসী নদীয়ার অবতার শ্রীগৌরাঙ্গের বড় ভাই। একথা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং তাহাদিগকে বলিয়া-ছেন—

আমারে চেন না ভাই, বাড়ী এবে নদীয়ায়
সদা নাচি তাহে নূপুর পায়।
শুনেছ নদের অবতার, শ্রীগৌরাঙ্গ নাম যাঁর
আমি নিতাই তার বড় ভাই॥ (বলরাম দাস)

এইরূপে প্রেমানন্দে নাচিতে নাচিতে শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নদীয়ায় আসিয়া পৌছিলেন (১)। তখন শ্রীগৌরভগবান আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। নদীয়ায় যুগ-ধর্ম্ম সংকীর্ত্তনযজ্ঞারম্ভ করিয়াছেন। শ্রীবাসঅঙ্গনে তাঁহাকে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ ভগবানভাবে অভিষেক করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নবদ্বীপে নন্দন আচার্য্যের গৃহে আসিয়া উঠিলেন। নদীয়ার পথে পথে শ্রীনিতাইচাঁদ তাঁহার ভাই কানাইএর অনুসন্ধান করিতে করিতে আসি-য়াছেন, তিনি মহা আগ্রহের সহিত নদীয়াবাসীকে সম্বোধন করিয়া কাতর ও করুণস্বরে কহিতেছিলেন—

ওভাই বল্‌রে নদেবাসি!
নিমাই পণ্ডিতের কোন্ বাড়ী রে।
প্রাণের ভাই কানুরে আমি কোথা পাব রে।

(১) চলিল চলিল ব্রজের রমনী।
চলিয়া চলিয়া চলে শ্যাম সোহাগিনী॥
চলে মথুরা পথ আলো ক'রে। প্রাচীন পদ।

(১) শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ১০৩০ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠমাসে নবদ্বীপে শুভাগমন করেন।

বলে দেরে আমি প্রেমের ভাই
দেখ্‌তে এসেছি রে ॥
(তার) ব্রজে নাম ছিল মাখনচোরা,
নদেয় এসে সে যে হৈছে গোরা।
(তারে চেননা, চেননা, চেননা রে।)
(তার) ব্রজে নাম ছিল ব্রজের কানু,
এখন নদে এসে গৌর তনু ॥ প্রাচীন পদ।

জীবাধম গ্রন্থকার রচিত এই সময়োচিত একটি পদও এস্থলে উদ্ধৃত হইল—

যথারাগ।

নদের পথে কে ওই নেচে চলে যায়।
কটিতে কৌপীন পরা, রূপে জগমনহরা,
প্রেমানন্দে বাহু তুলে হরিনাম গায় ॥
পথে চলে নেচে নেচে, যা'কে দেখে তা'কে পুছে,
নিমাই পণ্ডিতের বল বাড়ী কোথায়।
তেজপুঞ্জ কলেবর, অপরূপ কান্তিধর,
জগজন মন হরে বদন শোভায় ॥
মুখে মৃদু মৃদু হাসি, উছলে সুধার রাশি
রঙ্গে ভঙ্গে পথে ঘাটে থমকে দাঁড়ায়।
লম্ফ ঝম্প হুহুঙ্কারে, বিশ্বকম্পে পদভরে,
নদেবাসী বালবৃদ্ধ পিছু পিছু ধায় ॥
বালবৃদ্ধ যুবা নারী, সবে বলে হরি হরি,
কোন্ যোগী ঋষি বুঝি এল নদীয়ায়।
মুখে তার একই কথা, বেড়ায় ব'লে যথা তথা,
নিমাই পণ্ডিতের বল বাড়ী কোথায় ॥
সবে হরি হরি বল, জীব তরাতে বলাই এল
মিলিতে কানাই সনে নব-নদীয়ায়।
দাস হরিদাসে ভণে, বলাইএর সহায় বিনে,
ছোট ভাই কানাইএর কেবা লাগ পায় ॥
বলাইচাঁদ নিতাইরূপে, এসে নব নবদ্বীপে
কানাইএর বাড়ী ঘর খুঁজিয়া বেড়ায় ॥

নন্দন আচার্য্য মহা ভাগবত ; প্রভুর বিশেষ কৃপাপাত্র। তিনি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে মহা সমাদরে নিজ গৃহে স্থান দিলেন। নিত্যানন্দরূপ-মুগ্ধ হইয়া নন্দন আচার্য্য মনে মনে ভাবিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন এমন রূপের মানুষ ত কখন দেখি নাই। মানুষের এত রূপ হয় তাহা তিনি জানিতেন না। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুকে তিনি ভগবানভাবে হৃদয়ে অভিষেক করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, বুঝি দ্বিতীয় ভগবান আসিয়া নদীয়ায় উদয় হইলেন। তখনই তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান তাঁহাকে বলিয়া দিল, শ্রীভগবান অদ্বিতীয়। তাঁহার দ্বিতীয় নাই। নন্দন আচার্য্য তত্ত্বজ্ঞানকে ভ্রান্ত মনে করিয়া শ্রীভগবানের লীলা সমুদ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি দেখিলেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয়কলেবর বলরামও ভগবান। তবে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর বড় ভাই কেন ভগবান হইবেন না? শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নন্দন আচার্য্যকে বলিয়াছিলেন তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের বড় ভাই। নন্দন আচার্য্যের মনে শ্রীবিশ্বরূপপ্রভুর কথা উদয় হইল! তাঁহার অপরূপ রূপরাশি স্মরণ হইল। বহুদিনের কথা, তবুও মনে মনে মিলাইয়া দেখিলেন, এই অবধুত সন্ন্যাসীতেও প্রভুর অগ্রজে অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু একথা তিনি এক্ষণে মনেই রাখিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নন্দন আচার্য্যের গৃহে প্রচ্ছন্নভাবে রহিলেন। তাঁহার এই আত্মগোপনের কিছু গূঢ়মর্ম্ম আছে। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর মনের ভাব, তাঁহার ভাই প্রাণকানাই দাদার খবর লয়েন কি না? দুই ভ্রাতাই চতুর-চূড়ামণি। তাঁহার প্রাণকানাইকে বলাই বিশেষ করিয়া জানেন। দুই ভাইই রঙ্গিয়া। রঙ্গ দেখিবেন ইহাই উভয়ের ইচ্ছা।

এদিকে শচীনন্দন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নবদ্বীপে শুভাগমনের সংবাদ শুনিলেন। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার দাদা বলাই তাঁহার অনুসন্ধানে নদীয়ায় আসিয়াছেন। প্রভুর মনে বড় আনন্দ হইল। একদিন প্রভু শ্রীবাসঅঙ্গনে বসিয়া প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-কথা কহিতেছেন। ভক্তবৃন্দ সকলেই সেখানে আছেন। প্রভুর সহাস্য বদন, প্রফুল্ল অন্তর, তিনি নিত্যানন্দভাবে বিভোর হইয়া ভক্তবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

আরে ভাই ! দিন দুই তিনের ভিতরে।
কোন মহাপুরুষ এক আসিব এথারে ॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভুর শ্রীমুখে একথা শুনিয়া সকলেই পরম আনন্দিত হইলেন। সেই দিন রাত্রে প্রভু একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া গঙ্গাস্নান ও বিষ্ণুপূজা করিয়া যখন তিনি শ্রীবাসঅঙ্গণে ভক্তবৃন্দের সহিত মিলিত হইলেন, তখন এই অপূর্ব্ব স্বপ্নবৃত্তান্তটি সকলকে কহিলেন। চতুর চূড়ামণি গৌরভগবানের চতুরতার অবধি নাই। তাঁহার রঙ্গ দেখিয়া আমাদের বড় হাসি পায়। প্রভুর স্বপ্ন বৃত্তান্ত প্রভুর শ্রীমুখেই শুনুন। যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে :—

সভাকার স্থানে প্রভু কহয়ে আপনে।
আজি আমি অপরূপ দেখিনু স্বপনে॥
তাল ধ্বজ এক রথ সংসারের সার।
আসিয়া রহিল রথ আমার দুয়ার ॥
তার পাছে দেখি এক প্রকাণ্ড শরীর।
মহা এক স্তম্ভ কান্ধে গতি নহে স্থির ॥
বেত্র বান্ধা এক কানা কুম্ভ বাম হাতে।
নীল বস্ত্র পরিধান নীল বস্ত্র মাথে ॥
বাম শ্রুতি মূলে এক কুণ্ডল বিচিত্র।
হলধর হেন তান বুঝিয়ে চরিত্র ॥
"এই বাড়ী নিমাঞিপণ্ডিতের হয়ে হয়ে"।
দশবার বিশবার এই কথা কহে ॥
মহা অবধূত বেশ পরম প্রচণ্ড।
আর কভু নাহি দেখি এমন উদ্দণ্ড ॥
দেখিয়া সম্ভ্রম বড় পাইলাম আমি।
জিজ্ঞাসিল আমি কোন মহাজন তুমি ॥
হাসিয়া আমারে বোলে এই "এই ভাই হয়ে"।
তোমার আমার কালি হৈব পরিচয়ে ॥
হরিষ বাড়িল শুনি তাঁহার বচন।
আপনারে বাঁসো মুঞি যেন সেই সম ॥

প্রভু নিজ স্বপ্নকথা বলিতে বলিতে আবিষ্ট হইলেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইল। তাঁহার বলরাম আবেশ হইল। তিনি তখন "মদ আন মদ আন" বলিয়া হুঙ্কার গর্জ্জন করিয়া মস্তক ঢুলাইতে লাগিলেন। ভক্তবৃন্দের মনে বিষম ভয়ের উদ্রেক হইল। সকলেই ভয়ে কম্পিত কলেবর হইয়া দূরে দাঁড়াইয়া প্রভুর আরক্তিম বদনচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তখন শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভুর নিকটে আসিয়া করযোড়ে কহিলেন—

———"শুনহ গোসাঞি !
যে মদিরা চাহ তুমি সে তোমার ঠাঁঞি ॥
তুমি যারে বিলাও সেই তারে পায়।" চৈঃ ভাঃ

কিছুক্ষণ পরে প্রভু আত্মসংবরণ করিয়া স্থির হইলেন। ভক্তবৃন্দের ভয় দূর হইল। তাঁহারা সকলে নিকটে আসিয়া প্রভুকে ঘিরিয়া বসিলেন। তখন প্রভু হাসিয়া কহিলেন "আমি পূর্ব্বেই তোমাদিগকে বলিয়াছি কোন মহাপুরুষ নবদ্বীপে আসিয়াছেন। তাঁহার দর্শনলাভের জন্য আমার মন বড় চঞ্চল হইয়াছে"। এই বলিয়া প্রভু হরিদাস ঠাকুর ও শ্রীবাসপণ্ডিতের প্রতি চাহিয়া আজ্ঞা দিলেন—

"চল হরিদাস ! চল শ্রীবাস পণ্ডিত।
যাহ গিয়া দেখ কে আইলা কোন ভিত" ॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভুর আদেশ প্রাপ্তমাত্র দুই জনে বাটীর বাহির হইলেন। বেলা তৃতীয় প্রহর কাল পর্য্যন্ত নদীয়ানগরীর সর্ব্বত্র সেই মহাপুরুষের অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু কোথাও তাঁহার সন্ধান পাইলেন না। রঙ্গিয়া প্রভুর এই একটী লীলারঙ্গ। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নন্দনআচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া আছেন, সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তাহা জানেন তিনি স্বয়ং সেখানে না যাইলে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কাহাকেও দেখা দিবেন না, তাহাও প্রভু জানেন। দাদা বলাইকে ভাই প্রাণকানাই হাতে ধরিয়া আদর করিয়া ডাকিয়া না আনিলে তিনি আসিবেন না, তাহাও প্রভু জানেন। তবে এ রঙ্গ কেন ? প্রভু যে আমার রঙ্গপ্রিয়। লীলারঙ্গ-রস তাঁহার বড় প্রিয় বস্তু। লীলারঙ্গ তিনি বড় ভালবাসেন। লীলারঙ্গ-রস আস্বাদন করিতেই তাঁহার নররূপে নদীয়ায় অবতার গ্রহণ। হরিদাসঠাকুর এবং শ্রীবাসপণ্ডিতকে প্রভু দেখাইলেন, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর দর্শনলাভ সহজসাধ্য নহে। তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা, তাঁহার

লাগ পাওয়া, তাঁহাদের কার্য্য নহে। সেটী প্রভুর স্বকার্য্য; শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব অতি নিগূঢ়। প্রভু যাঁহাকে কৃপা করিয়া জানাইবেন তিনিই ইহা জানিতে পারিবেন।

বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য দেখায় যারে সে দেখিতে পারে॥ চৈঃ ভাঃ

হরিদাসঠাকুর এবং শ্রীবাসপণ্ডিত সেদিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সর্ব্ব নদীয়ার প্রতি ঘরে ঘরে অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অনুসন্ধান করিয়া কোন ফল হইল না দেখিয়া দুঃখিতমনে প্রভুর নিকট আসিয়া করযোড়ে নিবেদন করিলেন "প্রভু! সেই মহাপুরুষের ত কোথাও অনুসন্ধান পাইলাম না" (১)। প্রভু একথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন। তাঁহার হাসির মর্ম্ম কেহ বুঝিতে পারিলেন না।

দোঁহার বচন শুনি হাসে গৌরচন্দ্র।
ছলে বুঝায়েন বড় গূঢ় নিত্যানন্দ॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভু আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া স্বয়ং উঠিলেন। তাঁহাকে গাত্রোত্থান করিতে দেখিয়া ভক্তবৃন্দ প্রভুর বদন চন্দ্রের প্রতি সবিস্ময়ে চাহিলেন। প্রভু তখন হাসিয়া কহিলেন:—

"আইস আমার সঙ্গে সভে দেখি গিয়া"।

"জয় কৃষ্ণ" বলিয়া ভক্তবৃন্দ প্রভুর সঙ্গে চলিলেন। প্রভু শ্রীবাসমন্দির হইতে বাহির হইয়া একেবারে নন্দনআচার্য্যের গৃহের দিকে চলিলেন। নদীয়ার রাজপথে প্রভু বাহির হইয়াছেন, অপরাহ্ন তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাস। তখনও রৌদ্রের প্রখর তাপ রহিয়াছে। ভক্তবৃন্দ সহ প্রেমানন্দে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমভরে আজানুলম্বিত বাহুযুগল দোলাইতে দোলাইতে সর্ব্বনদীয়াবাসীর মন প্রাণ হরণ করিরা ভাই প্রাণকানাই তাঁহার দাদা বলাইকে দেখিতে চলিয়াছেন। তাঁহার মনে আজ বড় আনন্দ। বহুদিন পরে দুই ভায়ের আজ প্রেমসম্মিলন হইবে। প্রভু প্রেমাবেশে চলিয়াছেন। কতক্ষণ পরে তিনি ভক্তবৃন্দসহ নন্দন আচার্য্যের গৃহে আসিয়া উঠিলেন।

নন্দন আচার্য্যের গৃহ নদীয়ার মধ্যে গৌরাঙ্গলীলার তীর্থস্থলী। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শচীনন্দনের ভগবত্তা পরীক্ষার জন্য এই নন্দন আচার্য্যের গৃহেই লুকাইত ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নদীয়ায় আসিয়াই সর্ব্বপ্রথমে এই পুণ্য ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়াছেন। নন্দন আচার্য্য প্রভুর নিত্য পার্ষদ। তাঁহার গৃহে কলির প্রচ্ছন্ন-অবতার শ্রীগৌরভগবান গুপ্তলীলা প্রকট করেন। এই স্থানেই তাঁহার ভগবত্তার প্রথম পরীক্ষা হয়। প্রভু নন্দনআচার্য্যের গৃহে গিয়া দেখিলেন—

বসিয়া আছয়ে এক পুরুষ রতন।
সভে দেখিলেন যেন কোটি সূর্য্য সম॥
অলক্ষিতে আবেশ বুঝন না যায়।
ধ্যান-সুখে পরিপূর্ণ হাসয়ে সদাই॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভু এই মহাপুরুষকে দেখিয়া স্বগণসহ ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিলেন। সসম্ভ্রমে সকলে করযোড়ে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কাহারও মুখে কোন কথা নাই (১)। সকলেই তাঁহার সুন্দর জ্যোতিপূর্ণ বদনচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া আছেন।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শচীনন্দনকে দেখিবামাত্র চিনিলেন ইনিই তাঁহার হারাধন ব্রজের সেই প্রাণকানাই।

"চিনিলেন নিত্যানন্দ প্রাণের ঈশ্বর"

অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু দেখিতেছেন তাঁহার বর্ণচোরা প্রাণকানাইর গলদেশে মালতী ফুলের সুন্দর মালা,—পরিধানে দিব্য বাস,—সুবলিত সর্ব্ব অঙ্গ সুগন্ধি চন্দন চর্চ্চিত,—ভ্রমর কৃষ্ণ কুটিল কুন্তলে মস্তক ভূষিত,—আজানু-

---

(১) নিবেদিল আসি দোঁহে প্রভুর চরণে।
উপাধিক কোথাই নহিল দরশনে॥
কি বৈষ্ণব কি সন্ন্যাসী কি গৃহস্থ স্থল।
পাষণ্ডীর ঘর আদি দেখিল সকল॥
চাহিলাম সর্ব্ব নবদ্বীপ বার বার।
সবে না চাহিল প্রভু গিয়া অন্ত গ্রাম॥ চৈঃ ভাঃ

(১) মহা ভক্তি যোগ প্রভু বুঝিয়া তাঁহার।
গণ সহ বিশ্বম্ভর হৈলা নমস্কার॥
সম্ভ্রমে রহিলা সর্ব্ব গণ দাঁড়াইয়া।
কেহ কিছু না বোলয়ে রহিল চাহিয়া॥ চৈঃ ভাঃ

লম্বিত ভুজযুগলে পুষ্পহার,—পুষ্পের বলয় শোভা পাই-তেছে, কুন্দবিনিন্দিত মুকুতাফল সদৃশ দন্তরাজিতে যেন চন্দ্রালোক বিভাসিত রহিয়াছে, আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নযুগলে করুণার ধারা প্রবাহিত হইতেছে, পীন বক্ষঃস্থলের উপর সূক্ষ্ম শুভ্র যজ্ঞসূত্র শোভা পাইতেছে, সুকোমল সুন্দর কপোলের অত্যুজ্জ্বল কণক-কান্তিতে প্রশান্ত বদনমণ্ডলের অপূর্ব্ব শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে, প্রসর সুন্দর ললাটে উর্দ্ধ তিলক শোভা পাইতেছে, হস্তপদ নখরে যেন কোটি চন্দ্রের বিকাশ হইয়াছে, মধুর হাসিতে যেন অমৃতবৃষ্টি হইতেছে। প্রভুর মদনমোহন সুন্দর শ্রীমূর্ত্তির প্রতি অবধূত নিত্যানন্দ প্রভু অনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন। তিনি দেখিতেছেন—

"বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি যেন মদন সমান।"

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার সেই ব্রজের প্রাণকানাইকে চিনিলেন। কিন্তু মনের অত্যাধিক আনন্দে এবং প্রাণের আকুল আবেগে তিনি কথা কহিতে পারিলেন না। পরানন্দে তিনি স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার তাৎকালিক অবস্থাটি দুইটি পয়ারে অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন।

হরিষে স্তম্ভিত হৈলা নিত্যানন্দ রায়।
এক দৃষ্টি হই বিশ্বম্ভর মুখ পানে চায়॥
রসনার লেহ যেন দরশনে পান।
ভুজে যেন আলিঙ্গন নাসিকায় ঘ্রাণ॥ চৈঃ ভাঃ

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু সকলি দেখিতেছেন, সকলি বুঝিতে-ছেন। ভক্তবৃন্দ বিস্মিত হইয়া একবার প্রভুর বদনচন্দ্রের প্রতি চাহিতেছেন, আর বার অবধূত নিত্যানন্দ প্রভুর বদন-সুধাকর অবলোকন করিতেছেন। নদীয়ার দুই চন্দ্রের উদয় দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইয়াছেন। সময় বুঝিয়া ভক্তবৎসল প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা নদীয়ার ভক্তবৃন্দকে বুঝাইবার জন্য ইঙ্গিতে শ্রীবাসপণ্ডিতকে ভাগবতের শ্লোক পাঠ করিতে কহিলেন। প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিয়া তিনি এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন—

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারম্
বিভ্রদ্বাসঃ কণক কপিশং বৈজয়ন্তী চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্ত্তিঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২১।৫

অর্থ—নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ময়ূরবর্হরচিত চূড়া, শ্রুতি যুগলে কর্ণিকার পুষ্প, কণক তুল্য কপিশ বা নীল পীত মিশ্রিত বর্ণের বসন এবং পঞ্চবর্ণ পুষ্পে গ্রথিত বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিয়া নব নটবরের ন্যায় স্বীয় অঙ্গ নিরন্তর নূতন নূতন শোভার আবির্ভাবে সমধিক সমৃদ্ধি করিতে করিতে, আর অধরামৃতে বেণুর রন্ধ্র সকল পরিপূর্ণ করিতে করিতে বৃন্দাবনে (যেখানে তদীয় অসাধারণ পদচিহ্ন সমূহ সকলেরই নিরতিশয় রতি বা আনন্দ সম্পাদন করিতেছে) প্রবেশ করিলেন। এদিকে গোপবৃন্দ তাঁহার যশোগীতি গাইতে লাগিলেন। শরতের প্রথম দিনে শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ মনোহর বন্যবেশে বলরাম, শ্রীদাম সুদামাদি সখাবৃন্দসহ তাঁহার লীলাস্থলী শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

শ্রীবাসপণ্ডিত ভাবাবেশে এই ভাগবতীয় ভক্তিশ্লোকটি আবৃত্তি করিবামাত্র শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু একেবারে প্রেমা-নন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহায় বাহ্যজ্ঞান রহিল না। প্রভু শ্রীবাসপণ্ডিতের অঙ্গস্পর্শ করিয়া আবিষ্টভাবে তাঁহাকে কহিলেন "পড় পড়"। শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভুর মন বুঝিয়া আবেগভরে পুনঃ পুনঃ উক্ত শ্লোকটি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতে লাগি-লেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে তিনি তাঁহার প্রাণকানাইর বদনচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া অঝোরনয়নে কান্দিতে লাগিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত তখনও শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে নিবৃত্ত হন নাই। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু যতই শ্লোকটি শ্রবণ করেন, ততই তিনি প্রেমানন্দে অধীর হন। তিনি ভূমি হইতে উঠিয়া মত্ত সিংহের ন্যায় হুঙ্কার গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, তাহাতে বোধ হইতে লাগিল যেন গগনমার্গ ফাটিয়া গেল। পরে তিনি প্রেমভরে উদ্দণ্ডনৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রকাণ্ড লম্ফ দিয়া একবার উর্দ্ধে উত্থিত হন, পুনরায় আছাড় খাইয়া ভূমিতলে পতিত হন। ইহাতে বোধ হইল যেন তাঁহার

অস্থি পঞ্জর চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল (১)। ভক্তবৃন্দ ইহা দেখিয়া "হায় হায়" করিতে লাগিলেন। "কৃষ্ণ হে! রক্ষা কর! রক্ষা কর।" বলিয়া তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। সকলের মনে বিষম ভীতির সঞ্চার হইল। প্রভু নিকটে দাঁড়াইয়া সকলি দেখিতেছেন। তাঁহার বিশাল নয়নদ্বয়ে প্রেমাশ্রুধারা অবিরল বিগলিত হইতেছে, সর্ব্বঅঙ্গে কদম্বপুষ্পবৎ পুলকাবলী দৃষ্ট হইতেছে। তিনি প্রেমানন্দে দাদা বলাইর অপূর্ব্ব প্রেম-ভাব দর্শন করিতেছেন। তাঁহার প্রাণের বলাইদাদা ভূমিতলে গড়াগড়ি যাইতেছেন, ইহা দেখিয়া প্রভুর প্রাণ যেন ফাটিয়া যাইতেছে। তাই তিনি অঝোর নয়নে কান্দিতেছেন।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু প্রেমভরে ভূমিতলে ধুলায় গড়াগড়ি দিতেছেন দেখিয়া ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে ধরিতে গেলেন। কিন্তু কেহ তাঁহাকে উঠাইতে পারিলেন না। তখন প্রভু তাঁহাকে নিজক্রোড়ে করিয়া বসিলেন। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ চন্দ্রের ক্রোড়ে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বালকের ন্যায় সুখ শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার আর কোন প্রকার চঞ্চলতা নাই; ধুলায় গড়াগড়ি দেওয়া নাই। তিনি নিস্পন্দ ভাবে প্রভুর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া অনিমেষনয়নে তাহার বদনচন্দ্র দর্শন করিতেছেন।

বিশ্বম্ভর ক্রোড়ে মাত্র গেলা নিত্যানন্দ।
সমর্পিয়া প্রাণ তানে হইলা নিস্পন্দ॥ চৈঃ ভাঃ

মন প্রাণ ত তাঁহাকে পূর্ব্বেই দিয়াছেন, এক্ষণে সুযোগ বুঝিয়া দেহ খানিও তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের ক্রোড়ে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন। ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ যুগলরূপ দর্শনানন্দে বিভোর। শ্রীগৌরভগবানের কমল-নয়নের অবিশ্রান্ত প্রেমাশ্রুধারার অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সর্ব্ব অঙ্গ সিক্ত হইল। শ্রীরামচন্দ্রের ক্রোড়ে রাবণ কর্ত্তৃক শক্তিশেলাহত লক্ষণের ন্যায় শ্রীনিত্যানন্দ নিশ্চেষ্ট হইয়া শয়ান আছেন। ভাই প্রাণকানাই তাঁহার দাদা বলাইকে বহুদিন পরে আজ দেখা পাইয়াছেন। প্রেমভরে ক্রোড়ে করিয়া নয়নের জলে তাঁহার বক্ষ ভাসাইতেছেন (১) শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার ভাইয়ার ক্রোড়ে মূর্চ্ছিত আছেন। প্রভু তাঁহার দাদা বলাইর শ্রীঅঙ্গে ধীরে ধীরে তাঁহার পদ্মহস্ত বুলাইতেছেন; এত ভালবাসা, এত স্নেহ মায়া, কেহ ত কখন দেখে নাই।

গৌরচন্দ্রে নিত্যানন্দে স্নেহের যে সীমা।
শ্রীরাম লক্ষণ বৈ নাহিক উপমা॥ চৈঃ ভাঃ

কিছুক্ষণ পরে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল তিনি নয়ন মেলিয়া দেখিলেন যে তিনি তাঁহার প্রাণ কানাইর ক্রোড়ে শয়ান আছেন, তাঁহার জন্য তাঁহার প্রাণ কানাই কান্দিতেছেন। ইহা দেখিয়া তিনি বড় অপ্রতিভ হইলেন, তাঁহার মনে বড় দুঃখ হইল। তাহা হইবারই কথা। বড় ভাই ছোট ভাইর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন, আর তাহা দেখিয়া ছোট ভাই দুঃখে কান্দিতেছেন। ইহা বিপরীত কথা। গদাধরপণ্ডিত নিকটেই ছিলেন। তিনি দুই ভাইর ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে মনে হাসিতেছেন। সে হাসি কেহ দেখিতে পাইলেন না। এই হাসির মর্ম্ম বুঝিবে কে? গদাধরের সে হাসির মর্ম্ম শ্রীগৌরাঙ্গলীলার ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

---

(১) গড়াগড়ি যায় প্রভু পৃথিবীর তলে।
কলেবর পূর্ণ হৈল নয়নের জলে॥
বিশ্বম্ভর মুখ চাহি ছাড়ে ঘনশ্বাস।
অন্তরে আনন্দ ক্ষণে ক্ষণে মহাহাস॥
ক্ষণে নৃত্য ক্ষণে গড়ি ক্ষণে বাহু তাল।
ক্ষণে যোড়ে যোড়ে লাফ দেই দেখি ভাল॥
দেখিয়া অদ্ভুত কৃষ্ণ উন্মাদ আনন্দ।
সকল বৈষ্ণব সঙ্গে কান্দে গৌরচন্দ্র॥ চৈঃ ভাঃ

(১) যার প্রাণ তানে নিত্যানন্দ সমর্পিয়া।
আছেন প্রভুর কোলে অচেষ্ট হইয়া॥
ভাসে নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রেম জলে।
শক্তিহত যে হেন লক্ষণ রামকোলে॥
প্রেমভক্তি বাণে মূর্চ্ছা গেলা নিত্যানন্দ।
নিত্যানন্দ কোলে করি কান্দে গৌরচন্দ্র॥ চৈঃ ভাঃ

ন্দ্ঘাটন করিয়াছেন। গদাধরপণ্ডিত হাসিলেন কেন ।হুন।

যে অনন্ত নিরবধি ধরে বিশ্বম্ভর।
আজ তার গর্ব্ব চূর্ণ কোলের ভিতর॥ চৈঃ ভাঃ

গদাধরপণ্ডিত শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব সম্যক জ্ঞাত আছেন। প্রভু গদাধরের প্রতি একবার আড়নয়নে চাহিলেন। তাঁহার মনের ভাবটি তাঁহার কুটিল কটাক্ষে প্রকাশ পাইল। সে ভাবটি এই—"ভাই গদাধর! আমার চিরদিনের সাধ আজি মিটাইয়া লইলাম।" শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এত প্রেমাবেশের মধ্যেও গদাধরপণ্ডিতের প্রতি একবার প্রেমদৃষ্টিপাত করিলেন। এই দৃষ্টির মর্ম্ম গদাধর বুঝিলেন আর তিনিই বুঝিলেন, আর বুঝিলেন আমাদের সর্ব্বজ্ঞ চতুরচূড়ামণি প্রভু। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মনের ভাবটি এই—"গদাধর তুমি ঠিক বুঝিয়াছ"।

নিত্যানন্দ প্রভাবের জ্ঞাতা গদাধর।
নিত্যানন্দ জ্ঞাতা গদাধরের অন্তর॥ চৈঃ ভাঃ

এদিকে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া প্রেমানন্দে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহার অপূর্ব্ব প্রেমভাবদর্শনে নিত্যানন্দময় হইলেন। দুই ভ্রাতার এপর্য্যন্ত কোন কথা বার্ত্তা হয় নাই। উভয়ে উভয়ের প্রতি প্রীতিনয়নে কেবল চাহিয়াই আছেন। উভয়েরই কমল নয়ন দিয়া অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে, উভয়েই প্রেমানন্দে অবশতনু হইয়াছেন।

নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দোঁহে দোঁহা দেখি।
কেহো কিছু না বোলে ঝরয়ে মাত্র আঁখি॥ চৈঃ ভাঃ

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এক্ষণে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন দেখিয়া চতুর চূড়ামণি প্রভু শুভ সময় বুঝিয়া ভক্তজনোচিত দৈন্য প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন—

————"শুভ দিবস আমার।
দেখিলাঙ ভক্তিযোগ চারি বেদ সার॥
এ কম্প, এ অশ্রু, এ গর্জ্জন হুঙ্কার।
এহ কি ঈশ্বর শক্তি বই হয় আর॥
সকৃৎ এ ভক্তিযোগ নয়নে দেখিলে।
তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়েন কোন কালে॥
বুঝিলাঙ ঈশ্বরের তুমি পূর্ণ শক্তি।
তোমা ভজিলে, সে জীব পায় কৃষ্ণভক্তি॥
তুমি কর চতুর্দ্দশ ভুবন পবিত্র!
অচিন্ত্য অগম্য গূঢ় তোমার চরিত্র॥
তোমা লখিবেক হেন আছে কোন জন।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণ প্রেমভক্তি ধন॥
তিলার্দ্ধ তোমার সঙ্গ যে জনার হয়ে।
কোটি পাপ থাকিলেও তার মন্দ নহে॥
বুঝিলাঙ কৃষ্ণ মোরে করিল উদ্ধারে।
তোমা হেন সঙ্গ আনি দিলেন আমারে॥
মহা ভাগ্যে দেখিলাঙ তোমার চরণ।
তোমা ভজিলে যে পাই কৃষ্ণ প্রেমধন॥ চৈঃ ভাঃ

এইরূপে নিত্যানন্দ-স্তুতি করিতে করিতে প্রভু প্রেমানন্দে আবিষ্ট হইলেন। এক্ষণে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন। এবার তাঁহার পালা, প্রভুর শ্রীমুখে আত্মস্তুতি শুনিয়া তিনি লজ্জায় বদন অবনত করিলেন। এক এক বার বদন তুলিয়া প্রভুর চন্দ্রবদনের প্রতি চাহেন, পুনরায় বদন অবনত করেন। প্রভুও তাঁহার বদনের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছেন। দাদা বলাইর মুখে বহুদিনের পর দুটি মধুমাখা কথা শুনিবেন; প্রভু এই আশায় আছেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তখন পর্য্যন্ত কোন কথা কহেন নাই। ইঙ্গিতে কিন্তু দুই ভায়ে সকল কথাই হইল।

নিত্যানন্দ চৈতন্যের অনেক আলাপ।
সব কথা ঠারে ঠোরে নাহিক প্রকাশ॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভু অতিশয় দীনভাবে পুনরায় করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্রীপাদ! আপনাকে কোন প্রশ্ন করিতে শঙ্কিত হই। কোথা হইতে আপনার নবদ্বীপে শুভাগমন হইল(১)?

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু উত্তর দিবার চেষ্টা করিলেন। রঙ্গিয়া প্রভুর রঙ্গ দেখিয়া তাঁহার বড় হাসি পাইল। কলির

(১) প্রভু বোলে জিজ্ঞাসা করিতে বাসি ভয়।
কোন দিগ হৈতে শুভ করিলা বিজয়॥ চৈঃ ভাঃ

প্রচ্ছন্ন অবতারকে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মনে উদয় হইল। তিনি জানেন, নদীয়ায় প্রভু আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। নদীয়ার অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ প্রভুকে তাঁহাদের হৃদয়মন্দিরে ভগবানভাবে অভিষেক করিয়াছেন। এই শুভ সুযোগে কলির প্রচ্ছন্ন অবতারকে প্রকাশ করা আবশ্যকবোধে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীগৌরভগবানের প্রতি একবার করুণ নয়নে চাহিলেন। এই চাহনির মর্ম্ম "ভাই! কি বল, গুপ্তলীলা ব্যক্ত করিব কি?" প্রভু ইঙ্গিতে অনুমতি দিলেন। এক্ষণে তাঁহার আত্মপ্রকাশের শুভ সময়। তিনি স্বয়ং অগ্রে তাঁহার পথ দেখাইয়াছেন। কাজে কাজেই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে নিষেধ করিতে পারিলেন না। তখন শ্রীনিতাইচাঁদ প্রেমানন্দে গান ধরিলেন—

কা—কা—কানায়ে নাকি তুই রে।
আমায় বলরে আমি চিনেছি,
চিনেছি, চিনেছি তোরে।
ধ—ধ—ক—ক করে নে রে বেণু রে।
দাঁড়ারে ত্রিভঙ্গ হ'য়ে।
দেখি রে কানু, বেণু গৌরহাতে কেমন সাজে।
বেণুর গান অনেক দিন শুনি নাই,
বাজাও বেণু হিয়া জুড়াই।
ব্রজেতে বেণু বাজায়ে ছিলে,
দেখি এখন বেণু কি বোল বোলে॥

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গীত।

শ্রীনিতাইচাঁদ একটু তোতলা ছিলেন। তিনি যে সুরে ও যে ভাবে এই অপূর্ব্ব গীতটি গাহিলেন, সে সুর ও ভাব প্রত্যক্ষ লীলাদর্শকগণের কানে জনমের মত লাগিয়াই রহিল, মনে মনে জীবন মরণের সাক্ষী হইল।

প্রভু ভাবাবেশে আছেন—তাঁহার শ্রীঅঙ্গ নিস্পন্দ,—তাঁহার কণক-কেতকী সদৃশ নয়নদ্বয়ের দৃষ্টি শ্রীপাদ নিত্যানন্দের শ্রীবদনচন্দ্রের প্রতি যেন দৃঢ়বদ্ধ রহিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল; সকলে দেখিলেন, তাঁহার বদনচন্দ্র লজ্জাবনত, তিনি যেন কত অপরাধী।

অতঃপর শ্রীনিতাইচাঁদ বামহস্তে প্রভুর শ্রীহস্ত ধারণ করিয়া এবং দক্ষিণ হস্তে চিবুক স্পর্শ করিয়া প্রেম বিস্ফারিতলোচনে গদগদ স্বরে কহিলেন—

(তুই) কালরূপ কারে দিলি?
কা, কা—কা—কানাই! তুই নাকি ভাই গৌর হলি?
কাঁদায়ে যশোদা মায়ে শচীমাকে মা বলিলি।
কাঁদায়ে বৃন্দাবন নবদ্বীপে উদয় হলি।
পীতধড়া মোহন বাঁশি ভাইরে! তুই কারে দিলি?
কেন ধুলায় গড়াগড়ি, বনমালা কি করিলি?

প্রাচীন পদ।

প্রভু পুনরায় ভাবাবেশে জড়বৎ নিস্পন্দ; শ্রীনিতাই চাঁদ তখন নিজভাব কিছু সম্বরণ করিলেন। প্রভুর বাহ্য জ্ঞান হইলে তিনি সংযতভাবে পরম নম্র হইয়া করযোড়ে নিবেদন করিলেন—

————"তীর্থ করিল অনেক।
দেখিল কৃষ্ণের স্থান যতেক যতেক॥
স্থান মাত্র দেখি কৃষ্ণ দেখিতে না পাই।
জিজ্ঞাসা করিল তবে ভাল লোক ঠাঁই॥
সিংহাসন সব দেখি কেন আচ্ছাদিত।
কহ ভাই সব কৃষ্ণ গেলা কোন ভিত॥
তারা বোলে কৃষ্ণ গিয়াছেন গৌড়দেশে।
গয়া করি গিয়াছেন কথোক দিবসে॥
নদীয়ায় শুনি বড় হরি সংকীর্ত্তন।
কেহো বোলে তথায় জন্মিলা নারায়ণ॥
পতিতের ত্রাণ বড় শুনি নদীয়ায় (১)।
শুনিয়া আইনু মুঞি পাতকী তথায়॥" চৈ ভাঃ

(১) শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মোপদেশ যাঁহারা ভাল করিয়া অনুশীলন ও অনুভব করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই দেখিয়াছেন দীনতাই তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের মূলমন্ত্র। "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোক দ্বারা প্রভু তাঁহার ভক্তবৃন্দকে এই দীনতার চরম উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু—

পতিতের ত্রাণ বড় শুনি নদীয়ায়।
শুনিয়া আইনু মুঞি পাতকী হেথায়॥

এই সদৈন্যবাক্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশের জ্বলন্ত প্রমাণ দিলেন গৌরভক্তবৃন্দের দীনতা অতুলনীয়। তাঁহারা জনে জনে দৈন্যের অবতার

প্রভু দাদা বলাইর মুখে তাঁহার এইরূপভাবে আত্ম প্রকাশের কথা শুনিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এই কথা বলিতে বলিতে কান্দিয়া প্রভুর চরণতলে পতিত হইলেন। প্রভু আস্তেব্যস্তে পলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। তখন উভয়ে উভয়ের চরণ ধরিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। সে দৃশ্য অতি মনোহর, অতীব মধুর, অতিশয় নয়নরঞ্জন।

পড়িলেন প্রভুপদে নিত্যানন্দ রায়।
দোঁহার চরণ দোঁহে ধরিবারে ধায়॥ চৈঃ ভাঃ

এই মধুর অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া ভক্তবৃন্দ আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। গৌর-নিত্যানন্দ দুই জনে মিলিয়া উভয়ে উভয়ের চরণধুলি প্রাপ্তির জন্য কিয়ৎক্ষণ ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। এযুদ্ধে জয় পরাজয় কিছুই বুঝা গেল না। উভয়ে উভয়ের পদধূলি লইলেন। কাজেই এ ভক্তিযুদ্ধে উভয়েরই জয়লাভ হইল। ইহার পর দুই ভ্রাতায় গাঢ় প্রেমালিঙ্গন হইল। বোধ হইল যেন দুই জনে মিলিয়া এক হইয়া গেলেন। রামকৃষ্ণ আর গৌর-নিত্যানন্দ এক বস্তু, এক তত্ত্ব। উভয়ে এক আত্মা, কেবল মাত্র দেহ ভেদ। গৌর-নিত্যানন্দের এই পরম প্রীতিপ্রদ প্রেমালিঙ্গন লীলারঙ্গ দেখিয়া উপস্থিত ভক্তবৃন্দের মনে এই ভাবটি উদয় হইল। তাঁহারা প্রেমানন্দে উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রেমাবেশে, দুই ভ্রাতায় এইরূপে কিছুক্ষণ সুদৃঢ়ভাবে প্রেমালিঙ্গনবদ্ধ হইয়া জড়বৎ নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। দুই ভায়ের নয়নের জলে দুই জনের অঙ্গ ভাসিয়া গেল। কতক্ষণ পরে আলিঙ্গনমুক্ত হইয়া উভয়ে বালকের ন্যায় অবিরল ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া তাঁহার প্রাণ কানাইকে সম্বোধন করিয়া মধুভাষে পুনরায় কহিলেন—

সকল অবনী আমি ফিরিয়া আইনু।
কোথাও তোমার লাগ মুঞি না পাইনু॥

শুনিলাম গৌড়দেশে নবদ্বীপপুরে।
লুকাঞা রঞাছে তথা নন্দের কুমারে॥
চোর ধরিবারে আমি আইলাঙ হেথা।
ধরিয়াছি চোর আজি পলাইবা কোথা॥ চৈঃ মঃ

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নদীয়ার ভক্তবৃন্দ সমক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব অতি সুস্পষ্ট কথায় প্রকাশ করিলেন। প্রভুকে প্রকাশ করিবার জন্যই তাঁহার নদীয়ায় আগমন। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু প্রচ্ছন্ন অবতার। আত্মপ্রকাশ করিতে তিনি অতিশয় কুণ্ঠিত। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সর্ব্বসমক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর স্বরূপতত্ত্ব বলিয়া দিলেন। প্রভু লজ্জিত হইয়া অধোবদনে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার কমল নয়নের প্রেমাশ্রুধারা সকল বক্ষ বহিয়া পরিধান-বস্ত্র সিক্ত করিয়া ভূমিতল প্লাবিত করিল।

চতুর চূড়ামণি শ্রীগৌরভগবান দেখিলেন, তাঁহার বলাই দাদা প্রেমোন্মত্ত, শ্রীবৃন্দাবনভাবে মগ্ন। পাছে তাঁহার অবতারের সকল গূঢ় কথাই প্রকাশ পায়, এই ভয়ে তিনি এক ফন্দি করিলেন। গুপ্ত বৃন্দাবন নদীয়ায় তাঁহার গুপ্ত-লীলা অপ্রকাশ রাখিবার জন্য তিনি যে বিশেষ ব্যগ্র তাহা তাঁহার প্রতি কার্য্যেই বুঝা যায়। প্রভু আত্মসংবরণ করিয়া মধুর হাসিয়া প্রেমভরে তাঁহার বলাইদাদার হস্তধারণ করিয়া নন্দনাচার্য্যের গৃহে মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রাণকানাইর মধুর নৃত্য দর্শনে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রাণ আনন্দে গলিয়া গেল; তিনিও বালকের ন্যায় প্রভুর হস্ত ধারণ করিয়া মধুর নৃত্যারম্ভ করিলেন। গৌর-নিত্যানন্দ হাত ধরাধরি করিয়া নয়নরঞ্জন মধুর নৃত্য করিতেছেন। প্রভু তাঁহার আদি কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের সুর ধরিলেন—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া দুই ভ্রাতা তখন হাত ছাড়িয়া উর্দ্ধবাহু হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু উদ্দণ্ড নৃত্য করিলেন। প্রেমাবেশে তাঁহার বসন ভূষণ শ্রীঅঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িল। ভক্তবৃন্দ এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তনে যোগ দান করিলেন। নন্দন আচার্য্যের গৃহে গোলকের আনন্দ

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং আচরিয়া এই অপূর্ব্ব দৈন্য তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু যখন আপনাকে পতিত বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন, তখন অন্যের কা কথা। গ্রন্থকার।

অনুভূত হইল। চতুর্দ্দিকে হরিনামসুধা বৃষ্টি হয় ভক্তবৃন্দ প্রাণ ভরিয়া পান করিতেছেন। প্রভু কীর্ত্তনরঙ্গে তাঁহার বলাই দাদাকে উন্মত্ত করাইয়া পূর্ব্বলীলা-কথা আর প্রকাশ করিতে দিলেন না। চতুর চূড়ামণির চতুরতা সর্ব্বজ্ঞ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অবিদিত রহিল না। তিনি মধুর মধুর নৃত্য করিতেছেন আর প্রভুর বদনচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া মৃদুমন্দ হাসিতেছেন। সে হাসির মর্ম্ম "ভাইয়া! তোমার চতুরালি আমি বুঝিয়াছি।" তাই সিদ্ধ ভক্তকবি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর মনভাব বুঝিতে পাইয়া লিখিলেন—

"ধরিয়াছি চোর আজি পলাইবা কোথা"।

কীর্ত্তন-তরঙ্গে নদীয়ানগরী প্লাবিত হইল। সর্ব্ব নদীয়ায় এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তনধ্বনি শ্রুত হইল। এই অপূর্ব্ব সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের কথা তাড়িতবার্ত্তার ন্যায় সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। আগন্তুক মহাপুরুষের কথা, তাঁহার অমানুষিক রূপরাশির কথা, তাঁহার অপূর্ব্ব প্রেম-বিকাশের কথা, লোকমুখে নদীয়ার ঘরে ঘরে প্রচারিত হইল। সর্ব্ব নদীয়ার লোক দলে দলে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে দেখিতে আসিল।

এই মহা সংকীর্ত্তন শেষ হইল রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়। প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া দুই প্রভু তখন আসনে উপবিষ্ট হইলেন। ভক্তবৃন্দ দাঁড়াইয়া আছেন। নন্দন আচার্য্য কীর্ত্তনশ্রান্ত প্রভুদ্বয়কে ব্যজন করিতেছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রেমাবেশে তখনও বাহ্যজ্ঞানশূন্য। প্রভু স্বয়ং তাঁহার পদধূলি লইয়া ভক্তবৃন্দকে দিলেন। ভক্তবৃন্দ প্রেমানন্দে হরিধ্বনি করিয়া অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পদরজ স্ব স্ব মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। প্রেমবিহ্বল শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নিস্পন্দভাবে বসিয়া আছেন। প্রভু তাঁহাকে লইয়া যে কি করিবেন, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না (১)। ভক্তবৃন্দের আজ আনন্দের অবধি নাই। প্রভু স্বয়ং যাঁহার পদধূলি লইয়া সকলকে দিলেন, না জানি তিনি কি পরম বস্তু, এই ভাবিয়া তাঁহারা প্রেমানন্দে গর গর চিত্ত হইয়া আকুল প্রাণে কান্দিতে লাগিলেন।

নিত্যানন্দ পদধূলি পাই ভক্তগণ।
প্রেমে গর গর চিত্ত ঝরয়ে নয়ন ॥ চৈঃ ভাঃ

কতক্ষণ পরে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল। প্রভু তাঁহাকে সদৈন্যে কহিলেন—

———"আমরা সকল ভাগ্যবান।
তুমি হেন ভক্তের হৈল উপস্থান ॥
আজি কৃতকৃত্য হেন মানিলা আমরা।
দেখিল সে তোমার আনন্দ বারিধারা ॥" চৈঃ ভাঃ

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নীরব। তখনও তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ হন নাই। প্রেমাবেশে তাঁহার সর্ব্বঅঙ্গ টল মল করিতেছে। সেখানে নদীয়ার সকল অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দই আছেন। শ্রীবাসপণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, গদাধরপণ্ডিত প্রভৃতি ভক্তগণের মনে গৌর-নিত্যানন্দ-রঙ্গ দেখিয়া আজ এক অপূর্ব্ব ভাবের উদ্দীপনা হইল। তাঁহারা তখন স্ব স্ব মনভাব ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া মুরারি গুপ্ত হাসিয়া কহিলেন, "প্রভু! তোমাদের "আমরা, তোমরা" আমরা ত কিছুই বুঝিলাম না। তুমি ও তোমার এই অবধূত ভাইটির মর্ম্ম বুঝা বড় কঠিন"। শ্রীবাসপণ্ডিত বলিলেন "এ সকল কথা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। প্রভু আমার মাধব ও তাঁহার বড় ভাইটি শঙ্কর, এই ভাবিয়া আমরা তাঁহাদিগকে পূজা করিব"। গদাধরপণ্ডিত বলিলেন—"শ্রীবাসপণ্ডিত ঠিক বলিয়াছেন, আমার বোধ হয় এই দুই ভাই যেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ"। অন্য এক জন ভক্ত বলিলেন "ইঁহাদের আমার কৃষ্ণ বলরাম বলিয়া বোধ হয়"। ইনিই ঠাকুর হরিদাস! অপর একজন বলিলেন "দুই সখা যেন কৃষ্ণার্জ্জুন"! এইরূপে ভক্তবৃন্দ প্রভুদ্বয়ের সম্বন্ধে স্ব স্ব মনভাব ব্যক্ত করিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ একাসনে যুগলে বসিয়াছেন। অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া প্রাণকানাই তাঁহার বড় ভাই বলাই-

(১) নৃত্য সম্বরিয়া সে বসিলা সেই খানে।
আনন্দিত সর্ব্বলোক দেখিলা নয়নে ॥
তবে নিত্যানন্দপদ অরবিন্দ ধূলি।
আপনি আনিয়া দিলা ভক্ত শিরোমণি ॥ চৈঃ মঃ

দাদাকে আদর করিতেছেন এবং ভক্তবৃন্দের কথা শুনিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, তাহা কাহারও জ্ঞান নাই। নন্দন আচার্য্যের মনে আজ বড় আনন্দ। তাঁহার গৃহে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের প্রথম শুভ মিলন হইল। তিনি তাহা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। তিনি আনন্দে অধীর হইয়া জড়বৎ হইয়াছেন। প্রভু তাঁহার বলাইদাদার নিকট বিদায় লইয়া নিজ মন্দিরে আসিলেন। ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে নিজ মন্দিরে পৌঁছাইয়া দিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। বিদায় কালীন দৃশ্যটি অতি মনোহর। প্রভু তাঁহার বলাই দাদাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইলেন। অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু লম্ফ দিয়া উঠিয়া প্রভুর চরণে ভূমিতলে দীঘল হইয়া শয়ন করিলেন। তিনি আর উঠিতে চাহেন না। প্রাণকানাইকে পাইয়াছেন, আর ছাড়িতে চাহেন না। প্রভু মহাবিপদে পড়িলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু মহা বলবান, অতিশয় বলের সহিত তাঁহার চরণ ধরিয়াছেন। প্রভু তাঁহাকে কিছুতেই তাঁহার পদপ্রান্ত হইতে সরাইতে পারিতেছেন না। ভক্তবৃন্দ আনন্দে ঘন ঘন হরিধ্বনি করিতেছেন। প্রাণকানাইর বিপদ দেখিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তখন আপনিই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভুকে দৃঢ় প্রেমালিঙ্গন করিয়া কহিলেন "ভাই! যাও গৃহে যাও! তোমার অদর্শনে জননী উদ্বিগ্না হইয়াছেন"। প্রভু প্রেমভরে তাঁহার বলাইদাদাকে পুনরালিঙ্গনদানে কৃতার্থ করিলেন।

উপযুক্ত সময় বুঝিয়া প্রচ্ছন্ন অবতার শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু অতি গোপনে তাঁহার প্রাণের বলাই দাদাকে একটি নিগূঢ় কথা বলিলেন, তাহা অন্যে কেহ শুনিতে পাইলেন না। প্রভুর এই গুপ্ত কথাটি সর্ব্বজ্ঞ নিত্যসিদ্ধ মহাজন কবি প্রাচীন পদে ব্যক্ত করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গলীলার পূর্ব্বাভাস দিয়াছেন। সেই প্রাচীন পদটি এই—

কি পুছসি ভাই নিতাই আমায়। ধ্রু।
ব্রজের খেলা ছিল দৌড়াদৌড়ি।
(এবার) নদের খেলা ধুলায় গড়াগড়ি॥
ব্রজের খেলা ছিল বাঁশির গান।
(এবার) নদের খেলা কেবল হরিনাম॥
ব্রজের খেলা বন ভ্রমণ।
নদের খেলা এবার কেবল রোদন॥

শ্রীনিতাইচাঁদ তাঁহার প্রাণাধিক ভাই কানাইর মনভাব বুঝিয়া অধোমুখে নীরব রহিলেন। এই ভাবে উভয়ে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এই শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-মিলনলীলার ফলশ্রুতি ঠাকুর বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দোঁহে দরশন।
ইহার শ্রবণে হয় বন্ধ বিমোচন॥

কৃপাময় গৌরভক্ত পাঠকবৃন্দ! শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নবদ্বীপে শুভাগমন লীলাকাহিনী শ্রবণ করিয়া প্রেমধন লাভ করুন; আর কৃপা করিয়া অধম অকৃতী গ্রন্থকারকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করুণ, যেন তাহার দুষ্ট মন শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের চরণকরন্দপানে আকৃষ্ট হয়। বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদে সর্ব্ব সিদ্ধি লাভ হয়।

বৈষ্ণবের পায় মোর এই মনস্কাম।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ হউ মোর প্রাণ॥

নবদ্বীপ-লীলারসমাধুরী শ্রবণে যাঁহার মনে আনন্দ হয়, তিনি অবশ্যই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের শ্রীবদনচন্দ্র দর্শন লাভ করিবেন। ইহা শ্রীগৌরাঙ্গলীলার ব্যাসাবতার শ্রীল-বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের কথা।

এ ঐশ্বর্য্য শুনিতে যাহার হয় সুখ।
অবশ্য দেখিবে সেই চৈতন্য শ্রীমুখ॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপালাভ ব্যতিত শ্রীগৌরাঙ্গ ভজনে অধিকারী হয় না। অতএব কৃপাময় পাঠকবৃন্দ!

বন্দ প্রভু নিত্যানন্দ, কেবলি আনন্দ কন্দ,
ঝল মল আভরণ সাজে।
দুই দিকে শ্রুতিমূলে, মকর কুণ্ডল দোলে,
গলে এক কৌস্তুভ বিরাজে॥
সুবলিত ভুজদণ্ড, জিনি করিবর শুণ্ড,
তাহাতে শোভয়ে হেম দণ্ড।

অরুণ অম্বর গায়, সিংহের গমনে ধায়,
দেখি কাঁপে অসুর পাষণ্ড॥
অঙ্গ দেখি শুদ্ধ স্বর্ণ, দুই আঁখি রক্ত বর্ণ,
তাহাতে ঝরয়ে মকরন্দ।
সুমেরু বাহিয়ে যেন, গঙ্গাধারা বহে হেন,
দেখি সুরলোকের আনন্দ।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক ছটা, যেন কদম্বের ঘটা,
লম্ফতে কম্পয়ে বসুমতী।
বীর দর্প মাল সাটে, শব্দে ব্রহ্মাণ্ড ফাটে,
দেখি ব্রহ্মলোক করে স্তুতি॥
চৈতন্যের প্রেম রত্ন, জীবেরে করিয়া যত্ন
দিলা পহুঁ পরম আনন্দে।
কহে বৃন্দাবন দাসে, আপনার কর্ম্ম দোষে,
না ভজিনু নিতাইপদ দ্বন্দ্বে॥

ত্রিংশ অধ্যায়।

—:*:০-

নদীয়ায় অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ।

প্রভুর আত্মপ্রকাশে আনন্দোৎসব।

—:*:—

জয় জয় জগত-জীবন গৌরচন্দ্র।
দান দেহ হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে নদীয়াবাসী ভক্তবৃন্দ প্রভুর অগ্রজ বলিয়া ভক্তিসহকারে তাঁহার সেবাপরিচর্য্যায় ব্রতী হইলেন। শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভুর আদেশে তাঁহাকে নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নিরন্তর বাল্যভাবে প্রেমানন্দে মগ্ন থাকেন। শ্রীবাস-গৃহিনী মালিনীদেবী তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন। অবধূত নিত্যানন্দ তাঁহাকে জননীর তুল্য দেখেন। তিনি স্বহস্তে অন্ন তুলিয়া ভোজন করেন না। মালিনী দেবী তাঁহার বদনে অন্ন তুলিয়া দেন, তবে তিনি আহার করেন (১)। কখন কখন তিনি বালভাবে মালিনীদেবীর স্তনদুগ্ধও পান করেন। শ্রীবাসপণ্ডিতকে তিনি "বাবা" বলিয়া ডাকেন। মালিনীদেবী বৃদ্ধা হইয়াছেন। পঞ্চাশের উপর তাঁহার বয়ক্রম। তাঁহার স্তনে দুগ্ধ নাই। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীঅধর স্পর্শ মাত্রেই তাঁহার স্তনযুগল হইতে ক্ষীরধারা নির্গত হইত। অবধূত নিত্যানন্দপ্রভুর এসকল অচিন্ত্যশক্তি শ্রীবাসপণ্ডিত ও তাঁহার গৃহিণী ভিন্ন অন্য কেহ জানিতেন না। প্রভুর নিষেধে এসকল কথা তাঁহারা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না। মালিনী দেবী শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে নিরবধি শিশুভাবে দেখেন এবং লালন পালন করেন (২)। শ্রীবাস অঙ্গণে প্রভু ভুবনমঙ্গল হরি-সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার আদেশে যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তনে বদ্ধ পরিকর হইলেন। তাঁহার উচ্চ হরিনামসংকীর্ত্তন এবং উদ্দন্ত নৃত্যরঙ্গ দেখিয়া নদীয়াবাসী ভক্তবৃন্দ আনন্দে আত্ম-হারা হইয়া "হা গৌর-নিত্যানন্দ" বলিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। গৌর-নিত্যানন্দ যুগলচরণে তাঁহারা আত্ম-সমর্পণ করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে একদিন নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। শচীমাতার সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। শচীমাতা দেখিলেন অবধূতের আকৃতির ও

(১) নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে।
নিরন্তর বাল্যভাব আন নাহি স্ফুরে॥
আপনি তুলিয়া হাথে ভাত নাহি খায়।
পুত্র প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায়॥ চৈঃ ভাঃ

(২) শ্রীবাসের ঘরে নিত্যানন্দের বসতি।
বাপ্ বলি শ্রীবাসেরে করয়ে পিরীতি॥
অহর্নিশি বাল্যভাবে বাহ্য নাহি জানে।
নিরবধি মালিনীর করে স্তন পানে॥
কভু নাহি দুগ্ধ পরশিলে মাত্র হয়।
এ সব অচিন্ত্য শক্তি মালিনী দেখয়॥
চৈতন্যের নিবারণে কারেও না কহে।
নিরবধি শিশুরূপ মালিনী দেখয়ে॥ চৈঃ ভাঃ

প্রকৃতির সহিত তাঁহার হারানিধি বিশ্বরূপের অবয়বের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। বহুদিন পরে পুত্রবিরহ শোকাতুরা শচীমাতার পুত্রশোক উথলিয়া উঠিল। তিনি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে দেখিয়া কান্দিয়া আকুল হইলেন। অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহাকে মাতৃ সম্বোধনে বালভাবে মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা করিলেন। স্নেহময়ী শচীমাতার কোমল হৃদয় স্নেহ-রসে দ্রব হইল। স্নেহাধিক্যে তাঁহার স্তনযুগল দিয়া দুগ্ধস্রাব হইতে লাগিল। প্রভু সেখানে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি তাহা লক্ষ্য করিলেন। শচীমাতা কান্দিতে কান্দিতে অবধূত নিত্যানন্দের সহিত স্নেহ সম্বন্ধসূচক নানা কথার অবতারণা করিয়া তাঁহার তাপিত প্রাণ শীতল করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গজননী নিত্যানন্দের অবধূত বেশ দেখিয়া মনে বড় দুঃখ পাইলেন। স্নেহময়ী শচীমাতা তাঁহাকে এ বেশ ত্যাগ করিয়া পুনরায় যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন। এসকল কথা ঠাকুর জয়ানন্দ তাহার রচিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল শ্রীগ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন (১)। জননীর এই অনুরোধটি শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু শুনিয়া মনে রাখিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শচীমাতার এই স্নেহসূচক অনুরোধটি শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন। প্রভুও সেই সঙ্গে মৃদু হাসিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর হাসির মর্ম্ম "মা! তোমার এই পুত্রটি আদেশ করিলেই আমি সব করিতে পারি"। প্রভুর হাসির মর্ম্ম "দাদা! জননীর অনুরোধ তোমায় রক্ষা করিতে হইবে। আমার আদেশের উপর জননীর অনুরোধ"। অবধূত নিত্যানন্দপ্রভুর সংসারাশ্রম গ্রহণ করার মূলমন্ত্র হইল এই।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নিত্য শচীমাতাকে দর্শন করিতে প্রভুর গৃহে আসিতেন। শচীমাতা তাঁহাকে নিকটে বসাইয়া স্নেহভরে আদর করিয়া নানাবিধ ভোজন দ্রব্য দিয়া পরম পরিতোষ করিয়া আহার করাইতেন। সদানন্দ নিত্যানন্দের মুখে কেবল হাসি।

এই সময়ে নদীয়ার বৈষ্ণববৃন্দ মনের আনন্দে বৈষ্ণব তিথি, ব্রত ও উৎসব সকল মহাসমারোহে পালন ও উদ্‌যাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে পাষণ্ডীদিগের ভয়ে তাঁহারা এই সকল আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন না। প্রভুর আত্মপ্রকাশ ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নবদ্বীপে শুভাগমনের দিন হইতে তাঁহাদের সকল ভয় দূর হইল। জ্যৈষ্ঠমাসে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নবদ্বীপে শুভাগমন করেন। ভাদ্রমাসে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীতিথি পূজা উপলক্ষে নদীয়ার বৈষ্ণবগণ প্রেমানন্দে মত্ত হইলেন। গয়াধাম হইতে আসিয়া প্রভু কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়াছেন। অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সহিত তিনি দিবানিশি কৃষ্ণ কথারসে মগ্ন থাকেন। আজ নদীয়ায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসব। নদীয়াবাসী বৈষ্ণববৃন্দের আনন্দের অবধি নাই।

জন্মাষ্টমীর পর দিবস নন্দোৎসব। নদীয়ানগরে আনন্দের উৎস উঠিয়াছে। সর্ব্বনদীয়া আনন্দে মাতোয়ারা। নদীয়াবাসী নরনারীর মনে আজ বড় আনন্দ। শচীনন্দন পূর্ব্ব জন্মলীলা স্মরণ করিয়া আজ ভাবাবেশে বিভোর হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার গোপবেশ। নিত্যানন্দপ্রভুরও তাই। সঙ্গে সঙ্গে সকল ভক্তগণই আছেন। সকলেরই গোপবেশ। নিত্যানন্দ-প্রভুর হস্তে লগুড়। আনন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন। সর্ব্বাগ্রে শচীনন্দন, তাঁহার পশ্চাৎ শ্রীনিত্যানন্দ, তাঁহাদের

---

(১) গৌরাঙ্গ বলেন নিত্যানন্দ মহাশয়।
মাতাঠাকুরাণী ঝাট, কর পরিচয়॥
বড় দুঃখ পান মায়ে বিশ্বরূপ শোকে।
তুমি বিশ্বরূপ ইহা বোলে সর্ব্বলোকে॥
আকৃতি প্রকৃতি নিত্যানন্দ বিশ্বরূপে।
ভেদ করিতে কেহ নারে নবদ্বীপে॥
গৌরচন্দ্র গৃহবাসে গেলা নিত্যানন্দ।
শচী স্তনে দুগ্ধ স্রবে দেখে গৌরচন্দ্র॥
জিজ্ঞাসেন শচী ঠাকুরাণী কুশল বার্ত্তা।
শুন পির দুই ভাই মোর হর্ত্তা কর্ত্তা॥
ভাল ভাল গৃহ সুখে থাক দুই ভাই।
হা পুত্তির পুত মোর নিমাই নিতাই॥
যজ্ঞ সূত্র ধরিয়া করহ তুমি বিভা।
মোর বাক্য পালিহ বাপ, এই তোমার শোভা॥ চৈঃ মঃ

পশ্চাৎ সকল ভক্তবৃন্দ। নদীয়ার পথে, কর্দ্দমাক্ত কলেবর, দধি হরিদ্রা মিশ্রিত হইয়া তাঁহারা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন। কৃষ্ণপ্রেমে শচীনন্দন বিভোর! মুখে কেবল "কৃষ্ণ রে! দেখা দে। আজি তোর জন্মদিন! বড় শুভ দিন।" এই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ কাঁন্দিয়াই আকুল! কি মধুময় দৃশ্য। নদীয়াবাসীর বড় সৌভাগ্য। শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে নন্দনন্দন স্বয়ং নৃত্য করিতেছেন, আর প্রেমোন্মত্ত-ভাবে কান্দিতেছেন। আপনার জন্মদিনের উৎসবে আপনি বিভোর হইয়া "কৃষ্ণ রে! কৃষ্ণ রে!" বলিয়া আবেগপূর্ণ হৃদয়ে নৃত্য করিতেছেন। পূর্ব্বজন্ম-লীলা স্মরণ করিয়া শচীনন্দন ব্রজভাবে আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন। এই ভাবটি লইয়া একদিন মনের আবেগে একটি পদ লিখিয়াছিলাম, তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল :—

করতালি দিয়ে নাচিয়ে নাচিয়ে,
(ঐ) আসিতেছে গোরারায়।
ভকত সঙ্গে নাচিছে রঙ্গে
(আজি) কি উৎসব নদীয়ায়॥
আপন জনম, উৎসবে মাতি,
(সে যে) আপনারি নাম গায়।
একি এ রঙ্গ করে গৌরাঙ্গ
প্রেমেতে মাতিয়া ধায়॥
(নিজ) জনম তিথির পূজা করিবারে
সাজিয়াছে মনোমত।
প্রেমধারা আঁখে হরিবোল মুখে
বলিতেছে অবিরত॥
থেকে থেকে বলে, কৃষ্ণ রে! কৃষ্ণ রে!
আজি বড় শুভ দিন।
দেখা দেরে বাপ্ প্রাণ গেল মোর
আমি অতি দীন হীন॥
একি রে কৌতুক, করে গোরাচাঁদ,
নিজনামে হ'য়ে ভোর।
জনম অষ্টমী, আজি শুভ দিনে,
কেন দেখি আঁখি লোর॥
প্রচ্ছন্নাবতার গৌর আমার
নিজপ্রেমে নিজে ভোর।
রাধাভাবদ্যুতি, সুবলিত অঙ্গ
নিখিল চিত্ত-চোর॥

শ্রীগৌরাঙ্গ আমার বড় রঙ্গিয়া। তিনি কতই রঙ্গ জানেন। আজ এই একটি লীলারঙ্গ প্রকট করিলেন। শচীনন্দনের এই লীলারঙ্গ দেখিয়া মনে বড় সুখ হইল,—হাসিও লাগিল। তাই রঙ্গিয়াপ্রভুকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছিলাম—

কত রঙ্গ জান, তুমি রঙ্গলাল,
রসরাজ রসময়।
(তুমি) আপনার প্রেমে, আপনি বিভোর,
কিছু নাহি লাজ ভয়॥
চিনিয়াছি তোমা, ধরা পড়িয়াছ,
তুমি সেই ব্রজরাজ।
(আজি) জনম দিনের উৎসবে মাতি
পরিয়াছ নবসাজ॥
(তুমি) আপন পূজার, আপনি পূজারী,
দিয়ে ভোগ নিজে খাও।
আপন জনম, আপন করম
প্রেমেতে মাতিয়া গাও॥
এ গভীর লীলা বুঝিয়াছে যারা
চিনিয়াছে তোমা ভাল।
হরিদাস কয়, ওহে রসময়,
তুমি সেই নন্দলাল॥

শ্রীনিত্যানন্দ লগুড় হস্তে করিয়া ঘুরাইতেছেন, সর্ব্বাঙ্গ দধি-কর্দ্দমাক্ত, মল্লবীরের ন্যায় প্রেমানন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কাঁধে দধি দুগ্ধের ভার, ভাবাবেশে তিনিও মধুর নৃত্য করিতেছেন, তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গোপবেশে শ্রীবাসপণ্ডিত, রামাই, হরিদাস, গৌরীদাস প্রভৃতি ভক্তগণ নৃত্য করিতে করিতে চলিয়াছেন গদাধরপণ্ডিত ও গদাধর দাসের গোপরমনী বেশ। মস্তকে ও কক্ষে দুগ্ধ কলস। সঙ্গে অগণ্য নদীয়ার বালক কর্দ্দমাক্ত

কলেবরে হরিধ্বনি করিতে করিতে চলিয়াছে। সর্ব্ব নদীয়া আনন্দ কোলাহলে পরিপূর্ণ। শচীমাতার গৃহে মহোৎসব। সকল ভক্তের সেখানে আজি নিমন্ত্রণ। প্রভুর কোন চিন্তাই নাই। তিনি আপনার আনন্দে আপনি বিভোর। গৃহের সমাচার কিছু রাখেন না। সকলে মিলিয়া নাচিতে নাচিতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত। মনের সাধে সকলে মিলিয়া সেখানে নৃত্যগীত করিলেন। গঙ্গাতীরে মহাসংকীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠিল। তাহাতে নদীয়াবাসী নরনারীর প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হইল। তাঁহারা আনন্দসাগরে ভাসিলেন। নবদ্বীপরসানন্দী মহাজনগণ, প্রভুর নন্দোৎসব লীলা গাহিয়াছেন :—

পুরুব জনম,　　দিবস
আবেশে গৌররায়।
নিজ জন লৈয়া,　　হরষিত হৈয়া,
নন্দ-মহোৎসব গায়॥
খোল করতাল,　　বাজয়ে রসাল,
কীর্ত্তন জনম-লীলা।
আবেশে আমার,　　গৌরাঙ্গ সুন্দর,
গোপবেশ নিরমিলা॥
ঘৃত ঘোল দধি,　　গোরস হলদি,
অবনি মাঝারে ঢালি।
কান্ধে ভার করি,　　তাহার উপরি,
নাচে গোরা বনমালী॥
করেতে লগুড়,　　নিতাই সুন্দর,
আনন্দ-আবেশে নাচে।
রামাই মহেশ,　　রাম গৌরীদাস,
নাচে তার পাছে পাছে॥
হেরিয়া যতেক,　　নদীয়ার লোক,
প্রেমের পাথারে ভাসে।
দেখিয়া বিভোর,　　আনন্দ-সাগর,
এ রাধামোহন দাসে॥

শচীনন্দন সকলের সহিত গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী আনন্দোৎসবের গীত গাহিতে গাহিতে প্রভুর গৃহে প্রবেশ করিলেন। শচী আঙ্গিনায় নন্দোৎসবের ধূম পড়িয়া গেল। এবার দধি দুগ্ধ হরিদ্রা প্রচুর পরিমাণে সকলের সর্ব্বাঙ্গে দেওয়া হইল। শচী-অঙ্গন দধিদুগ্ধে কর্দ্দমময় হইল। তাহার উপর তাঁহার মধুর নৃত্য। নিত্যানন্দপ্রভুর হস্ত ধারণ করিয়া প্রভু নৃত্য করিতেছেন। আর চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ দুই প্রভুকে বেষ্টন করিয়া আনন্দে নাচিতেছেন। শচীমাতা রন্ধনগৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া শ্রীমতী বিষ্ণু-প্রিয়া দেবীকে সঙ্গে লইয়া এই অপূর্ব্ব নয়নরঞ্জন দৃশ্য দর্শন করিতেছেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া প্রভুর নৃত্য দেখিয়া মৃদুমন্দ হাসিতেছেন। পুরনারী-বৃন্দ হরিধ্বনি করিতেছেন। প্রভুর গৃহে আজি মহোৎসব; তাবৎ ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভু প্রেমালিঙ্গন করিতেছেন। প্রেমে প্রভুর অঙ্গ টলমল। পূর্ব্বলীলা স্মরণ করিয়া তিনি আনন্দে মত্ত হইয়াছেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই। গঙ্গা-স্নান করিয়া আসিয়াছেন, বাড়ীতে মহোৎসব, ভক্তবৃন্দের নিমন্ত্রণ, বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত, এ সকল কথা তাঁহার মনেই নাই। তিনি প্রেমভরে নৃত্য করিতেছেন, ভক্তবৃন্দ পুনরায় তাঁহাকে লইয়া গঙ্গাস্নানে চলিলেন। সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শচীনন্দনের হস্ত ধরিয়া চলিয়াছেন। ভক্তবৃন্দ সকলেই আনন্দে মাতোয়ারা।

পুনরায় গঙ্গাতীরে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কীর্ত্তনের রোলে সর্ব্বনদীয়া পূর্ণ হইল। ভক্তবৃন্দের উদ্দণ্ড নৃত্য, গগনস্পর্শী হরিধ্বনি, প্রাণস্পর্শী ভাবতরঙ্গ, নদীয়াবাসী নরনারীর মনপ্রাণ হরণ করিল। পুনরায় সকলে স্নান করিলেন। স্নানের সময় ভক্তবৃন্দের পুনরায় সেই জলকেলি।

শচীনন্দনকে ঘিরিয়া শ্রীনিতাইচাঁদ অগাধ জলে দাঁড়াইয়া আছেন। ভক্তবৃন্দ প্রচণ্ডবেগে জলের ছিটা দিতেছেন, তাহাতে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। জলযুদ্ধে সকলেই উন্মত্ত। স্নান করিয়া পুনরায় কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভু ভক্ত-গোষ্ঠী সঙ্গে করিয়া গৃহে আসিলেন। তখন তৃতীয় প্রহর

আছেন। প্রভুর বাড়ীতে আজ মহা মহোৎসব। সকল ভক্ত মিলিয়া নন্দোৎসবের গীত গাইতে গাইতে প্রভুর বাটীতে প্রসাদ পাইলেন। মহোৎসবান্তে প্রভুর অঙ্গনে প্রসাদ লইয়া আর একবার নৃত্যোৎসব হইল। পবিত্র অন্ন-ক্ষেত্রে সকল বৈষ্ণব মিলিয়া গড়াগড়ি দিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এই অন্ন-মহোৎসবের মূল কর্ত্তা। প্রভুও তাহার মধ্যে আছেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভৃতি প্রাচীন ভক্তবৃন্দ বালকের ন্যায় অন্ন-প্রসাদ লইয়া স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে লইয়া কিছু রঙ্গ করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে অন্ন ব্যঞ্জন মাখাইয়া দিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিলেন। প্রভু একপাশে দাঁড়াইয়া রঙ্গ দেখিতেছেন ও হাসিতেছেন। তাহার পর আর একবার রাত্রি দুই দণ্ডের সময় সকলে মিলিয়া নাচিতে নাচিতে গঙ্গাতীরে গিয়া গঙ্গাস্নান করি-লেন। নদীয়ায় প্রভুর মন্দিরে নন্দোৎসবলীলা এইরূপে হইত।

পূর্ব্বে বলিয়াছি পূর্ব্বলীলার শ্রীদাম শ্রীগৌরাঙ্গলীলার অভিরাম গোস্বামী, তাঁহার নামান্তর রামদাস। তিনি শ্রীনিত্যানন্দ পরিকর (১)। তাঁহার নিবাস ছিল খানাকুল কৃষ্ণনগর। শ্রীবৃন্দাবনের গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকন্দরে এই মহাপুরুষ দ্বাপরযুগ হইতে ধ্যানমগ্ন ছিলেন; শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত কিরূপে ইঁহার মিলন হয়, তাহা পূর্ব্বে বলি-য়াছি। এই মহাপুরুষ এক্ষণে শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের অনুসন্ধানে নদীয়ায় আসিয়াছেন। শ্রীনিতাইচাঁদের সহিত মিলিত হইয়াছেন। তিনি ইঁহাকে প্রভুর সহিত গোপনে মিলন করিয়া দিয়াছেন। এই শুভ মিলনের সময় প্রভুর মনে পূর্ব্বলীলার স্মৃতি সকল পূর্ণভাবে উদ্দীপিত হইয়াছিল। পূর্ব্বলীলার শ্রীদাম প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াই তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন—

ফিরিতে যাই বনে বনে, চরাইতে ধেনুগণে,
বাঁশি হাথে চূড়া মাথে গলে পর্‌তে বনমালে।
তুই যে মোদের ছিলে সখা, এত দিনে পেলাম দেখা,
সখা ব'লে নাই মনে, নদে এসে ভুলে গেলে ॥

প্রাচীন গীত।

এই মহাপুরুষের প্রণাম যে-সে সহ্য করিতে পারিতেন না। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অষ্ট পুত্র এই মহাপুরুষের প্রণামে নষ্ট হয়। তাহার পর শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর জন্ম হয়। ইঁহার প্রণামে বীরচন্দ্র প্রভুর কিছুই হয় নাই। শ্রীখণ্ডের ঠাকুর রঘুনন্দনকে এই মহাপুরুষ এইরূপ পরীক্ষা করিয়া করিয়া-ছিলেন। তিনিও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

তিনি একদিন ব্রজভাবে বিভাবিত হইয়া বাঁশি অন্বে-ষণ করিতে লাগিলেন; নিকটে ৩২ জন বলবান লোকের বহনোপযোগী এক সুবৃহৎ কাঁটা গাছ পড়িয়াছিল, প্রেমো-ন্মত্ত অভিরাম এই বৃহৎ কাষ্ঠকে বাঁশি জ্ঞানে অনায়াসে হাতে তুলিয়া লইয়া এবং দুই হস্তে বাঁশির ন্যায় ধরিয়া তাহাতে ফুৎকার দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার ফুৎকারে সেই কাষ্ঠের মধ্যে রন্ধ্রাদি হইয়া গেল এ সকল লীলা-কথা ভক্তি-রত্নাকর শ্রীগ্রন্থে বর্ণিত আছে।

অভিরামের হাতে সর্ব্বদা এক গাছি পাঁচনি থাকিত, এই পাঁচনির নাম ছিল "জয়মঙ্গল"। তিনি কৃপা করিয়া যাঁহাকে এই পাঁচনির দ্বারা আঘাত করিতেন, তাঁহার প্রেমধন লাভ হইত। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, তিনি,-

"কৃষ্ণ দিতে, প্রেম দিতে ধরে মহাশক্তি"।

অন্যত্র লিখিয়াছেন—

"অভিরাম গোস্বামীর প্রভাব প্রচণ্ড"।

জন্মাষ্টমীর পর গোষ্ঠাষ্টমী পুণ্যতিথি, কার্ত্তিক মাস। নদীয়ার ভক্তবৃন্দ এই পুণ্যতিথির আরাধনায় ব্যস্ত হইয়া-ছেন। এদিকে প্রভুর মনে পূর্ব্বলীলার ভাবের তরঙ্গ উঠিল। তিনি গৌরীদাস পণ্ডিতের মুখের প্রতি চাহিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন "পণ্ডিত! কি দেখিছ? আজ বড় শুভদিন, চল আমরা সকলে গোষ্ঠে যাইব। ছাদন দড়ি কোথায়?—গো-দহন করিতে হইবে। ধবলী শ্যামলী গাভী কোথায়? শ্রীদাম সুদাম সখাগণ কোথায়? আমার

(১) অভিরাম মুখ্য শাখা সখা প্রেম রাশি।
ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ যে তুলিয়া কৈল বাঁশি চৈঃ চঃ

দাদা বলাই কোথায় ?" এই বলিয়া শচীনন্দন ব্রজভাবে ব্যাকুল হইয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন। সময় বুঝিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু দুগ্ধ-দোহনভাণ্ডটি প্রভুর হাতে দিলেন। প্রভুকে ভাবাবেশে বিহ্বল দেখিয়া তিনি তাঁহাকে কোলে করিয়া বসিলেন। ভক্তবৃন্দ চতুর্দ্দিকে হরি হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। মুকুন্দ গোষ্ঠবিহারের গান ধরিলেন। বাসুঘোষ ধুয়া ধরিলেন—

গোষ্ঠলীলা গোরাচাঁদের মনেতে পড়িল।
ধবলী শ্যামলী বলি সঘনে ডাকিল॥
শিঙ্গা বেণু মুরলী করিয়া জয়ধ্বনি।
হৈ হৈ করিয়া ঘন ঘুরায় পাঁচনি॥
রামাই সুন্দরানন্দ সঙ্গে নিত্যানন্দ।
গৌরীদাস আদি সবে পাইল আনন্দ।
বাসুদেব ঘোষ গায় মনের হরিষে।
গোষ্ঠলীলা গোরাচাঁদ করিলা প্রকাশে॥

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু কথঞ্চিৎ ভাব সম্বরণ করিয়া সেখান হইতে উঠিলেন বটে, কিন্তু ধবলী, শ্যামলী, শিঙ্গা, বেণু, মুরলী বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘনঘন জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। পাঁচনি লইয়া ঘনঘন ঘুরাইতে লাগিলেন। সকল ভক্তবৃন্দ গোপবেশে সাজিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রভুরও সুন্দর গোপবেশ। কটিদেশে ধটি করিয়া বস্ত্র আঁটা। একহস্তে পাঁচনি, অপর হস্তে দুগ্ধদোহন ভাণ্ড। ছাঁদনের দড়িগাছটী স্কন্ধে ঝুলিতেছে। মস্তকে ঝুঁটি বাঁধা। মুখে হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ। প্রভু আমার আবা আবা রবে গগনমণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া ভক্তগণ সঙ্গে গঙ্গাতীরাভিমুখে মাঠের দিকে ছুটিয়াছেন, সর্ব্ব নবদ্বীপ আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। নদীয়ার নরনারী, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, প্রভুর অদ্ভুত নৃত্যভঙ্গী দেখিয়া মনে করিতেছে এ যেন প্রকৃতই দ্বাপরের শেষ,—নবদ্বীপ যেন গোকুল। সকলেরই রাখাল বেশ। অভিরামস্বামী গাভী বৎস লইয়া চলিয়াছেন। গৌরীদাস পণ্ডিত সঙ্গে সঙ্গে আছেন। ইঁহারা দুইজন পূর্ব্বলীলার শ্রীদাম ও সুবল। প্রভু সর্ব্বাগ্রে চলিয়াছেন। কখনও বা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ভাইয়ার অগ্রে গিয়া দুইজনে হাত ধরিয়া মধুর নৃত্য করিতেছেন। নদীয়ার আজ অপূর্ব্ব শোভা। ঠাকুর বংশীবদন এই লীলা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া একটি পদে এই ভাবটি সুন্দর প্রকাশ করিয়াছেন। যথা :—

শ্রীনন্দনন্দন, শচীর দুলাল,
চলে গোঠে পায় পায়।
রোহিণী কোঙর, নিত্যানন্দ রায়,
ভায়ার অগ্রেতে ধায়॥
শ্রীদাম সাঙ্গাইত, অভিরামস্বামী,
গাভী বৎস লৈয়া চলে।
সুবল পণ্ডিত, গৌরীদাস আদি,
তুরিত মিলিত দলে॥
নবদ্বীপ আজ গোকুল হইল
যেন দ্বাপরের শেষ।
পরিকর সবে লইল পাঁচনি
ধরিয়া রাখাল বেশ॥
আবা আবা রবে ছাইল গগন
সুরগণে হেরি হাসে।
তা সবার সঙ্গে গোঠেতে চলিল
পামর এ বংশীদাসে॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর মুখে শিঙ্গার অপূর্ব্ব শব্দ শুনিয়া প্রেমভরে ভক্তগণ অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। সকলেই ব্রজভাবে উন্মত্ত। 'ভাইয়ারে! ভাইয়ারে!' বলিয়া অভিরামস্বামী ছুটিয়াছেন। সকলে মিলিয়া প্রভুকে গঙ্গাতীরে সুন্দর গোপবেশ করিয়া দিলেন। মস্তকে শিখিপুচ্ছ বাঁধিয়া দিলেন, চরণে নূপুর পরাইয়া দিলেন। সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপন করিয়া দিলেন। হলুদে পেড়ে ধুতি পরিধান করাইয়া দিলেন। সুন্দর চাদর গলদেশে ঝুলাইয়া দিলেন। মালতীর মালা গলদেশে লম্বমান করিয়া দোলাইয়া দিলেন। ভক্তগণ সময় বুঝিয়া নিমিষের মধ্যে এ সকল কোথা হইতে যোগাড় করিয়া আনিলেন। প্রভুর নবনটবর বেশ দেখিয়া ভক্তগণের প্রাণে বড় আনন্দ হইল। প্রাণের আবেগে প্রভুকে সাজাইয়া তাঁহারা প্রেমাবেশে নাচিতে নাচিতে যেন

গোবর্দ্ধনে চলিয়াছেন। পূর্ব্বলীলার অভিনয় দেখিয়া প্রভুর আজ আনন্দের সীমা নাই।

শচীমাতা এবং মালিনীদেবী প্রভৃতি বৈষ্ণব-গৃহিণীগণ গৌর-কৃষ্ণের গোষ্ঠবিহারীরূপ দেখিতে চলিলেন। সঙ্গে অনেক নদীয়াসুন্দরী পুরনারীগণ চলিলেন। মনের আনন্দে তাঁহারা গঙ্গাতীরের উচ্চভূমিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা দেখিলেন—

বৃন্দাবনের ভাবে গোরা ফিরায় পাঁচনি।
আবা আবা রবে ডাকে গোরা গুণমণি॥
ভাবিছেন গোরাচাঁদ সেই ভাবাবেশ।
বৃন্দাবনের ভাবে গোরার হৈল আবেশ॥
শচী প্রতি কহে চল যাই দেখিবারে।
বিপিনে যাইবে গোরা গোষ্ঠ করিবারে॥
শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী ধাইয়া চলিল।
বাসুদেব ঘোষ কহে যাইতে হইল॥

বাসুদেব ঘোষ প্রভুর বাল্যলীলারঙ্গ স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়া দিয়াছেন। প্রভুকে পূর্ব্বলীলা স্মরণ করাইয়া দিয়া অভিরামস্বামী শচীনন্দনকে গৃহদ্বারে গিয়া ডাকিতেছেন। অভিরামস্বামী পূর্ব্বলীলার শ্রীদাম সখা। এই লীলা বাসুঘোষ স্বচক্ষে দেখিয়া গাহিয়াছেন—

অভিরাম ডাকে দ্বারেতে,
আরে রে গৌর যাবি খেলাতে,
গৌরব করে বৈসে আছ শচীমায়ের কোলেতে।
ব্রজের খেলা গোচারণ,
নৈদার খেলা সংকীর্ত্তন,
যাতে মত্ত শিশুগণ।
হারে রে রে জানা যাবে যেয়ে সুরধুনীর তীরেতে॥
সময়ে অসময় হলো,
গোঠে যাওয়ার সময় গেল,
গৌর যাবি কিনা বল্।
অভিমানে বৈসে আছ শচীমায়ের কোলেতে॥
শুনে অভিরামের কথা,
কহিছেন শচীমাতা,
তোরা যাবি রে কোথা।
গোঠে যাবে গোরাচাঁদ, বাসু যায় নিয়া ছাতা॥

শচীমাতা প্রথমে বুঝেন নাই আজ কি কাণ্ড হইবে। এখন যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণ আনন্দে ভরিয়া উঠিল। নদীয়াসুন্দরী কুলললনাগণ হুলুধ্বনি দিতে লাগিলেন। শচীমাতা পরমানন্দে শ্রীগৌরকৃষ্ণের গোষ্ঠ-বিহার দেখিতেছেন। তিনি আজ যশোদার ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। মালিনীদেবী তাঁহাকে কোলে ধরিয়া ভূমিতে বসিলেন। গঙ্গাতীরের মাঠে আজ অপূর্ব্ব শোভা। উচ্চ হরিসংকীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠিয়াছে; নদীয়াবাসীর আনন্দের সীমা নাই। সর্ব্বনদীয়ার লোক আজ গঙ্গাতীরে সমবেত হইয়াছে;—

"নদীয়ানগর লোক সব ধাওত হেরইতে গৌরক রঙ্গ।"

গদাধর, বাসুদেব মুকুন্দ সকলে কীর্ত্তনরঙ্গে মাতোয়ারা। সকলে মিলিয়া ধুয়া ধরিলেন—

লাখবান হেমবরণ গৌরদ্যুতি মুখবর
সারদ চাঁদ।
অখিল ভুবনমোহন, মনমথ মনোরথ,
রাজ কি ছাঁদ॥
দেখ গৌরচন্দ্র নব কাম।
আনন্দসার, মিলিত নবদ্বীপে,
প্রকটভাব অভিরাম॥ ধ্রু।
মঙ্গল সুসময় হেরি ক্ষণে ক্ষণ,
বোলত হেরব গোষ্ঠবিহার।
পুন তব বোলত, সকল জীবন তছু,
যে ইহ রূপ নেহার॥
ব্রজপতি নন্দন, চাঁদ চলত বন,
সৌধ উপরে চল যাই।
রাধামোহন ও রস সাগরে
সোই চরণ জনু পাই॥

উচ্চ অট্টালিকা উপরে নদীয়াসুন্দরীগণ গোরাচাঁদের গোষ্ঠবিহারের অপরূপ রূপ দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছেন; সকলেরই মনে ব্রজভাবের উদ্রেক হই-

য়াছে। নদীয়ানগরকে আজ গোকুল বলিয়া ভ্রম হইতেছে। প্রভুর গোষ্ঠবিহারের অপরূপ রূপরাশি দেখিয়া নদীয়াবাসী আনন্দে অধীর হইয়া বলিতেছে—

উভ ঝুটি শোভে শিরে,　বদনে অমিয়া ঝরে,
রূপ জিনি সোনা শত বান।
যতন করিয়া মায়,　ধড়া পরায়েছে তায়,
কাজরে উজোর দু'নয়ান॥
করে শোভে তাড় বালা,　গলে মুকুতার মালা,
কর পদ কোকনদ জিনি।
সবে কহে মরি মরি,　সাগরে কামনা করি,
হেন সুত পাইল শচীরাণী॥

বেলা অবসান হইয়া আসিল দেখিয়া গোরাচাঁদের ভাবসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। তিনি ভাবে গদ গদ হইলেন। ভক্তগণ তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া পদ ধরিলেন—

জয় শচীনন্দন ভুবন আনন্দ।
আনন্দ শকতি,　মিলিত নবদ্বীপে,
উয়ল নবরস কন্দ॥ ধ্রু॥
গোখুর ধূলি,　দিশহ উর অম্বর,
শুনি রব বেণু নিশান।
অপরূপ শ্যাম　মধুর মধুরাধর,
মৃদু মৃদু মুরলীক গান॥
এত কহি ভাবে,　বিবশ গৌর-তনু
পুন কহ গদ গদ বাত।
শ্যাম সুনাগর,　বন সাজে আওত,
সমবয়ঃ সহচর সাথ॥
মঝুমন নয়ন,　জুড়ায়ল কলেবর
সফল ভেল ইহ দেহ।
রাধামোহন কহ;　ইহ অপরূপ নহ,
মুরতি মত সেই লেহ॥

শচীনন্দন গোষ্ঠ হইতে গৃহে ফিরিলেন। সন্ধ্যাকালের গৃহে প্রত্যাগত গাভীবৃন্দের খুরোত্থিত ধুলিরাশির সহিত ভক্তপদরজ মিলিত হইয়া নদীয়াগগণ অন্ধকার করিল। উচ্চ সংকীর্ত্তন-রসতরঙ্গে নদীয়াবাসী নরনারী হাবুডুবু খাইতে লাগিল। আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া তাঁহারা প্রাণ ভরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। নদীয়ার আজ অপূর্ব্ব শোভা! ব্রজের গোষ্ঠাষ্টমী আর নদীয়ার গোষ্ঠাষ্টমী শুভ তিথি একত্রে মিলিত হইয়া ভুবনমঙ্গল শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের চরণ অর্চ্চনা করিলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সখী কাঞ্চনাকে সম্বোধন করিয়া মনের দুঃখে বলিলেন—

"সজনি! না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ-বিলাস।
প্রেমহি নিমগণ,　রহত অনুখণ,
কতিহু নাহি অবকাশ।" দাসভুবন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রভু নদীয়ায় আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু ঐশ্বর্য্য লীলারঙ্গও তিনি বিশেষ বিশেষ ভক্তগণকে দেখাইতেছেন। এই সময়কার তাঁহার একটী ঐশ্বর্য্য লীলারঙ্গ-কাহিনী এখানে বিবৃত করিব।

নদীয়ার গঙ্গাতীর শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলারঙ্গের কেন্দ্রস্থল। শ্রীযমুনাতীরে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ লীলারঙ্গ প্রকট করিয়া ব্রজবাসীর মন হরণ করিতেন, গঙ্গাতীরে শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুও তদ্রূপ লীলারঙ্গরস বিস্তার করিয়া নদীয়াবাসীর নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিতেন। সর্ব্ব অবতারসার শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাস্থলী নদীয়ার গঙ্গাতট বৈষ্ণবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। পতিতপাবনী সুরধুনীর মনে বড়ই দুঃখ ছিল, শ্রীযমুনার ভাগ্য তিনি প্রাপ্ত হন নাই। ভক্তবৎসল শ্রীগৌরভগবান তাঁহার সেই মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

শ্রীধরকে প্রভু কহিয়াছিলেন—

যে গঙ্গা পূজহ তুমি আমি তার পিতা।
সত্য সত্য তোমারে কহিনু এই কথা॥ চৈঃ ভাঃ

আর একস্থলে প্রভু শ্রীমুখেই বলিয়াছিলেন—

গঙ্গা দুর্গা দাসী মোর মহেশ কিঙ্কর। চৈঃ চঃ

প্রভুবাক্য শ্রীধর তখন বুঝিতে পারেন নাই। পরে তিনি প্রভুবাক্যের সফলতা প্রত্যক্ষে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। প্রভু শ্রীধরকে যাহা বলিয়াছিলেন গঙ্গাভক্ত নবদ্বীপের গঙ্গাতীরবাসী এক নিষ্ঠাবান্ বিপ্রকে কৃপা

করিয়া তাহা দেখাইয়াছিলেন। এই লীলাটি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে লিখিত নাই। ঠাকুর লোচনদাস তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-শ্রীগ্রন্থে প্রভুর এই মধুর লীলাটি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

দিবা অবসানে একদিন গঙ্গাতীর আলোকিত করিয়া কিছুদূরে ভক্তগণসহ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যোগপট্টাসনে বসিয়া আছেন। অকস্মাৎ গঙ্গাদেবী তরঙ্গভঙ্গে কুল কুল স্বরে প্রভুর গুণগান গাহিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে গঙ্গা-নীর বর্দ্ধিত হইয়া তীর অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হইল। গঙ্গার তরঙ্গ-গর্জ্জনে উপস্থিত নরনারীবৃন্দ শঙ্কিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, আজি এ কি হইল—মেঘ গর্জ্জন নাই, বায়ুর বেগ নাই, গঙ্গাদেবীর আজ এত আনন্দ কেন?

প্রতিদিন দেখি গঙ্গা যেমন তেমন।
আজি কেন অপরূপ শুনি এ গর্জ্জন॥
মেঘ বরিষণ নাহি বাড়য়ে সলিল।
খরতর স্রোত বহে নীর উথলিল॥ চৈঃ মঃ

গঙ্গাদেবী শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের পদরজস্পর্শ কামনায় মহা-বেগে এবং অনুরাগে প্রভুর চরণপ্রান্তে ধাবিত হইতেছেন। এ দৃশ্য অতি মনোহর; কিন্তু ইহা বুঝিবার শক্তি কয় জনের আছে? ক্রমে গঙ্গাসলিল প্রভুর পদরজস্পর্শ করিয়া তবে ক্ষান্ত হইল—

ত্রৈলোক্য-পাবনী গঙ্গা বহে মহাবেগে।
আপনা না ধরে গঙ্গা প্রভু অনুরাগে॥
উথলিল গঙ্গাদেবী বাড়য়ে সলিল।
কুল কুল শব্দে প্রভু অঙ্গ পরসিল॥ চৈঃ মঃ

ক্রমে ক্রমে গঙ্গানীর ধীরে ধীরে যথাস্থানে নামিয়া গেল। প্রভুর লীলারঙ্গ-রহস্য প্রভু বুঝিলেন আর গঙ্গাদেবী বুঝিলেন। কিন্তু সেখানে আর একটী ভাগ্যবান গঙ্গাভক্ত বিপ্র ছিলেন। তিনি গঙ্গা ও ভগবানে সমবুদ্ধি করিয়া গঙ্গাতীরে কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতেন ও গঙ্গার আরাধনায় তথায় দিনাতিপাত করিতেন। হরিনাম-মহামন্ত্রের তিনি সাধক ছিলেন।

গঙ্গার ভকত এক আছয়ে ব্রাহ্মণ॥
গঙ্গার প্রসাদে তার অন্তর নির্ম্মল।
ভূত ভবিষ্যৎ বিপ্র জানিল সকল॥
গঙ্গা আরাধনা করে জপে হরিনাম।
গঙ্গা-গৌরাঙ্গ যেন দেখে এক ঠাম॥ চৈঃ মঃ

এই ভাগ্যবান বিপ্র গঙ্গাদেবীর অদ্যকার অপূর্ব্ব উল্লাস-দর্শনে চিন্তা করিতে করিতে প্রভু যেখানে বয়স্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া বিপ্র যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। অনুরাগভরে প্রভু আমার গঙ্গাদর্শন করিতেছেন। করুণাভরে তাঁহার ছল ছল আঁখি। প্রতি অঙ্গে কদম্ব-কেশরের ন্যায় পুলকরাজি বিরাজিত। অপূর্ব্বদর্শন অপরূপরূপসম্পন্ন শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুকে দর্শন করিয়া এই গঙ্গাভক্ত বিপ্র তাঁহাকে সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্মসনাতন বলিয়া চিনিলেন।

বিশ্বম্ভর মহাপ্রভু ভকত বেষ্টিত।
গঙ্গার সমীপে রহে দেখে আচম্বিত॥
গঙ্গা নিরিখয়ে প্রভু বড় অনুরাগে।
দ্বিগুণ হইল দেহ অঙ্গের পুলকে॥
করুণা অরুণ ছল ছল করে আঁখি।
দেখিয়া পাইল বিপ্র অন্তরের সাক্ষী॥
এই সেই ভগবান কভু নহে আন।
চিন্তিতে চিন্তিতে গেলা প্রভু বিদ্যমান॥ চৈঃ মঃ

গঙ্গাভক্ত ভাগ্যবান বিপ্র প্রভুর নিকটে গিয়া আরও দেখিলেন, গঙ্গার শোভা দর্শন করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া গঙ্গার তরঙ্গাবলী নিকটে আসিতেছে দেখিয়া তিনি করকমল দ্বারা গঙ্গাজল স্পর্শ করিলেন। কিন্তু গঙ্গাদেবী তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। প্রথমে তিনি উচ্ছসিত তরঙ্গ-ভঙ্গী দ্বারা প্রভুর শ্রীচরণ স্পর্শ করিলেন, পরে মূর্ত্তিমতী হইয়া গললগ্নকৃতবাসে প্রভুর পদরজ প্রার্থনা করিলেন। ভাগ্যবান বিপ্র প্রত্যক্ষে গঙ্গামূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

প্রভুর নিকটে গিয়া দাণ্ডাইয়া দেখে।
অবশ হঞাছে প্রভু গঙ্গা অনুরাগে॥

গঙ্গার হৃদয় প্রভু জানে মনে মনে।
আগুসারি করে গঙ্গা কর পরশনে॥
কর পরশনে গঙ্গার না পুরিল আশ।
ঢেউ ছলে করে গঙ্গা চরণ-সম্ভাষ॥
মূর্ত্তিমতী হয়ে গঙ্গা প্রভু কাছে রহে।
করযোড় করিয়া চরণপদ্ম চাহে॥ চৈঃ মঃ

গঙ্গাভক্ত বিপ্র এই অপূর্ব্ব গঙ্গা-গৌরাঙ্গ-মিলন সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া প্রেমভমে পুলকাশ্রুপাত করিতে করিতে আনন্দে বিহ্বল হইলেন। বিপ্রের অভীষ্ট পূর্ণ হইল; তিনি কৃতকৃতার্থ হইলেন।

দেখিয়া ব্রাহ্মণ পুলকিত সব অঙ্গ।
দেখহ সকল লোক গঙ্গা-গৌরাঙ্গ॥
প্রভু পরশিল গঙ্গা চরণকমলে।
কৃতার্থ হইয়া গঙ্গা গেলা নিজজলে॥
গৌরাঙ্গ নিকটে গঙ্গা কেহ না জানিল।
ব্রাহ্মণ অভীষ্ট ভরি নয়ানে দেখিল॥ চৈঃ মঃ

এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু গঙ্গাদর্শনে পুলকিতাঙ্গ হইলেন। হরিনামানন্দে বিভোর হইয়া তিনি তাঁহার নিজজনকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নযুগলে শতধারা বহিতে লাগিল। তাঁহার প্রেমসিন্ধু যেন উথলিয়া উঠিল। গঙ্গার ঘাটে সকল ভক্তগণ মিলিয়া মহা হরি-সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। নদীয়ার লোক সকল চমৎকৃত হইলেন। ইহার মধ্যে গঙ্গাভক্ত বিপ্র যাহা দেখিলেন, তাহা আর কেহ দেখিতে পাইলেন না—

সুরধুনী অনুরাগ পাঞা গৌরহরি।
পুলকিত সব অঙ্গ কাঁপে থর থরি॥
অবশ হইয়া প্রভু বোলে হরি বোল।
সবশ হইয়া নিজজনে দেই কোল॥
অরুণ-বরণ ভেল প্রেমার আরম্ভ।
কদম্ব-কেশর জিনি পুলক কদম্ব॥
প্রভু অনুরাগে গঙ্গা হিয়া মাঝে রহে।
শত শত ধারা আঁখি-সাগরেতে বহে॥
লোমে লোমে বহে নীর লোকে বলে ঘর্ম্ম।
উথলিল প্রেম-সিন্ধু দ্রবময় ব্রহ্ম॥
চৌদিকে সকল লোক হরি হরি বোলে।
উথলিল প্রেম-সিন্ধু আনন্দ-হিল্লোলে॥ চৈঃ মঃ

গঙ্গাভক্ত বিপ্রের আজ আনন্দের সীমা নাই। তিনি প্রভুর চরণে পতিত হইয়া প্রেমানন্দে বিহ্বল হইলেন। তিনি আজ প্রত্যক্ষে তাঁহার অভীষ্ট দেবী গঙ্গাকে মূর্ত্তিমতী দেখিতে পাইলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর তত্ত্ব জানিতে পারিলেন। তাঁহার ভাগ্যের পরিসীমা নাই। তাঁহার ভাগ্য শিববিরিঞ্চি বাঞ্ছিত। তিনি প্রভুর পদতলে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন—

চরণে পড়িয়া বিপ্র করে আর্ত্তনাদ।
এত দিনে গঙ্গা মোরে কৈল পরসাদ॥
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যাহা না পায় ধেয়ানে।
হেন মহাপ্রভু আজি দেখিল নয়নে॥
ভূমে গড়াগড়ি যায়ে কান্দে আর্ত্তনাদে।
আপনা পাসরে বিপ্র প্রেমার আনন্দে॥ চৈঃ মঃ

চতুর্দ্দিকে গঙ্গার ঘাটে লোক দাঁড়াইয়া এই সৌভাগ্যবান বিপ্রের রঙ্গ দেখিতেছে। প্রভু এই অবসরে সেখান হইতে উঠিয়া—অলক্ষ্যে গৃহে গমন করিলেন। ভাগ্যবান বিপ্র তখন প্রাণের আবেগে গঙ্গাদেবীর পূর্ব্বজনমকথা সকলকে শুনাইতে লাগিলেন ও গঙ্গামহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

গ্রন্থে এই ভাগ্যবান বিপ্রের নামোল্লেখ নাই। গঙ্গা ভক্ত বিপ্র এখন একনিষ্ঠ গৌরাঙ্গ-ভক্ত হইলেন। তিনি আর প্রভুর সঙ্গ ছাড়িলেন না। প্রচ্ছন্ন অবতার শ্রীগৌর-ভগবান তাঁহাকে গোপনে আদেশ করিলেন একথা যেন প্রকাশ হয় না। ঐশ্বর্য্য দেখাইলেই তিনি এরূপ কথা বলিতেন, কেন বলিতেন তাহার বিচারের প্রয়োজন নাই। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর প্রকট লীলা গুপ্তলীলা, কারণ তিনি কলির প্রচ্ছন্ন অবতার।

অবতার নাহি কহে আমি অবতার।
মুনি সব জানি করে লক্ষণ বিচার॥ চৈঃ চঃ

একত্রিংশ অধ্যায়।

-:*:-

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নবদ্বীপে পুনরাগমন।

শ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীগৌরাঙ্গ পূজা।

—:**:—

"চলহ রামাঞি! তুমি অদ্বৈতের বাস।
তাঁর স্থানে কহ গিয়া আমার প্রকাশ॥
আমার পূজার সাজ উপহার লৈয়া।
ঝাট আসিবারে বোল সস্ত্রীক হইয়া॥"

প্রভুবাক্য শ্রীচৈতন্যভাগবত।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু আমাদের গৌর-আনা-গোসাঞি। তিনি অভিমানী ভক্ত। প্রভুর উপর তাঁহার অত্যন্ত অভিমান। তিনি অভিমান করিয়া নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুর গিয়া বসিয়া আছেন। প্রভু আত্ম-প্রকাশ করিবেন, তাঁহাকে আদর করিয়া প্রভু ডাকিলে তবে তিনি আসিবেন। প্রভু গয়াধাম হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীঅদ্বৈতসভায় গিয়া তাঁহাকে একবার স্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাঁহার নিকট পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রভুর বৈষ্ণবীমায়ায় অভিভূত হইয়া এখন তিনি সে সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মনে সন্দেহ "শচীনন্দনই কি আমার অভীষ্ট দেব? ইনিই কি তিনি?" মহাবিষ্ণু অবতার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। শ্রীভগবান যেমন ভক্তকে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করেন, ভক্তও শ্রীভগবানকে সেইরূপ পরীক্ষা করেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরভগবানকে পরীক্ষা করিবার জন্য নবদ্বীপ ছাড়িয়া শান্তিপুর গমন করিলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা—

সত্য যদি প্রভু হয় মুঞি হব দাস।
তবে মোরে বান্ধিয়া আনিব নিজ পাশ॥ চৈঃ ভাঃ

এই জন্যই তাঁহার নবদ্বীপ-বাস ত্যাগ। প্রভুকে পরীক্ষা করিবার জন্যই তাঁহার শান্তিপুরে বাস। শ্রীচৈতন্যভাগবতকার স্পষ্টই লিখিয়াছেন—

"পরীক্ষিতে করিলেন শান্তিপুর বাস।"

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নবদ্বীপ আগমনের পর প্রভুর আত্মপ্রকাশ লীলারঙ্গ ক্রমশঃ প্রকট হইতে লাগিল। হরিদাস ঠাকুরের ত্রিভুবনমঙ্গল উচ্চ হরিনামসংকীর্ত্তনে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীঅঙ্গের বাতাসে নদীয়াবাসীর প্রাণ ভক্তিপথে উন্মুখ হইল, তাহাদের উদ্‌ভ্রান্ত মন সুস্থির হইল, কলুষিত চিত্ত নির্ম্মল হইল। অনেকেই নিত্য শুদ্ধ ভুবনমঙ্গল নাম ব্রহ্মের আশ্রয় লইলেন। শ্রীবাসঅঙ্গনে বৈষ্ণববৃন্দের অধিকতর সমাবেশ হইতে লাগিল। যুগধর্ম্ম সংকীর্ত্তন যজ্ঞানুষ্ঠানকল্পে কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবসকল এক্ষণে বদ্ধপরিকর হইলেন। প্রভু এক বৎসরকালের অধিক হইল গয়াধাম হইতে নদীয়ায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। কৃষ্ণপ্রেম যে কি বস্তু, কি তাহার অপূর্ব্ব মহিমা, তাহা প্রভুকে দেখিয়া নদীয়াবাসী এক্ষণে কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন। প্রভু কৃষ্ণপ্রেমে দিবানিশি উন্মত্ত থাকেন। সংসারে তাঁহার পূর্ণ বৈরাগ্য। কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া আবিষ্টভাবে তিনি আকুল ক্রন্দন করেন, কখনও বা উচ্চ হাস্য করেন, কখনও বা ধূলায় লুটাইয়া গড়াগড়ি দেন। শ্রীবাসঅঙ্গনে তাঁহার শ্রীমুখের মধুর কীর্ত্তন শুনিলে ও নয়নরঞ্জন নৃত্যবিলাস লীলারঙ্গ দেখিলে ভক্তবৃন্দের মনে হয়, যেন তিনি একটি আনন্দঘন-লীলারসময় শ্রীবিগ্রহ। তিনি ঈশ্বরাবেশে বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করিয়া কখন কখন "মুঞি সেই মুঞি সেই" বলিয়া প্রচণ্ড হুঙ্কার গর্জ্জন করেন। একদিন প্রভু এইরূপ শ্রীভগবানভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীবাসপণ্ডিতের ভ্রাতা রামাইপণ্ডিতকে ডাকিয়া কহিলেন—

চলহ রামাই! তুমি অদ্বৈতের বাস।
তাঁর স্থানে কহ গিয়া আমার প্রকাশ॥
যাঁর লাগি করিয়াছ বিস্তর আরধন।
যাঁর লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন॥
যাঁর লাগি করিলা বিস্তর উপবাস।
সে প্রভু তোমার লাগি হৈল প্রকাশ॥
ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁর আগমন।
আপনি আসিয়া ঝাট্ কর বিবর্ত্তন॥

নির্জ্জনে কহিও নিত্যানন্দ আগমন।
যে কিছু দেখিলা তাঁরে কহিও কথন॥
আমার পূজার সজ্জা উপহার লৈয়া।
ঝাট আসিবারে বোল সস্ত্রীক হইয়া॥ চৈঃ ভাঃ

রামাইপণ্ডিত শ্রীবাসপণ্ডিতের কনিষ্ট ভ্রাতা। প্রভুর একান্ত অনুরক্ত ভক্ত। শ্রীবাসপণ্ডিতের চারি ভ্রাতাই শ্রীগৌরাঙ্গদাস। রামাইপণ্ডিতকে প্রভু বিশেষ কৃপা করেন। তিনি প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, "হরি" স্মরণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ মহানন্দে শান্তিপুর যাত্রা করিলেন। আনন্দে বিহ্বল হইয়া তিনি নৃত্য করিতে করিতে শান্তিপুরের পথে চলিয়াছেন। বদনে "হরে কৃষ্ণ" নাম অবিরত উচ্চারিত হইতেছে। তিনি শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতভবনে আসিয়া পৌছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে নমস্কার করিয়া তিনি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয়ে অনেন্দের স্রোত বহিতেছে নয়নদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। প্রেমানান্দ তাঁহার বাক্য স্ফুর্ত্তি হইতেছে না। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ভক্তিযোগ প্রভাবে সকলি জানিয়াছেন। প্রভু তাঁহাকে নবদ্বীপে লইয়া যাইতে রামাই পণ্ডিতকে পাঠাইয়াছেন। ইহা জানিয়া তিনি স্বয়ং হাসিয়া কহিলেন—

"বুঝি আজ্ঞা হৈল আমা নিবার কারণ"

রামাইপণ্ডিত তখন করযোড়ে কহিলেন "আচার্য্য ঠাকুর! আপনি ত সকলি জানেন, এক্ষণে শীঘ্র নবদ্বীপে চলুন, বিলম্ব করিবেন না" (১)। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ইহা শুনিয়া আনন্দে গদ গদ হইলেন।

আনন্দে বিহ্বল হৈলা আচার্য্য গোসাঞি।
হেন নাহি জানে দেহ আছে কোন ঠাঞি॥ চৈঃ ভাঃ

শ্রীঅদ্বৈত-চরিত্র অতিশয় গম্ভীর। কার সাধ্য তাঁহার গভীর মনভাব বুঝে? তিনি সকলি জানেন। কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ নাই। তখন তিনি তাঁহার মনভাব পরিবর্ত্তন করিলেন। রামাইপণ্ডিতকে লক্ষ্য করিয়া ক্রুদ্ধভাবে তিনি কহিলেন—

কোথায় গোসাঞি আইলা মানুষ ভিতরে।
কোন্ শাস্ত্রে বোলে নদীয়ায় অবতরে॥
মোর ভক্তি অধ্যাত্ম্য, বৈরাগ্য জ্ঞান মোর।
সকল জানয়ে শ্রীনিবাস ভাই তোর॥" চৈঃ ভাঃ

অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু বলিলেন, "মানুষের ভিতরে আবার শ্রীভগবানের অবতার? কোন্ শাস্ত্রে নদীয়ায় অবতারের কথা আছে? আমি অধ্যাত্ম-জ্ঞান-যোগী, তোমার ভ্রাতা শ্রীবাসপণ্ডিত আমাকে বিশেষ জানেন"।

রামাইপণ্ডিত শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর চরিত্র বিশেষরূপে জানেন। তিনি তাঁহার কথা শুনিয়া কোন উত্তর না করিয়া মনে মনে হাসিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পুনরায় ভাবান্তর হইল। তিনি রামাই পণ্ডিতকে হাসিয়া কহিলেন—

——————"কহ কহ রামাই পণ্ডিত।
কি কারণে তোমার গমন আচম্বিত॥" চৈঃ ভাঃ

রামাই পণ্ডিত বুঝিলেন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর মন শান্ত হইয়াছে তখন তিনি কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন—

"যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন।
যার লাগি করিলা বিস্তর আরাধন॥
যার লাগি করিলা বিস্তর উপবাস।
সে প্রভু তোমারি লাগি হইলা প্রকাশ॥
ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁর আগমন।
তোমারে সে আজ্ঞা করিতে বিবর্ত্তন॥
ষড়ঙ্গ পূজার বিধি-যোগ্য সজ্জ লইয়া।
প্রভুর আজ্ঞায় চল সস্ত্রীক হইয়া॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের হৈল আগমন।
প্রভুর দ্বিতীয় দেহ তোমার জীবন॥
তুমি সে জানহ তাঁরে মুঞি কি কহিমু।
ভাগ্য থাকে মোর তবে একত্র দেখিমু॥ চৈঃ ভাঃ

এই কথা শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু উর্দ্ধবাহু হইয়া অঝোর নয়নে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রেমানন্দে বিভোর

(১) করযোড় করি বোলে রামাই পণ্ডিত।
সকল জানিঞাছহ, চলহ ত্বরিত॥ চৈঃ ভাঃ

হইয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন; সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। রামাইপণ্ডিত এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সকলি দেখিতেছেন, আর অবিরল প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতেছেন। ক্ষণকাল পরেই প্রভুর ইচ্ছায় শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল। তিনি "আনিলুঁ আনিলুঁ" বলিয়া হুঙ্কার গর্জ্জন করিয়া ভূমিতল হইতে উঠিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন (১)।

"মোর লাগি প্রভু আইলা বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া।"

এই বলিয়া কান্দিতে কান্দিতে তিনি পুনরায় ভূমিতলে পতিত হইলেন। অদ্বৈতগৃহিণী সীতাঠাকুরাণী অন্তরালে দাঁড়াইয়া সকলি দেখিতেছিলেন ও শুনিতেছিলেন। নদীয়ায় প্রভুর প্রকাশ, এবং তাঁহার প্রেম-আহ্বান শুভবার্ত্তা শ্রবণে আনন্দে আত্মহারা হইয়া কান্দিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত-তনয় বালক শ্রীঅচ্যুতানন্দও প্রেমানন্দে জননীর সহিত কান্দিতে লাগিলেন। দাস দাসী অনুচরগণ প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া তাঁহাদিগকে চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া কান্দিতে লাগিল। অদ্বৈতভবন যেন প্রেমময় হইল, সকলেই নদীয়ায় অবতারের প্রেমাহ্বান শুনিয়া পরানন্দ লাভ করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইতে পারিতেছেন না। প্রেমভরে তাঁহার সর্ব্ব অঙ্গ টলমল করিতেছে (২)। রামাইপণ্ডিতের প্রতি চাহিয়া তিনি কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন—

——————শুন রামাই পণ্ডিত।
মোর প্রভু হেন তবে আমার প্রতীত॥
আপন ঐশ্বর্য্য যদি আমারে দেখায়।
শ্রীচরণ তুলি দেয় আমার মাথায়॥
তবে সে জানিমু মোর হয় প্রাণনাথ।
সত্য সত্য সত্য এই কহিলু তোমাত॥ চৈঃ ভাঃ

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শচীনন্দনকে কি ভাবে পরিক্ষা করিবেন রামাইপণ্ডিতকে তাহার আভাস দিলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য সর্ব্বলোক পূজ্য, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, প্রভুর পিতার অপেক্ষাও বয়সে বড়। শচী-জগন্নাথকে তিনি চতুরাক্ষর গৌর-গোপালমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন। অতএব তিনি শচীনন্দনের গুরুর গুরু।

আত্মশোধনের জন্য প্রভুর অগ্রজ শ্রীমদ্বিশ্বরূপ প্রভুর মধুময় চরিতকাহিনী কিছু কিছু লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। এই সূত্রে শ্রীমদ্বিশ্বরূপের জন্ম-বৃত্তান্তটী শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত করিতে গিয়া একটী অপূর্ব্ব তত্ত্ব দেখিলাম। অদ্বৈতপ্রকাশ প্রামাণিক গ্রন্থ। শ্রীল ঈশাননাগর এই শ্রীগ্রন্থের রচয়িতা। এই মহাপুরুষ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর বাল্য সহচর ও শিষ্য ছিলেন। তিনি সীতাদেবীর আদেশে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর আদ্যন্তলীলা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া এই শ্রীগ্রন্থে লিখিয়া রাখিয়াছেন। এই মহাপুরুষই শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর আদেশে নবদ্বীপে গমন করিয়া গৌর-বিরহিনী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কঠোর ভজন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া এবং স্বচক্ষে তাঁহার গৌরবিরহ-বিদগ্ধ কঙ্কালাবশিষ্ট শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রাণস্পর্শী ও মর্ম্মভেদী ভাষার বর্ণনা করিয়াছেন।

এই শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে, শচীমাতার অষ্ট কন্যা অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে একদিন শ্রীপাদ জগন্নাথ মিশ্র, পত্নীর দুঃখে সবিশেষ কাতর হইয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং যাহাতে তাঁহার বংশরক্ষা হয় সেই জন্য প্রার্থনা করিলেন। মিশ্রপুরন্দর শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে বলিলেন—

(১) ক্ষণেকে পাইয়া বাহ্য করয়ে হুঙ্কার।
আনিলুঁ আনিলু বোলে প্রভু আপনার॥ চৈঃ ভাঃ

(২) অদ্বৈতগৃহিনী পতিব্রতা জগন্মাতা।
প্রভুর প্রকাশ শুনি কান্দে আনন্দিতা॥
অদ্বৈতের তনয় অচ্যুতানন্দ নাম।
পরম বালক সেহো কান্দে অবিরাম॥
কান্দেন অদ্বৈত-পত্নী পুত্রের সহিতে।
অনুচর সব বেড়ি কান্দে চারি ভিতে॥
কেবা কোন দিগে কান্দে নাহি পরাপর।
কৃষ্ণ প্রেমময় হৈল অদ্বৈতের ঘর॥
স্থির হয় অদ্বৈত, হইতে নারে স্থির।
ভাবাবেশে নিরবধি দোলয়ে শরীর॥ চৈঃ ভাঃ

"তুয়া শ্রীচরণে মুঞি লইনু শরণ।
অপরাধ থাকে যদি করহ মার্জ্জন॥
দয়া করি প্রভু মোরে দেহ এই ভিক্ষা।
মো হেন অভাগার হয় যৈছে বংশ রক্ষা॥ অঃ প্রঃ

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তুষ্ট হইয়া আদর আপ্যায়িত করিয়া মিশ্র-পুরন্দর ঠাকুরকে বলিলেন, "তুমি গৃহে যাও" আমি ইহার বিধান করিব।

"যে হয় বিধান মুঞি কহিমু তোঁহারে।"

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু পরদিন প্রাতে প্রাতঃকৃত্য সমাধান করিয়া মিশ্রপুরন্দর-গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মিশ্র-দম্পতি মহাসমাদরে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শ্রীচরণ অর্চ্চনা করিলেন। শচীমাতা তাঁহাকে প্রণাম করিলে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু আশীর্ব্বাদ করিলেন—"তুমি পুত্রবতী হও।"

"প্রভু কহে বাছা তুমি হও পুত্রবতী।" অঃ প্রঃ

মিশ্রপুরন্দর সসম্ভ্রমে উত্তর করিলেন—

"যাহে তুয়া বাক্য রহে কর সেই কাজ।" অঃ প্রঃ

তখন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

"প্রভু কহে এক মন্ত্র পাইনু স্বপনে।
ভক্তি করি সেই মন্ত্র লহ দুই জনে॥
সর্ব্ব অমঙ্গল তবে অবশ্য খণ্ডিবে।
পরম পণ্ডিত দিব্য তনয় লভিবে॥" অঃ প্রঃ

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর এই আদেশ শ্রবণ করিয়া আনন্দিত চিত্তে শচী-জগন্নাথ গঙ্গা-স্নানে চলিলেন। গঙ্গাস্নান করিয়া তাঁহারা গৃহে আসিলে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু যথাবিধি নারায়ণ পূজা করিয়া উভয়কে চতুরাক্ষর গৌরগোপালমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন।

আজ্ঞা শুনি আইলা দোঁহে করিয়া সিনানে।
তবে প্রভু যথাবিধি পূজি নারায়ণে॥
দোঁহাকারে মন্ত্র দিলা শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
চতুরাক্ষর শ্রীগৌরগোপাল মহামন্ত্র॥ অঃ প্রঃ

এই অপূর্ব্ব মন্ত্র পাইয়া মিশ্রদম্পতির মনে মহাপ্রেম-ভাবোদ্গম হইল। উভয়ে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে প্রণাম করিয়া করযোড়ে স্তব স্তুতি করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তাঁহাদিগকে "কৃষ্ণে মতিরস্তু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সে দিন শ্রীপাদ জগন্নাথমিশ্র গৃহে ভিক্ষা করিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু গৃহে গমন করিলেন।

"মন্ত্র পাঞা দোঁহাকার হৈল ভাবোদ্গম।
প্রভুরে প্রণমি করে সদৈন্য স্তবন॥
কৃষ্ণে মতিরস্তু বলি প্রভু বর দিলা।
ভোজন করিয়া তবে নিজ স্থানে গেলা॥" অঃ প্রঃ

ইহার পরেই শ্রীশচীদেবীর গর্ভ সম্ভাবনা হইল। এই নবম গর্ভে শ্রীমদ্বিশ্বরূপপ্রভুর আবির্ভাব হইল। পূর্ব্বে এই শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রণামে শচীমাতার অষ্ট কন্যা গর্ভে নষ্ট হয়।

শচীমাতার বয়ঃক্রম তখন আনুমানিক চল্লিশের উপর, আর মিশ্রপুরন্দরের বয়ঃক্রম প্রায়, পঞ্চাশৎ বর্ষ। তাঁহারা অবশ্য এতদিন অদীক্ষিত ছিলেন না। বিষ্ণুমন্ত্রে কুলগুরুর নিকটে তাঁহারা অবশ্যই যথাসময়ে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ইহার উপর পুনরায় ইহাদিগকে চতুরাক্ষর গৌরগোপাল-মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন কেন? শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু সাক্ষাৎ মহাবিষ্ণুর অবতার। তিনি সর্ব্বজ্ঞ। তিনি জানিতেন, শ্রীশচীদেবীর গর্ভে, শ্রীগৌরগোবিন্দের আবির্ভাব হইবে। পূর্ব্ব হইতে যাহাতে মিশ্র-দম্পতির মনে শ্রীগৌরগোবিন্দ-মূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি হয়, যাহাতে তাঁহাদের হৃদয়, মন, কায় সেই গৌর-গোবিন্দভাবে বিভাবিত হয়, এই সিদ্ধান্ত করিয়া সর্ব্বজ্ঞ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের জনক জননীকে শ্রীগৌরগোপালমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন।

শচীনন্দন এক্ষণে দ্বাবিংশবর্ষ বয়স্ক তরুণ নবীন যুবক। তিনি এই অল্প বয়সে সর্ব্ববিদ্যায়, সর্ব্বশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শাস্ত্রজ্ঞান তাঁহা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। তাঁহার মনে সন্দেহ শচীনন্দন কি তাঁহার অভীষ্ট দেব নন্দনন্দন? এই সন্দেহ প্রভুই তাঁহার মনে সন্দেহ জন্মাইয়া দিয়াছেন। ইহারও গূঢ় মর্ম্ম আছে। সে সকল কথা যথাস্থানে পরে বলিব।

লীলাভঙ্গ করিয়া অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। পরম ভাগবত রামাইপণ্ডিত তাঁহার স্বাভাবিক দৈন্য সহ-

কারে করযোড়ে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন—

————"প্রভু! মুঞি কি বলিমু।
যদি মোর ভাগ্য থাকে নয়নে দেখিমু॥
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু! সেই ত তাঁহার।
তোমার নিমিত্ত প্রভু এই অবতার॥" চৈঃ ভাঃ

রামাইপণ্ডিতের কথায় শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। রামাইপণ্ডিত আনন্দে গদ গদ হইয়া কান্দিয়া ফেলিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর চরণধূলি লইয়া তিনি মস্তকে দিয়া কৃতার্থ হইলেন।

শান্তিপুরনাথ তৎক্ষণাৎ নবদ্বীপযাত্রার উদ্যোগ করিতে আদেশ দিলেন। গৃহিণিকে ডাকিয়া কহিলেন "গৃহিণি! কৃপা করিয়া এ অধমকে প্রভু স্মরণ করিয়াছেন। পূজার সজ্জা লইয়া চল, অদ্যই আমরা নদীয়ায় যাইব।" পতিপরায়ণা গৌরাঙ্গগতপ্রাণা সীতাঠাকুরাণী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সকল উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব সকলি জানেন। তত্ত্বে তিনি সর্ব্বজ্ঞা যোগমায়া। বস্ত্র, অলঙ্কার, গন্ধমাল্য ধূপ, দীপ, ক্ষীর, সর, দধি, নবনী, মিষ্টান্ন, কর্পূর, তাম্বুল, ফলমূল প্রভৃতি পূজার দ্রব্যাদি সকল লইয়া তিনি প্রস্তুত হইলেন।

পতিব্রতা সেই চৈতন্যের তত্ত্ব জানে।
গন্ধ, মাল্য, ধূপ, বস্ত্র অশেষ বিধানে॥
ক্ষীর, দধি, সুনবনী, কর্পূর তাম্বুল।
লইয়া চলিলা যত সব অনুকূল॥ চৈঃ ভাঃ

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু গোপনে রামাইপণ্ডিতকে কহিলেন "আমি নদীয়ায় আসিতেছি, সেখানে গিয়া প্রভুকে বলিও না। প্রভুকে বলিবে অদ্বৈতাচার্য্য আসিলেন না। প্রভু কি বলেন শুনিয়া আমাকে বলিবে। আমি নন্দন আচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া থাকিব" (২)। রামাইপণ্ডিত শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর কথা শুনিয়া মনে মনে হাসিলেন। একথার তিনি কি আর উত্তর দিবেন?

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু সপরিবারে দাস দাসী লইয়া পূজার সমস্ত দ্রব্যসম্ভার সঙ্গে করিয়া নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন। সীতাঠাকুরাণী পূজার সজ্জা সকল তাঁহার সঙ্গেই লইলেন। তাঁহারা রামাইপণ্ডিতে সঙ্গে যথা সময়ে নবদ্বীপে আসিয়া সপরিবারে নন্দন আচার্য্যের বাটীতে গিয়া উঠিলেন।

অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরভগবান শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর মনভাব জানিতে পারিলেন। তিনি নিজ মন্দিরে ছিলেন। শ্রীবাস অঙ্গনের দিকে চলিলেন। সঙ্গে ভক্তবৃন্দ আছেন॥ শ্রীবাস অঙ্গনে গিয়া আবিষ্টভাবে প্রভু একেবারে বিষ্ণুখট্টায় উঠিয়া বসিলেন। প্রভুর আবিষ্টভাব দেখিয়া, এবং প্রেম হুঙ্কারগর্জ্জন ধ্বনি শুনিয়া ভক্তবৃন্দ ভীত হইলেন। তাঁহারা বুঝিলেন প্রভু অদ্য কি এক অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ প্রকট করিবেন। সকলেই উদ্বিগ্নচিত্তে প্রভুর বদনচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া আছেন। হুঙ্কারগর্জ্জন করিতে করিতে প্রভু বারম্বার বলিতে লাগিলেন—

"নাঢ়া আইসে, নাঢ়া আইসে" বোলে বারম্বার।
নাঢ়া চাহে মোর ঠাকুরাল দেখিবারে॥" চৈঃ ভাঃ

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে "নাড়া" বলিয়া ডাকিতেন। এইটি তাঁহার বড় আদরের ডাক। কখনও বা প্রভু বাহিক রাগ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে "নাড়া" বলিয়া ডাকিতেন। প্রভুর এই প্রীতিসম্বোধনটি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শুনিতে বড়ই ভালবাসিতেন। জ্ঞানচর্চ্চা লইয়া তিনি প্রভুকে মধ্যে মধ্যে রাগাইয়া তাঁহার শ্রীমুখের এই মধু সম্ভাষণে আপ্যায়িত হইতেন। প্রভু যখন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে "নাড়া" বলিয়া ডাকিতেন, তখন শান্তিপুরনাথের মনে অপার আনন্দ হইত। প্রভু ভগবানভাবেই তাঁহাকে "নাড়া" বলিয়া ডাকিতেন।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীগৌরভগবানের ইচ্ছাশক্তি।

---

(১) পত্নীরে বলিলা ঝাট হও সাবধান।
লইয়া পূজার সজ্জ চল আগুয়ান॥ চৈঃ ভাঃ

(২) রামেরে নিষেধে "ইহা না কহিবা কভু।
না আইলা আচার্য্য তুমি বলিবা বচন॥
দেখি প্রভু মোরে তবে কি বোলে তখন।
গুপ্ত থাকো মুঞি নন্দন-আচার্য্যের ঘরে।
না আইলা বলি তুমি করিবা গোচরে॥ চৈঃ ভাঃ

তাঁহার আত্মপ্রকাশের ভাব বুঝিয়া বিষ্ণুখট্টায় উপবিষ্ট শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের শিরোপরি তিনি ছত্র ধরিলেন। নরহরি চামর ঢুলাইতে লাগিলেন। গদাধরপণ্ডিত সময় বুঝিয়া কর্পূর ও তাম্বুল লইয়া প্রভুর পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। অন্তরঙ্গ ভক্তগণ নিজ নিজ অনুকুল সেবায় ব্রতী হইলেন। কেহ স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন—

জয় জয় সর্ব্বপ্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণাসাগর॥

শ্রীবাস-অঙ্গন ঘন ঘন হরিধ্বনিতে মুখরিত হইল। পুরনারীবৃন্দ শুভ শঙ্খনাদে শ্রীগৌরাঙ্গ-জয়-গান করিতে লাগিলেন। পুরনারীবৃন্দ শুভ হুলুধ্বনি দ্বারা মঙ্গলগীত গাইলেন। এই শুভ সময়ে রামাঞিপণ্ডিত শান্তিপুর হইতে প্রভুর নিকটে আসিয়া করযোড়ে দাঁড়াইলেন। তিনি কোন কথা বলিতে না বলিতেই সর্ব্বজ্ঞ প্রভু প্রেমাবিষ্টভাবে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—

"মোরে পরীক্ষিতে নাড়া পাঠাইল তোরে।"

এই বলিয়া প্রভু প্রেমাবেশে মস্তক ঢুলাইয়া পুনরায় কহিতে লাগিলেন—

"জানিয়াও নাঢ়া মোরে চালয়ে সদায়॥
এথাই রহিল নন্দনাচার্য্যের ঘরে।
মোরে পরীক্ষিতে নাঢ়া পাঠাইল তোরে॥
আন গিয়া শীঘ্র তুমি এথাই তাহানে।
প্রসন্ন শ্রীমুখে আমি বলিল আপনে॥" চৈঃ ভাঃ

ভক্তবৎসল প্রভু আমার এখানে একটি কার্য্যে দুইটি ভক্তের মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। রামাইপণ্ডিতকে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তাঁহার নবদ্বীপ-আগমনবার্ত্তা প্রভুর নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে রামাইপণ্ডিতের বড় বিপদ হইয়াছিল। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর আদেশ রক্ষা করিলে তাঁহাকে প্রভুর নিকট মিথ্যাবাদী হইতে হয়। না করিলে তিনি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর অপ্রিয় হন। তিনি বিষম শঙ্কটে পড়িয়া প্রভুর শরণ লইলেন। ভক্তবৎসল প্রভু ভক্তের মনের ভাব বুঝিয়া রামাইপণ্ডিতের মুখ দিয়া কোন কথা প্রকাশ করিবার অবসর দিলেন না। তিনি স্বয়ং নিজ সর্ব্বজ্ঞতার পরিচয় দিয়া রামাইপণ্ডিতকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। রামাইপণ্ডিত শ্রীগৌরভগবানের ভক্তবৎসলতার পরিচয় পাইয়া আনন্দে গদ গদ হইয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া কান্দিয়া আকুল হইলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুরও মনবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। তিনি রামাইপণ্ডিতকে আদেশ করিয়াছিলেন "তুমি নবদ্বীপে গিয়া প্রভুকে কহিবে আচার্য্য আসিলেন না; ইহাতে প্রভু কি বলেন আমাকে আসিয়া বলিবে।" প্রভু রামাইপণ্ডিতকে যাহা বলিলেন, তাহাতে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর মনবাঞ্ছা সিদ্ধ হইল। প্রভু বলিলেন "আমি নাড়ার মনভাব বুঝিতে পারিয়াছি, সে আমাকে পরীক্ষা করিতে চাহে। তা' বেশ! তাহাকে নন্দন আচার্য্যের গৃহ হইতে সত্বর আমার নিকট লইয়া এস। সে সেখানে লুকাইয়া আছে।" শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ইচ্ছা এই যে, প্রভু তাঁহাকে কেশে ধরিয়া নিজ চরণান্তিকে টানিয়া লয়েন। ভক্তবৎসল প্রভু তাহাই করিলেন। চতুরচূড়ামণি শ্রীগৌরভগবান এক কার্য্যে দুই উদ্দেশ্যসাধন করিলেন।

রামাইপণ্ডিত প্রভুর আদেশ প্রাপ্তমাত্রেই মহানন্দে নন্দন আচার্য্যের গৃহের দিকে ছুটিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে সকল কথাই খুলিয়া বলিলেন। তিনি তাঁহার অভীষ্টদেবের কৃপানুমতি পাইয়া পূজার সজ্জা ও দ্রব্যসম্ভার লইয়া সস্ত্রীক স্তব পাঠ করিতে করিতে শ্রীবাস-অঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বহু দূর হইতে প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে করিতে শান্তিপুরনাথ শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন (১)। তিনি যখন প্রভুর সম্মুখীন হইয়া করযোড়ে দাঁড়াইলেন, শান্তিপুরনাথ দেখিলেন তাঁহার প্রভু অপরূপ রূপরাশি প্রকাশ করিয়া বিষ্ণুখট্টায় বিরাজ করিতেছেন। এমন অপরূপ রূপ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে কেহ কখন দেখে নাই। শ্রীগৌরাঙ্গলীলার ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রভুর সেই ঐশ্বর্য্যপূর্ণ মদনমোহন রূপের নিম্নলিখিত অপূর্ব্ব

(১) দূরে থাকি দণ্ডবৎ করিতে করিতে।
সস্ত্রীকে আইসে স্তব পড়িতে পড়িতে॥ চৈঃ ভাঃ

বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (১)। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু সস্ত্রীক প্রভুর এই অপরূপ ঐশ্বর্য্যরূপ দর্শন করিয়া আনন্দে আত্ম-হারা হইয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহাদের মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। দুইজনের নয়নে অবিরল প্রেমাশ্রুধারা, দুইজনেরই সর্ব্ব অঙ্গ পুলকিত। শ্রীগৌর-ভগবানের সন্মুখে যোড়হস্তে তাঁহারা জড়বৎ দণ্ডায়মান আছেন।

শ্রীশ্রীগৌরভগবান তখন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করিয়া মধুর স্বরে কহিলেন—

"তোমার সঙ্কল্প লাগি অবতীর্ণ আমি।
বিস্তর আমার আরাধনা কৈলে তুমি॥
শুতিয়া আছিলুঁ ক্ষীরসাগর ভিতরে।
নিদ্রাভঙ্গ মোর তোর প্রেমের হুঙ্কারে॥
দেখিয়া জীবের দুঃখ না পারি সহিতে।
আমারে আনিলে সর্ব্ব জীব উদ্ধারিতে॥
যতেক দেখিছ চতুর্দ্দিকে মোর গণ।
সভার হইল জন্ম তোমার কারণ॥
যে বৈষ্ণব দেখিতে ব্রহ্মাদি ভাবে মনে।
তোমা হৈতে তাহা দেখিবেক সর্ব্ব জনে॥" চৈঃ ভাঃ

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ও তাঁহার গৃহিণী সীতাঠাকুরাণী প্রভুর মধুমাখা বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দে গদগদ হইলেন॥ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু উর্দ্ধবাহু হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ভক্তিমতী সীতা ঠাকুরাণীর নয়নের প্রেমাশ্রুধারায় বক্ষ ভাসিয়া গেল। তাঁহারা উভয়ে একত্রে প্রভুর চরণতলে নিপতিত হইলেন। শান্তিপুরনাথের নিকট শ্রীগৌরভগবান নদীয়ার সর্ব্বভক্তগণ সমক্ষে এইরূপ ঐশ্বর্য্যভাবে আত্মপ্রকাশ করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নিকট প্রভুর এইরূপ আত্ম-প্রকাশে তাঁহার ভগবত্তা সম্বন্ধে নদীয়ার সর্ব্বভক্তবৃন্দের মনের সকল সন্দেহ দূরীভূত হইল। শ্রীগৌরভগবান এই-রূপে সর্ব্বলোকপূজ্য শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে আত্মসাৎ করিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু আত্মসংবরণ করিয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া কান্দিতে কান্দিতে প্রভুর চরণতলে নিপতিত হইয়া করযোড়ে আত্মনিবেদন করিলেন—

"আজি সে সফল মোর দিন পরকাশ।
আজি সে সফল কৈনু যত অভিলাষ॥

---

(১) জিনিঞা কন্দর্প কোটি লাবণ্য সুন্দর।
জ্যোতির্ম্ময় কণক সুন্দর কলেবর॥
প্রসন্ন বদন কোটি চন্দ্রের ঠাকুর।
অদ্বৈতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর॥
দুই বাহু কোটি কণকের স্তম্ভ জিনি।
তঁহি দিব্য অলঙ্কার রত্নের খেঁচনি॥
শ্রীবৎস কৌস্তুভ মহামণি শোভে বক্ষে।
মকর কুণ্ডল বৈজয়ন্তীর মালা দেখে॥
কোটি মহা সূর্য্য জিনি তেজে নাহি অন্ত।
পাদপদ্মে রমা, ছত্র ধরয়ে অনন্ত॥
কিবা নখ কিবা মণি না পারে চিনিতে।
ত্রিভঙ্গে বাজায় বাঁশি হাসিতে হাসিতে॥
কিবা প্রভু কিবা গণ, কিবা অলঙ্কার।
জ্যোতির্ম্ময় বই কিছু নাহি দেখে আর॥
দেখে পড়িয়াছে চারি পঞ্চ শত মুখ।
মহা ভয়ে স্তুতি করে নারদাদি শুক॥
মকর বাহন রথ এক বরাঙ্গনা।
দণ্ড পরণামে আছে যেন গঙ্গা সমা॥
তবে দেখে স্তুতি করে সহস্রবদন।
চারি দিগে দেখে জ্যোতির্ম্ময় দেবগণ॥
উলটিয়া চাহে নিজ চরণের তলে।
সহস্র সহস্র দেব পড়ি কৃষ্ণ বোলে॥
যে পূজায় সময়ে যে দেব ধ্যান করে।
তাহা দেখে চারি দিকে চরণের তলে॥
দেখিয়া সম্ভ্রমে দণ্ড পরণাম ছাড়ি।
উঠিল অদ্বৈত, অদ্ভুত দেখি বড়ি॥
দেখে সপ্ত ফণাধর মহানাগগণ।
উর্দ্ধ বাহু স্তুতি করে তুলি সব ফণ॥
অন্তরীক্ষে পরিপূর্ণ দেখে দিব্য রথ।
গজ হংস অশ্বে নিরোধিল বায়ুপথ॥
কোটি কোটি নাগবধূ সজল নয়নে।
কৃষ্ণ বলি স্তুতি করে দেখে বিদ্যমানে॥
ক্ষিতি অন্তরীক্ষে স্থান নাহি অবকাশে।
দেখে পড়িয়াছে মহা ঋষিগণ পাশে॥ চৈঃ ভাঃ

আজি মোর জন্ম দেহ সকল সফল।
সাক্ষাতে দেখিলুঁ তোর চরণ যুগল॥
ঘোষে মাত্র চারি বেদ যারে নাহি দেখে।
হেন তুমি মোর লাগি হৈলা পরতেখে॥
মোর কিছু শক্তি নাই তোমার করুণা।
তোমা বৈ জীব উদ্ধারিতে কোন জনা" ॥ চৈঃ ভাঃ

এই কথা বলিতে বলিতে আচার্য্যঠাকুর প্রেমবিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তখন ভক্তবৎসল শ্রীগৌরভগবান মৃদু মধুর হাসিয়া আদেশ করিলেন "অদ্বৈত! আমাকে পূজা কর"। প্রভুর কৃপাদেশ পাইয়া সর্ব্বলোকমান্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রেমানন্দে গরগর চিত্তে নয়নজলে অভিষিক্ত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গপূজায় বসিলেন। সুবাসিত জলে প্রথমে তিনি প্রভুর শ্রীচরণকমলদ্বয় ধৌত করিয়া দিলেন। সূক্ষ্ম নব বস্ত্র দ্বারা রাঙ্গা পা'দুখানি মুছাইয়া দিলেন। দিব্য তুলসী মঞ্জরী চন্দনে ডুবাইয়া অর্ঘের সহিত প্রভুর শ্রীচরণ উপরি স্থাপন করিলেন। তাহার পর তিনি গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, প্রভৃতি পঞ্চোপচারে প্রভুর যথারীতি পূজা করিলেন। পূজা করিতে বসিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রেমভরে কান্দিয়া ব্যাকুল হইলেন (১)। নয়নের প্রেমজলে তাঁহার অভীষ্ট দেবের পাদপদ্ম বিধৌত করিয়া দিলেন। পরে পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়া প্রেমভরে প্রভুর আরতি করিলেন। ভক্তবৃন্দ সকলে ঘন ঘন জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। শঙ্খ ঘণ্টা রবে শ্রীবাস-অঙ্গন মুখরিত হইল। প্রভুকে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের মন উঠিল না। আবার তিনি প্রভুকে ষোড়শোপচারে পূজা করিতে বসিলেন (২)।

যথাশাস্ত্র বস্ত্র, অলঙ্কার, দিব্য মাল্যচন্দন দ্বারা প্রভুকে যথারীতি ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া এই বলিয়া প্রণাম করিলেন—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥

প্রণাম করিয়া মহাবিষ্ণুর অবতার শান্তিপুরনাথ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু করযোড়ে নিজ ভাষায় শ্রীশ্রীগৌরভগবানের স্তুতি করিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

জয় জয় সর্ব্ব প্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণা সাগর॥
জয় জয় ভকতবচন সত্যকারী।
জয় জয় মহাপ্রভু মহা অবতারী॥
জয় জয় সিন্ধুসুতা রূপ মনোরম।
জয় জয় শ্রীবৎস কৌস্তভ বিভূষণ॥
জয় জয় হরেকৃষ্ণ মন্ত্রের প্রকাশ।
জয় জয় নিজ ভক্তি গ্রহণ বিলাস॥
জয় জয় মহাপ্রভু অনন্ত শয়ন।
জয় জয় জয় সর্ব্ব জীবের শরণ॥
তুমি বিষ্ণু তুমি কৃষ্ণ তুমি নারায়ণ।
তুমি মৎস্য তুমি কূর্ম্ম তুমি সনাতন॥
তুমি সে বরাহ প্রভু তুমি সে বামন।
তুমি কর যুগে যুগে বেদের পালন॥
তুমি রক্ষকুলহন্তা জানকীজীবন।
তুমি গুহ বরদাতা অহল্যা মোচন॥
তুমি সে প্রহ্লাদ লাগি কৈলে অবতার।
হিরণ্য বধিয়া নরসিংহ নাম যার॥
সর্ব্বদেব চূড়ামণি তুমি দ্বিজরাজ।
তুমি সে ভোজন কর নীলাচল মাঝ॥

(১) প্রথমে চরণ ধুই সুবাসিত জলে।
শেষে গন্ধে পরিপূর্ণ পাদপদ্মে ঢালে॥
চন্দনে ডুবাই দিব্য তুলসী মঞ্জরী।
অর্ঘের সহিত দিলা চরণ উপরি॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ পঞ্চ উপচারে।
পূজা করে প্রেমজলে বহে মহাধারে॥ চৈঃ ভাঃ

(২) করিয়া চরণ পূজা ষোড়োষপচারে।
আর বার দিলা মাল্য বস্ত্র অলঙ্কারে॥
শাস্ত্র দৃষ্টে পূজা করে পটোল বিধানে।
এই শ্লোক পড়ি করে দণ্ড পরণামে॥
আপন গলার মালা অদ্বৈতেরে দিয়া।
"বর মাগ, বর মাগ" বলেন হাসিয়া॥ চৈঃ ভাঃ

তোমারে সে চারিবেদে বুলে অন্বেষিয়া।
এথা তুমি আসি রহিয়াছ লুকাইয়া॥
লুকাইতে বড় প্রভু তুমি মহাবীর।
ভক্তজন ধরি তোমা করয়ে বাহির॥
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভে তোমার অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তোমা বই নাহি আর॥
এই তোর দুই খানি চরণকমল।
ইহারি সে রসে গৌরী শঙ্কর বিহ্বল॥
এই সে চরণে রমা সেবে এক মনে।
ইহারি সে যশ গায় সহস্র বদনে॥
এই সে চরণ ব্রহ্মা পূজয়ে সদায়।
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণে ইহারি তত্ত্ব গায়॥
সত্য লোক আক্রমিল এই সে চরণে।
বলি-শির ধন্য হৈল ইহার অর্পণে॥
এই সে চরণ হৈতে গঙ্গা অবতার।
শঙ্কর ধরিলা শিরে মহা বেগ যার"॥

স্তব সমাপনান্তে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য দীঘল হইয়া প্রভুর চরণতলে নিপতিত হইলেন। প্রভুর শ্রীচরণের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে ভাবাবেশে তাঁহার নয়নযুগল দিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা পতিত হইয়া প্রভুর চরণতল অভি-সিক্ত করিল। অন্তর্য্যামী ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীগৌর ভগবান ভক্তের মন বুঝিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর মস্তকে তাঁহার অজভব বন্দিত রাতুল চরণ দুইখানি তুলিয়া দিলেন।

সর্ব্বভূত অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
চরণ তুলিয়া দিলা অদ্বৈত মাথায়॥ চৈঃ ভাঃ

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভগবান-পরীক্ষা এখানে সম্পূর্ণ হইল। ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীগৌরভগবান তাঁহার মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ মহানন্দে ঘন ঘন জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সকলেই আনন্দে বিহ্বল হইয়া উচ্চৈঃ-স্বরে হরি হরি ধ্বনি করিতে লাগিলেন। তাহার পর সকলেই প্রেমানন্দে ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, আর ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কেহ কাহারও গলদেশ ধারণ করিয়া প্রেমাবেশে অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। আনন্দ কোলাহলে শ্রীবাসঅঙ্গন পূর্ণ হইল। রামাইপণ্ডিত ইহার মধ্যে আছেন। যখন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তাঁহাকে শান্তিপুর হইতে আসিবার সময় বলিয়াছিলেন "যদি তোমাদের শচীনন্দন আমার মস্তকে তাঁহার শ্রীচরণ তুলিয়া দেন, তবেই বুঝিব তিনি আমার অভীষ্টদেব, এবং প্রাণ বল্লভ।" রামাইপণ্ডিত উত্তর করিয়াছিলেন, "প্রভু ইহার উত্তর আমি আর কি দিব? যদি ভাগ্যে থাকে ইহা আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইব।" সেই পরম সৌভাগ্যবান রামাইপণ্ডিতের এক্ষণে সেই সৌভাগ্য উপস্থিত। তাঁহার মনে আজ বড় আনন্দ। প্রেমানন্দে আবেগভরে তিনি স্ত্রীলোকের মত ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কান্দিতেছেন। অদ্বৈত-গৃহিণী সীতা ঠাকুরাণীরও এই অবস্থা। তিনি সাক্ষাৎ যোগমায়া; শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্বাভিজ্ঞা। তাঁহার প্রাণের বাসনা পূর্ণ হইল, এই আনন্দে তিনি আত্মহারা হইয়াছেন। মুখে বলিয়া সে আনন্দ প্রকাশ করা যায় না, তাই সীতা ঠাকুরাণী নীরবে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। তাঁহার পতি-দেবতার ভাগ্য দেখিয়া তিনি পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন। আনন্দস্বরূপা হইয়া তিনি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন।

শ্রীগৌরভগবান তখন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রতি শুভদৃষ্টি করিয়া আদেশ করিলেন—

"অরে নাড়া! আমার কীর্ত্তনে নৃত্য কর।"

প্রভুর আদেশ প্রাপ্তমাত্রই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর চরণ ধূলি গ্রহণ করিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া ধীরে ধীরে মধুর প্রেম নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বলোকপূজ্য, সর্ব্বলোকমান্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের এই প্রথম নৃত্যোদ্যম। ইহার পূর্ব্বে কেহ কখন তাহাকে নৃত্য করিতে দেখেন নাই। তিনি নৃত্যারম্ভ করিলে মুকুন্দাদি ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিলেন। শ্রীগৌর ভগবান বিষ্ণুখট্টায় আবিষ্টভাবে বসিয়া কীর্ত্তন শুনিতেছেন এবং শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নয়নরঞ্জন মধুর নৃত্য দেখিতেছেন। তাঁহার শ্রীবদনচন্দ্রের মৃদু হাসিতে যে অমৃত বর্ষণ করিতেছে। ভক্তবৃন্দের মধুকণ্ঠের মধুর

কীর্ত্তনধ্বনি গগণ ভেদ করিয়া শূন্য পথে ৈল। সর্ব্ব নদীয়ায় যেন মধুবৃষ্টি হইল।

উঠিল কীর্ত্তিনধ্বনি অতি মনোহর।
নাচেন অদ্বৈত গৌরচন্দ্রের গোচর ॥ চৈঃ ভাঃ

ধীরে ধীরে নৃত্য করিতে করিতে প্রেমোন্মত্ত হইয়া ক্রমে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রচণ্ড উদ্দণ্ড নৃত্যারম্ভ করিলেন। তাঁহার পদভরে মেদিনী কম্পমান হইল। তিনি কখনও বা কটি দোলাইয়া মধুর মনমোহন নৃত্য করেন। কখনও বা বিশাল উদ্দণ্ড নৃত্যে ভক্তবৃন্দের প্রাণে মহা ভীতির সঞ্চার করিয়া দেন। এক এক বার বিশাল হুঙ্কার গর্জ্জন করেন, পরক্ষণেই দন্তে তৃণ করিয়া অপূর্ব্ব দৈন্য সহকারে করযোড়ে প্রভুর চরণে নিপতিত হইয়া আত্মনিবেদন করেন। উঠিয়া পুনরায় ভূমিতলে গড়াগড়ি দেন। কখন প্রেমানন্দে তাঁহার ঘন ঘন শ্বাস পতিত হইতেছে, কখন বা প্রেমাবেশে মূর্চ্ছাভঙ্গে উঠিয়া পুনরায় মধুর নৃত্য করিতেছেন। কখন বা দূরে দাঁড়াইয়া উর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভুর সম্মুখে ধাইয়া যাইতেছেন, আর প্রভুর হাস্যযুক্ত মনোহর বদনচন্দ্রছটা অবলোকন করিয়া প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া ভূমিতলে পতিতপ্রায় হইতেছেন। অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ইহা দেখিয়া ভ্রূকুটি করিয়া হাসিতেছেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর অপূর্ব্ব প্রেমভাবসম্বলিত মধুর মনমোহন নৃত্যবিলাস দর্শন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও নদীয়ায় ভক্তবৃন্দ অপার আনন্দ অনুভব করিতেছেন। শান্তিপুরনাথ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে এই প্রথম দেখিলেন। তিনি প্রভুর শ্রীমস্তকে ছত্র ধরিয়া দাঁড়াইয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গী দেখিয়া মৃদু মধুর হাসিতেছেন। তিনিও প্রেমোন্মত্ত ভাবে প্রেমভরে টল মল হইয়া প্রভুর সেবায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহার মদবিঘূর্ণিত রক্তাক্ত নেত্রযুগলে অবিরল প্রেমাশ্রুধারা পড়িতেছে। তাঁহার মদমত্ত অঙ্গভাব; প্রেমে ঢুলু ঢুলু করুণ নয়নদ্বয়ে এক একবার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রতি শুভদৃষ্টি করিতেছেন। শান্তিপুরনাথ কখন তাঁহাকে প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, কখন বা প্রেমভরে কৌতুক করিয়া "মাতালিয়া" বলিয়া রঙ্গ করিতেছেন। তিনি নৃত্য করিতে করিতে হাসিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

————"ভাল হৈল আইল নিতাই।
এত দিন তোমার নাগালি নাই পাই ॥
যাইবা কোথায় আজি এড়িমু বান্ধিয়া।
ক্ষণে বোলে প্রভু ক্ষণে বোলে মাতালিয়া ॥ চৈঃ ভাঃ

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সেবানন্দে মগ্ন আছেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর কথা তাঁহার কর্ণে গেল না। কীর্ত্তন ও নৃত্য চলিতে লাগিল। ভক্তগণ প্রেমোন্মত্ত হইয়া এই কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছেন; মৃদঙ্গ করতালের মধুর শব্দে শ্রীবাসঅঙ্গন প্রকম্পিত হইতেছে। ভক্তবৎসল প্রভু দেখিলেন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অতিশয় কীর্ত্তনশ্রান্ত হইয়াছেন। তিনি ইঙ্গিতে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে নৃত্য সম্বরণ করিতে আদেশ দিলেন। প্রভু-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তিনি সম্মুখে আসিয়া করযোড়ে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীশ্রীগৌরভগবান তখন স্বীয় প্রসাদী পুষ্পমাল্য শ্রীহস্তে তাঁহার গলদেশে পরাইয়া দিয়া হাসিয়া কহিলেন "অদ্বৈত! বর প্রর্থনা কর।"

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু কোন উত্তর করিলেন না দেখিয়া দয়াময় শ্রীগৌরভগবান পুনঃ পুনঃ "বর মাগ, বর মাগ" এই কথা বলিতে লাগিলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য কান্দিতে কাঁন্দিতে করযোড়ে প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন—

————"আর কি মাগিমু বর ॥
যে বর চাহিলুঁ তাহা পাইলুঁ সকল ॥
তোমারে সাক্ষাৎ করি আপনে নাচিলুঁ।
চিত্তের অভীষ্ট যত সকলি পাইলুঁ ॥
কি চাহিমু প্রভু! কিবা শেষ আছে আর।
সাক্ষাতে দেখিলুঁ প্রভু! তোর অবতার ॥
কি চাহিমু কি বা নাহি জানহ আপনে।
কি নাহি দেখহ তুমি দিব্য দরশনে ॥" চৈঃ ভাঃ

শ্রীগৌরভগবান শ্রীদ্বৈতপ্রভুর এই কথায় পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। শ্রীভগবানের নিকট বর-প্রার্থনা সকাম ধর্ম্ম। বৈষ্ণবের ধর্ম্ম সকাম নহে। শ্রীভগবানের সহিত বৈষ্ণবের নিত্য সম্বন্ধ "প্রভু ও দাস।" দাসের কার্য্য বুঝিয়া

প্রভু পুরস্কার দিবেন। দাস পুরস্কার চাহিবে কেন? দাসের কার্য্য অকপটে প্রভু-সেবা; প্রভুর কর্ত্তব্য উত্তরোত্তর উচ্চ সেবাধিকার দান। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে এই সেব্য সেবক সম্বন্ধ ইহা একেবারে স্বার্থাভিলাষ শূন্য। দাস কায়মনপ্রাণে সেবা করিয়া প্রভুকে তুষ্ট করিবে। প্রভু তুষ্ট হইলেই তাঁহার সর্ব্ব-সিদ্ধিলাভ হইল। তাহার আর কিছু চাহিবার নাই। শ্রীগৌরভগবান শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রেম-সেবার তুষ্ট হইয়া বৈকুণ্ঠের সুখ ছাড়িয়া নদীয়ায় শচীগর্ভে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে স্বরূপ দেখাইলেন, তাঁহাকে আত্ম-তত্ত্ব বলিলেন, তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু কলিহত জীবের মঙ্গলকামনায় কলিক্লিষ্ট জীবোদ্ধারকল্পে আকুলপ্রাণে ঐকান্তিক ভক্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অবতার কামনা করিয়াছিলেন। প্রভু কৃপা করিয়া তাঁহাকে সর্ব্ব-অবতারসার শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণমূর্ত্তি দেখাইলেন, আর তাঁহার কোন অভিলাষই নাই। তাঁহার সকল অভিলাষই দয়াময় প্রভু পূর্ণ করিলেন। তাই তিনি বলিলেন—

"যে বর চাহিলুঁ তাহা পাইলুঁ সকল।"

প্রভু কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর মুখ দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারতত্ত্ব প্রকাশ করাইবেন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। তিনি যুগ-ধর্ম্ম প্রচার করিবেন, অজভব-বাঞ্ছিত প্রেমভক্তি কলিহত জীবের ঘরে ঘরে বিলাইবেন, এই জন্যই তাঁহার নদীয়ায় অবতার গ্রহণ। সেই মূল কথা তুলিয়া শ্রীগৌরভগবান আবিষ্টভাবে মস্তক ঢুলাইতে ঢুলাইতে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে নিজ অবতারের মূল মন্ত্র বলিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

মাথা ঢুলাইয়া বোলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"তোমার নিমিত্তে আমি হইলুঁ গোচর॥
ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন পরচার।
মোর বশে নাচে যেন সকল সংসার॥
ব্রহ্মা ভব নারদাদি যারে তপ করে।
হেন ভক্তি বিলাইমু বলিলুঁ তোমারে॥"

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু এক্ষণে সময় বুঝিয়া প্রভুর চরণ ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে একটি ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। বৈষ্ণবের বর প্রার্থনার নাম ভিক্ষা। ভগবদ্দাস নিজ প্রভুর নিকট একটি ভিক্ষা চাহিলেন—

———"যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা॥
বিদ্যা-ধন-কুল আদি তপস্যার বাদে।
তোর ভক্ত, তোর ভক্তি যে যে জনে বাধে॥
সে পাপিষ্ঠ দেখি সব মরুক পুড়িয়া।
চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ গ্যায়া॥" চৈঃ ভাঃ

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার অভীষ্টদেবের নিকট কি বর চাহিলেন বুঝিলেন কি? বিদ্যাভিমানী পণ্ডিত ও জ্ঞানী দিগের মতে স্ত্রী-শূদ্র ও নীচ জাতি, শাস্ত্রচর্চ্চায় ও শ্রীবিগ্রহ সেবায় অনধিকারী, শাস্ত্র-আলোচনা ইহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। পাণ্ডিত্যাভিমানী জ্ঞানগর্ব্বীগণ এই শ্রেণীর জীবকে চিরকাল হীন চক্ষে দেখেন। শ্রীভগবানের চক্ষে তাঁহার সৃষ্ট জীব সকলেই সমান। কৃপা করিয়া প্রভু যখন বলিলেন ভক্তি বিলাইতে তাঁহার এই অবতার গ্রহণ, তখন সর্ব্বভূত সমদর্শী মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু এ শুভ সুযোগ ছাড়িবেন কেন? শান্তিপুরনাথ কলিহত জীবের দুঃখে ও নিত্য হাহাকারে ক্লিষ্ট হইয়া প্রভুর নিকট এই ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন "প্রভু হে! যদি সেই অজভব বাঞ্ছিত প্রেম-ভক্তিই তুমি বিলাইতে এই অবতার গ্রহণ করিয়াছে, দেখ হে পতিতপাবন প্রভু! স্ত্রী শূদ্র নীচ জাতি যেন বাদ পড়ে না। এই দুর্ল্লভ বস্তু তাহাদিগকে কৃপা করিয়া তুমি দান করিবে। পাণ্ডিত্যাভিমানী কুলশীলসম্পন্ন বিপ্র বা যোগধর্ম্মাবলম্বী তপস্বী ইহা দেখিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরুক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, চণ্ডাল তোমার প্রেমময় নাম গুণ গাইয়া কৃতার্থ হউক।"

এরূপ বর কলিযুগে কেহ কখন শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন নাই। ভক্তিজগতেই এইরূপ বর প্রার্থনা দৃষ্ট হয়। জগতের ইতিহাস খুঁজিয়া দেখ, ধর্ম্ম জগতের প্রাচীন ধর্ম্ম-কাহিনী সকল পাঠ করিয়া দেখ, এরূপ উচ্চভাবপূর্ণ, এরূপ উদারতাপূর্ণ, এরূপ সর্ব্বজীব-হিতকারী প্রার্থনাবাক্য

কোথাও দেখিতে পাইবে না। গৌরভক্ত বৈষ্ণববৃন্দের বর প্রার্থনা জগতে অদ্ভুত, তাঁহাদের আত্ম নিবেদন অপূর্ব্ব, শ্রীভগবানের নিকট তাঁহাদের ভিক্ষা সাধারণ সাধকের মত নহে। বৈষ্ণবের প্রার্থনায় স্বার্থ ও স্বাভীষ্ট লাভ—বাসনা-পরিতৃপ্তির লেশমাত্র নাই, সকাম উপাসনার গন্ধ মাত্র নাই। প্রভুর মহাপ্রকাশলীলাবর্ণনার সময় এই গুরুতর বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শান্তিপুরনাথের এই অপূর্ব্ব বর-প্রার্থনা শুনিয়া প্রভু প্রেমানন্দে হুঙ্কার করিয়া বজ্রগম্ভীরনাদে বলিলেন "তথাস্তু।" ভক্তবৃন্দ আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। পুরনারীবৃন্দ প্রেমানন্দে শুভ শংখধ্বনি করিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। সকলের মুখেই "জয় শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের জয়। জয় শচী-নন্দনের জয়। জয় শান্তিপুরনাথের জয়! জয় শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর জয়!" এইরূপ জয় জয় শব্দে নদীয়া-গগণ প্রকম্পিত হইল। শ্রীবাস-অঙ্গনে সেদিন যে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইল, তাহাতে সর্ব্ব-নদীয়া প্লাবিত হইল। নদীয়াবাসী সুকৃতিবান নরনারীবৃন্দ প্রেমানন্দে ভাসিয়া শ্রীগৌরভগবানের ভগবত্তায় সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। তাঁহারা যখন শুনিলেন সর্ব্বলোকপূজ্য, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের মস্তকে প্রভু শ্রীচরণ প্রদান করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের মনে শচীনন্দনের ভগবত্তা সম্বন্ধে সকল সংশয় দূর হইল। তাঁহারা একে একে সকলে আসিয়া প্রভুর শরণাগত হইতে লাগিলেন। নদীয়ার বৈষ্ণবসংখ্যা এইরূপে দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

প্রভু আত্মসম্বরণ করিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে বলিলেন "আচার্য্য! তুমি সস্ত্রীক নবদ্বীপে বাস কর।" শ্রীঅদ্বৈত প্রভু পরমানন্দে বৈষ্ণবগণ লইয়া নদীয়ায় কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং অদ্বৈতসভার পুনর্গঠন করিয়া ভক্তিমত প্রচার করিতে লাগিলেন (১)। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুর নামপ্রচার কার্য্যে ব্রতী হইলেন। প্রভুর আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নানাস্থান হইতে তাঁহার নিত্যদাসবৃন্দ নদীয়ায় আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। প্রভু তাঁহাদিগকে তাঁহার নিত্যলীলাস্থলী নবদ্বীপ-ধামে আকর্ষণ করিলেন। কারণ তাঁহারা প্রভুর সঙ্কীর্ত্তন রাসলীলার সহায় এবং নিত্য পরিকর। এইরূপে প্রভু নবদ্বীপে আত্মপ্রকাশ করিলে নদীয়াবাসী তাঁহাকে প্রকৃতভাবে চিনিতে পারিল; নদীয়ার নিমাইপণ্ডিতকে অনেকেই শ্রীভগবানের স্থানে বসাইয়া ভক্তিভরে পূজা করিতে লাগিলেন।

(১) সস্ত্রীকে আনন্দে হৈলা আচার্য্য গোসাঞি।
অভিমত পাইঞা রহিলা সেই ঠাঞি॥ চৈঃ ভাঃ

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর ব্যাসপূজা।

ষড়্ভুজ রূপ দর্শণ।

—:*:—

প্রভুরে ডাকিয়া বোলেন শ্রীবাস উদার।
না পূজেন ব্যাস এই শ্রীপাদ তোমার॥
শ্রীচৈতন্যভাগবত।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রভুর সহিত কীর্ত্তন-বিলাস-রঙ্গে উন্মত্ত। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু নিজ ভবনে অদ্বৈত-সভার পুনর্গঠন করিলেন। সেই সভায় নবদ্বীপের বৈষ্ণব-বৃন্দ একত্রিত হইয়া তাঁহার নিকট ভক্তিতত্ত্ব ও কৃষ্ণকথা শুনিতেন। সেখানেও কীর্ত্তন হইত। শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রতিদিন রাত্রিতে কীর্ত্তন হইত। প্রভু সেই কীর্ত্তনে মধুর নৃত্য করিতেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্যে পৃথিবী কম্পিত হইত। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সুন্দর নৃত্যভঙ্গীতে ও হুঙ্কার-গর্জ্জনে ভক্তবৃন্দের মন হরণ করিত। শ্রীবাস-অঙ্গনে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইত। একবৎসরকাল প্রভু শ্রীবাস-অঙ্গনে নৃত্যকীর্ত্তন-বিলাস প্রকট করিলেন (১)।

(১) তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর।
রাত্রে সংকীর্ত্তন কৈল এক সম্বৎসর॥
কপাট দিয়া কীর্ত্তন করে পরম আবেশে।
পাষণ্ডী হাসিতে আইসে না পায় প্রবেশে॥ চৈঃ চঃ

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বালভাবে সর্ব্বনদীয়ার লোক মুগ্ধ। সর্ব্ব-নদীয়ায় তিনি অবধূতবেশে পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার বদনে কেবল—

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই আমার প্রাণ রে॥

নদীয়াবাসীকে তিনি গৌরাঙ্গ-ভজন শিক্ষা দেন, হরিনাম মহামন্ত্র দীক্ষা দেন। ঠাকুর হরিদাস তাঁহার এই কার্য্যের প্রধান সহায়। দুই জনে বড় সম্প্রীতি।

নিজ মন্দিরে বসিয়া একদিন প্রভু মধুর কৃষ্ণকথা কহিতেছেন। অবধূত নিত্যানন্দপ্রভু আর ভক্তবৃন্দ শ্রবণ করিতেছেন। সকলেরই নয়নে আনন্দ ধারা। কৃষ্ণ-কথা-রসে সকলেই উন্মত্ত। প্রভু আবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণ-গুণ গাহিতেছেন। সেখানে যেন সুধাবৃষ্টি হইতেছে। কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে সকলের মন উল্লাসিত। প্রভু কৃষ্ণকথা সাঙ্গ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি চাহিয়া কহিলেন—

"শুন শুন নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গোসাঞি।
ব্যাসপূজা তোমার হইব কোন ঠাঞি॥
কালি হৈব পৌর্ণমাসী ব্যাসের পূজন।
আপনে বুঝিয়া বোল যারে লয় মন॥" চৈঃ ভাঃ

সন্ন্যাসীদিগের ব্যাসপূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন, অতএব তাঁহার পক্ষে ব্যাসপূজা আবশ্যকবোধে ধর্ম্ম-সংস্থাপক প্রভু তাঁহাকে এই শুভ তিথি স্মরণ করাইয়া দিলেন। শ্রীবাসপণ্ডিত কিছু দূরে বসিয়া ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু উঠিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া প্রভুর নিকটে হাজির করিয়া হাসিয়া কহিলেন—

——————"শুন বিশ্বম্ভর।
ব্যাস পূজা এই মোর বামনের ঘর॥" চৈঃ ভাঃ

শ্রীবাসপণ্ডিতের উপর গুরুভার পড়িল। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ব্যাসপূজা করিবেন, তদুপযুক্ত উদ্যোগ আয়োজন করিতে হইবে। সর্ব্ব নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ব্যাসপূজা দেখিতে আসিবেন। তাঁহাদিগকে প্রসাদ বিতরণ করিতে হইবে; সময় নাই। কল্য পূর্ণিমা তিথি, ব্যাসপূজার নির্দ্দিষ্ট দিন; সর্ব্বজ্ঞ প্রভু শ্রীবাসপণ্ডিতের মন বুঝিয়া তাঁহার প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করিয়া মধুর হাসিয়া কহিলেন—

"বড় ভার লাগিল তোমার উপর।"

করুণাময় প্রভুর কৃপাদৃষ্টিতে শ্রীবাসপণ্ডিত কৃতার্থ হইয়া উত্তর করিলেন—

——————প্রভু কিছু নহে ভার।
তোমার প্রসাদে সব ঘরেই আমার॥
বস্ত্র মুদ্গ যজ্ঞ সূত্র ঘৃত গুয়া পান।
বিধি যোগ্য যত সজ্জ সব বিদ্যমান॥
পদ্ধতি পুস্তক মাত্র মাগিয়া আনিব।
কালি মহা ভাগ্যে ব্যাস পূজন দেখিব॥" চৈঃ ভাঃ

ব্যাসপূজা গৃহস্থধর্ম্মাচরণ নহে। উহা সন্ন্যাস ধর্ম্মাচরণ; কাজেকাজেই এই পূজার পদ্ধতিপুস্তক গৃহী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৃহে কি করিয়া থাকিবে। তাই শ্রীবাসপণ্ডিত পুঁথিখানি কেবল চাই, তাহা মাগিয়া আনিব। অন্য সকল দ্রব্যাদি আমার গৃহেই আছে। শ্রীবাসপণ্ডিতের কথায় প্রভু অতিশয় প্রীত হইলেন। ভক্তবৃন্দ আনন্দে হরিধ্বনি করিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবাসমন্দিরে গমন করিলেন। সঙ্গে ভক্তগণ চলিলেন। নদীয়ার পথে ভক্তবৃন্দ বেষ্টিত হইয়া নিতাই-গৌর দুই ভায়ে হাত ধরাধরি করিয়া রঙ্গেভঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছেন। বোধ হইতেছে যেন ব্রজের পথে রামকৃষ্ণ গোপবালকবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া লীলারঙ্গে চলিয়াছেন। নদীয়াবাসী নরনারীবৃন্দ গৌরনিত্যানন্দরূপ-মাধুরীরসে মগ্ন হইয়া সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুগলরূপ-সুধা পান করিতেছে। আর মনে মনে ভাবিতেছে এমন রূপের সাগর ও গুণের নাগর দুইটিকে যদি একটিবার বক্ষের উপর নাচাইতে পারি তবে প্রাণের সাধ মিটে (১)। নদীয়াবাসীর হৃদয়ে প্রেম-তরঙ্গ

(১) সুখেরই পাথার নদীয়ার।
গৌরাঙ্গচাঁদের উদয়॥

ছুটাইয়া, বর্হির্মুখ পাষণ্ডীদিগের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়া নিতাই-গৌর সদর্পে নদীয়ার পথ আলোকিত করিয়া সদল-বলে চলিয়াছেন। শ্রীবাসমন্দিরে প্রবেশ মাত্র প্রভুর আজ্ঞায় বহির্দ্বারে কবাট পড়িল। নিতান্ত নিজজন ভিন্ন সেখানে অন্য কাহারও প্রবেশ করিবার অধিকার নাই।

কপাট পড়িল তবে প্রভুর আজ্ঞায়।
আপ্তগণ বিনে আর যাইতে না পায়॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভুর আদেশে যুগধর্ম্ম-সংকীর্ত্তনযজ্ঞ আরম্ভ হইল। মৃদঙ্গ করতালধ্বনিতে শ্রীবাসঅঙ্গন মুখরিত হইল। প্রেমানন্দে ভক্তবৃন্দের শরীর পুলকিত হইল। অদ্য শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর ব্যাসপূজার অধিবাসকীর্ত্তন। প্রভু অতি সুন্দর অঙ্গভঙ্গী করিয়া সর্ব্বাগ্রে কীর্ত্তনে নামিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার সঙ্গে পরমানন্দে যোগ দিলেন। দুই প্রভু হাত ধরাধরি করিয়া প্রথমে মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্তবৃন্দ তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া কৃষ্ণ কীর্ত্তনের ধূয়া ধরিলেন। ক্রমে কীর্ত্তনানন্দ ঘনীভূত হইলে, দুই প্রভু হুঙ্কারগর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কাহারও বাহ্যজ্ঞান নাই। প্রভু প্রেমভরে মূর্চ্ছিত হইলেন, শ্রীনিত্যা-নন্দপ্রভু ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। ভক্ত-বৃন্দ প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গে প্রভু উঠিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে প্রেমভরে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন। তাহার পর দুইজনে পুনর্ব্বার মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। নৃত্য করিতে করিতে উভয়ে উভয়ের পদধূলি লইবার জন্য রণ-রঙ্গে মত্ত হইলেন। উভয়েই চতুর চূড়ামণি,—উভয়েই কীর্ত্তন রণবীর, উভয়েই প্রেমবলে বলীয়ান্। কেহ কাহারও চরণ ধরিতে পারিলেন না। তখন আত্যন্তিক প্রেমাবেশে উভয়েই শ্রীবাসঅঙ্গনের ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। কাহারও বাহ্যজ্ঞান নাই। প্রভুর পরিধান বসন খসিয়া পড়িল, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৌপীন শিথিল হইল। ভক্তবৃন্দ উভয়ের বসন সম্বরণ করিয়া দিতে গেলেন। কিন্তু কাহাকেও ধরিতে পারিলেন না (১)। উভয়েই কীর্ত্তনানন্দে উন্মত্ত। মদমত্ত হস্তীর ন্যায় দুই প্রভুর পদভরে পৃথিবী যেন টল মল করিতেছে। শ্রীনিত্যা-নন্দপ্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্যে মেদিনী ভূমিকম্পের ন্যায় ঘন ঘন কম্পান্বিত হইতেছে। প্রভুর মধুর নৃত্য-বিলাসভঙ্গী দেখিয়া ভক্তবৃন্দের মনে আনন্দের তরঙ্গ উঠিয়াছে। শ্রীবাস-অঙ্গন আনন্দধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। ভক্তবৃন্দ বৈকুণ্ঠের সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে প্রভু ভগবানভাবে আবিষ্ট হইয়া বিষ্ণু-খট্টায় উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার বলরামভাব হইল। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে তিনি নদীয়ায় ভক্তবৃন্দ মধ্যে প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে এই আত্মপ্রকাশলীলা প্রকট করিলেন। বলরামভাবে মহামত্ত হইয়া ঘূর্ণিতলোচনে প্রভু "মদ আন, মদ আন" বলিয়া হুঙ্কারগর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে সম্মুখে দেখিয়া তিনি প্রেমোন্মত্তভাবে বলিলেন—

"ঝাট্ দেহ মোরে হল মূষল সত্বর।"

প্রভুর আদেশমাত্র শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার হস্তে হল ও মূষল প্রদান করিলেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ কেবল প্রভু-দ্বয়ের হস্ত প্রসারণমাত্র দেখিতে পাইলেন। কোন কোন সুকৃতিবান্ অন্তরঙ্গ ভক্ত স্বর্ণের হল ও মূষল প্রত্যক্ষ দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন (২)। এ সকল লীলারহস্য জীববুদ্ধির অগম্য। প্রভুর নিত্যদাস কৃপাসিদ্ধ ভক্তগণই এ রহস্যের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন। শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

মনে করি, নদে ভরি, এ দেহ বিছাই।
তাহার উপরে আমার গৌরাঙ্গ নাচাই॥
প্রাচীন পদ।

(১) পরম আনন্দে দোঁহে গড়াগড়ি যায়।
আপনা না জানে দোঁহে আপন লীলায়॥
বাহ্য দূর হইল বসন নাহি রহে।
ধরয়ে বৈষ্ণবগণ ধরণ না যায়ে॥ চৈঃ ভাঃ

(২) কর দেখে কেহো আর কিছুই না দেখে।
কেহো বা দেখিল হল মূষল প্রত্যক্ষে॥ চৈঃ ভাঃ

এ বড় নিগূঢ় কথা কেহমাত্র জানে।
নিত্যানন্দ ব্যক্ত সেই সর্ব্বজন স্থানে॥

বৃন্দাবনদাসঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সিদ্ধ ভক্ত। তাঁহারই শ্রীমুখে তাঁহার লীলাকথা শুনিয়া তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; এই নিগূঢ় কথাটি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুই বোধ হয় তাঁহার নিকট ব্যাক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের অলৌকিক লীলাকথায় সুদৃঢ় বিশ্বাস আবশ্যক। শ্রীভগবান না করিতে পারেন এমন কর্ম্মই নাই। শ্রীভগবানের সকল কার্য্যই অলৌকিক। তাঁহার কার্য্যে অলৌকিকত্ব না থাকিলে, তাঁহার ভগবত্তাই থাকে না। এই জন্য শ্রীভগবান তাঁহার অসংখ্য অবতারে অসংখ্য অলৌকিক লীলা করিয়া গিয়াছেন। এই অলৌকিক কার্য্যগুলি তাঁহার লীলারঙ্গ। আর এই লীলারঙ্গতেই তাঁহার আত্মপ্রকাশ দৃষ্ট হয়। শ্রীভগবান যাহাকে কৃপা করেন, তিনিই তাঁহার অলৌকিক লীলায় বিশ্বাস করেন।

প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর হস্ত হইতে হল মুষল লইয়া প্রেমোন্মত্তভাবে "বারুণী বারুণী" বলিয়া প্রবল হুঙ্কার গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ প্রভুর উন্মত্তভাব দেখিয়া ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া আছেন, কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। সকলেই পরস্পর মুখ চাহাচাহি করিতেছেন। সুচতুর শ্রীবাসপণ্ডিত তখন ঘটপূর্ণ গঙ্গাজল আনিয়া প্রভুর শ্রীহস্তে দিলেন। প্রভু মহানন্দে তাহা পান করিলেন (১)। সত্যসত্যই তিনি যেন কাদম্বরী পানে উন্মত্ত হইলেন। প্রভু তাঁহার পানীয় জল ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ দিলেন। ভক্তবৃন্দ প্রভুদত্ত অমৃতবারি পান করিয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া শ্রীবলরামের স্তুতি পাঠ করিতে লাগিলেন। ইহার পর প্রভু "নাড়া নাড়া" বলিয়া উচ্চৈস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। প্রেমাবেশে তিনি মস্তক ঢুলাইতেছেন, আর তাঁহার প্রিয় ভক্ত নাড়াকে ডাকিতেছেন। "গৌর-আনা-গোসাঞি" তখন শান্তিপুরে ছিলেন। নদীয়ার ভক্তবৃন্দ প্রভুর শ্রীমুখে "নাড়া" শব্দ এই প্রথম শুনিলেন। সকলে প্রভুর নিকটে গিয়া করযোড়ে কহিলেন "প্রভু! নাড়া কে?" প্রভু আবিষ্টভাবে উত্তর করিলেন—

——"আইলুঁ মুঞি যাহার হুঙ্কারে।
অদ্বৈত আচার্য্য বলি কথা কহে যার।
সেই নাড়া লাগি মোর এই অবতার॥
মোহরে আনিল নাড়া বৈকুণ্ঠ থাকিয়া।
নিশ্চিন্তে রহিলা গিয়া হরিদাস লৈয়া॥
সংকীর্ত্তন আরম্ভে মোহর অবতার।
ঘরে ঘরে করিলুঁ কীর্ত্তন পরচার॥
বিদ্যা ধন কুল জ্ঞান তপস্যার মদে।
মোর ভক্ত স্থানে যার আছে অপরাধে॥
সে অধম সভারে না দিমু প্রেমযোগ।
নাগরিয়া প্রতি দিব ব্রহ্মাদির ভোগ"॥"

ভক্তগণ তখন প্রভুর মনের ভাব বুঝিলেন। প্রভু এখানে নদীয়ায় ভক্তগণ সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহার অবতার সম্বন্ধে দুইটী গূঢ় কথা বলিলেন। প্রথম কথা "সংকীর্ত্তন আরম্ভে তাঁহার অবতার"। দ্বিতীয় কথা "পাণ্ডিত্য ও কুলশীলাভিমানে যিনি তাঁহার ভক্তের নিকট অপরাধী, তাঁহাকে তিনি এই অবতারে প্রেমভক্তি দিবেন না।" নদীয়ার ভক্তবৃন্দ বুঝিলেন "সংকীর্ত্তন-যজ্ঞেশ্বর প্রভু যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, জ্ঞানযোগী ও কর্ম্মীগণ যুগধর্ম্ম সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে যোগ না দিলে তাঁহাদের উদ্ধারের আর উপায় নাই। তাঁহারা প্রভুব মন বুঝিয়া জীবোদ্ধার কার্য্য আরম্ভ করিলেন।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে নবদ্বীপে শান্তিপুরনাথ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নবদ্বীপে আগমন-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ব্যাসপূজার পর শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু নবদ্বীপে আগমন করেন। প্রভুর উপরিলিখিত উক্তি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নবদ্বীপ আগমনের পূর্ব্বে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল। লীলা বর্ণনাতে ক্রমভঙ্গ দোষ মার্জ্জনীয়। কৃপাময় পাঠকবৃন্দ তাহা অবশ্যই জ্ঞাত আছেন।

(১) সর্ব্বজন দেই জল প্রভু করে পান।
সত্য যেন কাদম্বরী পিয়ে হেন ভান॥ চৈঃ ভাঃ

এসব কথার অনুক্রম নাহি জানি।
যে তে মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি॥ চৈঃ চঃ

প্রভু আত্মসম্বরণ করিলেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইলে তিনি ভক্তবৃন্দকে লজ্জিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি কিছু চাঞ্চল্য করিলাম?" ভক্তবৃন্দ হাসিয়া উত্তর করিলেন "না, এমন কিছু নয়"।

"কি চাঞ্চল্য করিলাঙ" প্রভু জিজ্ঞাসয়ে।
ভক্ত সব বোলে "কিছু উপাধিক নহে।" চৈঃ ভাঃ

ভক্তবৃন্দের কথা শুনিয়া প্রভু হাসিয়া সকলকে প্রেমালিঙ্গনদানে কৃতার্থ করিলেন। তিনি বিনীতভাবে সকলকে কহিলেন—

"অপরাধ মোর না লইবা সর্ব্বক্ষণ"।

প্রভুর কথায় ভক্তবৃন্দ হাসিয়া অস্থির হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু প্রেমানন্দে ভূমিতলে ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। রঙ্গিয়া প্রভুর রঙ্গ দেখিয়া তিনি আর তাঁহার ভাব সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি প্রেমরসে বিহ্বল হইয়া কখন বা উচ্চ হাস্য, কখন ক্রন্দন, কখন বা বাল্যভাবে দিগম্বর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার দণ্ডকমণ্ডলু কোথায় পড়িয়া রহিল,—কোথায় বা কৌপীন খসিয়া পড়িল,—কিছুই জ্ঞান নাই। তিনি প্রেমানন্দে হুঙ্কার গর্জ্জন করিতেছেন। ভক্তগণ তাঁহাকে ধরিতে গেলেন, কিছুতেই তাঁহাকে কেহ শান্ত করিতে পারিলেন না। তিনি যখন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, তখন প্রভু তাঁহার নিকট গিয়া হস্তধারণ করিয়া তাঁহাকে সুস্থির করাইলেন। প্রভু বলিলেন "শ্রীপাদ! স্থির হও, কল্য তোমার ব্যাসপূজা, অদ্য অধিবাসে এত চঞ্চলতা করিলে কল্য কি করিয়া পূজা করিবে?" প্রভুর কথায় প্রেমোন্মত্ত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কথঞ্চিৎ স্থির হইলেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

চৈতন্যের বচন-অঙ্কুশ সবে মানে।
নিত্যানন্দ মত্ত সিংহ আর নাহি জানে॥

প্রভু ভক্তবৃন্দকে বিদায় দিয়া, নিত্যানন্দপ্রভুকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া রাত্রিতে নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীবাসভবনেই রহিলেন। ভক্তবৃন্দ প্রভুকে তাঁহার মন্দিরে রাখিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন; রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর ব্যাসপূজার শুভ অধিবাসকর্ম্ম এইরূপে সুসম্পন্ন হইলে তিনি শয়ন করিলেন।

শ্রীবাসগৃহে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শয়ন আছেন। শ্রীবাসপণ্ডিত নিজ শয়নগৃহে শয়ন আছেন। রামাইপণ্ডিত পার্শ্বের প্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়াছেন। গভীর রাত্রিতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শয্যা হইতে উঠিলেন। চন্দ্রালোকে তাঁহার শয়নগৃহ আলোকিত। তাঁহার দণ্ডকমণ্ডলুর প্রতি লক্ষ্য পড়িল। প্রবল হুঙ্কার গর্জ্জন করিয়া তিনি তাঁহার দণ্ডকমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, এবং পুনরায় শয়ন করিলেন। রামাঞিপণ্ডিত প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়াই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শয়নগৃহে গিয়া তাঁহাকে নিত্য দর্শন করিয়া পদধূলি লইতেন। তিনি গৃহমধ্যে দণ্ড ও কমণ্ডলু ভগ্ন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। শ্রীবাসপণ্ডিতকে তৎক্ষণাৎ এই সংবাদ দিলেন। শ্রীবাসপণ্ডিত আসিয়া সকলি দেখিলেন এবং প্রভুকে এ সংবাদ সত্বর জানাইতে কহিলেন। রামাঞিপণ্ডিত প্রভুর নিকটে ছুটিলেন। প্রভু ইহা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে শ্রীবাসঅঙ্গনে আসিয়া পৌছিলেন (১)। প্রভুকে দেখিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু আনন্দে হাসিয়া আকুল হইলেন। হাসিতে হাসিতে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইল। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর এত আনন্দ ও হাসির তরঙ্গছটা পূর্ব্বে কেহ কখন দেখেন নাই। সকলেই তাঁহার আজিকার এরূপ

(১) কথো রাত্রে নিত্যানন্দ হুঙ্কার করিয়া।
নিজ দণ্ড কমণ্ডলু ফেলিলা ভাঙ্গিয়া॥
কে বুঝয়ে ঈশ্বরের চরিত্র অখণ্ড।
কেনে ভাঙ্গিলেক নিজ কমণ্ডলু দণ্ড॥
প্রভাতে উঠিয়া দেখে রামাই পণ্ডিত।
ভাঙ্গা দণ্ড কমণ্ডলু দেখিয়া বিস্মিত॥
পণ্ডিতের স্থানে কহিলেন ততক্ষণে।
শ্রীবাস বোলেন যাও ঠাকুরের স্থানে॥
রামাইর মুখে শুনি আইলা ঠাকুর
বাহ্য নাহি নিত্যানন্দ হাসেন প্রচুর॥ চৈঃ ভাঃ

অপূর্ব্ব প্রেমভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ-মর্ম্ম সকলি জানেন। তিনি আর কিছু না বলিয়া শ্রীহস্তে ভগ্ন দণ্ডটি তুলিয়া লইয়া অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে সঙ্গে করিয়া গঙ্গাস্নানে চলিলেন। গদাধর-পণ্ডিত ও শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ প্রভুর সঙ্গে চলিলেন। প্রভুর হস্তে ভগ্ন দণ্ড দেখিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীবদনে পুনরায় উচ্চ হাসির রোল উঠিল। তিনি আজ কেন, এত হাসিতেছেন, তাঁহার মনে কেন আজ এত আনন্দ উচ্ছাস, কেহই তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। প্রভু গঙ্গাতীরে গিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর ভগ্ন দণ্ডটিকে গঙ্গাজলে সমর্পন করিলেন। গঙ্গার প্রবল তরঙ্গস্রোতে তৎক্ষণাৎ তাহা কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল, তাহা কেহ কেহ দেখিতে পাইলেন না। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর দণ্ডের অন্তর্দান দেখিয়া তাঁহার মনে অধিকতর আনন্দ হইল। তিনি প্রেমানন্দে ঝম্প দিয়া গঙ্গাগর্ভে পতিত হইলেন। নির্ভয় হৃদয়ে মাঝ গঙ্গাজলে গিয়া তিনি আনন্দে সন্তরণ দিতে লাগিলেন। কুম্ভীর দেখিয়া বেগে ধরিতে যান, ইহা দেখিয়া শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ হায় হায় করিতে লাগিলেন। অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে কেহই নিবারণ করিতে পারিলেন না। তখন প্রভু তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিলেন "ওহে শ্রীপাদ! আজ তোমার ব্যাস পূজা। শীঘ্র স্নান করিয়া চল" (১) প্রভুর কথায় তিনি গঙ্গাগর্ভ হইতে তীরে উঠিলেন। প্রভুর সঙ্গে শ্রীবাসঅঙ্গনে আসিলেন। সেখানে সকল ভক্তগণ আসিয়া মিলিলেন।

এই যে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর দণ্ডভঙ্গ-লীলা, ইহা নিগূঢ় রহস্য পূর্ণ। এক্ষণে তিনি আপন দণ্ড আপনিই ভঙ্গ করিলেন। পরে প্রভুর দণ্ডও তিনিই ভাঙ্গিয়াছিলেন। তাহারও গূঢ় মর্ম্ম আছে। এই অপূর্ব্ব দণ্ডভঙ্গ-লীলা লইয়া একটু আলোচনা করিব।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু অবধূত সন্ন্যাসী। দণ্ড গ্রহণ ও ধারণ তাঁহার স্বধর্ম্ম। দণ্ডই সন্ন্যাসীর প্রাণ। দ্বাদশ বর্ষ বয়ক্রম হইতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এই দণ্ড বহন করিয়া আসিতেছেন। বিংশতিবর্ষ কাল যে ধর্ম্মাচরণ করিয়া আসিতেছেন, যে দণ্ড নিজ স্কন্ধে ধারণ করিয়া আসিতেছেন, আজ তিনি অকস্মাৎ সেই স্বধর্ম্মের এরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিলেন কেন? সেই দণ্ড আজ ভঙ্গ করিলেন কেন? ইহার অবশ্যই গূঢ় অর্থ আছে। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নীলাচলের পথে যখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুর দণ্ডভঙ্গ করিয়াছিলেন, সেই দণ্ডভঙ্গ-লীলা বর্ণনা করিতে করিতে শ্রীল কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছিলেন—

> এহো কেন দণ্ড ভাঙ্গে তেঁহো কেন ভাঙ্গায়।
> ভাঙ্গাইয়া কেন ক্রুদ্ধ এহো ত দোষায়॥
> দণ্ড-ভঙ্গ-লীলা এই পরম গম্ভীর।
> সেই বুঝে দোঁহার পদে যার ভক্তি ধীর॥ চৈঃ চঃ

প্রভুর দণ্ডভঙ্গ-লীলা, এবং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর দণ্ডভঙ্গ-লীলাতে একটু বিশেষত্ব আছে। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু যখন নীলাচলের পথে প্রভুর দণ্ড ভঙ্গ করিয়াছিলেন, প্রভু তখন ক্রুদ্ধ হইয়া সকলের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সর্ব্বাগ্রে নীলাচলে চলিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীনিতাইচাঁদের এই কার্য্যে প্রভুর মনে বড় দুঃখ হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নিজ দণ্ড ভাঙ্গিয়া মনের আনন্দে হাসিয়া অস্থির হইলেন। এত আনন্দ,—এত হাসি,—তাঁহারা কেহ কখন পূর্ব্বে দেখেন নাই। তাই বলিতেছি এই যে শ্রীনিতাইচাঁদের দণ্ডভঙ্গ লীলা, ইহাও বড় গম্ভীর। সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রধান অবলম্বন,-তেত্রিশ কোটী দেবতার অধিষ্ঠান সাক্ষাৎ নারায়ণ-স্বরূপ যে দণ্ড, তাহা ভঙ্গ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর মনে আজ এত আনন্দ কেন? এ লীলারহস্য বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই, তবে কৃপাময় গৌরভক্তবৃন্দের কৃপাবলে, আর দয়াময় প্রভুর ইচ্ছায় জীবাধম গ্রন্থকারের মনে দয়াল নিতাইচাঁদ যে ভাবতরঙ্গ উঠাইয়া দিয়াছেন, তাঁহার কথঞ্চিৎ আভাস এখানে দিবার প্রয়াস পাইব।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীগৌরভগবানের অভিন্নকলেবর এব ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছাময় প্রভুর যাহা ইচ্ছা হয়, তিনি তাহা তৎ

(১) নিত্যানন্দ প্রতি ডাকি বোলে বিশ্বম্ভর।
ব্যাস পূজা আদি কাই করহ সত্বর॥ চৈঃ ভাঃ

ক্ষণাৎ করেন। দণ্ডভঙ্গ-লীলাটি প্রভুরইচ্ছায় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহে প্রকট করিলেন। তিনি ব্যাসপূজার পূর্ব্বরাত্রে এই লীলারঙ্গটি প্রকট করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুরও দাস্যভাব। দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম হইতে বিংশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া তিনি স্বীয় অভীষ্ট দেবের অনুসন্ধান করিলেন। যাঁহার জন্য কঠোর সন্ন্যাস ধর্ম্মাশ্রয় করিলেন,—যাঁহার জন্য দিবারাত্রি এই গুরু দণ্ড-ভার বহন করিলেন, নদীয়াধামে আসিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়াছেন। প্রাণবল্লভের দর্শন পাইয়া তাঁহার জীবন সফল হইল। এতদিনের কঠোর সন্ন্যাস-ব্রতানুষ্ঠানের ফললাভ হইল। আর বৃথা দণ্ডভার ধারণের প্রয়োজন কি? তিনি প্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন। সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়া সর্ব্বাঙ্গ দিয়া, মনের সাধে তিনি প্রভুর সেবা করিবেন। দণ্ডভার ধারণ,—তাঁহার ইষ্টদেবের সেবাব্রতের বিরোধী—অহং জ্ঞানের পরিচায়ক। অহং জ্ঞান থাকিতে ভগবদ্দাস ভগবতসেবায় সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করিতে পারেন না। "আমি দাস তুমি প্রভু" এই যে মধুর সম্বন্ধ, ইহা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীগৌরভগবানের শ্রীচরণ কমলে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পন করিয়াছেন; অহং জ্ঞানের এই ধ্বজাটি আর কেন রাখিবেন? সেবার বিরোধী বস্তু প্রভু আর কেন হস্তে ধারণ করিবেন? আর এক কথা। হস্তে দণ্ড দেখিলেই প্রভু তাঁহাকে প্রণাম করেন। ইহা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর একেবারেই ভাল লাগে না। দণ্ডটিকে তখন তিনি তাঁহার পক্ষে প্রকৃত দণ্ড বলিয়াই মনে করেন। তাই তিনি এই দণ্ডধারণ-দণ্ড হইতে চিরদিনের জন্য অব্যাহতি লাভের আশায় নিজ দণ্ড নিজেই ভঙ্গ করিলেন। ব্যাসপূজার অধিবাস রাত্রে এ কার্য্য তিনি কেন করিলেন? সর্ব্বজ্ঞ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু জানিয়াছেন শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন অন্য কেহ এখন আর তাঁহার পূজ্য হেন। ব্যাসপূজায় তিনি কি করিবেন, তাহা মনে মনে স্থির সংকল্প করিয়া লইয়াছেন। ব্যাসের পরিবর্ত্তে তিনি ব্যাসের গুরুর গুরু শ্রীগৌরাঙ্গপূজা করিবেন, ব্যাস-দেবাদিষ্ট সন্ন্যাসধর্ম্মাচরণের প্রয়োজন আর তাঁহার নাই, তাহা তিনি উত্তম বুঝিয়াছেন। ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর ইচ্ছা। প্রভুর এই ইচ্ছার ফলেই পরে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে পুনরায় সংসারাশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অতএব ইচ্ছাময় প্রভুর ইচ্ছাতেই তাঁহার ইচ্ছাশক্তি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার নিজ দণ্ড ভঙ্গ করিলেন। এই দণ্ডভঙ্গলীলায় প্রভু দেখাইলেন, বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর পক্ষে দণ্ড ধারণ অপ্রয়োজন। মায়াবাদী সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণব সন্ন্যাসী দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু। শ্রীবৈষ্ণবসাধুগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন কৃষ্ণসেবার জন্য,—সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণানুশীলনের জন্য। দণ্ডধারণ সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণানুশীলনের অনুকূল ধর্ম্ম নহে বলিয়া, বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর পক্ষে ইহা কৃষ্ণসেবার বিরোধী বলিয়া, ইচ্ছাময় প্রভুর ইচ্ছায় অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নিজ দণ্ডভঙ্গ-লীলা প্রকট করিলেন এবং পরে তাঁহারই ইচ্ছায় নীলাচলের পথে প্রভুরও দণ্ড তিনিই ভঙ্গ করিয়াছিলেন।

প্রভুর দণ্ডভঙ্গ-লীলা নবদ্বীপ লীলার অন্তর্গত নহে। কিন্তু এখানে প্রসঙ্গক্রমে সে লীলাটিরও কিছু আলোচনা করিবার লালসা পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। কৃপাময় পাঠকবৃন্দ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া এ সকল তত্ত্বকথাগুলি পাঠ করিলে কৃতার্থ হইব।

মহাজন লীলা-লেখকগণ প্রভুর দণ্ডভঙ্গ-লীলার রহস্য উদ্ঘাটন করেন নাই। পূজ্যপাদ শ্রীল কবিরাজগোস্বামী এই গুরুতর কার্য্যটি শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের প্রিয় ভক্তবৃন্দের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন। তাঁহারা অনেকেই এই পরম গম্ভীর লীলারসে মন প্রাণ ডুবাইয়াছেন। তাঁহা-দিগের মনে এই নিগূঢ় লীলারহস্য পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন। কবিরাজগোস্বামীর মনবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।

ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, সন্ন্যাসীর দণ্ডে তেত্রিশ কোটী দেবতার অধিষ্ঠান। শ্রীশ্রীগৌরভগবান সর্ব্বদেব শিরোমণি, সর্ব্বদেবপূজ্য, তিনি কেন তেত্রিশ কোটি দেবতার গুরুভার স্বরূপ এই দণ্ড বহন করিবেন? শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীগৌরভগবানের অভিন্নকলেবর; তাঁহার

দাস্যভাব। তিনি মনে করিলেন এই সন্ন্যাসীর দণ্ডবহনকর্ম্মটি প্রভুর পক্ষে প্রকৃতই দণ্ডস্বরূপ। অতএব এই দণ্ডভার দূর করা প্রয়োজন, এই ভাবিয়া প্রভুর দণ্ডকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "হে দণ্ড! তুমি আমার প্রভুকে বহু কষ্ট দিতেছ, তোমার স্থান আমার প্রভুর হস্তে ও স্কন্ধে নহে। তুমি দূর হও।" এই বলিয়া ক্রোধভরে প্রভুর দণ্ডটিকে তিন খণ্ড করিয়া ভগ্ন করিয়া জলে নিক্ষেপ করিলেন।

কেহ বলেন প্রভু আমার প্রেমদাতা, দুই হস্তে তিনি জগজ্জীবকে প্রেমদান করেন। দণ্ড,কমণ্ডলু তাঁহার প্রেমদান কার্য্যের বাধক, অতএব প্রেমময় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর দণ্ড ভঙ্গ করিলেন। এ যুক্তি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর দণ্ডভঙ্গলীলপ্রসঙ্গেও প্রযুজ্য। তবে সেখানে এ কার্য্যটি ইচ্ছাময় প্রভুর ইচ্ছায় শ্রীনিতাইচাঁদ স্বয়ং করিয়াছিলেন।

কেহ বলেন প্রভুর হস্তে দণ্ড দেখিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মনে শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার বিষম গৌরবিরহ-দশার ভাব উদয় হইয়াছিল। তাঁহার মনে হইল এই কালস্বরূপ দণ্ডই অনাথিনী শচী-বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিরপরাধে বিষম দণ্ডে দণ্ডিতা করিয়াছে; তাঁহাদের বক্ষে গৌর-বিরহরূপ বিষম শেল বিদ্ধ করিয়াছে, অতএব এই দণ্ডের অবশ্য দণ্ডভোগ করিতে হইবে। তাই তিনি ক্রোধের বশীভূত হইয়া প্রভুর দণ্ডটি খান খান করিয়া ভঙ্গ করিলেন।

কেহ বলেন প্রভু সর্ব্বেশ্বর স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তিনি বিধি নিয়মের অতীত। তাঁহার পক্ষে আবার এ দণ্ডবিধি কেন? দণ্ডধারণের জন্য প্রভু স্বচ্ছন্দে কোন কাজ করিতে পারেন না, মনের সাধ তাঁহার মনেই রহিয়া যায়। সুতরাং এই দণ্ডবিধিভঙ্গ প্রয়োজনবোধে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সে কার্য্য সাধন করিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

———আমি যাঁরে বহিয়ে হৃদয়ে।
সে তোমারে বহিবেক এত যুক্তি নহে॥

প্রভুর হস্তস্থিত দণ্ডের প্রতি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর এই উক্তি, তাঁহার আত্যন্তিক শ্রীগৌরাঙ্গপ্রীতির পরিচায়ক প্রভুর দণ্ডভঙ্গ-লীলা-রহস্যের ইহাও একটি প্রকৃষ্ট যুক্তি।

এই ত গেল এক পক্ষের সিদ্ধান্ত; অর্থাৎ শ্রীনিতাইচাঁদ প্রভুর সন্ন্যাস-দণ্ড ভাঙ্গিলেন কেন? অপর পক্ষের সিদ্ধান্ত এক্ষণে একটু বিচার করিতে হইবে। রঙ্গিয়া প্রভু আমার শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর দ্বারা নিজ দণ্ডগাছটি ভাঙ্গাইলেন কেন? এ কথার আলোচনা বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না। প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তিনি ইচ্ছাময়। তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার ইচ্ছাশক্তি। প্রভুর মনে কোন ইচ্ছায় উদয় হইলেই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু দ্বারায় তৎক্ষণাৎ তাহার ক্রিয়া হয়,—ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

এই দণ্ডভঙ্গ-লীলা অভিনয়ে প্রভুর মনে কি ইচ্ছার উদয় হইল? কেন তিনি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর দ্বারা তাঁহার সন্ন্যাসজীবনের একমাত্র অবলম্বন,—যতিধর্ম্মের একমাত্র সম্বল, নিজ দণ্ডটি এরূপ অবৈধভাবে ভাঙ্গাইলেন? তাহার পর বেশ একটু প্রভু ক্রুদ্ধও হইলেন। প্রভুর এই দণ্ডভঙ্গ-লীলাটি যে অতিশয় গম্ভীর এবং নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রভুর অনন্ত লীলারস-সাগর মন্থন করিলে অত্যুজ্জ্বল সিদ্ধান্তরত্ন সকল উত্থিত হয়। ভক্তবৃন্দ গৌরাঙ্গ-লীলারস-সমুদ্রের পাকা ডুবুরি। তাঁহাদিগের দ্বারা লীলারস-সমুদ্রসম্ভূত বহুমূল্য সিদ্ধান্ত-রত্নরাজির উদ্ধার সাধন হয়। এই দণ্ডভঙ্গ-লীলারহস্যটি লইয়া জীবাধম গ্রন্থকার শ্রীধাম বৃন্দাবনে বাসকালীন সাধক গৌরভক্তবৃন্দের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া যে সকল সিদ্ধান্ত রত্ন উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহাই এখানে গৌরভক্তবৃন্দের করকমলে উপহৃত হইল। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যপ্রভুর "সবে মাত্র ধন" তাঁহার দণ্ডটি; সেই দণ্ডভঙ্গলীলা-রহস্যটি নিগূঢ় হইলেও অতি মধুময়। শ্রীল কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—

এসব সিদ্ধান্ত গূঢ় কহিতে না জুয়ায়।
না কহিলে কেহ ইহার অন্ত নাহি পায়॥
অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়।
বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ়॥

হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য নিত্যানন্দ।
এ সব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ॥

এ সকল লীলাকথারস কৃপাময় গৌরভক্তবৃন্দের আস্বাদনের জন্য লিখিত হইতেছে। ইহা বহিরঙ্গ লোকের জন্য নহে।

"অন্তরঙ্গ সঙ্গে কর রসাস্বাদন"।

প্রভুর সন্ন্যাস যে কপট সন্ন্যাস তাহা ঋষি মহাজনগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইহার প্রচুর প্রমাণ যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে। প্রভুর সন্ন্যাসবেশ ধারণের উদ্দেশ্য তিনি স্বয়ং শ্রীমুখে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। যে সকল দুর্ভাগা কলিহত জীব প্রভুর ঐশ্বর্য্যময় নবদ্বীপলীলা দর্শণে তাঁহার চরণে কুবুদ্ধিবশে আত্মসমর্পণ করিতে পারিল না, তাঁহাকে স্বধু নিমাইপণ্ডিত জ্ঞানে অভিমানে স্বতন্ত্র থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছিল,তাহাদিগকে কেশে ধরিয়া উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে প্রভু নদীয়ার অতুল ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া, সোনার সংসার ছারেখারে দিয়া দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ করিলেন। সন্ন্যাসবুদ্ধ্যেও যদি তাঁহার চরণে কেহ একটিবার মাত্র মস্তক অবনত করে, তাহা হইলেই তাহাদের উদ্ধার সাধন হইবে। কলিহত অবোধ জীব প্রভুর সংসার-সুখে বাদী হইল। প্রভু সর্ব্বহিতকারী ও সর্ব্বমঙ্গলময়; সর্ব্বজীবের উদ্ধারকল্পেই তাঁহার নদীয়ায় অবতার গ্রহণ জীবের মঙ্গলার্থে,—তাহাদের হিতকামনায় বৃদ্ধা জননী ও তরুণী ভার্য্যার বক্ষে নিদারুণ শেল মারিয়া নবীন বয়সে তিনি ভিখারীর বেশে গৃহত্যাগ করিয়া কপট যতি সাজিলেন। জ্ঞানীর জ্ঞানগর্ব্ব,—পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যাভিমান,—কলিতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অযথা শাসন,—জাতিকুলের বৃথা অহঙ্কার প্রভৃতি ভক্তিবিরোধী কুসংস্কারসমূহ দূর করিয়া সর্ব্বভূতসমদর্শী ও হিতাকাঙ্ক্ষী প্রভু আমার ভক্তিপথের কণ্টকোদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বজীবকে সমভাবে দর্শন করিয়া নিজগুপ্তবিত্ত প্রেমভক্তিদানে তাঁহাদের উদ্ধার সাধন করিবার জন্যই প্রভুর এই কপট সন্ন্যাসভাব। প্রভুর সন্ন্যাসধর্ম্ম মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগের মত নহে। দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ, জটাবল্কল পরিধান, কঠোর যোগাভ্যাস, বেদান্ত পঠন ও পাঠন প্রভৃতি বাহ্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু একটী আদর্শ বৈষ্ণব-সন্ন্যাসাশ্রম সৃজন উদ্দেশ্যে স্বয়ং এই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবসন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য্যমতবাদী মায়াবাদী সন্ন্যাসী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই অতি পবিত্র ও বিশুদ্ধ বৈষ্ণব সন্ন্যাসাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রভু স্বয়ং আচরণ করিয়া কলির জীবকে শিক্ষা দিলেন, যে সোঽহং জ্ঞান ভাগবতীয় বিশুদ্ধধর্ম্মের বিরোধী,—জীবে ঈশ্বর বুদ্ধি, ভক্তি পথের অন্তরায়,—আত্মাভিমান ভক্তিপথের কণ্টক,—অহঙ্কার ভক্তির বাধক, সুতরাং ভগবদ্ভক্তের পক্ষে বিষবৎ পরিত্যজ্য। সন্ন্যাসীর হস্তে দণ্ড কমণ্ডলু দেখিলেই তাঁহাকে সর্ব্বলোকে পূজা করিবে এবং প্রণাম করিবে। তিনি মাতাপিতারও প্রণম্য। কলির যুগধর্ম্ম হরিনামসংকীর্ত্তন, হরিনাম মহামন্ত্র কালহত জীবের একমাত্র সাধন। এই মন্ত্র সাধনের প্রক্রিয়া—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা।
আমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়া সদা হরিঃ॥

ইহা প্রভুর শ্রীমুখ নিঃসৃত বেদবাণী। প্রভু ধর্ম্ম সংস্থাপক এবং সৎশাস্ত্র-মর্য্যাদারক্ষক। শাস্ত্রে বলে কলিতে সন্ন্যাসগ্রহণ নিষিদ্ধ (১)। শাস্ত্রকারগণ ত্রিকালজ্ঞ ঋষি ছিলেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসাশ্রমধর্ম্ম যুগধর্ম্মাচরণের বিরোধী বলিয়াই তাঁহাদিগের এই শাস্ত্রশাসন। মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগের অহংজ্ঞানময় ধর্ম্মপ্রচার যুগধর্ম্ম সংস্থাপনের পক্ষে হিতকর নহে বলিয়াই যুগধর্ম্ম সংস্থাপক নদীয়ার অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভুর আবির্ভাব। কলিহতজীবের দুর্গতি,—এই যে তাহাদের নিত্য হাহাকার, ইহা ধর্ম্ম বিপর্য্যায় হইতে সমুদ্ভূত। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীগৌরভগবান দিব্যচক্ষে ইহা দেখিলেন। জীবে ঈশ্বরবুদ্ধি, ভক্তি-ধর্ম্মবিপ্লবের মূলীভূত কারণ ভাবিয়া শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু কলিকালোচিত উদাসীন কৃষ্ণভক্তের জন্য বৈষ্ণব সন্ন্যাসাশ্রমধর্ম্ম, যুগধর্ম্ম সংকীর্ত্তনযজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে

---

(১) অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকং।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিঃ কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

সঙ্গে প্রবর্ত্তন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি স্বয়ং আদর্শ বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী সাজিলেন। সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবার পর প্রভুর অপূর্ব্ব দীনতা, আশ্চর্য্য কষ্টসহিষ্ণুতা, অতুলনীয় মানাভিমান শূন্যতার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, যে তিনি এই নিগূঢ় উদ্দেশ্যসাধনের জন্য এই বৈষ্ণব সন্ন্যাসাশ্রমধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দীনতিদীন হইয়া হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে হইবে,—আত্মাভিমান বর্জ্জিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে হইবে, মানাপমান, জ্ঞানগর্ব্ব ও বৈরাগ্যাভিমান হৃদয় হইতে দূরীভূত করিতে হইবে, তবে হরিনাম মহামন্ত্রসাধনে অধিকারী হইবে। যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক শ্রীগৌরভগবান দেখিলেন কলিতে ধর্ম্ম বিপর্য্যায় হইয়াছে, ভক্তিধর্ম্ম-বিরোধী মায়াবাদী সন্ন্যাসী-দিগের দলপুষ্টি হইতেছে। শঙ্করভাষ্যের সোঽহংবাদতত্ত্বে বিদ্যাভিমানী পণ্ডিতগণ অযথা বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ভ্রমে পড়িয়া যুগধর্ম্মে অনাদর করিতেছেন। মূর্খ লোক সকল তাঁহাদিগের বাগ্‌চাতুরীজালে ভুলিয়া কলিযুগের প্রকৃত সাধনপথ ভুলিয়া বিপথে আসিয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্মবিপ্লব সংঘটন করিয়া ধর্ম্মধ্বজীদিগের স্বার্থসিদ্ধির পথ প্রসারিত হইয়াছে। এই কারণে কলিযুগাবতার শ্রীশ্রীগৌরভগবান নদীয়ায় আত্মপ্রকাশের পরেই দিব্যচক্ষে দেখিলেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোসাঞি প্রভৃতি বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীগণের সংখ্যা একেবারে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। তাই তিনি স্বয়ং বৈষ্ণব সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন এবং স্বয়ং আচরণ করিয়া ইহা অধি-কারী বৈষ্ণবসাধুগণকে শিক্ষা দিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর ভগ্ন দণ্ডগাছটি গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিয়া বৈষ্ণবজগতকে শিক্ষা দিলেন, ভগবদ্ভক্তের পক্ষে দণ্ড ধারণ অপ্রয়োজন।

প্রভুর দণ্ডভঙ্গ-লীলাও এই উদ্দেশ্যে প্রকটিত হয়। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু যদি দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ করিয়া, জটাজুট বল্কল পরিধান করিয়া, সোঽহংবাদী সন্ন্যাসীর দলে মিশিতেন, মায়াবাদী ধর্ম্মাধিকরণ সকল রক্ষা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বৈষ্ণব-সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের উদ্দেশ্য সফল হইত না। জগতে সন্ন্যাসগর্ব্ব, বৈরাগ্যাভিমান, সোঽহংজ্ঞান-গরিমা আরও বর্দ্ধিত হইত। প্রভুকে স্বয়ংভগবান বলিয়া স্বীকার করিলেও মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণ মনে করিতেন তিনি তাঁহাদেরই দলভুক্ত, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন অত-এব তাঁহারা প্রত্যেকেই স্বয়ং ভগবান,—পূর্ণব্রহ্মসনাতন। জ্ঞানগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া ভক্তিমাহাত্ম্যের প্রাধান্য প্রবল করি-বার জন্যই প্রভুর নদীয়ায় অবতার গ্রহণ। প্রভু কলির মায়াবাদী সন্ন্যাসী হইলে, তাঁহার অবতারের উদ্দেশ্য সফল হইত না। এই জন্য চতুরচূড়ামণি প্রভু এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করিলেন। যুগধর্ম্মানুযায়ী এক নবভাবের সন্ন্যাসমূর্ত্তি ধারণের সংকল্প করিলেন, যুগধর্ম্মানুযায়ী বৈরাগ্য ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের বাসনা করিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াই তাঁহার মনে হইল, ভক্তিপন্থার বিরোধী দণ্ডধারণ যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের উপযুক্ত কর্ম্ম নহে। সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর দণ্ড ত্যাগের ইচ্ছা হইল। ইচ্ছাময় প্রভুর ইচ্ছানুরূপ কার্য্য, তাঁহার ইচ্ছাশক্তি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু করিলেন। নীলাচলের পথে তিনি প্রভুর দণ্ডটি ভাঙ্গিয়া তিনখানি করিয়া জলে ফেলিয়া দিলেন।

প্রভুর এই কপট সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ। তাঁহার এই ভক্তিভাবের নাম কৃষ্ণবিরহোদ্দীপক বৈরাগ্য যোগ। বৈষ্ণব সন্ন্যাসী কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত,—কৃষ্ণ সেবানু-রক্ত, কৃষ্ণান্বেষণে তীর্থভ্রমণাভিলাষী ও কৃষ্ণদাস্যাভিমানী। তিনি দণ্ড কমণ্ডলুর ধার ধারেন না, জটাজুট ধারণের ধার ধারেন নাই,তাঁহার চর্ম্ম,বল্কল পরিধানের আবশ্যকতা নাই। কেবলমাত্র শিখাসূত্র ত্যাগ, কৌপীন বহির্ব্বাস পরিধান, সদা সর্ব্বভূতহিতে রত, আত্মাভিমানবর্জ্জিত, হরিনাম মহা-মন্ত্র প্রচারক, বদনে সদা কৃষ্ণনাম, অহর্নিশি কৃষ্ণানুশীলন, কৃষ্ণলীলা-গানোন্মত্ত, কৃষ্ণপ্রেমানন্দে নৃত্যপরায়ণ, সদানন্দ, এই হইল বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর লক্ষণ। প্রভু যখন সন্ন্যাসগ্রহণের পর নীলাচলে গমন করেন,পথে তাঁহার মনে হইল কলিহত জীবোদ্ধার-কার্য্যের জন্য এইরূপ প্রকৃত অধিকারী কয়েক জন বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর প্রয়োজন। তিনি স্বয়ং এইরূপ সন্ন্যাসী সাজিলেন এবং স্বরূপ দামোদরাদি অপর কয়েক জনকেও সাজাইলেন। দণ্ড কমণ্ডলু দূর করিয়া দিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণের পর যখন উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া বাহির হইলেন, তখন নিম্নলিখিত ভাগবতীয় শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে করিতে চলিলেন—

"এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দূরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়েব॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার এইরূপে প্রভুর এই লীলা বর্ণনা করিয়াছেন—

এই শ্লোক পড়ি প্রভু ভাবের আবেশে।
ভ্রমিতে পবিত্র কৈল সব রাঢ়দেশে॥
প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুক বচন।
মুকুন্দসেবন ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ॥
পরাত্মনিষ্ঠা এই সার বেশ ধারণ।
মুকুন্দসেবায় হয় সংসার তারণ॥
সেই বেশ কৈল এবে বৃন্দাবনে গিয়া।
কৃষ্ণনিষেবন করি নিভৃতে বসিয়া॥

ইহাই শ্রীবৃন্দাবনের পথ। শ্রীকৃষ্ণসেবাই বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীকে শ্রীবৃন্দাবনের পথে লইয়া যায়। অতএব শ্রীমুকুন্দসেবার বিরোধী যে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম তাহা পরিত্যজ্য।

নীলাচলে গিয়া যখন তিনি সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যের বাটীতে উঠিলেন, সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য এবং তাঁহার মায়াবাদী সন্ন্যাসী ছাত্রবৃন্দ দেখিলেন, এই নবীন সন্ন্যাসী একটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু,—নূতন তত্ত্ব। তাঁহাদের মত নহেন,—সন্ন্যাসী হইয়াও তিনি কৃষ্ণপ্রেমের প্রেমিক, কৃষ্ণসেবাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য,—প্রেম তাঁহার সর্ব্বস্ব ধন,—শুদ্ধা প্রেমভক্তি লইয়াই তাঁহার কারবার। সন্ন্যাস-ধর্ম্মাচরণ তাঁহার মূলমন্ত্র নহে, কৃষ্ণনামে তিনি স্বপ্রেমানন্দে বিভোর। তিনি মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগের মত শুষ্কজ্ঞানী বা নীরস হৃদয় নহেন। সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য মহাশয় এই নবীন সন্ন্যাসীটিকে প্রথমে চিনিতে পারিলেন না, তাঁহার নবীন বয়সে সন্ন্যাসাশ্রমধর্ম্মগ্রহণ লইয়া ভট্টাচার্য্যের মনে নানাবিধ সংশয় উপস্থিত হইল। তাঁহাকে বেদান্ত পড়াইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু পরে যখন প্রভুর কৃপায় বুঝিলেন তিনি বৈষ্ণব সন্ন্যাসী,—মায়াবাদী সন্ন্যাসী হইতে তিনি একটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু, তিনি ভক্তিযোগী এবং ভক্তিযোগ প্রবর্ত্তক, তখন তিনি প্রভুর পদে আত্মসমর্পন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নামধারী স্বয়ং ভগবান নদীয়ার জগন্নাথ মিশ্রপুরন্দরের পুত্রকে তিনি সাক্ষাৎ ভগবানভাবে হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন করিয়া পূজা করিলেন এবং বন্দনা করিলেন—

বৈরাগ্য বিদ্যা নিজভক্তিযোগ
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরীরধারী
কৃষ্ণাম্বুধি র্য স্তমহং প্রপদ্যে॥

প্রভু তাঁহার নিজ দণ্ড ভঙ্গ করাইলেন কেন কৃপাময় পাঠকবৃন্দ এখন তাহা বিচার করুন। শ্রীভগবানের লীলানুশীলন, লীলাধ্যান, লীলাগান করিতে করিতে লীলানুভূতি হয়। তখন এই সকল তত্ত্ব হৃদয়ে প্রভুই পরিস্ফুট করিয়া দেন। ইহাই ভক্তিসাধকের ভজনাঙ্গ। লীলানুধ্যানই ভগবতকৃপালাভের শ্রেষ্ঠ উপায় (১)। কৃপাময় পাঠকবৃন্দ! জীবাধম গ্রন্থকারের অপরাধ লইবেন না, ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন।

বৈষ্ণবের পদে মোর এই মনস্কাম।
মো অধম প্রতি যেন না হইও বাম॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর ব্যাসপূজা-লীলারঙ্গ বর্ণনা করিতে করিতে আমরা লীলাতরঙ্গে ভাসিয়া অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। প্রভু প্রেমানন্দবিহ্বল নিত্যানন্দপ্রভুকে গঙ্গাগর্ভ হইতে উঠাইয়া হাত ধরিয়া শ্রীবাসঅঙ্গনে লইয়া আসিলেন। শ্রীবাসপণ্ডিত ব্যাসপূজার সমস্ত উদ্যোগ করিয়াছেন। তিনি এই ব্যাসপূজার আচার্য্য। প্রভুর আদেশে তিনি আচার্য্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীবাসঅঙ্গনে মধুর মধুর কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ভক্তবৃন্দ আসিয়া কীর্ত্তনা-

---

(১) ইতি হ স্ম সকলবেদলোকদেবব্রাহ্মণগবাং পরমগুরোর্ভগবতঋষভাখ্যস্য বিশুদ্ধাচরিতমীরিতং পুংসাং সমস্তদুশ্চরিতাভিহরণং পরম-মহামঙ্গলায়নমিদমনুশৃণোত্যাশ্রাবয়তি চাবহিতোভগবতি তস্মিন বাসুদেব একান্ততোভক্তিরনয়োরপি সমনুবর্ত্ততে।

নন্দে যোগদান করিলেন। শ্রীবাসমন্দির আনন্দধাম বৈকুণ্ঠভবনে পরিণত হইল। প্রভু সর্ব্বভক্তগণমধ্যে অঙ্গন আলোকিত করিয়া বসিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু প্রেমানন্দে অঙ্গনের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছেন, আর মৃদুমন্দ হাসিতেছেন। শ্রীবাসপণ্ডিত যথাবিধি ব্যাসপূজা করিয়া দিব্যগন্ধযুক্ত একগাছি পুষ্পমালিকা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর হস্তে দিয়া কহিলেন—

"শুন শুন নিত্যানন্দ এই মালা ধর।
বচনে পড়িয়া ব্যাসদেবে নমস্কর॥
শাস্ত্রবিধি আছে মালা আপনে সে দিবা।
ব্যাস তুষ্ট হইলে সর্ব্ব অভীষ্ট পাইবা॥ চৈঃ ভাঃ

শেষ বচনটি শুনিাই অবধূত নিত্যানন্দপ্রভু চমকিয়া উঠিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন, তিনি সর্ব্বাভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসীর একমাত্র জীবনসম্বল দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ করিয়াছিলেন; তাহাও ত গত রাত্রে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। ব্যাসদেব তুষ্ট হইলে তাঁহার আর কি হইবে? এখন ত তাঁহার সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে, আবার সেই সকাম প্রার্থনা কেন? এখন যাঁহাকে তুষ্ট করিতে হইবে, তিনি ত সম্মুখেই স্বয়ং বিরাজমান; যাঁহাকে পূজা করিতে হইবে, তিনি ত নিকটেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন; তবে আর এই কর্ম্মকাণ্ডের বৃথা আড়ম্বর কেন? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন। শ্রীবাসপণ্ডিত যতবার তাঁহাকে মন্ত্র পাঠ করিয়া ব্যাসদেবকে মাল্য দিতে বলেন ততবারই তিনি মাথা নাড়িয়া "হয় হয়" বলেন। তিনি মালাগাছটি হস্তে লইয়াছেন, মুখে বিড় বিড় করিয়া পাগলের মত আপন মনে কি বলিতেছেন কেহ তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। তিনি মাল্য হস্তে করিয়া আবিষ্টভাবে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন (১)। ইহা দেখিয়া শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন—

"না পূজেন ব্যাস এই শ্রীপাদ তোমার"।

শ্রীবাসপণ্ডিতের কথা শুনিয়া প্রভু আসন ত্যাগ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সম্মুখে আসিলেন। প্রভুকে সম্মুখে দেখিয়াই অবধূত নিত্যানন্দপ্রভুর আনন্দের আর সীমা রহিল না; তিনি আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রভু ধীরে ধীরে অতি মধুর বচনে তাঁহাকে বিনয় করিয়া কহিলেন—

———"নিত্যানন্দ! শুনহ বচন।
মালা দিয়া ঝাট্ কর ব্যাসের পূজন॥" চৈঃ ভাঃ

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু যাঁহাকে খুঁজিতেছিলেন, তাঁহাকে সম্মুখে পাইয়া আর কালবিলম্ব না করিয়া সেই ব্যাসপূজার সুগন্ধিযুক্ত পুষ্পমালিকা তাঁহার অভীষ্টদেব শ্রীগৌরভগবানের শ্রীমস্তকোপরি তুলিয়া দিলেন। প্রভুর ভ্রমরকৃষ্ণ চাঁচর চিকুরের উপর পুষ্পমালিকার অপূর্ব্ব শোভা হইল।

এই সময় প্রভু একটি অলৌকিক লীলারঙ্গ প্রকট করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে শ্রীগৌরভগবান তাঁহার অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ষড়্ভুজ মূর্ত্তি দেখাইলেন। যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

দেখিলেন নিত্যানন্দ প্রভু বিশ্বম্ভর।
মাল্য তুলি দিলা তার মস্তক উপর॥
চাঁচর চিকুরে মালা শোভে অতি ভাল।
ছয় ভুজ বিশ্বম্ভর হইলা তৎকাল॥
শঙ্খ, চক্র, গদাপদ্ম শ্রীহল মূষল।
দেখিয়া বিস্মিত হৈলা নিতাই বিহ্বল॥

প্রভু তাঁহার এই অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীমূর্ত্তি লীলাচলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে আর একবার দেখাইয়াছিলেন। প্রভুর ষড়্ভুজ মূর্ত্তি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি সেখানে অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছেন।

প্রভুর ষড়্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সেখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

---

(১) মন্ত্র শুনে নিত্যানন্দ কহে হয় হয়।
কিসের বচন পাঠ প্রবোধ না লয়॥
কিবা বোলে ধীরে ধীরে বুঝন না যায়।
মালা হাতে করি পুনঃ চারিদিকে চায়॥ চৈঃ ভাঃ

ষড়্ভুজ দেখি মূর্চ্ছা পাইল নিতাই।
পড়িলা পৃথিবীতলে ধাতু মাত্র নাই॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভুর এই অপূর্ব্ব ষড়্ভুজমূর্ত্তি অন্য ভক্তগণ কেহ দেখিতে পাইলেন না। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অকস্মাৎ মূর্চ্ছা দেখিয়া তাঁহাদিগের মনে বিষম ভয় হইল। সকলেই "কৃষ্ণ! রক্ষা কর, কৃষ্ণ রক্ষা কর" এই বলিয়া ভীতিবিহ্বল-চিত্তে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রভু হুঙ্কারগর্জ্জন করিয়া কক্ষে তালি দিয়া শ্রীবাসঅঙ্গনে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে অধিকক্ষণ মূর্চ্ছিত দেখিয়া প্রভু তাঁহার ঐশ্বর্য্যভাব সম্বরণ করিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিলেন। ধীরে ধীরে সস্নেহে তাঁহার গাত্রে শ্রীহস্ত দিয়া তাঁহাকে মধুর বচনে কহিলেন—

"উঠ উঠ নিত্যানন্দ! স্থির কর চিত।
সঙ্কীর্ত্তন শুন সে তোমার সমীহিত॥
যে কীর্ত্তন নিমিত্ত করিলে অবতার।
সে তোমার সিদ্ধ হৈল কিবা চাহ আর॥
তোমার যে প্রেমভক্তি তুমি প্রেমময়।
বিনি তুমি দিলে কারো ভক্তি নাহি হয়॥
আপনা সম্বরি উঠ নিজজন চাহ।
যাহারে তোমার ইচ্ছা তাহারে বিলাহ।
তিলার্দ্ধেক তোমারে যাহার দ্বেষ রহে।
ভজিলেহ সে আমার প্রিয় কভু নহে॥ চৈঃ ভাঃ

প্রেমানন্দময় বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবধূত নিত্যানন্দপ্রভুর শিরোদেশে বসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু তাঁহার শ্রীঅঙ্গে পদ্মহস্ত বুলাইতেছেন, আর মধুভাষে এই সকল কথা বলিতেছেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ধ্যানানন্দে মগ্ন আছেন। তিনি শ্রীগৌর-ভগবানের অপূর্ব্ব ষড়্ভুজমূর্ত্তির অপরূপ-রূপধ্যান করিতে-ছেন। প্রভুর কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। শ্রীগৌরভগবান তখন তাঁহাকে তাঁহার ঐশ্বর্য্যময় চতুর্ভুজ মূর্ত্তিও দর্শন করাইলেন; পরে দ্বিভুজ গৌর-কৃষ্ণ মূর্ত্তি দেখা-ইয়া তাঁহার সমাধি ভঙ্গ করিলেন। এ সকল লীলাকথা শ্রীপাদ-কবি-কর্ণপুর গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন (১)।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের দ্বিভুজ মূর্ত্তি দর্শন মাত্রই বাহ্যজ্ঞান লাভ করিলেন এবং ভূমিতল হইতে সক-চিতে উঠিয়াই প্রভুর শ্রীমস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, এবং প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন (২)।

প্রভুর যে এই ষড়্ভুজমূর্ত্তি, ইহা তাঁহার ঐশ্বর্য্য এবং মহিমাসূচক। তাঁহার দক্ষিণ দিগ্বর্ত্তি ভুজত্রয়ে শঙ্খচক্র ও নির্ম্মল গদা, এবং বামদিগ্বর্ত্তি ভুজত্রয়ে মুরলী, পদ্ম ও শার্ঙ্গ (ধনু) শোভা পাইতেছে। বক্ষঃস্থলে মৌক্তিকমালা শোভিত, কর্ণযুগলে মকরাকৃতি কুণ্ডল দোদুল্যমান, কম্বু-কণ্ঠে নীলমণিহার শোভিত, বালসূর্য্য-কিরণের ন্যায় রক্তা-ম্বর পরিধান। শ্রীগৌরভগবান তাঁহার এই পরমৈশ্বর্য্য-ময় অপরূপ ষড়্ভুজমূর্ত্তি এই প্রথম শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে দেখাইলেন। পরে এই অপূর্ব্ব ষড়্ভুজমূর্ত্তি তিনি নীলা-চলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকেও দেখাইয়াছিলেন। সেই শ্রীমূর্ত্তির এক হস্তে কমণ্ডলু ছিল এবং তাহা ত্রিযুগাবতার মহিমাসূচক বলিয়া কীর্ত্তিত।

(১) মহনীয়মূর্ত্তিরবধূতবিভুঃ পরিধূতসর্ব্ব কলিকালমলঃ।
সপুনরেব তত্র করুণাম্বুনিধে রতিসুন্দরীং মধুর রূপসুধাং॥
অপিবদ্বিলোচনপুটেন মুহুঃর্নতৃপ্তোঽস্য পারমগমদ্বিভবঃ।
বরষড়্ভুজং তমথ দক্ষিণতোদর চক্র নির্ম্মল গদাস্ত্রধরং॥
মুরলীবরাম্বুরুহ শার্ঙ্গধরং রুচিরৈ রথাপর ভুজত্রিতয়ৈঃ।
দ্রুতশাত কুম্ভময় ভূমিরুহস্তবকাঙ্কুরং করুণয়া রুণিতং॥
বরকৌস্তভদ্যুতি বিরাজদুরঃ স্থলশোভি মৌক্তিকসরং সরসং।
শ্রবণাবলম্ব বিলসন্মকরাকৃতি কুণ্ডলস্ফুরিত গণ্ডযুগং॥
নবলীলরত্ন বরহারলসদ্বরকম্বুকণ্ঠ রুচিরং কমলং।
প্রথমোদিতার্ককর গৌরবরাম্বরমুল্লসদ্গুরু নিতম্বতটং॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্য।

(২) ইতি তং বিলোক্য করুণাজলধিং মুমুদেহবধূতবিভুরেবভূশং।
তদনন্তরং ভুজচতুষ্টয় সৎ কমনীয়রূপমথ বাহুযুগং॥
অবলোক্য বিস্মিতমনাঃ সুমনাঃ সুমনশ্চয়ং রহসি তং ব্যকিরৎ।
তদনন্তরঞ্চ বহু হর্ষভরৈর্বিদলন্মনানটিতুমারভত॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্য।

শ্রীপাদ কবিকর্ণপুর গোস্বামী প্রভুর এই ষড়্ভুজ মূর্ত্তির মহিমা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—

ভুজৈঃ ষড়্ভিরেভিঃ সমাখ্যাতি কশ্চি-
ন্নিসর্গোগ্রষড়্বর্গ হন্তেতি ভোস্তাং।
স্বয়ং ব্রূমহে হেম হেচ্ছ ত্বমেভি-
শ্চতুর্বর্গদো ভক্তিদঃ প্রেমদশ্চ॥

অর্থাৎ প্রভু হে! তুমি জীবসমূহের কামাদি ছয় রিপুকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত এই ষড়্ভুজমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ, ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা তাহা না বলিয়া এই বলি, যে তোমার ভুজ-চতুষ্টয় জীবের চতুর্বর্গ দাতা এবং অবশিষ্ট ভুজদ্বয়ের মধ্যে একটি ভক্তি অপরটি প্রেম দান করিয়া থাকে।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আনন্দনৃত্য দর্শনে ভক্তগণের প্রাণ অভূতপূর্ব্ব প্রেমরসে সিঞ্চিত হইল। তিনি মনোহর নৃত্যভঙ্গী করিয়া সর্ব্ব আঙ্গিনা পরিভ্রমন করিলেন। এবং সকলকে একে একে প্রেমালিঙ্গনদানে শক্তি সঞ্চারণ করিলেন। ভক্তবৃন্দ প্রেমানন্দে অধীর হইয়া তাঁহার পদতলে নিপতিত হইলেন। শ্রীবাসঅঙ্গন আনন্দধামে পরিণত হইল। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু তখন তাঁহার পূর্ব্ব কথার পুনরুক্তি করিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে কহিলেন "শ্রীপাদ! আপনার প্রেমভক্তির উপমা নাই। আপনার কৃপায় আমরা প্রেমভক্তি যে কি বস্তু তাহা শিখিলাম। আপনি এই অপূর্ব্ব প্রেমভক্তি যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে বিতরণ করুন। আপনি সর্ব্বলোক-হিতাকাঙ্খী; আপনার প্রতি যাহার তিলার্দ্ধকালও দ্বেষ থাকে, সে কখনও আমার প্রিয় নহে।"

প্রভুর সুধামাখা প্রিয়বচন শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ঈষৎ হাসিলেন। তাহার হাসির মর্ম্ম "ঠাকুর! তোমাকে আমি চিনিয়া লইয়াছি। আজি তুমি ধরা পড়িয়াছ। আজ আমি আমার ব্যাসপূজার ফল হাতে হাতে পাইলাম।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এখন প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। প্রভুর সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে তিনি করযোড়ে স্তব করিলেন—

জয় জয় বিশ্বম্ভর জনক সবার।
জয় জয় সংকীর্ত্তন হেতু অবতার॥
জয় জয় বেদধর্ম্ম সাধু বিপ্রপাল।
জয় জয় অভক্তদমন মহাকাল॥
জয় জয় সর্ব্বসত্যময় কলেবর।
জয় জয় ইচ্ছাময় মহা মহেশ্বর॥
যে তুমি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বাস।
যে তুমি শ্রীশচীগর্ভে করিলা প্রকাশ॥
তোমার যে ইচ্ছা কে বুঝিতে তার পাত্র।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তোমার লীলা মাত্র॥
তোমার আজ্ঞায় এক সেবকে তোমার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পারে করিতে উদ্ধার॥ চৈঃ ভাঃ

স্তবান্তে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীগৌরভগবানের সম্মুখে করযোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার সর্ব্ব অঙ্গ কদম্ব কেশরের ন্যায় পুলকাবলীতে পূর্ণ,—গদগদ ভাষ,—প্রেমভরে সর্ব্ব অঙ্গ টলমল। তাঁহার দৃষ্টি প্রভুর রাতুল পাদপদ্মের প্রতি। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে শ্রীমন্মহাপ্রভু আজ নিত্যানন্দ দান করিলেন। এইরূপে সেদিন শ্রীবাসঅঙ্গনে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর ব্যাসপূজা সমাপন হইল। শ্রীবাস পণ্ডিত ব্যাসপূজার সমুদয় দ্রব্যসামগ্রী আনিয়া প্রভুর সম্মুখে রাখিলেন। প্রভু নিজ হস্তে তাহা ভক্তগণকে বণ্টন করিয়া দিলেন। ভক্তবৃন্দ মহানন্দে প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইলেন এবং আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন শ্রীবাসপণ্ডিতের বাড়ীর আত্মীয়স্বজন, দাসদাসী পর্য্যন্ত সকলে প্রভুর শ্রীহস্তে এই প্রসাদ পাইলেন (১)। শ্রীবাস পণ্ডিতের প্রতি প্রভুর কৃপার অবধি নাই। তাঁহার বাড়ীর যবন দরজী পর্য্যন্ত প্রভুর কৃপাপাত্র ছিলেন। এই যবন দরজীকে প্রভু তাঁহার স্বরূপ দেখাইয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। সে সকল লীলা কথা পরে বলিব।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর দুইটি কমলনয়নে দরদরিত

(১) ব্রহ্মাদি পাইয়া যাহা ভাগ্য হেন মানে।
তাহা পায় বৈষ্ণবের দাস দাসীগণে॥ চৈঃ ভাঃ

প্রেমাশ্রুধারা দৃষ্ট হইতেছে। তিনি প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া প্রভুর বদনচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া আছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু তখন ভক্তবৃন্দের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিতে আদেশ দিলেন।

সভা প্রতি মহাপ্রভু বলিলা বচন।
পূর্ণ হৈল ব্যাসপূজা করহ কীর্ত্তন॥ চৈঃ ভাঃ

অমনি চতুর্দ্দিকে গগনভেদী হরিহরিধ্বনি উত্থিত হইল। ভক্তবৃন্দ মৃদঙ্গ করতাল যোগে প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া সুমধুর কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ দুই ভ্রাতায় যুগল হইয়া কীর্ত্তনে নামিলেন। দুই জনেই আজ প্রেমানন্দে উন্মত্ত। কাহারও বাহ্যজ্ঞান নাই। প্রেমানন্দে দুই জনেরই শ্রীঅঙ্গ টলমল। ভক্তবৃন্দ প্রেমোন্মত্ত ও নৃত্যপরায়ণ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ শ্রীবিগ্রহ যুগলকে বেষ্টন করিয়া নাচিতেছেন (১)। কীর্ত্তনানন্দে সকলেই বিভোর। কেহ ভূমিতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছেন, কেহ কাহারও চরণ ধরিয়া কান্দিতেছেন। আজ শ্রীবাসঅঙ্গনে সকল ভক্তবৃন্দ একত্রিত হইয়াছেন। বৈষ্ণবগৃহিণীগণ আসিয়াছেন। জগন্মাতা শচীমাতা অন্তঃপুরে নিভৃতে বসিয়া তাঁহার পুত্ররত্নের লীলারঙ্গ দেখিতেছেন। গৌর-নিতাই দুই ভায়ে হাত ধরাধরি করিয়া প্রেমানন্দে মধুর নৃত্য করিতেছেন। ইহা দেখিয়া স্নেহময়ী শচীমাতার মনে বড়ই আনন্দ। তিনি ভাবিতেছেন এই দুইটীই তাঁহার পুত্র (২)। বাৎসল্য ভাবে বিভাবিত হইয়া, শচীমাতা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে বিশ্বরূপ দেখিতেছেন। আহা! বহুদিন তিনি বিশ্বরূপকে দেখেন নাই। জননীর প্রাণ পুত্র-বিরহে আকুল হইয়াছে। তিনি ভাবিতেছেন বিশ্বম্ভর ও বিশ্বরূপ দুই ভায়ে মিলিয়া আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেছেন। শচীমাতার ইচ্ছা করিতেছে ছুটিয়া গিয়া দুই ভাইকে একত্রে ক্রোড়ে লইয়া, বক্ষে তুলিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করেন। বৈষ্ণব গৃহিণীগণ শচীমাতার নিকট বসিয়া আছেন। শচীমাতার নয়নে দরদরিত অশ্রুধারা পড়িতেছে, আনন্দে তিনি আত্মহারা হইয়া অনিমেষ নয়নে গৌর-নিত্যানন্দের মধুর নৃত্যভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতেছেন, আর তাঁহাদের অপরূপ রূপসুধা পান করিতেছেন।

প্রভুর আদেশে অপরাহ্নে কীর্ত্তন বন্ধ হইল। তাহার পর শ্রীবাসপণ্ডিত সেদিন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ভোজন করাইলেন। এইরূপে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর ব্যাসপূজা সমাপন হইল। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর ষড়্ভুজরূপ-দর্শন লীলাকাহিনী শ্রবণের ফলশ্রুতি ঠাকুর বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

এই নিত্যানন্দের ষড়্ভুজ দর্শন।
ইহা যে শুনয়ে তার বন্ধ বিমোচন॥

ব্যাসপূজার দিনে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে তাঁহার অপূর্ব্ব ষড়ভুজ শ্রীমূর্ত্তি দেখাইয়া প্রভু তাঁহার সন্ন্যাস-ধর্ম্মাচরণের প্রকৃত ফল দান করিলেন। ইচ্ছাময় প্রভুর ইচ্ছায় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নিজ দণ্ড ভঙ্গ করিলেন। কারণ, এক্ষণে দণ্ডধারণ তাঁহার আর প্রয়োজন নাই। তিনি এখন বিধি-নিষেধের অতীত। তাঁহার দণ্ড ধারণের কার্য্য শেষ হইয়াছে, তাঁহার সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে তিনি দণ্ড ত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীগৌরভগবানের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এক্ষণে তিনি প্রকৃত বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী হইলেন।

(১) নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র নাচে এক ঠাঁই।
মহামত্ত দুই ভাই কারো বাহ্য নাই॥ চৈঃ ভাঃ

(২) চৈতন্য প্রভুর মাতা জগতের আই।
নিভৃতে বসিয়া রঙ্গ দেখেন তথাই॥
বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ দেখি দুই জনে।
দুই জন মোর পুত্র হেন বাসে মনে॥ চৈঃ ভাঃ

ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায়।

—:*:—

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু-প্রোক্ত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব।

কলিযুগে ভক্তিমূর্ত্তি দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া।
শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু কহে তাহা প্রকাশিয়া॥

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ামঙ্গল।

শ্রীনবদ্বীপে প্রভুর আত্মপ্রকাশের পর নদীয়া-যুগল-ভজননিষ্ঠ গৌরভক্তবৃন্দের মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভই শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শ্রীমুখ দিয়া এই সময়ে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব প্রকাশ করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব অতীব নিগূঢ়। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু কলির প্রচ্ছন্ন অবতার। আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য তিনি কিরূপ সাবধান ছিলেন, তাহা গৌরভক্ত মাত্রেই অবগত আছেন। প্রভু যখন তাঁহার স্বরূপ ও তত্ত্ব প্রকাশে এত সাবধান, তখন তাঁহার বক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর তত্ত্ব প্রকাশ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তবে নদীয়া-যুগল-ভজন-নিষ্ঠ নিত্যদাসগণ ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাঁহাদিগের একান্ত ইচ্ছায় এবং সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু একদিন শ্রীবাসঅঙ্গনে বসিয়া প্রভুর সহিত রহস্যকথা প্রসঙ্গে প্রিয়াজির তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং এই নিগূঢ় তত্ত্বসন্ধিৎসু নদীয়া-যুগল-ভজননিষ্ঠ সাধক গৌরভক্তবৃন্দের অগ্রণী ছিলেন। এ সকল কথা শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে লিখিয়া গিয়াছেন।

এই সময়ে শ্রীশান্তিপুরনাথ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপে আসিয়াছেন। নদীয়ায় আসিয়া তিনি যে ভাবে প্রভুর সবিশেষ কৃপা প্রাপ্ত হইলেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। নদীয়ায় নিমাইপণ্ডিত তখন নবীন যুবক। নদীয়ার এই ব্রাহ্মণকুমারটি তাৎকালিক বাঙ্গলার অদ্বিতীয় পণ্ডিত, তাঁহার পিতার সমবয়স্ক নদীয়া—শান্তিপুরের ব্রাহ্মণমণ্ডলীর অধিকাংশের দীক্ষা ও শিক্ষাগুরু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শিরে শ্রীচরণ দিয়া যে ভাবে কৃপা করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এরূপ অদ্ভুত কৃপাবৃষ্টির অবশ্যই কিছু নিগূঢ় মর্ম্ম আছে। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু আমাদের গৌর-আনা-গোসাঞি। যিনি গোলোকপতিকে গোলোক হইতে ভূলোকে আনিতে পারেন, তিনি তাঁহার স্বরূপশক্তি সাক্ষাৎ ভক্তিস্বরূপিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর তত্ত্ব প্রকাশ করিবার উপযুক্ত পাত্র, ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এবং শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু উভয়েই শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের যুগল-ভজননিষ্ঠ সাধক ছিলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব প্রকাশ-কার্য্যে স্বয়ং শ্রীশান্তিপুরনাথের নদীয়া-যুগল-ভজনের আভাস পাওয়া যায়, এবং শচীআঙ্গিনায় শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গের যুগলবিলাসদর্শনে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রেমানন্দভাবই তাঁহার নদীয়া-যুগল-ভজনের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। সে সকল মধুর লীলাকথা এই গ্রন্থে যথাস্থানে বিস্তারিত বর্ণিত হইবে।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নবদ্বীপে পুনরাগমনের কিছুদিন পরে তিনি একদিন শ্রীবাসঅঙ্গনে আসিয়া দেখিলেন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ ভক্তগণসঙ্গে কৃষ্ণকথারসরঙ্গে বিভোর আছেন। সীতানাথকে দেখিয়া ভক্তবৃন্দসহ প্রভু গাত্রোত্থান করিয়া সসম্মানে তাঁহাকে আসনে বসাইলেন; শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রণাম করিলে তিনিও যথারীতি নমস্কার করিলেন। তখন উভয়ের মধ্যে কথোপকথন আরম্ভ হইল। এই রসময় কথাগুলি শ্রীপাদকবিকর্ণপুর গোস্বামী সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রসিকশেখরপ্রভু প্রথমেই হাসিয়া কহিলেন "এক্ষণে সীতাপতি (১) আসিয়াছেন। আর আমরা শমনভয়ে ভীত নহি।" প্রভুর শ্রীমুখে এই কথা শুনিবামাত্র উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সবিশেষ আনন্দসহকারে হরিধ্বনি করিলেন। শ্রীসীতানাথ, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের কথা উল্টাইয়া ধরিয়া

(১) অদ্বৈতগৃহিণীর নাম শ্রীসীতাদেবী।

কৌতুকরঙ্গে মৃদু হাসিয়া কহিলেন "রঘুপতিকে ত এখানে দেখিতেছি না, তাঁহার পরিবর্ত্তে যদুপতিকে দেখিতেছি"। প্রভুর শ্রীবদনে ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিল, তিনি আর কোন উত্তর করিলেন না। অন্য কথা তুলিয়া তিনি তাঁহাকে কহিলেন "আপনি শান্তিপুরে থাকেন, ইহাতে আমি মনে বড় দুঃখ পাই।" শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর উত্তর দিবার পূর্ব্বেই শ্রীবাসপণ্ডিত বলিলেন "প্রভু! যদ্যপি শান্তিপুরে বাস শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পক্ষে উপযোগী বটে, তথাপি সর্ব্ববিধ ভক্তিরসের আকর শ্রীনবদ্বীপধামের প্রতি আপনার আবির্ভাবের পর হইতেই তাঁহার বিশেষ অনুরাগ জন্মিয়াছে। সেই জন্য সর্ব্বব্যাপক শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুও এখানেই আছেন(১)। নারদ-অবতার শ্রীবাসপণ্ডিতের এই কথার তাৎপর্য্য, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু প্রথমে শান্ত ও দাস্যরসের সাধক ছিলেন, এক্ষণে প্রভুর কৃপায় নবদ্বীপধামে আসিয়া তিনি রসিকভক্ত হইয়া নবদ্বীপরসের নিত্যানন্দ ভোগ করিতেছেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীবাসপণ্ডিতের তত্ত্বপূর্ণ সরস কথাগুলি মনোযোগপূর্ব্বক শুনিলেন। প্রভুর বদনচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া তিনি উত্তর করিলেন "সেই জন্য শ্রীবাসও এখানে"। পরম পণ্ডিত ও বাগ্মী শ্রীবাস অমনি তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর এই কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যেস্থানে শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবী বাস করেন সেখানে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। শ্রীবাস পণ্ডিত হাসিয়া রহস্য করিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে কহিলেন "ঠাকুর! আপনি যে লক্ষ্মীদেবীর কথা বলিতেছেন, তিনি ত তিরোভূতা হইয়াছেন"। প্রভু এতক্ষণ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ও শ্রীবাসপণ্ডিতের কথোপকথন এক মনে শুনিতেছিলেন। তাঁহার প্রথমা ঘরণীর অন্তর্দ্ধানের প্রসঙ্গ শুনিয়া তিনি যেন কিছু বিচলিত হইলেন। একথার সদুত্তর না দিয়া তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। নিত্যধাম নবদ্বীপ হইতে শ্রীগৌরভগবানের নিত্যদাসী শ্রীলক্ষ্মীদেবীর অন্তর্দ্ধান হইতেই পারে না। তাই প্রভু বলিলেন "ওহে শ্রীবাসপণ্ডিত! শ্রী শব্দে ভক্তি। তোমরা ভক্তবৃন্দ যেখানে বর্ত্তমান, সেখান হইতে ভক্তিদেবীর অন্তর্দ্ধান হইয়াছে ইহা অসম্ভব। তাঁহার বাস তোমাদের নিকটেই।" এক্ষণে মহাবিষ্ণুর অবতার সর্ব্বজ্ঞ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর মনভাব বুঝিয়া তাঁহার প্রেরণায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব স্থির করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গভগবান শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্বের স্ফূর্ত্তি করিয়া দিলেন। তিনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের শ্রীবদনের প্রতি সপ্রেম নয়নে চাহিয়া কহিলেন "অবশ্যই শ্রী অর্থাৎ ভক্তি নবদ্বীপেই আছেন। আর সেই ভক্তিদেবীই এখানে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া হইয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ এই কথায় মনে বড় আনন্দ পাইলেন। কলির প্রচ্ছন্নঅবতার স্বীয় মনভাব গোপন করিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে লক্ষ্য করিয়া গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন "তা বটে, জ্ঞানাদি অনেক উপায় থাকিলেও ভক্তিই বিষ্ণুর প্রিয়া।" অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিই ভক্তি, আর তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তিকেই ভাল বাসেন। প্রভুর উত্তর শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু আনন্দে অধীর হইয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ তাহাতে যোগ দিলেন। তাহার পর শান্তিপুরনাথ সর্ব্ব সমক্ষে হাসিতে হাসিতে বলিলেন "প্রভু! এই জন্যই তুমি সনাতন মিশ্রের দুহিতা শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে নিজ অঙ্কে স্থান দিয়াছ। তিনিই মূর্ত্তিমতী ভক্তিদেবী, তিনিই তোমার সম্বিৎ সন্ধিনী ও হ্লাদিনী শক্তির সারভূতা; তিনিই তোমার স্বরূপশক্তি। তাঁহার শক্তি লইয়াই তুমি শক্তিমান"। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য সর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, সর্ব্বলোকের সম্মানার্হ। প্রভু তাঁহার পুত্র অপেক্ষাও বয়সে ছোট। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু পূর্ব্বে কখন তাঁহার সহিত

(১) শ্রীবাসঃ। দেব! যদ্যপি শান্তিপুরে বাস এবাদ্বৈতোপযোগী তথাপি নবানাং ভক্তিনাং দ্বীপইবেতি নবদ্বীপে চরণাবির্ভাবাবধি অত্রৈবাদ্বৈত পক্ষপাতঃ। তেন ব্যাপকো নিত্যানন্দশ্চাত্র।

অদ্বৈতঃ। অতোঽত্র শ্রীবাসঃ।

শ্রীবাসঃ। সাতু তিরোভূতেব।

ভগবান্। শ্রীবিষ্ণুভক্তিঃ সা ভক্তেষু বর্ত্তত এব।

অদ্বৈত। ইদানীং সৈব বিষ্ণুপ্রিয়া।

ভগবান। অথ কিং সৎসু জ্ঞানাদি মার্গেষু ভক্তিরেববিষ্ণোঃপ্রিয়া।

অদ্বৈত। অতএব ভগবান তাঙ্গীচকার।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক।

সহিত এরূপ কৌতুক রহস্য করেন নাই। তাঁহার মুখে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব শুনিয়া ভক্তবৃন্দ আনন্দে অধীর হইয়া হরি ধ্বনি করিতে লাগিলেন। চতুর চূড়ামণি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ লজ্জাবনতবদনে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে আজ বড় আনন্দ। গৃহিণীর প্রশংসায় কাহার না মনে আনন্দ হয়? শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের প্রতি প্রভু এক একবার অবনতবদনে আড়নয়নে চাহিতেছেন, চোখোচোখি হইলেই লজ্জায় বদনচন্দ্র অবনত করিতেছেন। শান্তিপুর নাথ প্রভুর এই সলজ্জভাবপূর্ণ অপরূপ রূপরাশি দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। ভক্তবৃন্দ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর জয়জয়কার দিলেন। শ্রীবাস-অঙ্গনে আজ এক অভিনব আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইল। সে স্রোতের তরঙ্গে নদীয়ার বাল বৃদ্ধ নারী ভাসিয়া গেল। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব লুকাইয়া বলিলেন না। সর্ব্বসমক্ষে এই নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া তিনি কলিহত জীবের অশেষ মঙ্গল সাধন করিলেন। গৃহের অন্তরালে দাঁড়াইয়া বৈষ্ণব-গৃহিণীগণও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব শুনিলেন। মালিনী দেবী ছুটিয়া গিয়া শচীমাতার কর্ণে একথা গোপনে বলিয়া আসিলেন। ইহা শুনিয়া শচী-মাতারও আনন্দের অবধি রহিল না। প্রভুর মনে আজ যে আনন্দের তরঙ্গ উঠিয়াছে, শচীমাতার প্রাণে তাহার ঘাতপ্রতিঘাত লাগিল। আনন্দাধিক্যে তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণ করিতে পুত্রের নিকট লোক পাঠাইলেন। স্ত্রীলোকের মনে যখন বিশেষ আনন্দ হয়, কেহ যখন তাঁহাদিগকে কোন শুভ সংবাদ দেন, তখন তাঁহাদিগের সেই পরম সুহৃদজনকে উত্তম করিয়া খাওয়াইতে ইচ্ছা করে। শচীমাতার অতিশয় প্রিয় রন্ধনকার্য্য। এই কার্য্যে তিনি সুনিপুণা। লোক খাওয়াইয়া তাঁহার যত সুখ হয়, এত আনন্দ আর কিছুতেই হয় না। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তাঁহার পুত্রবধূর প্রশংসা করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার মন আজ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে। তাই আজ তিনি তাঁহাকে গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। মনের প্রবল আনন্দাধিক্যে তিনি ভুলিয়া গেলেন, এপর্য্যন্ত শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার হস্তে কখন অন্ন গ্রহণ করেন নাই। তিনি বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, প্রভু বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এই দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে সামাজিক নিয়মে অন্ন ভোজন বিধি নাই। পক্কান্ন, ফল মূল প্রভৃতির ব্যবহার চলিত আছে। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ। তিনি বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-কন্যার হস্তে পাকান্ন গ্রহণ করিবেন না, একথা শচীমাতার মনেই উদয় হইল না। পুত্রের নিকট লোক পাঠাইবার পর একথা তাঁহার মনে হইল। তখন তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এদিকে প্রভুর নিকট যখন শচীমাতার লোক গিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে নিমন্ত্রণের কথা জানাইল, তিনি পরমানন্দে শচীমাতার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া বলিলেন "জগজ্জননী শচীমাতা আজ আদর করিয়া আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, আমার পরম সৌভাগ্য। তাঁহার হস্তের পাকান্নব্যঞ্জন প্রসাদ পাইয়া আজ আমি কৃতার্থ হইব"। রঙ্গিয়া প্রভু বুঝিলেন শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য এক্ষণে আর সে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ নাই। তথাপি চতুরচূড়ামণি প্রভু তাঁহার মন পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত খুলিয়া কহিলেন "আচার্য্য! অদ্য আমার কুটীরে আপনাকে কষ্ট করিয়া রন্ধন করিতে হইবে। ইহা জননীর বিশেষ অনুরোধ। শ্রীবাসপণ্ডিত, আমাকে বিশেষ করিয়া ধরিয়াছেন তিনিও আপনার হস্তের অন্ন ব্যঞ্জন আজ আমার কুটীরে প্রসাদ পাইবেন,—আমিও বাদ পড়িব না। আপনার বিশেষ কষ্ট হইবে না, আমার মাতাঠাকুরাণী সকল উদ্যোগ করিয়া দিবেন"। চতুরচূড়ামণির চতুরতা দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মনে মনে বড়ই হাসিলেন। প্রভুর গোষ্ঠীর সহিত তাঁহার আহার ব্যবহার ছিল না বলিয়াই প্রভু তাঁহাকে এত কথা বলিলেন,ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইয়া মৃদু ভাষে উত্তর করিলেন "প্রভু! কৃপা করিয়া তুমি যখন একবার এ অধমকে চরণে স্থান দিয়াছ তখন আর অধরামৃত প্রসাদদানে তাহাকে বঞ্চিত করিও না।" তাঁহার এই মৃদু ভাষ প্রভু ব্যতিত অন্য কেহ শুনিতে পাইলেন না। প্রভু ঈষৎ হাসিয়া একবার শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর প্রতি করুণ নয়নে চাহিলেন। ইহাতেই তিনি তাঁহার

মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। আর বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া তিনি শ্রীবাসপণ্ডিতের সহিত প্রভুর সঙ্গে তাঁহার নিজ মন্দিরে আসিলেন। প্রভু জননীকে কহিলেন "মা! আজ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তোমার হস্তের পাকান্ন ভোজন করিবেন।" শচীমাতা আনন্দে গদ গদ হইলেন।

শচীমাতা নানাবিধ শাক ব্যঞ্জন, অন্ন মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে স্বয়ং পরিবেশন করিয়া পরম সমাদরে অতিশয় শ্রদ্ধাসহকারে ভোজন করাইলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সকল বিষয়েই তাহার সাহায্যকারিণী। তিনিও রন্ধনকার্য্যে সুপটু হইয়াছেন। ইহার মধ্যে অনেক ব্যঞ্জন তিনিই পাক করিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু পরম পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিয়া শচীমাতার নিকট তাঁহার পুত্রবধুর বহু প্রশংসা ও সুখ্যাতি করিলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ইহা শুনিয়া লজ্জায় গৃহান্তরে পলায়ন করিলেন। শচীনন্দন চকিতে ক্ষণেকের তরে সেই গৃহে গিয়া প্রিয়াজির কানে কানে কি বলিলেন। তিনি লজ্জায় সে গৃহ হইতেও অন্যত্র পলায়ন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার এই যুগল লীলারঙ্গ স্বচক্ষে দেখিলেন। রসিক চূড়ামণি প্রভু কৌশলে তাঁহার রসিকভক্ত শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে মধুময় এই যুগল লীলারঙ্গ দেখাইয়া কৃতার্থ করিলেন। এইরূপ যুগল-লীলারঙ্গ তিনি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকেও দেখাইয়াছিলেন। সে কথা পরে বলিব।

সেই দিনই শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যকে কৃপা করিয়া প্রভু তাহার গৌর-কৃষ্ণ রূপ দেখাইলেন। গৌর-কৃষ্ণ যে অভেদ-তত্ত্ব, তাহা প্রভু সেই দিন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। শ্রীবাসপণ্ডিত এই কার্য্যের মধ্যস্থ ছিলেন। তিনি নারদের অবতার। শ্রীগৌরভগবানের প্রিয় পারিষদ। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর মনের সন্দেহ "ইনিই কি তিনি?" বহুদিন পর্য্যন্ত ছিল। তাঁহার এই যে সন্দেহ, ইহাও প্রভুর একটী লীলারঙ্গ। এ সকল লীলাকথা যথাস্থানে বিচার করিবার প্রয়াস পাইব।

পূজ্যপাদ মহাজনগণ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা প্রভুর ইচ্ছায় গুপ্ত ছিল, এক্ষণে ক্রমে ক্রমে ব্যক্ত হইতেছে। প্রভুর প্রকটাবস্থায় তাঁহাকেই অপ্রকাশ রাখা প্রভুর আদেশ ছিল। তাঁহার অপ্রকটের পর তাঁহার ভক্ত মহাজন ঋষিগণ তাঁহাকে প্রকাশ করেন, তাঁহার তত্ত্ব বিচার করেন। জগতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব প্রকাশ ও বিচারের এখন সময় আসিয়াছে। কারণ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর ইচ্ছায় এখন গৌরভক্তবৃন্দের মনে ইহা জানিতে একটা প্রবল বাসনা হইয়াছে। শ্রীরাধাতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশের বহুকাল পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভু স্বয়ং ইহার প্রকাশক। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব তাঁহার একান্ত নিজজনের দ্বারা প্রকাশিত হইবে। ভক্তের ভগবান ভক্তি-তত্ত্ব প্রকাশের সহায়তা করিতেছেন॥ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব। উহা স্বপ্রকাশ বস্তু। স্বয়ং ভগবান ইহার প্রকাশক,—ভক্ত উপলক্ষ্য মাত্র।

চতুর্ত্রিংশ অধ্যায়।

পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি ও গদাধরপণ্ডিত।

শ্রীগৌরাঙ্গ-বিদ্যানিধি মিলন।

পুণ্ডরীক গদাধর দু'য়ের মিলন।
যে পড়ে যে শুনে তারে মিলে প্রেমধন॥
শ্রীচৈতন্যভাগবত।

শ্রীগৌরভগবান যখন নদীয়ায় আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন, শ্রীবাসআঙ্গিনায় যখন তিনি ভুবনমঙ্গল যুগধর্ম্ম শ্রীহরিসংকীর্ত্তন-যজ্ঞারম্ভ করিলেন, তাঁহার নিত্য পার্ষদগণ একে একে নবদ্বীপে আসিয়া প্রভুর চরণে আত্ম-সমর্পণ করিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, হরিদাস ঠাকুর, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরমহাপ্রভুর সহিত নদীয়ায় মিলিত হইয়াছেন। প্রভুর পরমভক্ত চট্টগ্রামবাসী পুণ্ডরীক বিদ্যা-নিধিকে এই সময়ে শ্রীগৌরভগবান নিজ ধামে আকর্ষণ করিলেন। শ্রীবাসঅঙ্গণে প্রভু একদিন নৃত্য কীর্ত্তনানন্দে মত্ত আছেন। তাঁহার নদীয়ার অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ সকলেই সেখানে উপস্থিত আছেন, হঠাৎ সেদিন তিনি "বাপ পুণ্ডরীক, বাপ্ পুণ্ডরীক" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে

লাগিলেন। প্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়া তিনি কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে বলিতে লাগিলেন—

"পুণ্ডরীক আরে মোর বাপ্‌রে বন্ধু-রে।
কবে তোমা দেখি আরে-রে বাপ্‌রে॥" চৈঃ ভাঃ

ভক্তবৃন্দ প্রভুর এই প্রেমক্রন্দনের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া ব্যাকুল হইলেন। পুণ্ডরীকের নাম লইয়া প্রভু এত কান্দেন কেন, তাহা কেহ বুঝিতে পারিলেন না। ভক্তবৃন্দ বুঝিলেন পুণ্ডরীক প্রভুর কোন প্রিয়ভক্ত হইবেন। প্রভু বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া "বাপ্ পুণ্ডরীক! তুমি কোথায় আছ? একবার এসে দেখা দাও" বলিয়া আকুল ক্রন্দন করিতেছেন। সকলে তাঁহাকে লইয়া ব্যস্ত হইলেন। বাহ্যজ্ঞান না হইলে তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও পারেন না। সকলেই প্রভুর প্রেমবিহ্বল বদনচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া আছেন। গদাধরপণ্ডিত প্রভুকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়াছেন। কতক্ষণ পরে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল। তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে ভক্তবৃন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কোন্ ভক্ত লাগি প্রভু করহ ক্রন্দন।
সত্য আমা সভা প্রতি করহ কথন॥
আমা সভাকার ভাগ্য হউ তানে জানি।
তাঁর জন্ম কর্ম্ম কোথা কহ প্রভু শুনি॥" চৈঃ ভাঃ

প্রভু কান্দিতে কান্দিতে মধুরবচনে উত্তর করিলেন—

————"তোমরা সকল ভাগ্যবান।
শুনিতে হইল ইচ্ছা তাঁহার আখ্যান॥
পরম অদ্ভুত তাঁর সকল চরিত্র।
তাঁর নাম শ্রবণেও সংসার পবিত্র॥
বিষয়ীর প্রায় তাঁর পরিচ্ছদ সব।
চিনিতে না পারে কেহো তিঁহো যে বৈষ্ণব॥
চাটিগ্রামে জন্ম বিপ্র পরম পণ্ডিত।
পরম সাচার সর্ব্ব লোকে অপেক্ষিত॥
কৃষ্ণভক্তি-সিন্ধু মাঝে ভাসে নিরন্তর।
অশ্রুকম্প পুলক বেষ্টিত কলেবর॥
গঙ্গাস্নান না করেন পাদস্পর্শ ভয়ে।
গঙ্গা দরশন করে নিশির সময়ে॥
গঙ্গায় যে-সব লোক করে অনাচার।
কুল্লোল দন্তধাবন, কেশ সংস্কার॥
এসকল দেখিয়া পায়েন মনে ব্যথা।
এতেক দেখেন গঙ্গা নিশায় সর্ব্বথা॥
বিচিত্র বিশ্বাস আর এক শুন তান।
দেবার্চ্চন পূর্ব্বে করে গঙ্গাজল পান॥
তবে সে করেন পূজা আদি নিত্যকর্ম্ম।
ইহা সর্ব্ব পণ্ডিতেরে বুঝায়েন ধর্ম্ম॥
চাটিগ্রামে আছেন, এথাহো বাড়ী আছে।
আসিবেন সম্প্রতি দেখিবা কিছু পাছে॥
তাঁরে ঝাট্ কেহো চিনিবারে না পারিবা।
দেখিলে বিষয়ী মাত্র জ্ঞান সে করিবা॥
তাঁরে না দেখিয়া আমি স্বাস্থ্য নাহি পাই।
সভে তাঁরে আকর্ষিয়া আনহ এথাই॥" চৈঃ ভাঃ

এই কথা বলিতে বলিতে প্রভু পুনরায় আবিষ্ট হইলেন। "বাপ্ পুণ্ডরীক! বাপ্ পুণ্ডরীক"! বলিয়া পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

প্রভু পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে বাপ্ বলিয়া সম্বোধন করিলেন কেন? ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব আছে। প্রভু যখন শ্রীরাধিকার ভাবে বিভাবিত হইতেন, তখন এইরূপ করিতেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি পূর্ব্বলীলায় রাজা বৃষভানু ছিলেন। যথা শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায়—

বৃষভানু তয়া খ্যাতঃ পুরা যো ব্রজমণ্ডলে।
অধুনা পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যানিধি মহাশয়ঃ॥

প্রভু পূর্ব্বলীলার সম্পর্কে তাঁহাকে পিতৃ সম্বোধন করিলেন। ভক্তবৃন্দ ইহা কি করিয়া বুঝিবেন? প্রভুর আকর্ষণে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নবদ্বীপে আসিলেন।

ঈশ্বরের আকর্ষণ হৈল তাঁর প্রতি।
নবদ্বীপে আসিতে হৈল তার মতি॥ চৈঃ ভাঃ

তিনি বড় লোক, বিষয়ী এবং সম্পত্তিশালী। হাতি ঘোড়া, লোক জন, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব এবং বহুবিধ দ্রব্যসম্ভার সঙ্গে লইয়া শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নবদ্বীপে আগমন করিয়া গঙ্গাতীরে একটা বড় বাড়ী ভাড়া করিয়া মহা বিষয়ীর

ন্যায় সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক ব্রাহ্মণ শিষ্য আছেন, দাস দাসী আছে। পরম বিষয়ী ও ভোগী বলিয়া নদীয়ার লোক তাঁহাকে জানিতেন। বৈষ্ণব-সমাজে তিনি পরিচিত ছিলেন না (১)। প্রভুর পরম ভক্ত সুকণ্ঠ মুকুন্দ দত্ত কেবল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে জানিতেন, কারণ তাঁহারও নিবাস চট্টগ্রামে ছিল; দুই জনে পূর্ব্বে পরিচয়ও ছিল। বিদ্যানিধি মহাশয় নবদ্বীপে আসিয়া বিলাসী বিষয়ীর ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রভুর মনে বড় আনন্দ হইল। মুকুন্দ দত্ত প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত; তাঁহার বিশেষ কৃপাপাত্র। তিনি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির পরিচিত। মুকুন্দ ও বাসুদেব দত্ত উভয়ে মিলিয়া তাঁহার সঙ্গ করেন। বিদ্যানিধি ঠাকুরের প্রেমভক্তির কথা তাঁহারা সবিশেষ জানেন। গদাধর পণ্ডিতের সহিত মুকুন্দের বন্ধুত্ব ছিল। মুকুন্দ তাঁহার নিত্যসহচর,প্রিয় বন্ধু এবং শ্রীগৌরাঙ্গভজনের প্রধান সহায়। দাসের মত মুকুন্দ গদাধরপণ্ডিতের সেবা করেন। নবদ্বীপে যেখানে যাহা উত্তম দেখেন বা শুনেন, সর্ব্বাগ্রে আসিয়া গদাধর পণ্ডিতকে বলেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নদীয়ায় আগমন বার্ত্তা মুকুন্দ গিয়া সহাস্যে তাঁহার প্রিয়বন্ধু গদাধরকে কহিলেন "পণ্ডিত! এখনে একজন অতি অদ্ভুত বৈষ্ণব আসিয়াছেন। তুমি যদি তাঁহাকে দর্শন করিতে বাসনা কর, আমি তাঁহার নিকট তোমাকে আজ লইয়া যাইব" (২)। ইহা শুনিয়া বৈষ্ণবচূড়ামণি গদাধর আনন্দে গদগদ হইয়া তৎক্ষণাৎ মুকুন্দের সঙ্গে এই অদ্ভুত বৈষ্ণব দর্শনে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিয়া দুই জন গৃহ হইতে যাত্রা করিলেন।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ধনী বিষয়ী লোকের বাসোপযোগী একটি উত্তম অট্টালিকার সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে রাজপুত্রের ন্যায় বিলাসরসে মগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার আকার ও পরিচ্ছদ প্রভৃতি পরম বিলাসী ধনী সন্তানের মত। বহু লোকজন, দাসদাসী, কর্ম্মচারী পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি দিব্য পালঙ্কের উপরে বসিয়া সুখে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছেন। গ্রীষ্মকাল,—ময়ূরের পাখা দিয়া দুই দিকে দুই জন ভৃত্য তাঁহাকে বাতাস করিতেছে। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিদ্যানিধি মহাশয়ের বৈঠকখানার চিত্রটি অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। কৃপাময় পাঠকবৃন্দের চিত্তবিনোদনার্থ সেই অপূর্ব্ব চিত্রটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল (১)।

গদাধরপণ্ডিত গৃহী-বৈষ্ণব-সন্তান হইলেও আজন্ম সংসার-বিরক্ত। নদীয়ার বিশুদ্ধ বিপ্রকুলভূষণ আচার্য্য

(১) পরম ভোগীর প্রায় সর্ব্বলোকে দেখে।
বৈষ্ণবসমাজে ইহা কেহো নাহি শুনে॥ চৈঃ ভাঃ

(২) মুকুন্দের বড় প্রিয় পণ্ডিত গদাধর।
একান্ত মুকুন্দ তাঁর সঙ্গে অনুচর॥
যথাকার যে বার্ত্তা কহেন আসি সব।
আজি হেথা আইলা এক অদ্ভুত বৈষ্ণব॥
গদাধর পণ্ডিত! শুনহ সাবধানে।
বৈষ্ণব দেখিতে যে বাঞ্ছহ তুমি মনে॥
অদ্ভুত বৈষ্ণব আজি দেখাব তোমারে।
সেবক করিয়া যেন স্মঙর আমারে॥ চৈঃ ভাঃ

(১) বসিয়া আছেন পুণ্ডরীক মহাশয়।
রাজপুত্র হেন করিয়াছেন বিজয়॥
দিব্য খট্টা হিঙ্গুল পিত্তলে শোভা করে।
দিব্য চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে॥
তহিঁ দিব্য শয্যা শোভে অতি সূক্ষ্মবাসে।
পট্টনেত বালিস শোভয়ে চারি পাশে॥
বড় ঝারি ছোট ঝারি গুটি পাঁচ সাত।
দিব্য পিত্তলের বাটা পাকা পান তাত॥
দিব্য আলবাটি দুই শোভে দুই পাশে।
পান খাঞা অধরে দেখি দেখি হাসে॥
দিব্য ময়ূরের পাখা লই দুই জনে।
বাতাস করিতে আছে দেহ সর্ব্বক্ষণে॥
চন্দনের-উর্দ্ধ পুণ্ড্র তিলক কপালে।
গন্ধের সহিত তথি ফাগু বিন্দু মিলে॥
কি কহিব সে বা কেশভারের সংস্কার।
দিব্য গন্ধ আমলকী বই নাহি আর॥
ভক্তির প্রভাবে দেহ মদন সমান।
যে না চিনে তার হয় রাজপুত্র জ্ঞান॥
সম্মুখে বিচিত্র এক দোলা সাহেবান।
বিষয়ীর প্রায় যেন ব্যাভার সংস্থান॥ চৈঃ ভাঃ

মাধব মিশ্র তাঁহার পিতা। গদাধর শিশুকাল হইতেই সংসার-বিরাগী। তিনি ভক্তিপথের সাধক, ভক্তিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত গদাধরপণ্ডিতের সংসার-বৈরাগ্য নদীয়ার সর্ব্বলোক বিদিত। শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাশয়ের বাহ্য ব্যবহার দেখিয়া আজন্মবিরক্ত গদাধরপণ্ডিতের মনে তাঁহার প্রতি কিছু সন্দেহ জন্মিল। মুকুন্দ নিকটে বসিয়া আছেন; গদাধরপণ্ডিতের মনের ভাব বুঝিতে তাঁহার আর বাকি রহিল না।

বিদ্যানিধিঠাকুর মহাশয় গদাধরপণ্ডিতের মুখের প্রতি চাহিয়া মুকুন্দকে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুকুন্দ! ইঁহার কি নাম, কোথায় নিবাস? ইঁহার পরম সুন্দর আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া মনে হইতেছে ইনি একজন পরম ভগবদ্ভক্ত। ইঁহার কলেবর বৈষ্ণব-তেজপূর্ণ (১)। মুকুন্দ সসম্ভ্রমে উত্তর করিলেন "ইঁহার নাম শ্রীগদাধর পণ্ডিত। ইনি শ্রীমাধবাচার্য্য মিশ্রঠাকুরের পুত্র। এই ভাগ্যবান্ পুরুষ-রত্নটি শিশুকাল হইতেই সংসার-বিরক্ত। ইনি ভক্তিমার্গের সাধক। নদীয়ার সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ ইঁহাকে বিশেষ প্রীতি করেন। আপনার নাম শুনিয়া আপনাকে দর্শন করিতে ইনি আমার সঙ্গে আসিয়াছেন।" পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি গদাধরপণ্ডিতের পরিচয় পাইয়া পরম আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া নিকট বসাইলেন।

গদাধরপণ্ডিতের মনের সন্দেহ মনেই রহিল। তিনি ভাবিলেন—

ভাল ত বৈষ্ণব সব বিষয়ীর বেশ।
দিব্য ভোগ দিব্য বেশ দিব্য গন্ধ কেশ॥
শুনিঞা ত ভাল ভক্তি আছিল ইহানে।
আছিল যে ভক্তি সেহ গেল দরশনে॥ চৈঃ ভাঃ

সুচতুর মুকুন্দ তাঁহার প্রিয়বন্ধু গদাধরের মনের কথা বুঝিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়াই তিনি বন্ধুর মনভাব বুঝিলেন। এক্ষণে মুকুন্দ ভক্তচূড়ামণি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন।

বুঝি গদাধর চিত্ত শ্রীমুকুন্দানন্দ।
বিদ্যানিধি প্রকাশিতে করিলা আরম্ভ॥ চৈঃ ভাঃ

মুকুন্দ অতি সুকণ্ঠ, প্রভুর কৃষ্ণকীর্ত্তনের তিনি প্রধান গায়ক। তিনি ভক্তিশাস্ত্রেও সুপণ্ডিত। মুকুন্দ সুর তালযোগে শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি মধুর স্বরে আবৃত্তি করিলেন।

অহো বকী যং স্তন কালকূটং
জিঘাংসয়াঽপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যচিতাং ততোঽন্যং
কংবা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥ (১)

অর্থ। অহো! বকাসুরভগিনী পুতনা যাঁহাকে বধ করিবার বাসনায় নিজ স্তনযুগলে কালকূট বিষ মাখাইয়া পান করাইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও সেই কুবুদ্ধিপরায়ণা অসাধ্বী যাঁহার নিকট হইতে ধাত্রীপদযোগ্যা গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, বল দেখি তিনি ব্যতীত অন্য কোন দয়ালুর শরণ গ্রহণ করিব?

অকৈতব কৃষ্ণভক্তিপূর্ণ শ্রীভাগবতীয় এই পুণ্যশ্লোক শ্রবণমাত্রেই বিদ্যানিধি মহাশয়ের নয়নদ্বয়ে মুক্তামালার ন্যায় অপূর্ব্ব প্রেমাশ্রুধারা দৃষ্ট হইল। তিনি প্রেমবিহ্বল-ভাবে অঝোরনয়নে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয়ে যেন গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব হইল।

নয়নে অপূর্ব্ব বহে শ্রীআনন্দ-ধার।
যেন গঙ্গাদেবীর হইল অবতার॥ চৈঃ ভাঃ

তাঁহার অঙ্গে একেবারে অষ্ট-সাত্বিক ভাবতরঙ্গের উদয় হইল। হুঙ্কার গর্জ্জন করিয়া মুকুন্দের প্রতি চাহিয়া তিনি "বোল" "বোল" করিয়া মহা চীৎকার করিতে লাগিলেন। তিনি দিব্য পালঙ্কের উপরে বসিয়াছিলেন।

(১) জিজ্ঞাসিলা বিদ্যানিধি মুকুন্দের স্থানে।
কিবা নাম ইঁহার থাকেন কোন গ্রামে॥
বিষ্ণুভক্তি তেজোময় দেখি কলেবর।
আকৃতি প্রকৃতি দুই পরম সুন্দর॥ চৈঃ ভাঃ

(১) অপিচ দশম স্কন্ধে—
পুতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্গতিং॥

আর সেখানে স্থির থাকিতে না পারিয়া ভূমিতলে পতিত হইয়া প্রেমভরে "হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ" বলিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লগিলেন এবং করুণস্বরে কাঁন্দিতে লাগিলেন। মুকুন্দও প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া সেই উত্তম শ্লোকটী পুনঃ পুনঃ মধুর স্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তিনি যতই উহা পাঠ করেন, বিদ্যানিধি মহাশয় ততই বিহ্বল ভাবে অঙ্গ আছাড়িয়া ক্রন্দন করেন। কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া তিনি পরিধানবস্ত্র ছিন্ন করিয়া দুইখণ্ড করিলেন। পদাঘাতে গৃহের সমুদয় দ্রব্যাদি দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বহুমূল্য দ্রব্যাদি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল, কোন দিকেই তাঁহার লক্ষ্য নাই। তিনি কেবল এক একবার মুকুন্দের মুখের প্রতি চাহিতেছেন, আর চীৎকার স্বরে "বোল বোল" শব্দ করিতেছেন। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

"বোল বোল" বলি মহা লাগিল গর্জ্জিতে।
স্থির হৈতে না পারিলা পড়িলা ভূমিতে॥
লাথি আছাড়ের ঘায়ে যতেক সম্ভার।
ভাঙ্গিল সকল রক্ষা নাহি কারো আর॥
কোথা গেল দিব্যবাটা দ্রব্যগুয়াপান।
কোথা গেল ঝারি যাথে করে জলপান॥
কোথা পড়িল গিয়া শয্যা পদাঘাতে।
প্রেমাবেশে দিব্যবস্ত্র চিরে দুই হাথে॥
কোথা গেল সে-বা দিব্য কেশের সংস্কার।
ধূলায় লোটায়ে করে ক্রন্দন অপার॥ চৈঃ ভাঃ

তিনি কাঁন্দিতেছেন আর করুণস্বরে বিলাপ করিতেছেন—

কৃষ্ণ রে! ঠাকুর রে। কৃষ্ণ মোর প্রাণ।
মোরে সে করিলা কাষ্ঠ পাষাণ সমান॥"

তিনি প্রেমবিহ্বলভাবে একবার উঠিতেছেন, আবার ভূমিতলে আছাড় খাইয়া পড়িতেছেন। উপস্থিত সকলে মনে করিতেছে, তাহার শরীরের অস্থি সকল যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল; তাঁহারাও কান্দিতেছেন। ঘোর অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া আর্ত্তস্বরে তিনি কান্দিয়া কান্দিয়া মুকুন্দকে বলিতেছেন—

"মুঞি সে বঞ্চিত হইলুঁ এই অবতারে।"

তাঁহার প্রেমবিহ্বলতা দেখিয়া মুকুন্দ ও গদাধরপণ্ডিত জড়বৎ স্তম্ভিত হইয়াছেন। বিদ্যানিধি মহাশয় এক্ষণে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া আছেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়াছে। তিনি পরমানন্দে মগ্ন হইয়া নিশ্চেষ্ট আছেন।

তিল মাত্র ধাতু নাই সকল শরীরে।
ডুবিলেন বিদ্যানিধি আনন্দসাগরে॥ চৈঃ ভাঃ

গদাধরপণ্ডিত বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রেমবিহ্বলতা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। তাঁহার মনে বিষম অনুতাপানলের জ্বালা হইল—

"হেন জনেরে যে আমি অবজ্ঞা করিলুঁ।
কোন্ বা অশুভক্ষণে দেখিতে আইলুঁ॥" চৈঃ ভাঃ

মুকুন্দকে ক্রোড়ে করিয়া তিনিও অঝোর নয়নে কান্দিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নজলে মুকুন্দের সর্ব্ব অঙ্গ সিক্তিত হইল। গদাধরপণ্ডিতের মনে হইল তিনি বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট বিষম বৈষ্ণবাপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। কি প্রকারে তাঁহার এই অপরাধ ভঞ্জন হয়, তাহার উপায় মনে মনে স্থির করিয়া মুকুন্দকে সম্বোধন করিয়া তিনি কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন—

"মুকুন্দ আমার তুমি কৈলে বন্ধুকার্য্য।
দেখাইলা ভক্তি, বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য॥
এই মত বৈষ্ণব কিবা আছে ত্রিভুবনে।
ত্রৈলোক্য পবিত্র হয় এ ভক্ত দর্শনে॥
আজি আমি এড়াইলুঁ পরম সঙ্কটে।
সেহো যে কারণে তুমি আছিলা নিকটে॥
বিষয়ীর পরিচ্ছদ দেখিয়া উহান্।
বিষয়ী বৈষ্ণব মোর চিত্তে হৈল জ্ঞান॥
বুঝিয়া আমার চিত্ত তুমি মহাশয়।
প্রকাশিলা পুণ্ডরীক-ভক্তির উদয়॥
যত খানি আমি করিয়াছি অপরাধ।
তত খানি করাইবা চিত্তের প্রসাদ॥ চৈঃ ভাঃ

এক্ষণে বন্ধুবরের নিকট নিজ অপরাধ-ভঞ্জনের কথা

তুলিয়া স্বয়ং যে উপায় চিন্তা করিয়াছেন, তাহাও তিনি প্রকাশ করিয়া বলিলেন—

"এপথে প্রবিষ্ট যত সব ভক্তগণ।
উপদেষ্টা অবশ্য করেন এক জন॥
এপথেতে আমি উপদেষ্টা নাহি করি।
ইহান স্থানেই মন্ত্র উপদেশ ধরি॥
ইহানে অবজ্ঞা যেন করিয়াছি মনে।
শিষ্য হইলে সব দোষ ক্ষমিবে আপনে॥ চৈঃ ভাঃ

গদাধরপণ্ডিত তখন পর্য্যন্ত মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন নাই। বিদ্যানিধি মহাশয়কে উপযুক্ত সদ্‌গুরুবোধে এবং তাঁহার নিকট নিজকৃত এই অপরাধভঞ্জনেচ্ছায় গদাধর পণ্ডিত তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা লইতে সঙ্কল্প করিলেন। মুকুন্দ তাঁহার প্রিয়বন্ধুর মুখে এই সাধু সঙ্কল্প শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। দুই জনে যখন এই সকল মনের কথা হইতেছিল, বিদ্যানিধি মহাশয় তখনও প্রেমানন্দে অচৈতন্য আছেন। দুই প্রহর পরে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইল। গদাধরপণ্ডিত এবং মুকুন্দ দুই জনে তাঁহার পদতলে বসিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিতেছিলেন। গদাধর পণ্ডিতের নয়নের জলে তাঁহার সর্ব্ব অঙ্গ ভাসিয়া যাইতেছিল। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি কতক্ষণ পরে আত্মসম্বরণ করিয়া গদাধরপণ্ডিতকে ক্রোড়ে করিয়া গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন। ইহাতে ভক্তিপ্রাণ গদাধরের হৃদয়ের প্রেমানন্দবেগ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল, তাঁহার নয়নের প্রেমাশ্রুধারা নদীস্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। অতিশয় সম্ভ্রমের সহিত তিনি বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রেমালিঙ্গন গ্রহণ করিলেন। হৃদয়ের আবেগে তাঁহার মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিলেন না। মুকুন্দ তাঁহার হইয়া বিদ্যানিধি ঠাকুরকে বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন—

"ব্যবহার ঠাকুরাল দেখিয়া তোমার।
পূর্ব্বে কিছু চিত্ত দূষিয়াছিল উহার॥
ইবে তার প্রায়শ্চিত্ত চিন্তিলা আপনে।
মন্ত্রদীক্ষা করিবেন তোমারই স্থানে॥
বিষ্ণুভক্তি বিরক্তি শৈশবে বৃদ্ধরীত।
মাধব মিশ্রের কুলনন্দন উচিত।
শিশু হৈতে ঈশ্বরের সঙ্গ অনুচর।
গুরুশিষ্য যোগ্য পুণ্ডরীক গদাধর।
আপনে বুঝিয়া চিত্তে এক শুভ দিনে।
নিজ ইষ্টমন্ত্র-দীক্ষা করাহ ইহানে॥ চৈঃ ভাঃ

মুকুন্দের কথা শুনিয়া পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি হাসিতে লাগিলেন। গদাধরের সঙ্কল্প শুনিয়া তাঁহার মনে বড় আনন্দ হইল। গদাধরপণ্ডিতের মত শিষ্য তাঁহাকে প্রভু মিলাইয়া দিলেন, এই ভাবিয়া তাঁহার মন আনন্দরসে প্লাবিত হইল। তিনি প্রভুর কৃপায় গদাধরতত্ত্ব কিছু কিছু জানিতেন। প্রভুর কৃপার কথা স্মরণ করিয়া আনন্দে গদগদ হইয়া মুকুন্দকে কহিলেন "মুকুন্দ! তুমি আজ আমাকে একটি মহারত্ন আনিয়া মিলাইয়া দিলে। বহুভাগ্যে এমন শিষ্যলাভ ঘটে। তোমাদের বাসনা পূর্ণ হইবে। আগামী শুক্লদ্বাদশী তিথি সর্ব্ব সুলক্ষণযুক্ত। সেই শুভদিনে গদাধরের সংকল্প সিদ্ধি হইবে।" বিদ্যানিধি মহাশয়ের আশ্বাসবাণী শুনিয়া গদাধরপণ্ডিত আনন্দে গদ গদ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চরণধূলি লইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। মুকুন্দ ও গদাধরপণ্ডিত বিদ্যানিধিঠাকুরের গৃহ হইতে বাহির হইয়া তাঁহারই কথা-প্রসঙ্গে গঙ্গাতীরে আসিলেন। সেখানে বসিয়া কিছুক্ষণ এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিলেন। পরে মুকুন্দ গৃহে গমন করিলেন। গদাধর তখন প্রভুর শ্রীমন্দিরে আসিলেন। তখন রাত্রি হইয়াছে। প্রভুকে তিনি বিদ্যানিধির কথা বলিলেন। প্রভু শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন।

সেইদিন রাত্রিতে ভক্তচূড়ামণি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভু দর্শনে আসিলেন। তিনি অতি দীনবেশে রাত্রিকালে একাকী শচীআঙ্গিনায় শচীনন্দনকে দর্শন করিতে আসিলেন। প্রভুকে এই তাঁহার প্রথম দর্শন। তিনি নদীয়ার অবতারের কথা শুনিয়াছেন। নদীয়ার অবতার শচীনন্দনকে পূর্ণব্রহ্মসনাতন স্বয়ং ভগবান বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছে। আজ তিনি সেই কলিপাবনাবতার

শ্রীশ্রীগৌরভগবান দর্শনে যাইতেছেন। তাঁহার মনের মধ্যে আজ যে কত ভাবের তরঙ্গ উঠিতেছে, তাহা ভাবগ্রাহী প্রভুই জানেন। তিনি ভাবিতেছেন "আহা! আমার মত হতভাগ্যের অদৃষ্টে কি শ্রীগৌরভগবানের চরণ দর্শন লাভ হইবে? আমি এমন কি সুকৃতি করিয়াছি?" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আনন্দে বিভোর হইয়া তিনি নিমাঞিপণ্ডিতের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বহির্বাটির দ্বার দেখিয়া ভাবিলেন "এই কি সেই বৈকুণ্ঠপুরী? এই স্থানেই কি শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বিরাজ করিতেছেন?" নদীয়ার অবতার প্রেমময় শ্রীগৌরসুন্দর রাধাশক্তি গদাধরের সহিত নিজ মন্দিরে আনন্দ-বিহার করিতেছেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি অবনত মস্তকে প্রভুর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার দৃষ্টি প্রভুর শ্রীচরণযুগলের প্রতি, একবার মাত্র বদনচন্দ্রের প্রতি চাহিয়াই বিদ্যানিধির মূর্চ্ছা হইল। তিনি প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম পর্য্যন্তও করিতে পারিলেন না। প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া তিনি ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। প্রভুর ইচ্ছায় ক্ষণকাল পরেই তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। তখন তিনি করযোড়ে প্রভুর চরণে সদৈন্যে নিবেদন করিলেন—

> কৃষ্ণ রে! পরাণ মোর কৃষ্ণ মোর বাপ্।
> মুঞি অপরাধীকে কতেক দেহ তাপ্॥
> সর্ব্ব জগতেরে বাপ্ উদ্ধার করিলা।
> সবে মাত্র মোরে তুমি একেলা বঞ্চিলা॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভুর শ্রীমন্দিরে তখন অন্যান্য অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দও কেহ কেহ উপস্থিত ছিলেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির সদৈন্য ও আর্ত্তিপূর্ণ বিলাপধ্বনি শুনিয়া তাঁহারা সকলে প্রেমভরে কান্দিয়া আকুল হইলেন। করুণাময় শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু দিব্যাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ভক্তবৎসল শ্রীগৌরভগবানের হৃদয় ভক্তের সকরুণ আর্ত্তনাদে মথিত হইল। তিনি ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া বিদ্যানিধির নিকটে আসিয়া অতিশয় সস্নেহে সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন। তাঁহার শ্রীহস্ত পুণ্ডরীকবিদ্যানিধির অঙ্গে দিয়া কান্দিতে কান্দিতে প্রেমভরে মধুর বচনে কহিলেন, "বাপ্ পুণ্ডরীক! আজ তোমাকে দেখিয়া আমার প্রাণ শীতল হইল, নয়ন জুড়াইল। বহুদিন পরে আজ আমি আমার বাপ্‌কে দেখিলাম"—

> "পুণ্ডরীক বাপ্" বলি কান্দেন ঈশ্বর।
> বাপ্ দেখিলাও আজ নয়ন গোচর॥ চৈঃ ভাঃ

এই বলিয়া উভয়েই প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন।

বিদ্যানিধিকে এই যে প্রভুর পিতৃসম্বোধন এবং তাঁহার স্ত্রীলোকের ন্যায় "বাপ্" বলিয়া করুণ ক্রন্দন, ইহার মর্ম্মভাব অতি নিগূঢ়। প্রভু যখন রাধাভাবে বিভাবিত হইতেন, তখন পুণ্ডরীকবিদ্যানিধিকে পিতৃসম্বোধন করিয়া তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় কান্দিয়া আকুল হইতেন। পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি রাজা বৃষভানুর অবতার। তিনিও প্রভুর দর্শন লালসায় কাতর ও বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। এ সকল অতিশয় নিগূঢ় কথা। কৃপাসিন্ধু ও নিত্যদাস ভাবুক সাধকভক্ত ভিন্ন অন্য কেহ এ সকল কথার তাৎপর্য্য ও মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন না। যিনি সদ্‌গুরুকৃপাবলে পুণ্ডরীকবিদ্যানিধিতত্ত্ব ও প্রভুতত্ত্ব উভয়ই উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন, তিনিই এ সকল নিগূঢ় রহস্যের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু বিদ্যানিধিকে বক্ষে ধারণ করিয়া কমল নয়নের প্রেমজলে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিলেন।

> বিদ্যানিধি বক্ষে ধরি শ্রীগৌর-সুন্দর।
> প্রেম জলে সিঞ্চিলেন তাঁর কলেবর॥ চৈঃ ভাঃ

এদিকে বিদ্যানিধি মহাশয়ও প্রভুকে বক্ষ হইতে ছাড়েন না। প্রভু যেন তাঁহার অঙ্গে লীন হইয়া রহিলেন। আদরের পুত্র-কন্যা যেমন স্নেহ-ভরে পিতামাতার অঙ্গে একাঙ্গীভূত হইয়া থাকে, তদ্রূপ উভয়ে রহিলেন।

> বক্ষে হৈতে বিদ্যানিধি না ছাড়ে ঈশ্বরে।
> লীন হৈলা যেন প্রভু তাঁহার শরীরে॥ চৈঃ ভাঃ

গদাধরপণ্ডিত প্রভৃতি প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ তখন বুঝিলেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভুর একান্ত অনুরক্ত ভক্ত ও নিজজন। সকলেই তাঁহাদের উভয়ের এই অপূর্ব্ব প্রেম

রঙ্গ পরম প্রীতিনয়নে দেখিতে লাগিলেন। ভক্ত ও ভগবানে একাঙ্গীভূত হইয়া প্রহরেক কাল নিশ্চেষ্ট ভাবে রহিলেন।

"প্রহরেক গৌরচন্দ্র আছেন নিশ্চলে"।

তাহার পর প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির মুখের প্রতি চাহিয়া প্রভু সজলনয়নে কহিলেন—

"আজি কৃষ্ণ বাঞ্ছা সিদ্ধি কৈলেন আমার।
আজি পাইলাঙ সর্ব্ব মনোরথ সার॥ চৈঃ ভাঃ

তখন প্রভু একে একে সকলের সহিত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির পরিচয় করিয়া দিলেন এবং তাঁহাদিগকে বলিলেন "আজি হইতে ইহার পদবী হইল "প্রেমনিধি"। বিধাতা ইহাকে প্রেমভক্তি বিতরণের জন্যই জগতে পাঠাইয়াছেন (১)। এই বলিয়া ভক্ত বৎসল শ্রীগৌরভগবান বিদ্যানিধি মহাশয়ের যশ ও গুণ বর্ণনা করিয়া আজানুলম্বিত দুই ভুজ ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিলেন। তিনি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া প্রেমানন্দে বিহ্বলভাবে ভক্তবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া প্রেম গদগদভাষে কহিলেন—

——"আজি সুপ্রভাত আমার।
আজি মহামঙ্গল বাসিয়ে আপনার॥
নিদ্রা হৈতে আজি উঠিলাঙ শুভক্ষণে।
দেখিলাঙ প্রেমনিধি সাক্ষাতে নয়নে॥" চৈঃ ভাঃ

বিদ্যানিধিঠাকুর বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। প্রভু কি বলিতেছিলেন, তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। তিনি তখন প্রভুর অপরূপ রূপসুধাপানে বিভোর ছিলেন; প্রভুর কৃপায় তাঁহার আত্মস্তুতি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ হয় নাই। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিলে তিনি লজ্জায় প্রাণে মরিতেন।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির যখন বাহ্যজ্ঞান হইল তখন তিনি তাঁহার অভীষ্টদেবের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। সেখানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুও ছিলেন। তাঁহাকে অগ্রে প্রণাম করিয়া অন্যান্য সকল ভক্তবৃন্দকে যথাযোগ্য প্রণাম নমস্কার, ও বন্দনা করিলেন। নদীয়ার ভক্তবৃন্দ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। প্রভুর মন্দিরে আজ যে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইল, তাহার তরঙ্গাঘাতে সমগ্র নদীয়াবাসী ভক্তবৃন্দের প্রাণে প্রেম-ভক্তির উৎস উঠিল। সেই প্রেম-উৎসের প্রেমসলিলে নদীয়াবাসী নরনারীর সর্ব্ব কামনা ও বাসনা বিধৌত হইল। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাশয়কে সর্ব্ব নদীয়াবাসী বৈষ্ণবমণ্ডলী ভক্তিপূর্ব্বক প্রেমপূজা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গগুণে বহু কৃষ্ণবহির্মুখ জীব ভক্তিপথের পথিক হইল।

সর্ব্বশেষে গদাধরপণ্ডিত প্রভুর নিকট নিজ মনের কথাটি বলিলেন। তিনি বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিবেন। এই শুভ সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে প্রভুর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি করযোড়ে প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন—

না জানিঞা উহান অগম্য ব্যবহার।
চিত্তে অবজ্ঞান হইয়াছিল আমার॥
এতেক উহান আমি হইবাঙ শিষ্য।
শিষ্য অপরাধ গুরু ক্ষমিব অবশ্য॥ চৈঃ ভাঃ

সর্ব্বজ্ঞ প্রভু হাসিয়া বলিলেন "গদাধর। এই শুভ কর্ম্ম শীঘ্র সমাধান কর। কদাচ কালবিলম্ব করিও না।" প্রভুর অনুমতি পাইয়া গদাধরপণ্ডিত জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী তিথিতে শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ঠাকুরের অপার মহিমা। তাঁহার মহিমার সীমা নাই। শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর একটী কথায় অতি সুন্দর ভাবে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া লিখিয়াছেন—

কি কহিব আর পুণ্ডরীকের মহিমা।
গদাধর শিষ্য তাঁর ভক্তির এই সীমা॥

গৌর-গদাধর-তত্ত্বজ্ঞ কৃপাময় পাঠকবৃন্দের নিকট বিদ্যানিধি ঠাকুরের মহিমা আর কিছু বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। প্রভু যাঁহাকে স্বয়ং "প্রেমনিধি" পদবী দান করিয়াছেন, সেই প্রেমনিধির পুণ্য চরিত যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়া আত্মশোধন করিলাম মাত্র।

(১) ইহার পদবী পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।
প্রেমভক্তি বিলাইতে গড়িলেন বিধি॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভুর কৃপায় আমরা এই প্রেমনিধিকে প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি আমাদের হৃদয়ের ধন,—প্রাণের নিধি। সর্ব্বক্ষণ তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে ইচ্ছা হয়, আর দয়াময় প্রভুর গুণগান করিয়া জীবন সার্থক করিতে বাসনা হয়। কৃপাময় পাঠকবৃন্দ! আসুন সকলে মিলিয়া বিদ্যানিধি ঠাকুরের সহিত প্রভুর জয় গান করি—

"জয় জয় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রেমধন।
জয় জয় গৌরচন্দ্র শ্রীশচী-জীবন॥"

শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে নবদ্বীপে প্রভু এই প্রথম প্রকাশ করিলেন। নীলাচল-লীলায় প্রভু তাঁহার এই প্রিয়তম অন্তরঙ্গ ভক্তটিকে পুরুষোত্তমধামে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিলেন। সেখানে তিনি প্রেমনিধি ঠাকুরের সহিত যে লীলারঙ্গ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নীলাচল-লীলা-গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।

শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিঠাকুরের পূর্ব্ববৃত্তান্ত যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, গৌরভক্ত পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য তাহা কিছু কিছু নিম্নে বর্ণিত হইল। এই মহাপুরুষের বংশপরিচয় হস্তলিখিত পুরাতন পুঁথি হইতে সংগৃহীত হইয়া বহুদিন পূর্ব্বে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সেইটি অবিকল নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

(হস্তলিখিত পুথি হইতে সংগৃহীত।)

সাবর্ণগোত্রঃ পরতত্ত্বসেবী শ্রীমান সুধীরো বাঘিয়া নিবাসী
বাণেশ্বরোঽসৌ শিবরামপুত্রঃ প্রখ্যাত শাক্তঃ কিলধর্ম্মচেতাঃ।
তৎপত্নী পরমা সাধ্বী গঙ্গাদেবীতি বিশ্রুতা
বভূব করুণামূর্ত্তিশ্ছায়েব প্রিয়গামিনী।
তস্যাশ্চ রত্নগর্ভায়া গর্ভজাতো বভূব সঃ
বিদ্যানিধি রিতি খ্যাতঃ "পুণ্ডরীকো" বিদাংবরঃ।
ভুবনহিতমনোষঃ শ্রীল গৌরাঙ্গনামা
পতিতজনহিতৈষী পূতধন্যাবতারঃ।
কলিকলনমহাস্ত্রং যস্য সংশিক্ষণস্তৎ
পরিকরঋতমাসীৎ পুণ্ডরীকঃ স তস্য।
রামপ্রিয়া তস্য পত্নী তদ্গর্ভে পণ্ডিতাগ্রণীঃ
রামপ্রসাদনাম্নাসীৎ পুত্রঃ পরমধার্ম্মিকঃ।
তৎপুত্রঃ প্রাণকৃষ্ণঃ সকল গুণযুত স্তৎসুতো রামকান্তঃ
বিদ্যাবাগীশ নামা গুণীগণ বিদিতো ধর্ম্মকর্ম্মানুরাগী।
বেদান্তে পারদর্শী তদজনি তনয়ঃ স্তোত্রমেকঞ্চকার
নাম্না গোবিন্দরামঃ প্রথিত কুলপদো দেবভক্তো বরেণ্য।
তস্য পুত্রঃ সদাচারঃ ভবানীচরণঃ সুধীঃ
বাগীশ ইবসিদ্ধান্তে তেন নাম্নোদিতঃ ক্ষিতৌ।
বিষ্ণুপ্রিয়া তস্যপত্নী কৃষ্ণরামস্তদঙ্গজঃ
আসীত্তস্য সুতঃ শ্রীমান্ রামগোপাল সংজ্ঞকঃ।

কথিত আছে শ্রীল বিদ্যানিধিঠাকুরের পিতা পরম শাক্ত ছিলেন। পুত্রের জন্ম হইতে তাঁহার গৃহে বৈষ্ণবতা দৃষ্ট হইয়াছিল। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিঠাকুর কথা কহিতে শিখিয়াই "হরিবোল হরিবোল" বুলি সর্ব্বদাই বলিতেন। ইহাতে তাঁহার শক্তি-উপাসক পিতামাতার হৃদয়ে হরিভক্তির উদয় হয়। চট্টগ্রামের মেখলা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিঠাকুরের পিতৃপুরুষের আদি নিবাস ঢাকা জিলার অন্তর্গত বাঘিয়া গ্রামে ছিল। মেখলা গ্রামের জমিদার রাজারাম চৌধুরীর বদান্যতায় বিদ্যানিধি ঠাকুরের পিতা বালেশ্বর ব্রহ্মচারী মেখলাগ্রামে নিষ্কর ভূমি পাইয়া সেখানেই বাস করেন। অদ্যাপিও তাঁহার বংশধরগণ এই মেখলা গ্রামেই বাস করিতেছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীলক্ষ্মীগোবিন্দদেবের শ্রীবিগ্রহ অদ্যাবধি শ্রীপাট মেখলায় তাঁহার বংশধরগণকর্ত্তৃক পূজিত হইতেছেন।

শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিঠাকুর শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য এবং শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু হরিদাসঠাকুর প্রভৃতি নদীয়ার আদি ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে অন্যতম। বিদ্যানিধি-তত্ত্ব পূর্ব্বে কিছু লিখিয়াছি। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গলীলার রাজা বৃষভানুর অবতার। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমতি রাধিকার ভাব ও কান্তি লইয়া নদীয়ার অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং বিদ্যানিধি ঠাকুর তাঁহার পিতৃস্থানীয়। সেই জন্য তিনি তাঁহাকে প্রেমভরে "বাপ্ বিদ্যানিধি," "বাপ্ পুণ্ডরীক" বলিয়া ডাকিতেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি-তত্ত্ববোধক একটি

শ্লোক বৃহন্নারদীয় পুরাণেও দেখিতে পাওয়া যায় (১)। এই প্রাচীন শ্লোকটিতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছে, যিনি পূর্ব্ব অবতারকালে শ্রীমতি রাধিকার পিতা বৃষভানু ছিলেন, তিনিই শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে চন্দ্রশেখর পর্ব্বতের সন্নিহিত মেখলা গ্রামে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীল গদাধরপণ্ডিত শ্রীল বিদ্যানিধিঠাকুরের নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়া স্বাভীষ্ট লাভ করিলেন। গুরু-শিষ্যে একত্র হইয়া এক্ষণে নদীয়ার অবতার শ্রীগৌর-ভগবানের সেবা-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। প্রভুর আত্ম-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নদীয়ায় তাঁহার নিত্য পার্ষদগণের প্রকাশ হইতে লাগিল। বিদ্যানিধি ঠাকুর নদীয়ায় বাস করিয়া বহু শিষ্য করিলেন এবং তাঁহাদিগকে শ্রীগৌরাঙ্গভজনের উপদেশ দিতে লাগিলেন। বিদ্যানিধি ঠাকুর ও গৌরধর্ম্ম-প্রচারক ছিলেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বিচিত্র চরিত্র অনুশীলন করিলে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে রতি হয়, শ্রীগৌরাঙ্গভজনে অধিকার জন্মে। ঠাকুর বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির চরিত্র শুনিলে।
অবশ্য তাঁহারে কৃষ্ণপাদপদ্ম মিলে॥

এক্ষণে বিদ্যানিধি ঠাকুর নদীয়ায় বাস করিতে লাগি-লেন। তিনি প্রভূত সম্পত্তিশালী ধনী লোক। তাঁহার গৃহে নিত্য উৎসব আনন্দ হইত। নদীয়ার ভক্তবৃন্দ তাঁহার গৃহে গমন করিয়া আনন্দোৎসবে যোগদান করি-তেন। বৈষ্ণবীয় নিত্যক্রিয়াকর্ম্ম ও উৎসবাদি সকলি তিনি মহাসমারোহে সম্পন্ন করিতেন। বৈষ্ণবের করণীয় সকল উৎসবপর্ব্বই তাঁহার গৃহে অনুষ্ঠিত হইত। প্রভু স্বজন সঙ্গে তাঁহার গৃহে গিয়া আনন্দ করিতেন।

শ্রীরাধিকার জন্মোৎসব-লীলা পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির গৃহে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়, সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তাহা জানেন। নদীয়ার কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবগণ শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী পুণ্য তিথির আরাধনার আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া আছেন। সেই শুভদিন আগত প্রায়। নদীয়াবাসী সর্ব্ব বৈষ্ণবের মনে অপার আনন্দ। কল্য শ্রীশ্রীবৃষভানুনন্দিনীর জন্মোৎ-সব-লীলা। নদীয়ায় উৎসবানন্দের তরঙ্গ উঠিয়াছে। শ্রীবাস-অঙ্গনে বসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু এই শুভ উৎসবানু-ষ্ঠানের কথা কহিতে কহিতে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির প্রতি চাহিয়া, হাসিয়া কহিলেন "বিদ্যানিধি! তোমার গৃহে কল্য শ্রীরাধিকার জন্মোৎসব হইবে।" প্রভুর শ্রীমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। তিনি প্রভুর পদতলে পড়িয়া মনের আনন্দে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিলেন। প্রভু হস্ত ধরিয়া বিদ্যা-নিধিকে উঠাইয়া বলিলেন, "তুমি গৃহে গিয়া সকল উদ্যোগ কর, কল্য ভক্তগণের সহিত আমি তোমার গৃহে উৎসবে যোগদান করিব।" বিদ্যানিধি মহা উল্লাসিত অন্তঃকরণে গৃহে গমন করিলেন। তাঁহার অর্থের অভাব নাই, লোক-বলও যথেষ্ট। শ্রীরাধিকার জন্মোৎসবের উদ্যোগ মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল। পত্রপুষ্পে গৃহদ্বার সুশোভিত হইল, বাদ্যগীতের আয়োজন হইল। অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দের নিমন্ত্রণ হইল। আজ বিদ্যানিধির গৃহে মহা আনন্দ। বিদ্যানিধি স্বয়ং কর্ম্মকর্ত্তা। নদীয়ার ভক্তবৃন্দ উদ্যোগী। সকল উদ্যোগ শেষ হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর গোপবেশধারী অন্তরঙ্গগণসহ নৃত্য করিতে করিতে বিদ্যানিধির গৃহে আগমন করিলেন। রসিকশেখর শ্রীগৌরাঙ্গেরও আজ গোপবেশ,—সঙ্গে গদাধর। প্রভু গদাধরের মুখের প্রতি চাহেন, আর লহু লহু হাসেন। উভয়ের নয়নে যেন আনন্দ প্রস্রবণ ছুটিতেছে। তিলে তিলে প্রভুর হৃদয়ে ব্রজরস-সমুদ্র উথলিয়া উঠিতেছে। মুকুন্দ, মাধব, বাসুঘোষ মধুরস্বরে সময়োচিত গান গাহিয়া আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন। খোল করতাল মৃদঙ্গের মধুর ধ্বনিতে বিদ্যানিধির গৃহ মুখরিত হইল। গদাধরকে বামে করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর মধুর

---

(১) কলেঃ প্রথম সন্ধ্যায়াং পুণ্ডরীকো ভবিষ্যতি।
বিদ্যানিধীতি বিখ্যাতো বঙ্গদেশে পূর্ব্ব চট্টলে॥
কর্ম্মাখ্যো ভারতেবর্ষে চন্দ্রশেখর সন্নিধৌ।
বৃষভানুঃ পুরেদাসীৎ শ্রীমতী জনকস্তুসঃ॥
বৃহন্নারদীয়ে।

নৃত্য করিতেছেন, নৃত্যাবেশে প্রভুর অঙ্গের নব নব শোভা সন্দর্শন করিয়া ভক্তবৃন্দের মনে আনন্দ ধরিতেছে না। প্রভুর অঙ্গশোভার তুলনা নাই। ভুবনমঙ্গল খোল-করতাল-ধ্বনিতে বিদ্যানিধির গৃহ মুখরিত। প্রভুর প্রেমাবেশে মধুর নৃত্যে ধরণী টলমল। গৌরীদাসপণ্ডিতের স্কন্ধে দধিদুগ্ধের ভার। তিনিও গোপবেশে নৃত্য করিতেছেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিও নানাভাবে প্রভুর সহিত নৃত্য করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে দধি হরিদ্রা লইয়া তিনি ভক্তবৃন্দের মস্তকে ছিটাইতেছেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাসাদি সকলেই প্রভুর রঙ্গ দেখিয়া আনন্দসাগরে ভাসিতেছেন। প্রভুর শ্রীঅঙ্গকান্তি হইতে তাঁহারা নয়ন ফিরাইতে পারিতেছেন না। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে নদীয়াবাসী নরনারীবৃন্দ আজ একত্র হইয়াছেন। অঙ্গনের চারিদিকে তাঁহারা দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে নবদ্বীপ-চন্দ্রের অপূর্ব্ব রূপমাধুরী দর্শন করিয়া মনপ্রাণ শীতল করিতেছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন—

"নাচে ইকি কণকের কাম।"

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির আনন্দের সীমা নাই; তাঁহার গৃহে আজ শ্রীরাধিকার জন্মোৎসব। প্রভু ভক্তগণসহ গোপবেশে নৃত্য করিতেছেন, ভক্তগণ ঢোকে ঢোকে প্রভুর অপরূপ রূপসুধা পান করিতেছেন—সকলেই ব্রজরসে উন্মত্ত। শ্রীরাধিকার জন্ম-অভিষেক-কার্য্যে গদাধরের মনে মনে আজ বড় আনন্দ,—ততোধিক আনন্দ প্রভুর মনে। তাই তিনি আজ তিলে তিলে ব্রজরসে মাতোয়ারা হইয়াছেন—

আজু গোরাচাঁদ গণসহ গোপবেশে।
তিলে তিলে অধিক বিভোল সে না রসে॥

তিনি গদাধরের বদনচন্দ্রের প্রতি এক একবার বিলোল দৃষ্টিতে চাহিতেছেন,—আর লহু লহু হাসিতেছেন। গদাধর লজ্জায় বদনচন্দ্রখানি অবনত করিয়া প্রভুর বামে দাঁড়াইয়া আছেন। উভয়ের নয়নেই প্রেমাশ্রু-ধারা। তাঁহাদের নয়নদ্বয় যেন সজল জলদ,—অবিশ্রান্ত ধারা পড়িতেছে।

হাসে লহু লহু চাহে গদাধর পানে।
বহয়ে আনন্দ-বারিধারা দু নয়ানে॥

ভক্তবৃন্দ দেখিতেছেন, প্রভু ব্রজভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞানশূন্য, গদাধর রাধাভাবে বিভোর। গৌরীদাসপণ্ডিত গোপীভাবে আত্মহারা, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর রঙ্গ দেখিয়া প্রেমানন্দে হুঙ্কার করিতেছেন, অদ্বৈতাচার্য্য অনিমেষনয়নে প্রভুর শ্রীঅঙ্গকান্তি দর্শন করিতে করিতে জড়বৎ হইয়া ভূমিতে বসিয়া পড়িয়াছেন, শ্রীবাসপণ্ডিত দধিহরিদ্রাক্ত কলেবরে ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেছেন। মুকুন্দের কীর্ত্তনে ভক্তবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধ। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি আনন্দে আত্মহারা হইয়া অঝোরনয়নে কাঁদিতেছেন, আর প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছেন। আর প্রভু যাহা করিতেছেন তাহা বর্ণনাতীত। ঠাকুর নরহরি লিখিয়াছেন—

"শ্রীরাধিকা জন্ম অভিষেক এথা হৈল।
কি বলিব প্রভু ভাবাবেশে যাহা কৈল॥"

পদকর্ত্তা ঘনশ্যামদাস একটি পদে প্রভুর এই মধুময় লীলারঙ্গটি অতি সুন্দর মধুর ভাষায় কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন—

আজু কি আনন্দ বিদ্যানিধি ঘরে
রাধিকা জন্মচরিত গানে।
নাচে সে আবেশে, শচীসুত গোরা,
সে নব ভঙ্গি কি উপমা আনে॥
চারি পাশে গোপ- বেশে পরিকর,
কাঁধে ভার ফিরে অঙ্গনে রঙ্গে।
নবনীত দধি হরিদ্রাদি দেই,
হাসি হাসি সভে সভার অঙ্গে॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা, শঙ্খ করতাল,
নানাবাদ্য বায় বাদক তালে।
সুমধুর ধ্বনি ভেদয়ে গগন
কে না নাচে ধিগ্ ধিগ্ থেয়া্না তালে॥
বিবিধ মঙ্গল করে নারীকুল
পুলকিত চিত উলুলু দিয়া।

বৃষভানু পুর সম শোভা, ভণে
ঘনশ্যাম, সুখে উথলে হিয়া॥

বাসুদেব ঘোষ, তাঁহার ভ্রাতা মাধবসহ এই আনন্দোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীরাধিকা-জন্মোৎসবের এই অপূর্ব্ব দৃশ্য, আর শ্রীশ্রীগৌরকিশোরের নৃত্যকালীন অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তিনি লিখিয়াছেন—

"গোরারূপে কি দিব তুলনা।
তুলনা নহিল রে কষিত বাণ সোনা।
মেঘের বিজুরী নহে, রূপের সমান।
তুলনা নহিল রূপে চম্পকের দাম॥
তুলনা নহিল রূপে কেতকীর দল।
তুলনা নহিল গোরোচনা নিরমল॥
কুঙ্কুম জিনিয়া রূপ অতি মনোহরা।
কহে বাসু কি দিয়া গড়িলা বিধি গোরা॥"

শ্রীরাধিকার জন্মোৎসবের পরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর পূর্ব্বলীলা স্মরণ করিয়া ত্রিভঙ্গভাবে বিদ্যানিধির অঙ্গনে দাঁড়াইলেন। গদাধর প্রভুর বামেই দাঁড়াইয়া আছেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ব্রজরসে বিভোর হইয়া একটী বংশী আনিয়া প্রভুর শ্রীহস্তে দিলেন। রসিকশেখর শ্রীগৌরাঙ্গ, অধরে মুরলী ধারণ করিয়া বংশীরন্ধ্রে ফুৎকার দিলেন। তাঁহার কণক চম্পকাঙ্গুলিদ্বারা বংশীতে সুললিত গান ধরিলেন। ব্রজরসবিভোর নদীয়াবাসী নরনারীর মন মজাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের মধুর মুরলীর গীতধ্বনি বিদ্যানিধির অঙ্গন মুখরিত করিল। সমগ্র নদীয়া ব্রজভাবে মাতিয়া উঠিল। পশুপক্ষী, তরুলতা পর্য্যন্ত পুলকে পরিপূরিত হইল। শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ মর্ম্মীভক্ত বাসুদেব ঘোষ স্বচক্ষে এই সুমধুর নয়নানন্দ নবদ্বীপলীলা দর্শন করিয়া পদ রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন—

"সোঙরি পুরবলীলা ত্রিভঙ্গ হইলা।
মোহন-মুরলী গোরা অধরে ধরিলা॥
মুরলীর রন্ধ্রে ফুক দিলা গোরাচান্দ।
অঙ্গুলি চালায়া করে সুললিত গান॥
নগরের যত লোক শুনিয়া মোহিত।
সুরধুনী তীরে তরুলতা পুলকিত॥
বাসুদেব ঘোষ তাহা কি বলিতে জানে।
ভুবন মোহিল গোরা মুরলীর গানে॥"

বিদ্যানিধির গৃহে সে দিন যে আনন্দ হইল, তাহা লিখিয়া বর্ণনা করিবার ভাষা সৃজিত হয় নাই। শ্রীগৌরকিশোর, ব্রজকিশোর-বেশে ব্রজলীলার প্রতি অঙ্ক অভিনয় করিয়া নবদ্বীপবাসী অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দের মনে নিত্য নব নব সুখদানে ব্রজভাব স্ফুরিত করিতেন। ব্রজরসাস্বাদনে উন্মত্ত হইয়া নদীয়াবাসী ভক্তগণ, শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে ব্রজকিশোর শ্রীনন্দনন্দনভাবে অনুরাগভরে ভজন করিতেন।

"ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই।"

এই বিশ্বাসে তাঁহারা মনের সাধে প্রাণগৌরাঙ্গকে লইয়া নিত্য নব নব ব্রজলীলা-মাধুর্য্যে মগ্ন থাকিতেন। নবদ্বীপ-রস এইভাবে ক্রমশঃ ব্রজরসে মিশ্রিত হইল। এই অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে যে নির্য্যাস উত্থিত হইল তাহাতে বিভাবিত হইয়া মহানুভব গৌরভক্তবৃন্দ নানাভাবে বহুবিধ নদীয়া-নাগরীর পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। নবদ্বীপ-ধামের নব-বৃন্দাবন আখ্যা এইজন্যই মহাজনগণ দিয়া গিয়াছেন।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাশয় বৃষভানুর অবতার; তাই প্রভু বৃষভানুনন্দিনীর জন্মোৎসব-কর্ম্ম তাঁহার গৃহে অনুষ্ঠান করাইয়া নদীয়াবাসীর প্রাণে ব্রজরস-তরঙ্গ উঠাইলেন।

বিদ্যানিধির গৃহে নদীয়ামাধব যে মধুর লীলারঙ্গটী আজ প্রকট করিলেন, তাহার আভাস সাধকশ্রেষ্ঠ, অমর কবি চণ্ডীদাস বহুপূর্ব্বে পাইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন। অশীতি বৎসর পূর্ব্বে তিনি দিব্যচক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারের স্বরূপ ও লীলা দর্শন করিয়াছিলেন। তাহা তিনি অতি সুমধুর ভাষায় লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই অপূর্ব্ব মধুময় পদরত্নটি এস্থলে উদ্ধৃত হইল—

আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এত নহে কভু শ্যামরায়॥
ইহার গৌর-বরণে করে আল।
চূড়াটি বান্ধিয়া কেবা দিল॥

তাঁহার ইন্দ্রনীলমণিকান্ত তনু।
এত নহে নন্দসুত কানু॥
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি।
নটবর বেশ পাইল কান্তি॥
বনমালা গলে দোলে ভাল।
হেন বেশ কোন্ দেশে ছিল॥
কুঞ্জে ছিল কানু-কমলিনী।
কোথা গেল কিছুই না জানি॥
আজু কেন দেখি বিপরীত।
হবে বুঝি দোঁহার চরিত॥
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ আর হবে কোন্ দেশে॥

দয়ার অবতার শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু সাধকভক্তের মনসাধ পূর্ণ করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে প্রকাশ হইলেন আর, সেখানে নবভাবে ব্রজলীলা প্রকট করিলেন।

এই যে প্রভুর নবদ্বীপলীলা, ইহা বড়ই মধুর, ইহাতে ব্রজলীলার সকল অঙ্গ বর্ত্তমান। নবদ্বীপরস ব্রজরসের সহিত মিশ্রিত হইয়া অপূর্ব্ব উপাদেয় বস্তু হইয়াছে। ইহার আস্বাদনে উভয় রসের রসিক ভক্তবৃন্দের মনপ্রাণ প্রেমানন্দে ভরপুর হয়। কৃপাময় গৌরভক্তবৃন্দ! নবদ্বীপ রসসম্ভার আপনাদিগেরই নিজস্ব ধন। আপনাদের কৃপাভিখারী, জীবাধম গ্রন্থকারের কেশে ধরিয়া আপনারাই এই অখণ্ড খণ্ডসার তাহার দ্বারা বিতরণ করাইতেছেন। সম্পূর্ণ অযোগ্যপাত্রে এই গুরুভার দিয়া আপনারা তাহাকে বড়ই বিষম বিপাকে ফেলিয়াছেন। সর্ব্ববিপদহারী শ্রীগৌরাঙ্গহরি তাহাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করুন। উত্তম বস্তুর পরিবেষ্টার বিপদ পদে পদে। পরিবেষ্টা নির্লোভ না হইলে আরও বিপদ। আর একার্য্যে লোভশূন্য হইলে বিপদের সীমা নাই; অতএব উভয় শঙ্কট।

এ শঙ্কটে তার গৌরহরি।
তোমার দু'টি রাঙ্গা চরণে ধরি॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-মাহাত্ম্য।

শ্রীবাসপণ্ডিতের পরীক্ষা ও আইর স্বপ্ন।

—:*:—

তিলার্দ্ধেক ইহানে যাহার দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয়নহে॥
প্রভুবাক্য শ্রীচৈতন্যভাগবত।

সর্ব্বনদীয়ায় অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু প্রেমানন্দে পরিভ্রমন করেন। সর্ব্বস্থানেই তাঁহার যাতায়াত। সকলেই তাঁহাকে সম্মান ও ভক্তি করেন। বালস্বভাব নিত্যানন্দ নদীয়া-বালকবৃন্দের প্রাণ। তিনি যখন নদীয়ার পথে বাহির হন, অসংখ্য নদীয়া-বালক তাঁহার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে ও পরমানন্দে ক্রীড়া করিতে থাকে; তিনি বালকবৃন্দকে স্কন্ধে করিয়া পথিমধ্যে মধুর নৃত্য করেন, তাঁহাদিগকে আদর করিয়া মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া ভোজন করান। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সর্ব্বদাই বাল্যভাবে প্রেমানন্দে মত্ত থাকেন। কখন গঙ্গাজলে সন্তরণ দিয়া জলবিহার রঙ্গরসে মত্ত, কখন নদীয়ার পথে বালকবৃন্দের সহিত কৌতুকপূর্ণ বাল্যক্রীড়ারত; কখন প্রভুর মন্দিরে গিয়া আইর সহিত বালভাবে ও বাল্যভাবে নানা প্রকার লীলারঙ্গ করেন, কখন মুরারিগুপ্ত বা গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বাড়ীতে গিয়া তাঁহাদের সহিত মহা রস-কোন্দল করেন। শচীমাতা তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন, কিন্তু যখন তিনি বাল্যভাবে আইর চরণ ধরিতে যান, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ-জননী সসম্ভ্রমে পলায়ন করেন।

বাল্যভাবে নিত্যানন্দ আইরচরণ।
ধরিবারে যায়, আই করে পলায়ন॥ চৈঃ ভাঃ

নদীয়ার পথে যখন গৌর-নিতাই দুই ভায়ে মিলিয়া বাহির হন, দিবসে যেন একসঙ্গে চন্দ্র সূর্য্যের উদয় হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। নদীয়ার পথ আলোকিত করিয়া দুই

ভ্রাতায় হাত ধরাধরি করিয়া রঙ্গেভঙ্গে প্রেমরঙ্গে নানাবিধ কৌতুক রসে মগ্ন হইয়া চলেন; নদীয়াবাসী নরনারী অনিমেষ নয়নে তাঁহাদিগের অপরূপ রূপরাশি দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করে। এত রূপের মানুষ ত নদীয়াবাসী পূর্ব্বে কখন দেখে নাই; শচীনন্দনের রূপ সাগরে এত দিন তাহারা ডুবিয়া ছিল; এখন দেখিল এই অপরূপ রূপসাগরের আর একটী প্রবল প্রবাহ আছে। সেই রূপের প্রবাহটি এখানে নবদ্বীপে আসিয়া তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। তাহারা গৌরনিত্যানন্দ রূপসাগরসঙ্গমে ঝাঁপ দিল। তাহারা সন্তরণ পটু নহে, রূপসাগরের তরঙ্গে পড়িয়া এক্ষণে তাহারা দুকুল ভাসাইল, হাবুডুবু খাইতে লাগিল। সৌভাগ্যবান নদীয়াবাসী নরনারী সকলে রূপ মুগ্ধ হইল; রূপের সাগর গৌর-নিত্যানন্দের অপরূপ রূপাকর্ষণে তাহাদের মন দুই ভ্রাতার চরণে দৃঢ়ভাবে আকৃষ্ট হইল। রূপের আকর্ষণ অতীব তীব্র। এক দণ্ড গৌরনিতাইকে না দেখিলে নদীয়াবাসী জগত অন্ধকার দেখে,—সর্ব্ব ধর্ম্ম, সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাহারা সমস্ত দিন গৌর-নিতাইর সঙ্গে সঙ্গে ফিরে। রাত্রিতে গৃহে শয়ন করিয়া স্বপ্নে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের অপূর্ব্ব রূপরাশি দর্শন করে। আহা! শ্রীভগবানের রূপের এমনি আকর্ষণই বটে। জগতের জীবোদ্ধারকার্য্য রূপনিধি শ্রীভগবানের অপরূপ রূপের প্রভাবেই সংসিদ্ধ হয়। সেই জন্যই অরূপ ব্রহ্ম সরূপ হইয়া ভূতলে অবতার গ্রহণ করেন। অরূপ ভগবান আত্ম, নির্গুণ, নির্ব্বিকার, নির্লিপ্ত পরমব্রহ্ম সরূপ ভগবান,—অবতাররূপী, জন্মধারী, সগুণ, মায়াধীশ, তাঁহার সৃষ্ট জীবের একান্ত নিজজন। তিনি আমাদের মধ্যে আমাদের মত হইয়া আসেন, মানুষের মত সংসারে লিপ্ত হন, তাঁহার অপরূপ মায়ায় সর্ব্বলোককে বশীভূত করেন, অপরূপ রূপচ্ছটায় সর্ব্বচিত্ত আকর্ষণ করেন। শচীনন্দন স্বয়ং ভগবান নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি স্বয়ং ভগবান হইয়াও নিজ জনের মধ্যে পরমাত্মীয়, পরম স্নেহময়, পরম প্রীতির বস্তু। তিনি নদীয়াবাসীর পুত্র অপেক্ষাও বড়, নদীয়া-বাসিনীর পতি অপেক্ষাও বড়। পতিপুত্রে তাঁহাদের যে প্রীতি, তাহার শত গুণ প্রীতি শচীনন্দন গৌরহরির প্রতি। শ্রীভগবানের এই গুণ আছে বলিয়াই তাঁহার ভগবত্তা, তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব। তাঁহার রূপ গুণই তাঁহার মহিমা প্রকাশক যন্ত্র। সেই জন্যই তিনি এত রূপ ও গুণ লইয়া ভূতলে অবতার গ্রহণ করেন। নদীয়ার অবতার শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু শুধু রূপের অবতার নহেন,—তিনি গুণের অবতার,—তিনি দয়ার অবতার,—তিনি করুণার অবতার। এত রূপ, এত গুণ, এত দয়া, এত করুণা, কোন অবতারে শ্রীভগবান প্রকাশ করেন নাই। এই জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গঅবতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবতার। অধম কলিহত জীবের দুর্গতির শেষ নাই,—তাঁহাদের দুঃখ হাহাকারের অন্ত নাই;—তাহাদের ত্রিতাপ জ্বালার সীমা নাই। অংশ বা কলাবতারের দ্বারা তাহাদের উদ্ধার কার্য্য সাধিত হইবে না বলিয়াই স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কলিহত জীবের এক মাত্র উপাস্য শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু,—তাহাদের যুগানুবর্ত্তি ভজন শ্রীগৌরাঙ্গ ভজন।

গৌরনিতাই দুই ভ্রাতার একদিকে তাঁহাদিগের অপরূপ রূপলাবণ্যচ্ছটার আকর্ষণে নদীয়াবাসী সর্ব্ব জীবের মন হরণ করিয়া তাহাদিগকে চরণে টানিয়া লইতেছেন,—অন্য দিকে সর্ব্বলোকপূজ্য শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তাঁহাদিগের গুণগরিমা গানে সুকৃতিবান নদীয়াবাসীর চিত্ত বিনোদন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গভজন-পথে টানিয়া আনিতেছেন। ঠাকুর হরিদাস এই কার্য্যের প্রধান সহায়। অদ্বৈতসভা এই কার্য্যের কেন্দ্রস্থান। নদীয়ার ভক্তমণ্ডলী ইহার কার্য্য কারক সভ্য। অদ্বৈতসভার কৃষ্ণকীর্ত্তন হয়, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়, ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা হয়, ভক্তচরিত ব্যাখ্যান হয়। সর্ব্বশেষে গৌর-নিত্যানন্দতত্ত্ব উপদেশ প্রদান হয়। স্বয়ং শ্রীগৌরভগবান অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। ভক্তবৃন্দের দ্বারা একার্য্য সংসিদ্ধ হইবে না বলিয়াই প্রভু স্বয়ং ইহার ভার লইলেন।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু অবধূত সন্ন্যাসী; তাঁহার নিরন্তর বাল্যভাব, সর্ব্বদা তাঁহার সহাস্য বদন, প্রেমানন্দে তাঁহার

সর্ব্ব অঙ্গ গর গর। তিনি মুখে অন্ন উঠাইয়া খাইতে পারেন না। শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহে থাকেন। শ্রীবাসপত্নী মালিনী দেবী তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন, বালকের ন্যায় লালন পালন করেন। তাঁহার মুখে অন্নগ্রাস তুলিয়া স্নেহভরে খাওয়াইয়া দেন। এইরূপে পুত্রভাবে পতিব্রতা মালিনী দেবী শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সেবা করেন (১)। শ্রীবাস-মন্দিরে বসিয়া প্রভু একদিন শ্রীবাসপণ্ডিতের সহিত কৃষ্ণকথা কহিতেছেন। প্রভুর মনে শ্রীবলরাম-অবতার শ্রীনিত্যানন্দমহিমা প্রকাশের ভাব উদয় হইল। তিনি শ্রীবাসপণ্ডিতকে পরীক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। শ্রীভগবানের পরীক্ষায় কাহারও নিস্তার নাই। শ্রীগৌর-ভগবান তাঁহার স্নেহময়ী জননীকে পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিতে ছাড়েন নাই। চতুরচূড়ামণি রঙ্গিয়াপ্রভু শ্রীবাসপণ্ডিতের প্রতি কপট ক্রোধভরে চাহিয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন "পণ্ডিত! তুমি এই অবধূতকে গৃহে স্থান দিয়াছ কেন? তুমি গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, পরম উদার প্রকৃতি, এই অবধূতের জাতি কুল কিছুই তুমি জান না। যদি তুমি আপনার জতি কুল রক্ষা করিতে চাহ, অতি শীঘ্র তুমি এই অজ্ঞাত কুলশীল অবধূতকে নিজ গৃহ হইতে দূর কর। আমি তোমাকে সাবধান করিয়া দিলাম" (২)। শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভুর কথায় হাসিয়া করযোড়ে উত্তর করিলেন "প্রভুহে! এ দীন হীন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে এরূপভাবে পরীক্ষা করা কি তোমার উচিত? তোমাকে একদিনও যিনি ভজনা করেন তিনি আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তম। নিত্যানন্দপ্রভু এবং তুমি অভিন্নদেহ, তাহা আমি কি জানি না?"

> মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
> জাতি ধন প্রাণ যদি মোর নাশ করে॥
> তথাপি আমার চিত্তে নহিব অন্যথা।
> সত্য সত্য তোমারে কহিলুঁ এই কথা॥" চৈঃ ভাঃ

প্রভু আসনে বসিয়া ছিলেন। শ্রীবাসপণ্ডিতের কথা শুনিয়া তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া প্রেমহুঙ্কার গর্জ্জন করিতে করিতে লম্ফ দিয়া উঠিয়া তাঁহার বক্ষে বসিলেন। শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভুপদরজস্পর্শে কৃতকৃতার্থ মনে করিলেন। প্রেমানন্দে গদগদ হইয়া প্রভু সিংহনাদে শ্রীবাসকে কহিলেন—

> ——"কি বলিলা পণ্ডিত শ্রীবাস।
> নিত্যানন্দ প্রতি তোর এতেক বিশ্বাস॥
> মোর গোপ্য নিত্যানন্দ জানিলে সে তুমি।
> তোমারে সন্তুষ্ট হয়্যা বর দিয়ে আমি॥
> যদি লক্ষ্মী ভিক্ষা করে নগরে নগরে।
> তথাপি দারিদ্র তোর নহিবেক ঘরে॥
> বিড়াল কুক্কুর আদি তোমার বাড়ীর।
> সভার আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির॥
> নিত্যানন্দ সমর্পিল আমি তোমা স্থানে।
> সর্ব্বমতে সংবরণ করিবা আপনে॥" চৈঃ ভাঃ

প্রভুর কথা গুলি এখন একটু বিচার করুন। প্রভু শ্রীবাস-পণ্ডিতকে বলিলেন তাঁহার হৃদয়ের গোপ্যবস্তু শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর মর্ম্ম তিনি অবগত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া এই বর দান করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব বেদগোপ্য বস্তু। প্রভু স্বয়ং এ তত্ত্ব না জানাইলে কেহ ইহা জানিতে পারে না। শ্রীবাসপণ্ডিতের হৃদয়ে প্রভু প্রবেশ করিয়া তাহার মুখ দিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা প্রকাশ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দগৌরাঙ্গ যে অভেদতত্ত্ব, তাহা শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভুর কৃপায় বুঝিতে পারিয়াই তিনি সগোষ্ঠী শ্রীনিত্যানন্দসেবায় ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহার মুখ দিয়া প্রভু একথাও প্রকাশ

(১) আপনি তুলিয়া হাথে ভাত নাহি খায়।
পুত্রপ্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায়॥
নিত্যানন্দ অনুভাব জানে পতিব্রতা।
নিত্যানন্দ সেবা করে যেন পুত্র মাতা॥

(২) পণ্ডিতেরে পরীক্ষয়ে প্রভু বিশ্বম্ভর।
এই অবধূত কেনে রাখ নিরন্তর॥
কোন জাতি কোন কুল কিছুই না জানি।
পরম উদার তুমি বলিলাঙ আমি॥
আপনার জাতি কুল যদি রক্ষা চাও।
তবে ঝাট এই অবধূতেরে ঘুচাও॥ চৈঃ ভাঃ

করাইলেন। ইহারও কিছু তাৎপর্য্য আছে। শ্রীবাস-পণ্ডিত নারদের অবতার। নারদমুণি কোন কথাই মনে লুকাইয়া রাখিতে পারেন না। তাঁহার মনে যখন যে কথাটি উদয় হইত, যাঁহার মুখে যখন তিনি যে কথাটি শুনিতেন, তৎক্ষণাৎ ঢাক বাজাইয়া তাহা জগতে প্রকাশ করিতেন। এই যে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সম্বন্ধে তাঁহার মনভাব, এবং প্রভুর শ্রীমুখে শ্রীনিত্যানন্দমহিমা প্রকাশ কথা, ইহা শ্রীবাসপণ্ডিত জনে জনে নদীয়ার সর্ব্ব লোককে বলিলেন। প্রভু তাঁহার গৃহ হইতে নিজমন্দিরে গমন করিবামাত্র শ্রীবাসপণ্ডিত বাটির বাহির হইলেন। ভক্তবৃন্দের ঘরে ঘরে গিয়া প্রভু কর্ত্তৃক শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা-প্রকাশ বার্ত্তা সর্ব্বত্র ঘোষণা করিলেন। নদীয়াবাসী ভক্তবৃন্দের নিকট সর্ব্বপ্রথমে ইহা প্রকাশ করিলেন। প্রভু তখন নদীয়ায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, নদীয়ার অধিকাংশ লোকই তাঁহাকে ভগবানভাবে পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীবাসপণ্ডিতের মুখে এই কথা শুনিয়া তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট ও ভক্তিমান হইলেন। প্রভু এইরূপে শ্রীবাসপণ্ডিতের পরীক্ষার ছল করিয়া তাঁহাকে দিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা নদীয়ায় প্রচার করিলেন। তিনি যখন স্বয়ং আত্মপ্রকাশ করিতে বসিয়াছেন, তাঁহার অভিন্নকলেবর শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে প্রকাশ না করিয়া আর তিনি থাকিতে পারিলেন না।

ঠিক এই সময়ে আর একটি অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল। শচীমাতা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন। তাঁহাকে দেখিলেই জগজ্জননী শচীমাতার মনে প্রভুর অগ্রজ শ্রীশ্রীমদ্বিশ্বরূপপ্রভুর কথা মনে পড়ে। গৌর-নিতাই দুই ভ্রাতায় যখন এক সঙ্গে থাকেন, শচীমাতার মনে হয় যেন বিশ্বম্ভর-বিশ্বরূপের একত্র মিলন হইয়াছে। নদীয়াবাসী গৌর-নিতাইকে দেখিলেই ব্রজের রামকৃষ্ণ বলিয়া মনে করিত। শচীমাতার মনেও এই ভাব মধ্যে মধ্যে উদয় হইত, কিন্তু বাৎসল্যপ্রেমাধিক্যে অধিকক্ষণ এই ঐশ্বর্য্যভাব তাঁহার মনে স্থান পাইত না।

এক দিন শচীমাতা একটি অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিলেন। নিভৃতে নিমাইচাঁদকে নিকটে ডাকিয়া আনন্দে গদগদ হইয়া তিনি সেই অদ্ভুত স্বপ্ন বৃত্তান্তটি কহিলেন। শচীমাতা পুত্রকে বলিলেন—

"নিশি অবশেষে মুঞি দেখিলু স্বপন।
তুমি আর নিত্যানন্দ এই দুই জন॥
বৎসর পাঁচেক দুই ছাওয়াল হৈয়া।
মারামারি করি দোঁহে বেড়াও ধাইয়া॥
দুই জনে সাম্ভাইলা গোসাঞির ঘরে।
রামকৃষ্ণ লই দোঁহে লইলা বাহিরে॥
তাঁর হাথে কৃষ্ণ তুমি লই বলরাম।
চারি জনে মারামারি মোর বিদ্যমান॥
রামকৃষ্ণ ঠাকুর বোলয়ে ক্রুদ্ধ হৈয়া।
কে তোরা ঢাঙ্গাতি দুই বাহিরাও গিয়া॥
এবাড়ী এঘর সব আমা দোঁহাকার।
এ সন্দেশ দধি দুগ্ধ যত উপহার॥
নিত্যানন্দ বোলয়ে সে কাল গেল বয়্যা।
যে কালে খাইলা দধি নবনী লুটিয়া॥
ঘুচিল গোয়ালা হৈল বিপ্র অধিকার।
আপনা চিনিঞা ছাড় সব উপহার॥
প্রীতে যদি না ছাড়িবা খাইবা মারণ।
লুটিয়া খাইলে বা রাখিবে কোন্ জন॥
রামকৃষ্ণ বোলে আজি মোর দোষ নাঞি।
বান্ধিয়া এড়িমু দুই ঢঙ্গ এই ঠাঁঞি॥
দোহাই কৃষ্ণের যদি করো আজি আন।
নিত্যানন্দ প্রতি তর্জ্জ গর্জ্জ করে রাম॥
নিত্যানন্দ বোলে তোর কৃষ্ণেরে কি ডর
গৌরচন্দ্র বিশ্বম্ভর আমার ঈশ্বর॥
এইম[illegible] করহ চারি জন।
কাড়াকাড়ি করি সব করহ ভোজন॥
কাহারো হাথের কেহো কাড়ি লয়ে যায়।
কাহারো মুখেতে কেহো মুখ দিয়া খায়॥

জননী বলিয়া নিত্যানন্দ ডাকে মোরে।
অন্ন দেহ মাতা মোরে বড় ক্ষুধা করে॥
এতেক বলিতে মুঞি চৈতন্য পাইলুঁ।
কিছু না বুঝিলুঁ মুঞি তোমারে কহিলুঁ॥ চৈঃ ভাঃ

জননীর এই অপূর্ব্ব স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া প্রভু প্রাণ ভরিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিলেন। তিনি স্বয়ং শচীমাতার এই স্বপ্নোপদেশ কর্ত্তা। এই স্বপ্ন দ্বারা তিনি জননীকে বুঝাইলেন তাঁহার গৃহ দেবতা রামকৃষ্ণ জাগ্রত মূর্ত্তি। তাঁহারা অচল ভাবে গৃহে থাকেন বটে, কিন্তু সচলভাবে নদীয়ায় পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার প্রিয়তম গৌরনিতাই-ই এই দুইটি সচল শ্রীবিগ্রহমূর্ত্তি। অচল দেবতা ভক্তির বশে সচল হইতে পারেন। স্নেহবশে অচলমূর্ত্তি শ্রীভগবান সচল হইয়া ভক্তের মনবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। এই স্বপ্ন দ্বারা প্রভু জননীকে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর উক্তি দ্বারা বুঝাইলেন, কলির জীবের একমাত্র উপাস্য তিনি। যুগাবতাররূপে যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিতে তিনি শুদ্ধ বিপ্রকুলে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছেন,—যুগানুবর্ত্তী ভজন শ্রীগৌরাঙ্গভজন। তাই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বলিলেন—

"ঘুচিল গোয়ালা হৈল বিপ্র অধিকার।"

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বলরামের অবতার। তিনি আপনাকে আপনি সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

নিত্যানন্দ বোলে "তোর কৃষ্ণেরে কি ডর।
গৌরচন্দ্র বিশ্বম্ভর আমার ঈশ্বর॥"

একথায় কেহ যেন মনে না করেন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীকৃষ্ণভজনের বিরোধী ছিলেন। তিনি নদীয়ার অবতার শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জানিতেন। নন্দনন্দন ও শচীনন্দন এক বস্তু বলিয়া তিনি জানিতেন বলিয়াই এই কথা বলিলেন। নদীয়ায় আসিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু যে দিন শ্রীগৌরভগবানের সহিত মিলিত হইলেন, সেই দিন হইতেই তিনি কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণকে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কি করিতেন শুনুন—

নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সঙ্কীর্ত্তন।
করায়েন করেন লৈয়া সর্ব্বজন॥ চৈঃ ভাঃ

তাঁহার জীবনের একমাত্র কার্য্য ছিল শ্রীগৌরনাম প্রচার ও শ্রীগৌরাঙ্গমহিমা কীর্ত্তন।

ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই আমার প্রাণ রে॥

ইহা তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্য। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী। শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ তিনি এক করিয়া লইয়াছিলেন,—পৃথক করেন নাই। এই জন্যই শ্রীগৌরভগবান তাঁহার উপর প্রচারকার্য্যের সম্পূর্ণ ভারার্পন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ পৃথক জ্ঞান করিলে ইষ্টে একনিষ্ঠতার অভাব হয়। এই জন্যই কলিহত জীবের পক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গৈকনিষ্ঠতার একান্ত প্রয়োজনবোধে শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীঠাকুর, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, শ্রীবাস ও গদাধর পণ্ডিত শিবানন্দ সেন, নরহরি সরকার প্রভৃতি প্রভুর নিত্য পার্ষদবৃন্দ যুগানুবর্ত্তী শ্রীগৌরাঙ্গভজন প্রণালী স্বয়ং আচরিয়া কলির জীবগণকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। এ সকল তত্ত্বকথা যথাস্থানে বিস্তারিত লিখিব।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বর্ণিত জগজ্জননী শচীমাতার এই যে স্বপ্ন দর্শন-কাহিনী ইহাতেও গূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গলীলার ব্যাসাবতারের লিখিত পয়ার শ্লোকেও ব্যাসকূট দৃষ্ট হয়। অধিকারী গৌরভক্ত পাঠকবৃন্দের হৃদয়ে প্রভুর ইচ্ছায় এই গূঢ়ার্থবোধক ব্যাসকূট সকল সাধনবলে ক্রমে পরিস্ফুট হইতে দেখা যায়। শ্রীধাম বৃন্দাবনে কয়েকটি গৌরভক্ত সাধক-বৈষ্ণবের মুখে জীবাধম গ্রন্থকার এই সকল কূটার্থের ব্যাখ্যা কিছু কিছু যাহা শুনিয়াছে তাহাই এস্থলে বিবৃত হইল।

বিচারের স্রোতে পড়িলে লীলারসের উৎস আবদ্ধ হয়, রসভঙ্গ হয়। ইহা আমি উত্তম বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু এসকল নিগূঢ় ভজন-রহস্যকথা না বলিয়াও ত থাকা যায় না। লোকে পাগল বলিবে তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি

কিছুই নাই, বিশ্বাস করিবে না, তাহাতেও বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নাই। এ সকল কথা—

কহিবার যোগ্য নয়, তথাপি বাউলে কয়,
কহিলে বা কে বা পাতিয়ায় ?

পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রভু তাঁহার স্নেহময়ী জননীর মুখে স্বপ্নকাহিনী শুনিয়া বড়ই হাসিলেন। তিনি হাসিতে হাসিতে কহিলেন "মা! তুমি বড় সুস্বপ্ন দেখিয়াছ। অন্য কাহারও নিকট এই স্বপ্নকথা প্রকাশ করিও না। আমার মনে হয় তোমার গৃহদেবতা প্রত্যক্ষ জাগ্রত শ্রীমূর্ত্তি। আমিও বার বার দেখিয়াছি, ঠাকুরের নৈবেদ্য আধা আধি থাকে না,—কে খাইয়া যায়। তোমার বধূর প্রতি আমার সন্দেহ হইত। আজ সে সন্দেহ দূর হইল। এখন বুঝিলাম তোমার ঘরের ঠাকুর প্রত্যক্ষ ও জাগ্রত শ্রীমূর্ত্তি। তিনিই তোমার সেবাগুণে কৃপাপরবশ হইয়া সচলভাবে ভোজনাদি সকল কর্ম্ম করেন (১)। শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী অন্তরালে দাঁড়াইয়া এই অপূর্ব্ব স্বপ্ন-কাহিনী শুনিতে ছিলেন। প্রভুর শ্রীমুখে তাঁহার সম্বন্ধে জননীর নিকট এই কৌতুকরহস্যকথা শুনিয়া তিনি হাসিয়া আকুল হইলেন।

হাসে লক্ষ্মী জগন্মাতা স্বামীর বচনে।
অন্তরে থাকিয়া সব স্বপ্নকথা শুনে॥ চৈঃ ভাঃ

প্রিয়াজির মনে প্রভুর এই কৌতুকরঙ্গ শুনিয়া লজ্জাও হইল,—প্রাণবল্লভের উপর রাগও হইল। তাঁহার প্রতি তিনি একটি কুটিল কটাক্ষপাত করিলেন। রসিকচূড়ামণি প্রভু ঈষৎ হাসিয়া নয়নভঙ্গী করিয়া তাহার উত্তর দিলেন। শচীমাতা পুত্রকে এই কথার জন্য মৃদু স্নেহভর্ৎসনা করিলেন। প্রিয়াজি ইহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন।

শচীমাতাকে প্রভু যাহা বলিলেন, তাহার মধ্যে দুই একটি কথার বিচার করিব। প্রভু বলিলেন তাঁহার গৃহে সচল দেবতা আছেন, তাঁহারা ভোগের নৈবেদ্য ভোজন করেন এবং রহস্য করিয়া বলিলেন প্রিয়াজির উপর তাঁহার সন্দেহ ছিল। প্রভুর সন্দেহ যে অমূলক নহে, এক্ষণে তাহাই বিচার্য্য। প্রভু স্বয়ং সচল নারায়ণ মূর্ত্তি, তাঁহার অঙ্কলক্ষ্মী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সচলা শ্রীলক্ষ্মীমূর্ত্তি। শচীমাতা লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করেন, ভোগ দেন। যাঁহাদের ভোগ দেন তাঁহারাই তাঁহার গৃহে অধিষ্ঠিত, তাঁহারাই ভোজন করেন, প্রভু রহস্যছলে জননীকে ইহাই বুঝাইলেন। যুগল-সেবা-পরায়ণা শচীমাতার মনসাধ পূর্ণ করিয়া শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগলবিগ্রহ তাঁহার গৃহে সচল হইয়া বিরাজ করিতেছেন। শ্রীগৌরভগবান ইহাই জননীকে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি প্রিয়াজির কথা তুলিলেন কেন ? ইহারও তাৎপর্য্য আছে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব এবং ভক্তিতত্ত্ব এক বস্তু। গৌরবক্ষবিলাসিনী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সাক্ষাৎ ভক্তিস্বরূপিনী। "মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা" প্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাণী। তিনি স্বমুখে বলিয়াছেন—

"আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।"

এই জন্য প্রভু প্রিয়াজির নাম লইলেন। ভগবতপূজার নৈবেদ্য, ভোগের সামগ্রী সর্ব্বাগ্রে ভক্তভোগ্য। ভক্তের মুখে শ্রীভগবান ভোজন করেন ; ইহাও ভাগবতীয় কথা। তাই চতুর-চূড়ামণি শ্রীগৌরভগবান প্রিয়াজির নাম লইয়া জননীর সহিত এই পরমাশ্চর্য্য কৌতুক-রহস্য-লীলারঙ্গ করিলেন।

শচীমাতা স্বপ্নে দেখিয়াছেন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার নিকট অন্ন ভিক্ষা করিতেছেন। সেই জন্য প্রভু জননীকে কহিলেন "মা! তুমি স্বপ্নে দেখিয়াছ তোমার নিকট শ্রীনিত্যানন্দ অন্ন ভিক্ষা করিতেছেন, অতএব অদ্য তাঁহাকে

(১) বড়ই সুস্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ মাতা।
আর কারো ঠাঞি পাছে কহ এই কথা॥
তোমার ঘরের মূর্ত্তি পরতেখ বড়।
মোর চিত্তে তোমার স্বপ্নেতে হৈল দড়॥
মুঞি দেখোঁ বারেবার নৈবেদ্যের সাজে।
আধা আধি না থাকে না কহি কারে লাজে॥
তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল।
আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল॥ চৈ ভাঃ

নিমন্ত্রণ করিয়া উত্তম করিয়া ভোজন করাও (১)। আমি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে চলিলাম।" এই বলিয়া প্রভু গৃহের বাহির হইলেন। শচীমাতা পরমানন্দে ভোজন সামগ্রী প্রস্তত করিতে লাগিলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী পাক শালায় শচীমাতার প্রধান সহকারিণী। পুত্রবধূ ও শাশুড়ী দুই জনে মিলিয়া পাককর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

শ্রীবাস অঙ্গনে গিয়া প্রভু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে জননীর নিমন্ত্রণ দিয়া বলিলেন "শ্রীপাদ! আমার কুটীরে আজ অপনার ভিক্ষা। সেখানে চঞ্চলতা করিবেন না। অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কর্ণে হস্ত দিয়া হাসিয়া উত্তর দিলেন, "বিষ্ণু! বিষ্ণু! চঞ্চলতা পাগলে করে। তুমি আমাকে চঞ্চল পাগল মনে কর। কারণ তুমি আপনার মত সকলকে দেখ" (২)।

এইরূপ হাস্যকৌতুকরঙ্গে দুই ভ্রাতায় হাসিতে হাসিতে পরমানন্দে নদীয়ার পথে বাহির হইলেন। সঙ্গে গদাধর পণ্ডিত প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ আছেন। দুই ভ্রাতায় হাত ধরাধরি করিয়া লীলারঙ্গেভঙ্গে নদীয়াবাসীর মনপ্রাণ হরণ করিয়া শচী-আঙ্গিনায় আসিয়া পৌঁছিলেন। প্রাচীন ভৃত্য ঈশান সযতনে দুই ভ্রাতার শ্রীচরণ ধৌত করিয়া দিলেন। ভোগ প্রস্তত ছিল। ঠাকুরের ভোগ প্রভু স্বয়ং দিলেন। গৌর-নিতাই দুই ভ্রাতায় ভোজনে বসিলেন। স্নেহময়ী শচীমাতা পরিবেশন করিতে লাগিলেন। গৌর-নিতাই দুই ভ্রাতায় ভোজনে বসিয়াছেন, বোধ হইতেছে যেন কৌশল্যা রাণীর গৃহে শ্রীরাম লক্ষ্মণ দুই ভাই একত্রে ভোজনে বসিয়াছেন (১)। এই সময়ে শচীমাতা একটি অলৌকিক ঘটনা দেখিলেন। তিনি দুইজনের ভোজন সামগ্রী দুই পাত্রে সাজাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি দেখিলেন তাহা তিন ভাগ হইয়া গেল। দুই জনের পরিবর্ত্তে তিন জনকে ভোজন গৃহে দেখিলেন। গৌর-নিতাই শচীমাতাকে দেখিয়া হাসিতেছেন। শচীমাতা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণকাল জড়বৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে দেখিলেন, দুই জনেই ভোজন-বিলাসে রত। তিনি আরও দেখিলেন, পঞ্চ বর্ষ বয়স্ক একটি কৃষ্ণবর্ণ,—অপরটি শুক্লবর্ণ, দুইটি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালী শিশু সেই গৃহের মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছে। দুই জনই চতুর্ভুজ,—দুই জনই দিগম্বর। তাহাদিগের হস্তে শংখ, চক্র, গদা, পদ্ম, হল মূষল, কর্ণে মকর কুণ্ডল, বক্ষে শ্রীবৎস কৌস্তভ শোভা পাইতেছে। জগজ্জননী শচীমাতা আরও দেখিলেন, তাঁহার পুত্রবধূ তাঁহার পুত্রের হৃদয়োপরি অবস্থিত। চতুর্ভুজ শংখচক্রগদাপদ্মধারী তাঁহার পুত্র এবং তাঁহার বক্ষে শ্রীবৎস কৌস্তভ, তাহার উপর সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-স্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শোভা পাইতেছেন। ইহা দেখিয়া শচীমাতা মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। তাঁহার নয়নের প্রেমাশ্রুধারায় পরিধানবস্ত্র সিক্ত হইল (২)। এই সময় শচীমাতা দেখিতেছেন সমস্ত গৃহ

(১) বিশ্বম্ভর বোলে মাতা শুনহ বচন।
নিত্যানন্দে আনি ঝাট করাহ ভোজন॥ চৈঃ ভাঃ

(২) আমার বাড়ীতে আজি গোসাঞির ভিক্ষা।
চঞ্চলতা না করিবা করাইল শিক্ষা॥
কর্ণধরি নিত্যানন্দ "বিষ্ণু বিষ্ণু" বোলে।
চঞ্চলতা করে যত পাগল সকলে॥
এবুঝিয়ে মোরে তুমি বাসহ চঞ্চল।
আপনার মত তুমি দেখহ সকল॥ চৈঃ ভাঃ

(১) বসিলেন দুই প্রভু করিতে ভোজন।
কৌশল্যার ঘরে যেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
এই মত দুই প্রভু করয়ে ভোজন।
সেই ভাবে সেই প্রেমে সেই দুই জন॥ চৈঃ ভাঃ

(২) আই পরিবেশন করে পরম সন্তোষে।
ত্রিভাগ হইল ভিক্ষা দুই জন হাসে॥
আর বার আসি আই দুই জন দেখে।
বৎসর পাঁচের শিশু যেন পরত্যেখে॥
কৃষ্ণ শুক্ল বর্ণ দেখে দুই মনোহর।
দুই জন চতুর্ভুজ দুই দিগম্বর॥
শংখ চক্র গদা পদ্ম শ্রীহল মূষল।
শ্রীবৎস কৌস্তভ দেখে মকর কুণ্ডল॥

যেন অন্নময় হইল। গৃহের ভিতর অপূর্ব্ব জ্যোতি বিকীর্ণ হইল।

জননীর মূর্চ্ছা দেখিয়া প্রভু তাঁহার ঐশ্বর্য্যভাব সম্বরণ করিলেন। তিনি তাঁহার স্নেহময়ী জননীকে ভূমিতল হইতে ক্রোড়ে তুলিয়া সপ্রেম বচনে কহিলেন—

উঠ উঠ মাতা তুমি স্থির কর চিত।
কেন বা পড়িলা পৃথিবীতে আচম্বিত॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভুর শ্রীকরস্পর্শে শচীমাতার বাহ্যজ্ঞান হইল। তিনি শশব্যস্তে উঠিয়া বসন সম্বরণ করিয়া কেশ বান্ধিলেন। তাঁহার মুখে বাক্য নাই, গৃহ মধ্যে বসিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। এক একবার মহা দীর্ঘশ্বাস নিক্ষেপ করেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর কাঁপিতেছে, প্রেমানন্দরসে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ, কোনদিকে তাঁহার লক্ষ্য নাই। তাঁহার দৃষ্টি কেবল পুত্রের চন্দ্রবদনের প্রতি। মুখে কোন কথা নাই। তিনি পুত্রের চন্দ্রবদনের প্রতি চাহিয়া আছেন; প্রভু জননীর সম্মুখে লজ্জাবনতমুখে বসিয়া আছেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু গৃহের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন। তিনি প্রেমবিহ্বলভাবে মাতা ও পুত্রের লীলারঙ্গ দেখিতেছেন। মাতাপুত্রে কোন কথাই হইল না।

প্রভুর এই অপূর্ব্ব এবং অলৌকিক লীলারঙ্গ-কাহিনীটি নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ। পূর্ব্বে প্রভু তাঁহার জননীকে বলিয়াছেন যে তাঁহার বধূ ঠাকুরের নৈবেদ্য ও ভোগের সামগ্রী চুরি করিয়া খান, এরূপ তাঁহার সন্দেহ ছিল। শচিমাতা গৌর-নিতাই দুই ভ্রাতাকে একত্রে ভোজন করাইতেছেন। দুই ভোজন পাত্রে খাদ্য সামগ্রী সজ্জিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি দেখিলেন উহা ত্রিভাগ হইল। তাহার পর পুনরায় দেখিলেন পুত্রের বক্ষঃস্থলে তাঁহার লক্ষ্মী বধূ বিরাজ করি-তেছেন। এই যে "ত্রিভাগ" কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে ইহারও মর্ম্ম আছে। শচীমাতা লক্ষ্মীর ভোগ বাড়েন নাই। নারায়ণের ভোগ বাড়িয়াছেন সেই সঙ্গে অনন্তদেবের ভোগ বাড়িয়াছেন। প্রভু শচী-গৃহে লক্ষ্মীনারায়ণরূপে প্রভু যুগলবিলাস করিতেছেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী। তাঁহার তত্ত্ব পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি সাক্ষাৎ ভক্তিদেবী। শ্রীগৌরভগবানের তিনি পূর্ণ শক্তি। ভগ-বত-শক্তিই ভক্তিস্বরূপিনী। ভক্ত বা ভক্তিপূজা সর্ব্বাগ্রে। অগ্রে শ্রীরাধা, পরে শ্রীকৃষ্ণভগবান; অগ্রে লক্ষ্মী, পরে নারা-য়ণ, এইভাবে চিরদিন শ্রীভগবান ভক্তের সম্মান বাড়াইয়া আসিতেছেন। শচীমাতা বাৎসল্য রসাশ্রিতা প্রেমময়ী গৌরাঙ্গজননী। চতুরচূড়ামণি শ্রীগৌরভগবানের ঐশ্বর্য্য ভাব তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াও বিশ্বাস করেন না। প্রভু জননীকে তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখাইলেন। ভোগের সামগ্রী ত্রিভাগ করিয়া জননীকে বুঝাইয়া দিলেন "মদ্ভক্তপূজাভ্য-ধিকা"। মায়ামুগ্ধ জননীর মায়ার ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলেন। শচীমাতা তাঁহার পুত্রের হৃদয় মধ্যে বধূকে দেখিলেন। ইহাতে প্রভু জননীকে বুঝাইলেন গৌর-বক্ষবিলাসিনী ভক্তিস্বরূপিনী শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত,—তিনি ভক্তগোষ্ঠীশিরোমণি। অতএব তাঁহার স্থান প্রভুর হৃদয়ের উপরে,—তাঁহার পূজা অগ্রে। শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়াতত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই প্রভু এই লীলারঙ্গটি করিলেন। এ সকল বেদগোপ্য কথা। অধিকারী গৌরভক্ত ভিন্ন এ সকল কথার মর্ম্ম কেহ বুঝিতে পারিবেন না। প্রভুর কৃপাদৃষ্টি হইলে এই সকল নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। সাধ করিয়া কি পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অগাধ গম্ভীর।
প্রবেশ করিতে নারি স্পর্শি রহি তীর।

ভাগ্যবান্ ঈশান প্রভুর বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য। তিনি সর্ব্বকাল শ্রীগৌরাঙ্গগোষ্ঠির সেবা করিয়া আসিতেছেন। প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর শোকসন্তপ্তা শচীমাতা ও বিরহ-বিধুরা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সেবাকার্য্যে পরম সুকৃতিবান্ ঈশান জীবন অতিবাহিত করেন। প্রভুকে তিনি ক্রোড়ে

আপনার বধূ দেখে পুত্রের হৃদয়ে।
সকৃৎ দেখিয়া আর দেখিতে না পারে॥
পড়িলা মূর্চ্ছিত হৈয়া পৃথিবীর তলে।
তিতিল বসন সব নয়নের জলে॥ চৈঃ ভাঃ

করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাগ্যের অবধি নাই। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

সেবিলেন সর্ব্বকাল আইরে ঈশান।
চতুর্দ্দশ লোকমধ্যে মহাভাগ্যবান॥

পূর্ব্বে বলিয়াছি, শচীমাতা দেখিলেন, ভোজন-গৃহ অন্নময় হইল। শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ আচমন করিয়া বাহিরে আসিলে ভাগ্যবান ঈশান গিয়া প্রভুর শেষ ভোজনলীলা দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন প্রকৃতই গৃহ অন্নময় হইয়াছে। তিনি পরম ভক্তিভরে গৃহদ্বারে প্রণাম করিয়া সমস্ত প্রসাদান্ন খুঁটিয়া প্রসাদ পাইলেন। তাহার পর গৃহ পরিষ্কৃত করিলেন (১)।

ঈশান! তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণিপাত। তোমার তুল্য মহাভাগ্যবান পুরুষ চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে আর কেহ নাই। তুমি আমার প্রভুর নিত্যদাস। তুমি কৃপা করিলে, তবে প্রভু কৃপা করিবেন, এ কথা নিশ্চিত। অন্তরঙ্গ ভগবদ্দাসানুগ্রহবলেই ভগবতকৃপা লাভ হয়, শ্রীভগবানের সহিত পরিচিত হওয়া যায়। তুমি প্রভুর অতিশয় প্রিয়তম ও বিশ্বাসী পুরাতন ভৃত্য; তুমি প্রভুর চিহ্নিত দাস, নিত্য পরিকর ও পার্ষদগণের মধ্যে তোমার স্থান। আমি অতি দীনহীন অকৃতী জীবাধম। আমি তোমার চরণে শরণ লইলাম। তোমার মত মহাজনই আমার মত হতভাগ্যের শ্রীগৌরাঙ্গভজনের প্রধান সহায় ও পথপ্রদর্শক। এই জীবাধমের প্রতি, তুমি একটিবার কৃপানয়নে চাও। তুমি প্রভুভক্ত,—তুমি প্রভুর বাড়ীর অন্দর মহলের সকল খবর রাখ; শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর তুমি কৃপাপাত্র। তুমি কৃপা করিলেই আমার মনোভীষ্ট পূর্ণ হইবে, আমার শ্রীগৌরাঙ্গভজনে অধিকার হইবে। এ জীবাধমকে তোমার কৃপা করিতেই হইবে। তুমি নিশ্চয় জানিও সে তোমার চরণ ছাড়িবে না। তুমি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দাস, তোমার কৃপায় কলিহত জীব শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াযুগল উপাসনায় অধিকারী হয়। তুমি কৃপা করিয়া একটিবার কলিহত জীবের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত কর। তোমার জয় হউক।

যথারাগ।

জয় জয় শ্রীঈশান শ্রীগৌরাঙ্গদাস।
গৌরাঙ্গমন্দিরে যাঁর চিরদিন বাস॥
জগন্নাথ শচীমাতা যাঁরে করেন স্নেহ।
গৌরগোষ্ঠীর পদে যিঁহো বিকাইল দেহ।
গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীচরণ-রেণু।
যাঁহার দেহের হয় অণুপরমাণু॥
শ্রীগৌরাঙ্গপাদোদক যিঁহো পান নিতি।
তাঁহার চরণে মোর কোটি কোটি নতি॥
চতুর্দ্দশ লোক মধ্যে মহা ভাগ্যবান।
দাস হরিদাসে তুমি কর পরিত্রাণ॥

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

—:**:—

আত্মপ্রকাশের পর
নদীয়ায় প্রভুর অলৌকিক লীলারঙ্গ।

—:*:—

অলৌকিক লীলায় যার না হয় বিশ্বাস।
ইহলোক পরলোক তার হয় নাশ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

সংকীর্ত্তন-যজ্ঞেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু যুগধর্ম্ম হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে নদীয়ায় আত্মপ্রকাশের পর কয়েকটি অলৌকিক লীলারঙ্গ করিয়াছিলেন। এই অধ্যায়ে সেই সকল অলৌকিক লীলাকাহিনী বর্ণিত হইবে। শ্রীভগবানের অলৌকিক লীলারঙ্গ তাঁহার ঐশ্বর্য্যের পরিচয়। যিনি শ্রীভগবানের অবতার বিশ্বাস করেন, তিনি তাঁহার অলৌকিক লীলাকাহিনীও ভক্তিপূর্ব্বক বিশ্বাস করিবেন। শ্রীভগবানের অবতারে যাঁহার বিশ্বাস নাই, তাঁহার মত দুর্ভাগা জগতে আর কেহ নাই। এ সকল অলৌকিক নিগূঢ় লীলাকথায় শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতীত সকলের

(১) ঈশান করিল সব গৃহ উপস্কার।
বত ছিল অবশেষ সকল তাহার। চৈঃ ভাঃ

বিশ্বাস হয় না। তর্ক ও বিচারে ইহার মর্ম্ম বুঝা যায় না। তাই পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

অলৌকিক লীলা হয় পরম নিগূঢ়।
বিশ্বাসে পাইবে তর্কে হয় বহুদূর ॥

প্রভু একদিন শ্রীবাসঅঙ্গনে ভক্তবৃন্দসহ হরিনাম-সংকীর্ত্তনরঙ্গে উন্মত্ত হইয়া—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥"

এই পৌরাণিক শ্লোকের অর্থ করিয়া বুঝাইতেছেন (১)। ভক্তবৃন্দ ভক্তিগদগদ হইয়া প্রভুর শ্রীমুখে এই শ্লোকের অপূর্ব্ব ভক্তি-উদ্দীপক অর্থ শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। এই কয়টি কথায় যে এত নিগূঢ় অর্থ হয়, তাহা স্বপ্নেও তাঁহারা কেহ কখন ভাবেন নাই। প্রভু কহিলেন ভুবনমঙ্গল হরিনাম নামরূপী স্বয়ংভগবান। নামব্রহ্মের উপাসনা কলিহত জীবের ভবরোগের একমাত্র ঔষধ ও উপায়। নামব্রহ্ম বেদোক্ত আদিপুরুষ; সর্ব্বকাল তিনি জগতে উদয় হন না। কলিযুগে জীবের দুর্গতি দেখিয়া কৃপাপরতন্ত্র হইয়া তিনি উদয় হইয়াছেন। নামব্রহ্ম হরিনাম ব্যতীত অন্য কোন দেবদেবী কলিহত জীবকে উদ্ধার করিতে পারিবেন না। এই জন্যই "কেবল" শব্দ এই শ্লোকে ব্যবহৃত হইয়াছে। তিন বার "নাস্ত্যেব" শব্দ প্রয়োগ করার অর্থ কলিহত জীবের হরিনাম ভিন্ন যে অন্য গতি নাই, ইহা যে সর্ব্বশাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত তাহাই বুঝাইলেন। হরিনাম-সংকীর্ত্তন যুগধর্ম্ম। নামব্রহ্মের উপাসনা এবং হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন কলিহত জীবের যুগানুবর্ত্তী ভজন।

কৃতেযদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥ শ্রীমদ্ভাগবত।

যুগধর্ম্মপালক শ্রীগৌরভগবান নদীয়ার ভক্তবৃন্দকে হরিনামের মাহাত্ম্য বুঝাইলেন। হরিনামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভু স্বয়ং কীর্ত্তনরঙ্গে মাতিলেন। তিনি প্রেমাবেশে মধুর নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রেমানন্দে ভূমিতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। তাঁহার কমল নয়নদ্বয়ে অবিরল প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

নিজনাম সঙ্কীর্ত্তনে মাতল অন্তর।
ভূমিতে লোটাঞা কান্দে প্রেম পরবল ॥ চৈঃ মঃ

আচম্বিতে প্রভু উঠিয়া করতালি দিয়া ভক্তগণকে কহিলেন—

"হের দেখ আম্রবীজ আরোপিল আমি।
আমার অর্জ্জিত তরু হইল আপনি ॥" চৈঃ মঃ

ভক্তবৃন্দ দেখিলেন প্রভু একটি আম্রবীজ আঙ্গিনার মাঝে রোপন করিবামাত্র, তৎক্ষণাৎ সেই বীজ অঙ্কুরিত হইল, একটি নবীন বৃক্ষ উৎপন্ন হইল। দেখিতে দেখিতে তাহাতে শাখা প্রশাখা নির্গত হইল, নবীন মুকুল মঞ্জুরিত হইল, সুদৃশ্য আম্রফল ধরিল, ফল সুপক্ক হইল (১)। ইহা দেখিয়া সকলে বিস্ময়রসে আপ্লুত হইলেন। ক্ষণকাল মধ্যে

(১) অপবেদ্যুঃ পণ্ডিতস্য শ্রীবাসস্য পুরে বসন।
ব্যাখ্যাং চকার শ্লোকস্য বক্ষমানস্য তচ্ছৃণু।
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥
সা পুমানাদি পুরুষঃ কলাবস্ত্যেব রূপবান।
নাম স্বরূপিণং তস্য জানীহি স তু কেবলং ॥
বারত্রয়ং হরের্নাম দৃঢ়ার্থং সর্ব্বদেহিণাং।
এব কারশ্চ জীবাণাং পাপানাং নাশ হেতবে ॥
সর্ব্ব তত্ত্ব প্রকাশার্থং কেবলং মন্যতে চ হি।
প্রারব্ধ কর্ম্ম নির্ব্বাণং কথ্যতেহদ্বৈতবাদিভিঃ ॥
ভবেদিভি চ বোধার্থং কৈবল্যং কেবলং স্মৃতং।
কৃষ্ণপ্রেম রসাস্বাদ প্রাপকং করুণাময়ং ॥
তৎস্বরূপং হরের্নাম যোহন্যদেব বদেৎপুমান্।
তস্য নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরিত্যবদৎ স্বয়ং ॥
মুরারি গুপ্তের করচা।

(১) তখন কহিল সর্ব্বলোক আচম্বিত।
এখনি রুইল বীজ ভেল অঙ্কুরিত ॥
দেখিতে দেখিতে ভেল তরু মুঞ্জরিত।
হইল উত্তম শাখা অতি সুললিত ॥
দেখ দেখ সর্ব্বলোক অপরূপ আর।
মুকুলিত হৈল দেখ তরুটি আমার ॥ চৈঃ মঃ

আম্রবৃক্ষ অদৃশ্য হইল, কেবল তার ফলগুলি রহিল। এই আম্রবৃক্ষে প্রায় দুইশত পরিপক্ক আম্রফল ধরিয়াছিল, ভক্তবৃন্দের দ্বারা প্রভু সেই ফলগুলি পাড়াইয়া সেদিন আম্র-মহোৎসব করিলেন। প্রভু হাসিয়া ভক্তবৃন্দকে বুঝাইয়া দিলেন"তোমরা আমার মায়ার প্রভাব দেখিলে? যেপ্রকার আম্রবৃক্ষে ফল সৃষ্টি হইল, তাহা সকলি অদৃশ্য হইল, কেবল ফলগুলি রহিল। তোমরা ইহার অর্থ বুঝিলে? প্রেমধন ব্যতীত জগতে সকলি অনিত্য বস্তু। প্রেমধন শ্রীভগবান-দত্ত নিত্য বস্তু। এই অনিত্য সংসারের সকলি চলিয়া যায়, প্রেমধন থাকে। উহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতে হয়"(১)। এই যে আম্র মহোৎসব প্রভু করিলেন, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের ভোগ হইল, বৈষ্ণব সেবা হইল। ভক্তগণ প্রভুর উপদেশের তাৎপর্য্য অনুভব করিয়া আনন্দে গদগদ হইয়া,তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন। প্রভুর এই অলৌকিক লীলারঙ্গ শ্রীপাদমুরারিগুপ্ত ও তাঁহার করচায় লিখিয়াছেন (২)।

প্রভুর এই আম্র-মহোৎসব লীলা অলোকানন্দাতীরবর্ত্তী গঙ্গাবাস ও শ্রীহরিহর ক্ষেত্রের সন্নিকট আম্রঘট্ট, আধুনিক আমঘাটা গ্রামে প্রকটিত হয়, এইরূপ কিম্বদন্তী আছে। কীর্ত্তনশ্রান্ত ভক্তদিগকে তিনি এই স্থানে আম্র-মহোৎসবে অসময়ে পক্কাম্রফল ভোজন করাইয়া তাঁহাদিগের ক্ষুধা ও শ্রম দূর করাইয়াছিলেন। এইজন্য এই স্থানের নাম আম-ঘাটা। এই গ্রামে অদ্যাবধি বহু গোপজাতি বাস করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই লীলার স্মৃতির উদ্দেশে এস্থানে আম্র-মহোৎসবের অনুষ্ঠান হয় না। এই পুণ্য স্থানটি গোদ্রুমদ্বীপের অন্তর্গত, মায়াপুর ধামের নিকট। প্রভুর দ্বিতীয় অলৌকিক লীলাকাহিনীটি নিম্নে বর্ণিত হইল।

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত। তিনি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। নবদ্বীপে তাঁহার বাস। শ্রীবাসঅঙ্গনে একদিন প্রভু তাঁহার ভিক্ষার ঝুলি হইতে চাউল কাড়িয়া খাইয়া-ছিলেন। এই তণ্ডুলভোজন লীলারঙ্গকাহিনী পরে বিস্তারিত বর্ণিত হইবে। এই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের প্রতি প্রভুর অতিশয় কৃপা ছিল। একদিন প্রভু তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন—

"তোর অন্ন খাইতে আমার ইচ্ছা বড়।
কিছু ভয় না করিহ বলিলাঙ দৃঢ়॥" চৈঃ ভাঃ

ভিক্ষুক দরিদ্র ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর প্রভুর এই কথা শুনিয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া দীনভাবে করযোড়ে নিবেদন করিলেন—

"ভিক্ষুক অধম মুঞি পাপিষ্ঠ গর্হিত।
তুমি ধর্ম্ম সনাতন মুঞি সে পতিত॥
মোরে কোথা দিবে প্রভু চরণের ছায়া।
কীট তুল্য নহোঁ মোরে এত বড় মায়া॥ চৈঃ ভাঃ

এই কথা বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণ কান্দিয়া ফেলিলেন। প্রভুর কৃপার কথা মনে করিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রেমানন্দের আবেগ উঠিল। ভক্তবৎসল প্রভু ভক্তের মনভাব বুঝিয়া কহিলেন—

———"মায়া হেন বা বাসিহ মনে।
বড় ইচ্ছা বসে মোর তোমার রন্ধনে॥
সত্বরে নৈবেদ্য গিয়া করহ বাসায়।
আজি আমি মধ্যাহ্নে যাইব সর্ব্বথায়॥" চৈঃ ভাঃ

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বড়ই বিপদে পড়িলেন। প্রভু তখন নদীয়ায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে ভগবানভাবে পূজা করেন, তিনি দরিদ্র ভিখারী ব্রাহ্মণের গৃহে গিয়া ভোজন করিবেন বলিলেন, ইহা তাঁহার বড়ই

(১) মোর মায়া বলে সৃষ্টি সকল সংসার।
না বুঝি সকল লোক বোলে আপনার॥
মোর মায়া দড়ি কেবা ছিঁড়িবারে পারে।
সবে এক পথ আছে মায়া জিনিবারে॥
যত যত দেহ ধর্ম্ম কর্ম্ম করে লোকে।
সর্ব্ব কর্ম্ম আরোপন যদি করে মোকে॥ চৈঃ মঃ

(২) করতালৈর্দিশঃ প্রোচে পশ্য শৈলুষ বেষ্টিতম্।
পশ্য পশ্যাম্রবীজং মে ভূমৌ সংরোপিতং ময়া॥
পশ্য পশ্যাঙ্কুরো জাতো নিমেষেণ তরু পুনঃ।
জাতঃ পল্লবপুষ্পৌঘঃ পশ্য পশ্য ফলং পুনঃ॥

আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইল। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর মনে বড় ভয় হইল। প্রভু চলিয়া গেলে তিনি এই বিষয়ে লইয়া ভক্তবৃন্দের সহিত পরামর্শ-যুক্তি করিলেন। তাঁহারা সকলে ব্রহ্মচারী মহাশয়কে বুঝাইয়া বলিলেন—

——————"তুমি কেন কর ভয়।
সমার্থে ঈশ্বরে কেহো কভু ভিন্ন নয়॥
বিশেষে যে জন তানে সর্ব্বভাবে ভজে।
সর্ব্বকাল তান অন্ন আপনেই খোঁজে॥
আপনে শূদ্রার পুত্র বিদুরের স্থানে।
অন্ন মাগি খাইলেন স্বভাব কারণে॥
ভক্ত স্থানে মাগি খায় প্রভুর স্বভাব।
দেহ গিয়া তুমি বড় করি অনুরাগ॥
তথাপিহ তুমি যদি ভয় বাস মনে।
আলগ করিয়া তুমি করিহ রন্ধনে॥ চৈঃ ভাঃ

ভক্তবৃন্দের কথায় আশ্বাস পাইয়া শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী গৃহে গিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া সদাচারে পাক চড়াইলেন। তাঁহার সম্বল ভিক্ষার মোটা চাউল মাত্র,আর এক খানি গর্ভ থোড়। জল উত্তপ্ত হইলে তিনি পাকপাত্রে তণ্ডুল ও গর্ভ থোড়খানি আলগোছে ছাড়িয়া দিয়া "জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী" বলিয়া প্রভুর চরণ স্মরণ করিয়া কীর্ত্তনের সুর ধরিলেন। অমনি সেই পাকপাত্রে লক্ষ্মীস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর শুভদৃষ্টি পতিত হইল। পাকপাত্রস্থ অন্ন অমনি অমৃতে পরিণত হইল (১)। ইতিমধ্যে শচীনন্দন গঙ্গাস্নান করিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এবং কয়েক জন অন্তরঙ্গ ভক্তসঙ্গে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রভু স্বহস্তে অন্ন নামাইলেন। ভক্তের ভগবান ভক্তের মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন, ইহা দেখিয়া শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী আনন্দে গদ গদ হইয়া প্রভুর নিকটে করযোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। গঙ্গার তীরে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহ। প্রভু গঙ্গাদর্শন করিতে করিতে পরমানন্দে ঠাকুরের ভোগ দিলেন। ভোগ শেষ হইলে ভক্তবৎসল প্রভু ভোজনে বসিলেন। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী করযোড়ে দাঁড়াইয়া আছেন। ভক্তবৃন্দ নয়ন ভরিয়া প্রভুর এই আনন্দ-ভোজন-বিলাস দর্শন করিতে লাগিলেন (২)।

ভোজন করিতে করিতে তিনি শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—

————"জন্ম যাবত আমার।
এমন অন্নের স্বাদু নাহি পাই আর॥
কিবা গর্ভ থোড় না পারি বলিতে।
আলগোছে এমত বা রান্ধিলা কেমতে॥
তুমি হেন জন যে আমার বন্ধুকুল।
তুমি সব লাগি সে আমার আদি মূল॥" চৈঃ ভাঃ

প্রভুর শ্রীমুখে তাঁহার অপার কৃপার কথা শুনিয়া শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী এবং উপস্থিত ভক্তবৃন্দ কান্দিয়া আকুল হইলেন। প্রভু প্রেমানন্দে পুনঃ পুনঃ ঐকথা বলেন আর মনের সাধে ভোজন করেন। ভক্তবৃন্দ নয়ন ভরিয়া প্রভুর ভোজনবিলাস দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী স্বহস্তে প্রভুর তাম্বুলসেবা করিলেন। শচীনন্দন কিছুক্ষণ ভক্তগণ সঙ্গে কৃষ্ণকথা কহিয়া শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে সেদিন বিশ্রাম করিলেন। দরিদ্র ভিখারী ব্রাহ্মণ ভক্তবৃন্দসহ প্রভুর পাত্রশেষ প্রসাদ পাইয়া জন্ম সার্থক করিলেন। শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

যে প্রসাদ পায়েন ভিক্ষুক শুক্লাম্বর।
দেখুক অভক্ত সব পাপী কোটীশ্বর॥
ধনে জনে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই।
ভক্তিরসে বশ প্রভু চারিবেদে গাই॥

প্রভু শয়ন করিলে ভক্তবৃন্দ তাঁহার শ্রীচরণতলে সেখানে শয়ন করিলেন। তাহার মধ্যে কায়স্থ কুলতিলক বিজয় নামক প্রভুর একটী ভক্তও আছেন। বিজয়ের

(১) সেইক্ষণে ভক্ত অন্নে রমা জগন্মাতা।
দৃষ্টিপাত করিলেন মহা পতিব্রতা॥ চৈঃ ভাঃ

(২) —"হাসি বলিলেন প্রভু আনন্দ ভোজনে।
নয়ন ভরিয়া দেখে সর্ব্ব ভৃত্যগণে"॥ চৈঃ ভাঃ

বাস নবদ্বীপে। তাঁহার মত আখরিয়া অর্থাৎ পুঁথি লেখক নদীয়ার মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না (১)। এই ভাগ্যবান বিজয় প্রভুর অনেক পুঁথি লিখিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীগৌর-ভগবানের তিনি বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন। সকলে নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময়ে শ্রীগৌরভগবান তাঁহার শ্রীহস্ত বিজয়ের বক্ষের উপর দিলেন ;—ভাগ্যবান বিজয় তৎক্ষণাৎ কি দেখিলেন শুন্থন—

হেম স্তম্ভ প্রায় হস্ত দীর্ঘ সুবলন।
পরিপূর্ণ দেখে তঁহি রত্ন আভরণ॥
শ্রীরত্ন মুদ্রিকা যত অঙ্গুলীর মূলে।
না জানি কি কোটী সূর্য্য চন্দ্রমণি জলে॥
আব্রহ্ম পর্য্যন্ত সব দেখে জ্যোতির্ম্ময়।
হস্ত দেখি পরানন্দ হইল বিজয়॥ চৈঃ ভাঃ

বিজয় প্রভুর এই অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যভাব দেখিয়া প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া যেমন উঠিয়া কাহাকেও ডাকিবার চেষ্টা করিলেন (২), প্রভু অমনি তাঁহার মুখে শ্রীহস্ত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া মধুর স্বরে হাসিয়া বলিলেন—

———"যত দিন মুঞি থাকোঁ এথা।
তাবৎ কাহারে পাছে কহ এই কথা॥" চৈঃ ভাঃ

বিজয় প্রেমানন্দে আত্মহারা। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই। প্রভুর শ্রীকরস্পর্শে তিনি চেতনা পাইলেন বটে, কিন্তু কোন কথাই কহিতে পারিলেন না! তিনি প্রেমানন্দে কেবল হুঙ্কারগর্জ্জন করিতেছেন। প্রভু ইহা দেখিয়া কেবল হাসিতেছেন। বিজয়ের হুঙ্কারগর্জ্জন শব্দে ভক্তবৃন্দ জাগিয়া উঠিলেন। সকলেই বিজয়ের অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে ধরিতে গেলেন, কিন্তু ধরিতে পারিলেন না। বিজয় প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া হুঙ্কারগর্জ্জন ও উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন। ইহা দেখিয়া ভক্তবৃন্দ বুঝিলেন প্রভু তাঁহাকে কৃপা করিয়া কিছু বিভূতি দেখাইয়াছেন। বিজয়ের প্রতি প্রভুর কৃপা দেখিয়া তাঁহারা প্রেমানন্দে কান্দিতে লাগিলেন। ভাগ্যবান বিজয় পরমানন্দলাভে উন্মত্ত হইয়াছেন, তিনি আনন্দস্বরূপ হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন (১)। চতুর চূড়ামণি প্রভুই তখন সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন "অকস্মাৎ বিজয়ের এত হুংকার গর্জ্জন কেন? ইহার কি হইল?" ভক্তবৃন্দ প্রভুর শ্রীমুখের প্রতি চাহিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। তাঁহাদের মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। রঙ্গিয়া প্রভু তখন নিজেই বলিলেন—

———"জানিলাঙ গঙ্গার প্রভাব।
বিজয়ের বিশেষ গঙ্গায় অনুরাগ॥
নহে শুক্লাম্বর গৃহে দেব অধিষ্ঠান।
কিবা দেখিলেন ইহা কৃষ্ণ সে প্রমাণ॥ চৈঃ ভাঃ

এই কথা বলিয়া শ্রীগৌরভগবান বিজয়ের অঙ্গে পুনরায় শ্রীহস্ত স্পর্শ মাত্র তাঁহার চেতনা হইল। অতি কষ্টে তিনি উঠিলেন বটে, কিন্তু জড়প্রায় হইয়া রহিলেন।

"উঠিয়াও বিজয় হইলা জড়প্রায়।"

প্রভুর কৃপায় তিনি ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইলেন। আহার, নিদ্রা, দেহ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সাতদিন পর্য্যন্ত বিজয় সর্ব্ব-নদীয়ায় উন্মাদের ন্যায় পরিভ্রমণ করিলেন। লোকে ইহার কারণ কেহ কিছু বুঝিতে পারিল না। ভক্তবৃন্দ বুঝিলেন বিজয় প্রভুর কোনরূপ ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া এইরূপ প্রেমোন্মত্ত হইয়াছেন। কিছুদিন পরে বিজয় প্রকৃতিস্থ হইলেন (২)। জ্যোতির্ম্ময় দিব্য তেজপূর্ণ শ্রীভগবানের

---

(১) নবদ্বীপে হেন মত্তে নাহি আখরিয়া।
প্রভুরে অনেক পুঁথি দিয়াছে লিখিয়া॥
"আখরিয়া" বিজয় করিয়া সভে ঘোষে।
মর্ম্ম নাহি জানে লোক ভক্তিহীন দোষে" ॥ চৈঃ ভাঃ

(২) বিজয় উদ্যোগ মাত্র করিলা ডাকিতে।
শ্রীহস্ত দিলেন প্রভু তাহার মুখেতে॥ চৈঃ ভাঃ

(১) ভক্ত সব বুঝিলেন বিভব দর্শন।
সর্ব্বগণ লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥
ক্ষণেক্ষণে উন্মাদ করিলা মহাশয়।
শেষে হৈলা পরানন্দ মূর্চ্ছিত তন্ময়॥ চৈঃ ভাঃ

(২) উঠিয়াও বিজয় হইলা জড় প্রায়।
সপ্তদিন ভ্রমিলেন সর্ব্ব নদীয়ায়॥
না আহার না নিদ্রা রহিত দেহধর্ম্ম।
ভ্রমেণ বিজয় কেহ নাহি জানে মর্ম্ম॥ চৈঃ ভাঃ

ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি দর্শনে দুর্ব্বল জীব স্থির থাকিতে পারে না। লোকে বলে ধ্যান ধারণা দ্বারা শ্রীভগবানের বিভূতিময় শ্রীমূর্ত্তির দর্শনলাভ হয়। ইহার অর্থ বুঝিবার শক্তি অধম গ্রন্থকারের নাই। বিজয়ের যে দশা হইল যোগীঋষিদিগেরও যে সেই দশা হইবেক ইহাতে সন্দেহ নাই। এই লীলা-রঙ্গছলে প্রভু দেখাইলেন শ্রীভগবানের তেজঃদর্শন করা দুর্ব্বল জীবের সাধ্য নহে। তাঁহার ঐশ্বর্য্যময় লীলারঙ্গ জীবের দর্শনীয় নহে; তাঁহার মধুর নরলীলাই সর্ব্বোত্তম এবং এই লীলারসই জীবের আস্বাদনীয়, অনুশীলনীয় ও উপভোগ্য। শ্রীভগবান যখন নরবপু ধারণ করিয়া ধরা-ধামে অবতীর্ণ হন, তাঁহার অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ জীব স্বচক্ষে দর্শন করে,—তাঁহার মধুর কথা তাঁহারা স্বকর্ণে শ্রবণ করে,—তাঁহার ভুবনমোহন মধুর মূর্ত্তি প্রাকৃত চক্ষে দর্শন করিয়া তাহারা জ্ঞান বুদ্ধিহারা হইয়া জড়প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় না। শ্রীভগবানের সহিত তাঁহার মধুর ও সর্ব্বোত্তম নরলীলা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া জীব তাঁহার সহিত প্রেম-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া নির্ম্মল আনন্দরস সম্ভোগ করে। শ্রীভগ-বানের ঐশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীমূর্ত্তির সহিত, তাঁহার তেজময় জ্যোতিপূর্ণ শ্রীবিগ্রহের সহিত জীবের ঘনিষ্ট ও আত্মীয় সম্বন্ধ হইতে পারে না বলিয়াই, সর্ব্বমঙ্গলময় জীববন্ধু শ্রীভগবানের নরবপু গ্রহণ করিয়া ভূতলে অবতাররূপে আবির্ভাব। অবতারতত্ত্বের এই মূল কারণ যাঁহারা ভাল করিয়া বুঝিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যভাবে মুগ্ধ নহেন। তাঁহারা শ্রীভগবানকে ঐশ্বর্য্য-ভাবে ভজন করেন না। শ্রীভগবানের মাধুর্য্য লীলা-রসে তাঁহারা চিরদিন মগ্ন থাকিয়া মাধুর্য্যভাবে তাঁহাকে ভজন করিয়া ভক্তোত্তম পদ প্রাপ্ত হন। প্রেম পঞ্চম পুরুষার্থ। শ্রীভগবানকে প্রেমচক্ষে দর্শন, প্রেমভাবে পূজন, প্রেমভক্তি দ্বারা আবাহন, ভগবত-প্রেমিক রসিকভক্তের সাধনাঙ্গ। তাঁহার ঐশ্বর্য্য দর্শন, তাঁহার নিকট ঐশ্বর্য্য ভিক্ষা, প্রেমভক্তিযাজক রসিকভক্তের লক্ষণ নহে। শ্রীভগবান চতুর শিরোমণি। প্রেমধন তাঁহার "নিজ গুপ্ত বিত্ত"। এ সম্পত্তি তিনি সহজে কাহাকেও দিতে চাহেন না। ঐশ্বর্য্যের মোহ দেখাইয়া তিনি বহুপ্রকারে তাঁহার ভক্তবৃন্দকে ভুলাইতে চেষ্টা করেন। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য দর্শন দুর্ব্বল জীবের পক্ষে হিতকর বলিয়া বোধ হয় না, কারণ দুর্ব্বল জীব শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বিমোহিত হইয়া মূল তত্ত্ব হারাইয়া ফেলে। চতুরচূড়ামণির চাতুরী জালে পতিত হইয়া অবোধ জীব তাঁহার নিকট ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করে। ঐশ্বর্য্য পাইলেই তাহারা তাঁহাকে ভুলিয়া যায়। শ্রীভগবান অতিশয় কৃপাবান, পরম দয়ালু। যে যাহা চায়, তিনি তাহাকে তাহাই দেন। তাঁহার প্রিয়তম অন্তরঙ্গ ভক্ত বিজয় তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ভুলিলেন না, প্রভুর নিকট কিছু চাহিলেন না, কেবল মাত্র আনন্দে উন্মত্ত হইয়া সর্ব্ব নদীয়ায় নৃত্য করিয়া বেড়াইলেন। প্রভুর ঐশ্বর্য্য দেখিলে দাসের মনে বড় আনন্দ হয়, কিন্তু সে ঐশ্বর্য্যের ভাগ লইতে কখনও ইচ্ছা করে না। যে দাস প্রভুর ঐশ্বর্য্যের অংশ প্রার্থনা করে, সে উত্তম দাস নহে। প্রভুভক্ত দাস প্রভুর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন। সৌভাগ্যবান বিজয় প্রভুর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। প্রভুর ঐশ্বর্য্য-গৌরবে তিনি গৌরবান্বিত মনে করিলেন। ইহাই প্রকৃত দাসের কার্য্য। এই লীলারঙ্গ-কাহিনীটির ফলশ্রুতি শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

বিজয়ের কৃপা শুক্লাম্বরান্ন ভোজন।
ইহার শ্রবণে মাত্র মিলে প্রেমধন॥

প্রভু বিজয়ের নাম রাখিলেন "রত্নবাহু বিজয়"। এই নামে তিনি গৌরাঙ্গলীলায় বিখ্যাত। তাঁহার চরণে কোটি নমস্কার। লীলারসবিগ্রহ শ্রীগৌরভগবানের আর একটি অলৌকিক লীলা কাহিনী শুনুন—

শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহে এক যবন দরজী কাপড় সেলাই করিত। শ্রীবাসঅঙ্গনে প্রভু নিত্য গমন করিতেন। ভাগ্যবান যবন নিত্যই তাঁহার চরণ দর্শনলাভে কৃতার্থ হইত। যবন দরজী ভক্ত প্রধান শ্রীবাসপণ্ডিতের বাড়ীর কাজ করে, অতএব সে প্রভুর প্রিয়। ভক্তের দাস প্রভুর

নিজ দাস অপেক্ষাও প্রিয়। শ্রীভগবানের ইহা স্বমুখ নিঃসৃত বাণী।

মম ভক্তাহি যে পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা প্রেমেভক্ততমাঃ মতাঃ॥ গীতা।

অর্থ। শ্রীকৃষ্ণভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—যে আমাকে ভজনা করে অথচ আমার ভক্তকে ভজনা করে না, সে কখনই আমার ভক্তপদ বাচ্য নহে। কিন্তু যে আমার ভক্তবৃন্দের ভক্ত এবং তাঁহাদের সেবায় নিরত সেই আমার প্রকৃত ও শ্রেষ্ঠ ভক্ত জানিবে।

যবন দরজী শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহে কার্য্য করিত,—এই গুণেই সে প্রভুর কৃপাপাত্র হইল। প্রভু একদিন এই যবন দরজীকে তাঁহার কিছু বিভূতি দেখাইলেন। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবানের স্বরূপ দেখাইলেন। কদাচারী ম্লেচ্ছ শ্রীবাসপণ্ডিতের অনুগ্রহে প্রভুর ঐশ্বর্য্যরূপ দেখিয়া সর্ব্ব নদীয়ার পথেপথে"দেখিলাম দেখিলাম"বলিয়া উর্দ্ধবাহু হইয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। কি দেখিল সে কাহাকেও কিছু বলিল না। কিন্তু দুই বাহু উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া প্রেমভরে উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতে লাগিল কদাচারী যবন পরম বৈষ্ণব হইল, তাহার আর যবনত্ব রহিল না। প্রভুর কৃপায় সে মুসলমান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব হইয়া নবদ্বীপে ভক্তসেবায় ব্রতী হইল।

শ্রীবাসের বস্ত্র সিয়ে দরজী যবন।
প্রভু তারে করাইল নিজ রূপ দর্শন॥
"দেখিলুঁ দেখিলুঁ" বলি হইল পাগল।
প্রেমে নৃত্য ক'রে হৈল বৈষ্ণব আগল॥ চৈঃ চঃ

এইরূপ অপূর্ব্ব অহৈতুকী ভগবতকৃপার কথা কেহ কখন শুনিয়াছেন কি? এই লীলারঙ্গটি প্রকট করিয়া ভক্তবৎসল প্রভু আমার ভক্তমহিমা জগতে প্রচার করিলেন। তিনি কলির জীবকে দেখাইলেন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ও তাঁহার সেবা করিলে পরম দয়াল প্রভু আমার তাঁহাকে শিববিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত উচ্চপদ দান করেন। এই ভাগ্যবান যবন দরজী ভক্তচূড়ামণি শ্রীবাসপণ্ডিতের দাসত্ব করিয়া যে পরম বস্তু লাভ করিল, পরমশুদ্ধাচারী ধ্যানধারণারত যোগী ঋষিগণ অনন্তকাল যোগযাগ ও ধ্যানধারণা করিয়াও তাহা প্রাপ্ত হন নাই।

প্রভুর আর একটি অলৌকিক লীলা কাহিনী বলিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব।

একদিন গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভক্তবৃন্দ শ্রীবাস-অঙ্গনে সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, এমন সময়ে আকাশমার্গ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। ইহা দেখিয়া ভক্তবৃন্দের মনে যুগপৎ ভয় ও দুঃখের উদ্রেক হইল। কারণ ইহাতে কীর্ত্তনের বিঘ্ন হইবে। ভক্তদুঃখ দূর করিতে শ্রীগৌরভগবান সতত তৎপর। তিনি ভক্তবৃন্দকে নির্ভয় প্রদান করিয়া একযোড়া মন্দিরা হস্তে বাহিরে বহির্গত হইলেন। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের প্রতি শুভ উর্দ্ধদৃষ্টিপাত করিয়া প্রভু মন্দিরা বাজাইয়া প্রেমানন্দে মধুর কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই মেঘজাল দূর হইয়া আকাশদেশ পরিষ্কার হইল। ভক্তবৃন্দের আনন্দের আর অবধি রহিল না। শুভকীর্ত্তন আরম্ভ হইল (১)। প্রভুর এই অলৌকিক লীলারঙ্গ দেখিয়া নদীয়াবাসী ভক্তবৃন্দ বিস্মিত হইয়া তাঁহার বদনচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চরণকমলে শিরলুণ্ঠিত করিলেন। আত্মপ্রকাশের সময় কিছু কিছু ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন প্রয়োজনবোধে, শ্রীগৌরভগবান এই সময়ে কাহাকেও চতুর্ভুজমূর্ত্তি কাহাকেও ষড়ভুজমূর্ত্তি দর্শন করাইয়া তাঁহার ভগবত্তা প্রচার করিয়াছিলেন (২)।

(১) কদাচিদাবৃতে ব্যোম্নি ঘনৈর্গম্ভীর নিস্বনৈঃ।
বিদ্যোতিতে তড়িত্তাবৎ সাকং চ স্তনয়িত্নুভিঃ॥
বৈষ্ণবা দুঃখিতাঃ সর্ব্বে বিঘ্নোঽয়ং সমুপস্থিতঃ।
মেঘা হরেঃ কীর্ত্তনকেঽভবংশ্চিন্তাপরা ইতি॥

তদা তস্মিন্ সমায়াতো গৃহীত্বা মন্দিরাং হরিঃ।
স্বরান্ কুর্ত্তার্থয়ন্ কৃষ্ণং জগৌ স স্বজনৈঃ সহ॥
ততো মরুদ্ভির্মেঘৌঘাঃ খণ্ডিতাস্তে দিগন্তরং।
ভেজু র্বভুব বিমলং নভশ্চন্দ্রাংশু রঞ্জিতং॥

মুরারির কড়চা।

(২) নিরন্তর সভার মন্দিরে প্রভু যায়।
চতুর্ভুজ ষড়ভুজাদি বিগ্রহ দেখায়॥ চৈঃ ভাঃ

যাঁহাকেই প্রভু কৃপা করিয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করাইয়াছিলেন, তাঁহাকেই উহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কারণ তিনি কলির প্রচ্ছন্ন অবতার।

প্রভুর অনেক অলৌকিক লীলা-কাহিনী আছে। তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। শ্রীভগবানের অলৌকিক লীলার নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে। তাঁহার ভক্তগণকেও কখন কখন অলৌকিক কার্য্য করিতে দেখা যায়। প্রভুর কৃপায় তাঁহারাও ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনে সম্পূর্ণ সক্ষম। গৌরভক্তবৃন্দ কিন্তু সহজে ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করেন না। দীন হীন করঙ্গ-কন্থা কৌপীনধারী বৈষ্ণব-বিগ্রহবৃন্দ, এক একজন শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর কৃপাবলে জগত তারণের শক্তি ধারণ করেন। এক একটী গৌরভক্ত এক একটী ধ্রুব প্রহ্লাদ। গৌরভক্তবৃন্দের চরিতানুশীলন করিলে কৃপাময় পাঠকবৃন্দের মনে গৌরভক্তের মহিমা ক্রমশঃ স্ফুর্ত্তি হইবে। গৌরভক্তের সঙ্গ করিলে, শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে রতিমতি লাভ হইবে। কৃপাময় পাঠকবৃন্দ! আসুন, সকলে মিলিয়া প্রভু ও তাহার ভক্তবৃন্দের জয় গান করিয়া জীবন সার্থক করি।

জয় জয়, জগন্নাথপুত্র বিপ্ররাজ।
জয় হউ তোর যত শ্রীভক্ত-সমাজ॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

—:*:—

সংকীর্ত্তন মহারাসলীলা।

শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস।

-:*:—

আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন বিলাস।
সর্ব্ব বৈষ্ণবের হৈল শুনিয়া উল্লাস॥
শ্রীচৈতন্যভাগবত।

সঙ্কীর্ত্তন রাস-রসিক শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ যুগধর্ম্ম হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে পুণ্যধাম নদীয়ায় আত্মপ্রকাশ করিলে, তাঁহার নিত্যপার্ষদবৃন্দ যেখানে যিনি জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সেখান হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া প্রভুর সঙ্গে মিলিত হইলেন। এক্ষণে সকলেই জানিলেন প্রভু নদীয়ায় অবতার গ্রহণ করিয়াছেন (১)। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীবাস-অঙ্গনে সমবেত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে প্রভুর কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্তের নামোল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

"অনন্ত চৈতন্যভৃত্য নাম জানি কত"।

শ্রীবাস-অঙ্গন নদীয়ার প্রেমাবতার শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের রাসলীলাস্থলী। শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রাস-লীলাস্থলী এবং শ্রীনবদ্বীপস্থ শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের সঙ্কীর্ত্তন রাসলীলাস্থলী এক বস্তু,—এক তত্ত্ব। সঙ্কীর্ত্তন-লীলা ও রাসলীলা এক বস্তু,—এক তত্ত্ব। ভক্ত ও ভগবানের অবাধ এবং নিঃসঙ্কোচ মিলনস্থানের নাম রাস-লীলাস্থলী,—আর এই অপূর্ব্ব শুভমিলনের নাম মহারাস। এই মহারাসই শ্রীগৌরাঙ্গলীলার হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন-লীলা। এই হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে মহারাসলীলা কিরূপভাবে প্রকটিত হইত তাহার বিশেষ বিবরণ শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে, যথা—

উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
বিহ্বল হইয়া নৃত্য করে ভক্তগণ॥
ক্ষণেকে শ্রীগৌরচন্দ্র করিয়া হুঙ্কার।
উঠিয়া লাগিলা নৃত্য করিতে অপার॥
নিত্যানন্দ স্বরূপ উঠিলা ততক্ষণে।
নৃত্যকরে দুই প্রভু বেড়ি ভক্তগণে॥
কার গায় কেবা পড়ে কেবা কারে ধরে।
কেবা কার চরণের ধুলি লয় শিরে॥
কেবা কার গলা ধরি করয়ে রোদন।
কেবা কোন্ রূপ করে না যায় বর্ণন॥

(১) যত যত স্থানে সব পার্ষদ জন্মিলা।
অল্পে অল্পে সভে নবদ্বীপেতে আইলা।
সভে জানিলেন ঈশ্বরের অবতার।
আনন্দ স্বরূপ চিত্ত হইল সভার॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভু করিয়াও কারো কিছু ভয় নাঞি।
প্রভু ভৃত্য সকলে নাচয়ে এক ঠাঁঞি॥

পূর্ব্বলীলায় ব্রজগোপিনীবৃন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ অবাধ ও নিঃসঙ্কোচ সংমিশ্রণ ও মিলন হইয়াছিল, এবং সেই অপূর্ব্বমিলনে যেরূপ প্রেমরসোদ্গারের তরঙ্গ উঠিয়াছিল, ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যেরূপ এক নূতন অপরূপ প্রেমভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল, শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় মহা-সঙ্কীর্ত্তনলীলায় ঠিক তদ্রূপ হইয়াছিল। তাই শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিলেন—

প্রভু করিয়াও কারো কিছু ভয় নাঞি।
প্রভু ভৃত্য সকলে নাচয়ে এক ঠাঁঞি॥

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ রাধাশক্তি গদাধরপণ্ডিতের হস্ত ধারণ করিয়া, তাঁহার ব্রজসখি মধুমতী নরহরি সরকার ঠাকুরের স্কন্ধে শ্রীভুজ বেষ্টন করিয়া শ্রীবাসঅঙ্গনে রাস-স্থলীতে নদীয়া-নাগররূপে রসিক ভক্তবৃন্দের সহিত যখন ভুবনভুলান মদনমোহনবেশে ক্ষীণকটি দোলাইয়া মধুর নৃত্য কীর্ত্তন করিতেন, সেখানে ব্রজসুন্দরী গোপিণীগণপরি-বেষ্টিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীবৃন্দাবনস্থ নিত্যরাসস্থলীর পূর্ণ প্রকাশ হইত। রাধাশক্তি গদাধরপণ্ডিত প্রেমবিহ্বল-ভাবে সহাস্যবদনে প্রভুর সম্মুখে গিয়া যখন সুমধুর বচনে অমিয়ামাখা প্রেমকথা কহিতেন, তখন রাসবিহারী রসিকশেখর শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের মনে কিরূপ ভাব হইত, তাহা ঠাকুর লোচনদাসের ভাষায় শুনুন—

তাঁহার অমিয়া বোল সিঞ্চিল অন্তর।
নাচিবারে যায় প্রভু ধরি তাঁর কর॥
নরহরি ভুজে আর ভুজ আরোপিয়া।
শ্রীবাসের ঘরে নাচে রাস বিনোদিয়া॥
গৌরদেহে শ্যামতনু দেখে ভক্তগণ।
গদাধর রাধারূপ হৈলা তখন॥
মধুমতি নরহরি হৈলা সেই কালে।
দেখিয়া বৈষ্ণব সব হরি হরি বোলে॥
বৃন্দাবন প্রকাশ হৈলা সেই স্থানে।
গো-গোপী গোপাল সঙ্গে শচীর নন্দনে॥
পূর্ব্বে সখা সখিগণ যেরূপে আছিলা।
রস আস্বাদনে প্রভু সঙ্গে ভক্ত হৈলা॥
অভিনব কামদেব শ্রীরঘুনন্দন।
অপ্রাকৃত মদন বলিয়া যে গণন॥
তারা সবে পূর্ব্বদেহ ধরি প্রভু কাছে।
আবরণক্রমে তারা প্রভু বেড়ি নাচে॥
দেখি অন্য অবতার সঙ্গী সবে কাঁদে।
নবদ্বীপে উদয় হইল ব্রজচাঁদে॥
ক্ষণে গৌরলীলা গদাধর করি সঙ্গে।
ক্ষণে শ্যামলীলা রাধা রাসরসরঙ্গে॥
চমৎকার লীলা দেখি সব ভক্তগণ।
হরি হরি জয় জয় বোলে ঘনে ঘন॥

গদাধর ও নরহরি নদীয়ানাগর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের অতি প্রিয়তম অন্তরঙ্গ রসিকভক্ত ছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি গদাধর রাধাশক্তি ও নরহরি ব্রজের মধুমতী। উভয়েরই ব্রজের মধুর ভাব। গদাধর প্রভুর বেশ রচনা করিতেন, তাঁহার তাম্বুল সেবা করিতেন, রাত্রিদিন তাঁহার কাছে থাকিতেন; নরহরি ও গদাধরে বড়ই সম্প্রীতি ছিল, নরহরি গদাধরের শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবার প্রধান সহায় ছিলেন। তিনি প্রভুকে চামর ব্যজন করিতেন, উভয়ে মিলিয়া প্রেমসেবা করিতেন, ইহাতে প্রেমময় প্রভু তাঁহাদিগের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। নরহরি ও গদাধর উভয়েই আকুমার ব্রহ্মচারী; শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে তাঁহারা পতি-ভাবে ভজন করিতেন। শ্রীগৌরনাগরবর তাঁহাদের প্রাণনাথ, প্রাণবল্লভ, হৃদয়েশ্বর। তাঁহাদিগের এই প্রেম ভজনে শ্রীগৌরগোবিন্দ পরম প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে ভজনরাজ্যে উচ্চাধিকার এবং অতি উচ্চ আসন দিয়া গিয়াছেন। গদাধর অতি সুন্দর পুরুষ ছিলেন, তাঁহার বড়ই লজ্জা ছিল, তিনি মুখ তুলিয়া প্রভুর সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিতেন না,—প্রভুর কথা কাহাকেও বলিতে পারিতেন না। তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেম তাঁহার মনে মনেই থাকিত, গৌর-প্রেম-লহরী তাঁহার হৃদি-সমুদ্রে রঙ্গে ভঙ্গে নিরন্তর খেলা করিত। প্রেমিক পুরুষ

গদাধরের হৃদয়সমুদ্র বড়ই গভীর, অগাধ এবং অতলস্পর্শ ছিল। তাঁহার হৃদয়ের প্রেমভাব প্রভু ভিন্ন অপরে কেহ বুঝিতে পারিতেন না। গদাধরের প্রকৃতি লজ্জাশীলা রসিকা স্ত্রীলোকের মত ছিল, কাজেই মধুর নাগরীভাব তাহাতে বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছিল। তিনি তাঁহার মনেরভাব কাহাকেও প্রকাশ করিয়া বলিতেন না। কাজেই তিনি কোন পদ বা শ্লোক লিখিয়া তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গপ্রীতি প্রকাশ করিয়া যান নাই। তাঁহার প্রেম-চেষ্টা ও ক্রিয়া দেখিয়া মনের ভাব বুঝিয়া শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তাঁহার সহিত প্রেম-লীলারঙ্গ করিতেন। গদাধরের যে বিশিষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গপ্রীতি ছিল, প্রভুর সহিত তাঁহার যে বিশিষ্ট প্রেমসম্বন্ধ ছিল, তাঁহার সঙ্গী ভক্তগণের তাহা আর বুঝিতে বাকি ছিল না। এই সকল সুকবি ভক্তমহা-জনগণ বহু পদ রচনা করিয়া নানাভাবে শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের মধুর ভাবের প্রেমলীলারঙ্গ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল পদের নিগূঢ় মর্ম্ম রসিকভক্তগণই বুঝিতে পারেন। অদ্যাবধি গৌরভক্তগণ সঙ্কীর্ত্তনের প্রারম্ভে শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরকে আহ্বান করেন যথা প্রাচীন পদে—

'এস এস হে !
গদাধরের প্রাণনাথ শ্রীগৌরাঙ্গ হে !
নরহরির চিত-চোরা শ্রীগৌরাঙ্গ হে'' ।

এই সকল পদের সংখ্যা বহু এবং মধুর রসের বিভিন্ন বিভিন্ন ভাবোদ্দীপক। গদাধরের (১) হৃদয়ে গৌরাঙ্গ প্রেম লহরীগুলি অন্তর্মুখী হইয়া প্রেমরঙ্গে খেলা করিত, নরহরির হৃদয়-সমুদ্রে তাহারা উচ্ছলিয়া উঠিত, বহির্ম্মুখী হইত, দুকুল বাহিয়া তাহাদের ধারা ছুটিত। সেই মধুর প্রেমধারার স্রোতে রসিকভক্তগণ প্রেমানন্দে ভাসিয়া যাইতেন। ঠাকুর নরহরি সরকার (১) রচিত গৌরাঙ্গবিষয়ক মধুর রসের পদাবলী ও তাঁহার লিখিত শ্রীগৌরাঙ্গ অষ্টকটি মধুর রসের অফুরন্ত উৎস। ব্রজরসসিন্ধু মন্থন করিয়া তিনি এই অপূর্ব্ব উৎসটি সৃজন করিয়াছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি,—পূর্ব্বলীলায় তিনি ব্রজের রাসরসিকা শ্রেষ্ঠা মধুমতী সখি ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের নদীয়ানাগর-মাধুর্য্যভাব ও তাঁহার সন্ন্যাসের ঐশ্বর্য্যভাব এই দুই ভাবের একত্র সমাবেশ করিয়া তিনি যে অপূর্ব্ব শ্রীগৌরাঙ্গাষ্টকটি লিখিয়াছেন, তাহার প্রথম শ্লোকেই রসিকভক্ত কবি তাঁহার চিত-চোরা নাগরমণির কপট সন্ন্যাসের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, যথা—

গোপীনাং কুচকুঙ্কুমেন নিচিতং বাসঃ কিমস্যারুণং।
নিন্দৎ কাঞ্চনকান্তি রাসরসিকাশ্লেষেণ গৌরং বপুঃ ॥
তাসাং গাঢ়করাভিবন্ধনবশাল্লোমোদ্গমো দৃশ্যতে।
আশ্চর্য্যং সখি পশ্য লম্পটগুরো সন্ন্যাসিবেশং ক্ষিতৌ ॥

অর্থ। হে সখি ! এই লম্পটগুরু গৌর-নাগরের ধর-ণীতে আশ্চর্য্য সন্ন্যাসবেশ দর্শন কর। এই যে তাঁহার পরিধানে অরুণ বসন দেখিতেছ, উহা ব্রজগোপিকাবৃন্দের কুচকুঙ্কুম দ্বারা খচিত হইয়া অরুণ বর্ণ ধারণ করিয়াছে, আর ঐ যে কষিত কাঞ্চননিন্দিত গৌরবর্ণ কান্তি দেখি-তেছ, উহা রাসরসিকা ব্রজসুন্দরীগণের সুবলিত বাহুবন্ধন-জনিত গাঢ় আলিঙ্গনবশতঃ হইয়াছে, ইহা নিশ্চিৎ জানিও; আর ঐ যে গৌরাঙ্গশরীরে পুলকানন্দজনিত লোমোদ্গম

(১) আনুমানিক ১৪০৮ শকে বৈশাখ মাসের অমাবস্যা তিথিতে গদাধরপণ্ডিত বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বংশে নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পূজ্যপাদ পিতার নাম মাধব মিশ্র; মাতার নাম রত্নাবতী। ইহাঁরা শ্রীগৌরাঙ্গগোষ্ঠীর সবিশেষ পরিচিত। বাল্যকাল হইতেই গদাধর কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। গদাধরের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম বাণীনাথ। গদাধর বিবাহ করেন নাই, তিনি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির মন্ত্রশিষ্য; তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়সে এক বৎসরের মাত্র ছোট ছিলেন, আনু-মানিক ১৪৫৫ শকে ৪৭ বৎসর মাত্র বয়সে জ্যৈষ্ঠ মাসে অমাবস্যা তিথিতে গদাধর পণ্ডিতের তিরোভাব হয়।

(১) ঠাকুর নরহরি সরকার ১৪০০ শকে বৈদ্যবংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন। ইহার পিতার নাম নারায়ণদেব সরকার। বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড গ্রামে ঠাকুর নরহরির জন্ম হয়। ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল শ্রীগ্রন্থ প্রণেতা লোচনদাস ইহাঁর মন্ত্রশিষ্য। নরহরি সরকার ঠাকুর "ভক্তি চন্দ্রিকা পটল" "ভজনামৃতাষ্টক" "নামামৃত সমুদ্র" "ভজনামৃত" "শ্রীগৌরাঙ্গাষ্টক" প্রভৃতি গ্রন্থ এবং কিছু কিছু পদাবলী রচনা করেন। ১৪৬০ শকে কার্ত্তিক মাসে কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে তিনি অপ্রকট হন।

দেখিতেছ, উহাও ব্রজযুবতীবৃন্দের গাঢ় প্রেমালিঙ্গন-সুখমূলক; সখি! ইহাও নিশ্চিত জানিও।

অষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোকটি এই—

যঃ পূর্ব্বং ব্রজসুন্দরী রতিরসৈরুল্লাসিতঃ প্রত্যহং।
কালিন্দীপুলিনে ননর্ত্তরভসাৎ শ্রীরাসগোষ্ঠ্যাং বিভুঃ॥
সোঽয়ং সম্প্রতি সর্ব্বলোকনিহিত প্রেমানুরাগঃ কলৌ।
প্রেমান্ নৃত্যতি নর্ত্তয়ত্যপি জগদ্ভূদেব চূড়ামণিঃ॥

অর্থ। হে সখি! যে রসিক চূড়ামণি প্রভু আমাদের পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনে ব্রজযুবতীবৃন্দের রতিরসাস্বাদনে উন্মত্ত হইয়া প্রতিদিন যমুনাতীরে এবং শ্রীরাসস্থলীমণ্ডলে প্রেমানন্দে আবেগভরে নৃত্য করিতেন, তিনিই এক্ষণে কলিযুগে বিপ্রচূড়ামণিরূপে সর্ব্বজীবের প্রতি সদয় হইয়া প্রেমধন অর্পণ করিয়া প্রেমানুরাগে স্বয়ং মধুর নৃত্য করিতেছেন এবং সমস্ত জগজ্জীবকেও প্রেমে নাচাইতেছেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে ঠাকুর নরহরি তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গনাগরের পূর্ব্বলীলার পরিচয় দিলেন এবং তাঁহার প্রকৃততত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। তৃতীয় শ্লোকে তিনি তাঁহার মহামহিমা-প্রকাশক দুই একটি অতি সার কথা বলিয়া জয় দিতেছেন যথা—

বেদান্তাগম বেদশাস্ত্রপটলী দুর্গম্যপাদাম্বুজঃ।
শ্রীশ্রীনন্দকিশোর লাস্যলহরী বিদ্যোতকালুগ্রহঃ॥
তৎকালস্মৃতিমাত্র তৎক্ষণবলাৎ প্রেমপ্রবাহাম্বুধিঃ।
ভূদেবাঙ্গণ মঙ্গলো বিজয়তে শ্রীশ্রীশচীনন্দনঃ॥

অর্থ। বেদান্ত, আগম এবং বেদশাস্ত্র সকল যাঁহার দুর্গম্য পদাম্বুজমহিমা ও তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম, এবং যাঁহার অনুকম্পায় শ্রীশ্রীনন্দকিশোরের লীলারূপ তরঙ্গ-বিদ্যা জীবহৃদয়ে প্রকাশ হয় ও যাঁহার নাম স্মরণমাত্রেই তৎক্ষণাৎ জীবহৃদয়ে প্রেম-সমুদ্রের প্রবল প্রবাহ ছুটিতে থাকে, সেই দ্বিজকুল-চূড়ামণি শচীনন্দন নামে জগন্নাথমিশ্রের প্রাঙ্গণে চিরমঙ্গলস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন।

চতুর্থ শ্লোকে ঠাকুর নরহরি নদীয়ার অবতার শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের পূর্ব্বলীলা স্মরণ করাইয়া, তিনি যে সর্ব্বাবতার সার, তাহাই বলিতেছেন। যথা—

মোহোন্মাদরসেন গোপযুবতিসিক্তেন বৃন্দাবনং।
যঃ পূর্ব্বং জগদেকমঙ্গলমলং চক্রে ঘনশ্যামলঃ॥
সোঽয়ং গৌরহরিঃ সমস্ত জগতাং প্রেম্না সমুল্লাসয়ন্।
কারুণ্যৈক নিকেতনো বিজয়তে গৌড়াবলী মণ্ডলে॥

অর্থ। যিনি মেঘের ন্যায় শ্যামলবর্ণ এবং অপরূপ রূপ ধারণ করিয়া ব্রজের গোপযুবতীগণ কর্ত্তৃক সিক্ত মোহরূপ উন্মাদজনক রস দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনকে এক মাত্র জগন্মঙ্গলের আধার করিয়াছিলেন, সেই বৃন্দাবনচন্দ্র এই করুণাসাগর গৌরহরিরূপে কেবলমাত্র করুণার বশবর্ত্তী হইয়া স্বপ্রেমমাধুরী দ্বারা এক্ষণে সমস্ত জগতকে উল্লাসিত করিয়া গৌড়রূপ ভূমণ্ডল মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। অর্থাৎ পূর্ব্বলীলায় তিনি শ্রীবৃন্দাবনকে ব্রজরসের আধার করিয়াছিলেন এক্ষণে সমগ্র জগতে এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রস বিতরণ করিতেছেন এবং সমস্ত জগজ্জীব সেই অপূর্ব্ব রসাস্বাদন করিয়া উন্মত্ত হইতেছে। এক্ষণে জগতে ব্রজরসের ছড়াছড়ি হইতেছে। অতএব সর্ব্বাবতারসার করুণাসিন্ধু শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের জয় হউক।

পঞ্চম শ্লোকে শ্রীগৌরনাগরবরের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীরাসমণ্ডলস্থ রসিকশেখর ব্রজেন্দ্রনন্দনের যে অপরূপ রূপমাধুরী, সঙ্কীর্ত্তন মধ্যবর্ত্তী নদীয়ানাগর শচীনন্দনেরও তদ্রূপ রূপমাধুরী দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া ঠাকুর নরহরি এই শ্লোকটি লিখিয়াছেন; যথা—

নৃত্যাবেশ মহোল্লসৎ সুমধুর প্রত্যঙ্গবেশোজ্জ্বলং।
শ্রীখণ্ডাগুরুকুঙ্কুমাদি নিচিতং শ্রীমদ্বৃহদ্বক্ষসং॥
কর্পূরোত্কট পূগপুঞ্জবিলসৎ প্রারক্তবিম্বাধরং।
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোর্বিজয়তে লাবণ্যসারং বপুঃ॥

অর্থ। নৃত্যাবেশজনিত অধিকতর উল্লাসযুক্ত হইয়া তাঁহার প্রতি অঙ্গের সুমাধুর্য্যে উজ্জ্বল বেশ দীপ্ত হইতেছে; তাঁহার পরম শোভাযুক্ত বৃহৎ বক্ষঃস্থলে মলয়জ অগুরু কুঙ্কুম প্রভৃতি চিহ্নিত রহিয়াছে; তাঁহার কর্পূররসযুক্ত ও পূগফালীযুক্ত তাম্বুলরঞ্জিত বিম্বাধরের শোভায় ভক্তজনের মন হরণ করিতেছে। সর্ব্বসৌন্দর্য্যের একমাত্র

আনন্দময় শরীর ধারণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সঙ্কী-র্তনে নানা ভক্তমণ্ডলী লইয়া বিরাজ করিতেছেন।

এই শ্লোকটিতেও শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অপরূপ রূপ বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

উত্তপ্তকাঞ্চনক প্রভং বিমল পূর্ণচন্দ্রাননং।
গলন্নয়নবারিভিঃ সপদিসিক্ত ভূমিতলং॥
সদা গদ্গদ গিরা মুদা সকল দেবচূড়ামণিং।
শচীসুত মহং ভজে করুণাসাগরং নাগরং॥

অর্থ। তাঁহার বর্ণ উত্তপ্ত কাঞ্চণের মত বিমল, তাঁহার বদন শোভার নিকট পূর্ণচন্দ্রও মলিন বোধ হয়; প্রেমা-নন্দে যখন তাঁহার নয়নাশ্রু বিগলিত হয়, তাহা সর্ব্বশরীর সিক্ত করিয়া ভূমিতলে পতিত হয়, তাঁহার গদগদ বাক্য সকল ভক্তগণের হৃদয়োন্মাদকারী, তিনি সর্ব্বদেব চূড়ামণি করুণাসাগর এবং নাগরেন্দ্র, এমন্ত্ত শচীনন্দনকে আমি ভজনা করি।

সপ্তম শ্লোকেও এই নাগর চূড়ামণির অপূর্ব্ব রূপমাধুরী বর্ণিত হইয়াছে। গৌরাঙ্গরূপমুগ্ধ নদীয়ানাগরী ভাবাপন্ন ঠাকুর নরহরি ব্রজভাবাবেশে এই সকল শ্লোক লিখিয়া-ছেন। মহারাসলীলা তাঁহার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, এই সকল শ্লোকে তিনি রাসরসিক শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের রাস-মণ্ডলস্থ রসরাজ মূর্ত্তির বর্ণনা করিয়াছেন। সপ্তম শ্লোকটি এই—

কদম্বকুসুমোল্লসৎ পুলক-পুঞ্জ পুঞ্জোজ্বলং।
ঝলঝ ঝলদিতি স্খলন্নয়নবারিভি-বারিভিঃ নির্ঝরং॥
বসন্ত দম-দ্দমায়তে হৃদিদরস্ফুরন্মাধুরী।
মধুন্মদ মহানটং কিমপি ধাম বন্দামহে॥

অর্থ। কদম্বকুসুমের ন্যায় বিকশিত পুঞ্জ-পুঞ্জ পুল-কাবলী দ্বারা সমুজ্জ্বল যাঁহার সুন্দর শরীর, ঝলৎ ঝলৎ রূপে নির্ঝরের বারিধারার ন্যায় যাঁহার নয়নবারি স্খলিত হই-তেছে, হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি বাহিরে প্রকাশিত হইয়া যাহার অঙ্গ কান্তিধারা সাতিশয় দৃপ্তি পাইতেছে, সেই বসন্তকাল-মদোন্মত্ত মহানট স্বরূপ অপূর্ব্ব তেজোময় শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে আমি ভজনা করি।

বসন্ত পূর্ণিমাই রাসপূর্ণিমা। ইহার পরম শোভাময়ী রজনীতে শ্রীবৃন্দারণ্যে শ্রীকৃষ্ণ গোপীজনবল্লভবেশে রাস-লীলা করিয়াছিলেন। তাই সিদ্ধ মহাজন কবি লিখিলেন "মধুন্মদ মহানটং" শ্রীভগবানের রসরাজ মূর্ত্তির পূর্ণবিকাশ এই শ্রীরাসমণ্ডলে। শ্রীগৌরনাগরের পরিপূর্ণ নাগরত্ব এবং পূর্ণতম মাধুর্য্য প্রকাশ তাঁহার শ্রীসংকীর্ত্তনযজ্ঞে। এই সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞই মহারাস। শ্রীগৌরাঙ্গলীলাসমুদ্রে যাঁহারা ডুবিয়াছেন, তাঁহারাই এই অতি নিগূঢ় ও সূক্ষ্ম ভজন-তত্ত্ব বুঝিয়াছেন।

ঠাকুর নরহরি তাঁহার এই অপূর্ব্ব অষ্টকটির শেষ শ্লোকে মহারাসে শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত শ্রীগৌর-নাগরের মিলন-গীতি গাহিয়াছেন। যথা—

উচ্চৈর্লোল ভুজদ্বয়েন পরিতঃ স্বর্লোকমাহ্লাদয়ন্।
প্রেমাপূরিতকণ্ঠ গদগদ হরিধ্বনৈর্ভুবং মোহয়ন্॥
চঞ্চল পাদবিহার নূপুররবৈর্নাগান্মুদা মীলয়ন্।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর্বিজয়তে শ্রীমল্লবেশোজ্জ্বলঃ॥

অর্থ। চঞ্চল আজানুলম্বিত সুবলিত ভুজদ্বয় উর্দ্ধভাগে উত্থিত করিয়া সর্ব্বতোভাবে দেবলোককে আনন্দ প্রদান পূর্ব্বক প্রেম পরিপূরিত কণ্ঠ হইতে গদগদস্বরে জগন্মঙ্গল হরিধ্বনি উচ্চারণ পূর্ব্বক জগত মাতাইয়া, চঞ্চল চারুপাদ বিক্ষেপ হেতু চরণ-নূপুরের সুমধুর ধ্বনি দ্বারা নাগলোককে হর্ষ প্রদান পূর্ব্বক মহামল্লবেশে শোভমান শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-মহাপ্রভু জয় যুক্ত হইতেছেন।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, মহারাসলীলায় রোহিনী নন্দন বলরামের প্রবেশ কেন? এরূপ স্থলে রসভঙ্গ দোষ আসিতে পারে। ইহার উত্তরে প্রথমে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব বুঝিতে হইবে। গোস্বামীশাস্ত্রমতে তিনি ব্রজের অনঙ্গ-মঞ্জরী সখী। পূজ্যপাদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার নিত্যানন্দাষ্টকে লিখিয়াছেন—

অনঙ্গ মঞ্জরী স্বরূপ রাধিকানুজায়কং।
পীযুষবাক্য কৃষ্ণসেব্য রাগ-তাল গায়কং॥

গৌরাঙ্গসঙ্গে রাঢ়-বঙ্গে কীর্ত্তনপ্রকাশকং।
নমামি নিত্য নিত্যানন্দ রোহিনী কুমারকং॥ (১)

অনঙ্গমঞ্জরী শ্রীরাধিকাজির প্রধানা সখি। তিনি গীত-বাদ্যে পরম নিপুণা, তাঁহার মধুর ভাষে শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ করে। তিনি সর্ব্বদা শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সঙ্গে থাকেন। অতএব মহারাসলীলার তিনি প্রধান সহায়। এই জন্য রসিকভক্ত নরহরি ঠাকুর শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে মহারাসে শ্রীগৌরনাগরের সহিত প্রথমেই মিলন করাইলেন। শ্রীসং-কীর্ত্তন মহাযজ্ঞে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুই শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের প্রধান সহায় ছিলেন।

এক্ষণে প্রাগুক্ত শ্লোকাবলীবর্ণিত শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের রাসরসিকভাব এবং রসরাজ মূর্ত্তি হৃদয়মধ্যে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া এবং তাঁহার রসিক ভক্তবৃন্দের সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশক চরণ বন্দনা করিয়া শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের সঙ্কীর্ত্তন মহারাসলীলা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতে প্রয়াস পাইব। কৃপাময় পাঠকবৃন্দ! কৃপা করিয়া শুভাশীর্ব্বাদ করুন।

গয়া হইতে আসিয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নবদ্বীপে নিজ প্রেম প্রকাশ করেন। এই সময়ে তিনি স্বয়ং সর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্তভাবে ব্রজরস সম্ভোগ করিতেন, এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ সঙ্গীগণকেও পূর্ণ মাত্রায় ব্রজরসসুধা পান করাইতেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন লীলাই মহারাস-লীলা। এই রাসলীলা রসাস্বাদনে উন্মত্ত হইয়া যে সকল গৌরাঙ্গ-পার্ষদগণ প্রভুর এই মধুর লীলা বর্ণনা করিয়া প্রাচীদ পদ লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বাসুদেব ঘোষ একজন প্রধান। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর এই রাসলীলার তিনি সঙ্গী ছিলেন। তিনি একদিনের রাসলীলা বর্ণনা করিয়া যে সুন্দর পদটি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার ভনিতায় তিনি আভাস দিয়াছেন, এই লীলাসঙ্গ-স্থলে তিনি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। পদটী এই—

বৃন্দাবন লীলা গোরার মনেতে পড়িল।
যমুনার ভাব সুরধুনীরে করিল॥
ফুলবন দেখি বৃন্দাবনের সমান।
সখাগণ করে গোপীগণ অনুমান॥
খোল করতাল গোরা সুমেলি করিয়া।
তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিয়া॥
ঢল ঢল গোরাতনু কাঞ্চন জিনিয়া।
আজানুলম্বিত ভুজ নব কমনিয়া॥
বাসুদেব ঘোষ তাহে করয়ে বিলাস।
রাসরস গোরা পঁহু করয়ে প্রকাশ॥ পদকল্পতরু।

শ্রীগৌরনাগরের এই যে রাস-বিলাস ইহা অতি অদ্ভুত বস্তু। প্রস্ফুটিত কুসুমবন বিরাজিত, মৃদুমন্দবাত প্রবাহিত, পক্ষীকুল ও অলিকুল শব্দায়মান সুরধুনি পুলিনে শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর তাঁহার প্রিয়তম সখা রাধাশক্তি গদাধরের অঙ্গ ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রেমানন্দে মহা নৃত্য করিতে লাগিলেন। গদাধরের সলজ্জভাব,—তিনি রঙ্গ-রসে উন্মত্ত হইয়া সম্পূর্ণভাবে আত্মবিস্মৃত। তাঁহার শরীরে সম্পূর্ণ রাধাভাব বিকাশ পাইয়াছে। তিনি ভাবিতেছেন তিনিই শ্রীবৃষভানুনন্দিনী,—আর তিনি যাঁহার সহিত নৃত্য করিতেছেন,—তিনি অন্য কেহ নহেন,—তাঁহার জীবন-সর্ব্বস্ব, প্রাণবল্লভ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ,—আর এই যে সুর ধুনী, ইহা যমুনা। প্রভুরও ত এই ভাব। ভক্তগণও প্রেমা-বিষ্ট হইয়া স্ব স্ব ব্রজভাবে বিভাবিত হইয়া অপূর্ব্ব তাললয় সমন্বিত সময়োচিত সুললিত গীত গাহিতে লাগিলেন। তাঁহারই ব্রজসুন্দরীবৃন্দ, তাঁহারা প্রত্যেকেই ভাবিতেছেন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের এই রাসলীলায় তাঁহারা কৃপাবলে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন, আজ তাঁহাদিগের ভাগ্য বড় সুপ্রসন্ন। নিজ নিজ ভাবানুরূপ কার্য্য করিয়া তাঁহারা সকলেই এই অপূর্ব্ব লীলার সহায়তা করিতেছেন। নৃত্য কীর্ত্তন অবাধে চলিতেছে; সে মধুর নৃত্যের ভঙ্গীই বা কি! সে কীর্ত্তনের মাধুর্য্যই বা কত! সে অদ্ভুত

(১) প্রভুর শ্রীমুখের বাণী—
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে হয় বিষ্ণুভক্তি।
জানিহ কৃষ্ণের নিত্যানন্দ পূর্ণশক্তি॥
কৃষ্ণের দ্বিতীয় নিত্যানন্দ বহি নাই।
সঙ্গি সখা শয়ন ভূষণ বন্ধু ভাই॥ চৈঃ ভাঃ

মৃদঙ্গ করতালের ধ্বনিই বা কি মধুর! কি প্রাণস্পর্শী! পদকর্ত্তা নয়নানন্দ, গদাধরের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং শিষ্য। তিনি একটি পদে এই ভাবটি অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন যথা—

নাচয়ে গৌরাঙ্গ মোর গদাধররসে।
গদাধর নাচে পুন গৌরাঙ্গবিলাসে॥
পুরুষ প্রকৃতি কিবা রতি দেব কাম।
রাধাকানু কেলি কিবা জানকী শ্রীরাম॥
অনঙ্গ অনঙ্গ জিনি অঙ্গের বলনি।
উপমা মহিমা সীমা কি বলিতে জানি॥ ইত্যাদি।

এই যে সঙ্কীর্ত্তন রাস-লীলা-রঙ্গ,ইহা প্রভু প্রকট করিলেন, প্রথমে শ্রীবাসঅঙ্গনে,—তারপর গঙ্গাতীরস্থ উপবনের মধ্যে। এই মনোরম স্থানটি অতি নির্জ্জন, লতাবৃক্ষমণ্ডিত শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত কুসুম কাননের মধ্যে। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর কয়েকটি অন্তরঙ্গ পারিষদ সঙ্গে এই অত্যদ্ভুত এবং অতি গোপনীয় লীলাটি প্রকট করিলেন। কিন্তু সর্ব্বব্রজসুন্দরীগণ এখনও এই মধুর লীলাভিনয়ের সংবাদ পান নাই, কাজেই তাঁহারা আসিয়া মিলিতে পারেন নাই। রশিকশেখর শ্রীগৌরাঙ্গ-রায় তাঁহার রসিক ভক্তদিগের প্রতি বড়ই সদয়। কাহাকেও তিনি তাঁহার এই অপূর্ব্ব লীলারসে বঞ্চিত করিবেন না, ইহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। মহাসঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে অপূর্ব্ব নৃত্য করিতে করিতে তিনি কি করিলেন মন দিয়া শুনুন—

সঙরি পূরব লীলা ত্রিভঙ্গ হইয়া।
মোহন মুরলি গোরা অধরে লইয়া॥
মুরলীর রন্ধ্রে ফুক দিলা গোরাচাঁদ।
অঙ্গুলি নাচাঞা করে সুললিত গান॥ বাসুঘোষ

এই হইল শ্যামের বাঁশী। অপর পক্ষে মৃদঙ্গ করতাল ধ্বনিই বংশীরব। সঙ্কীর্ত্তনের খোল করতালের সুমধুর ধ্বনি বংশীরবের তুল্য মনপ্রাণ-হৃদয়োন্মাদকারী। এই সুমধুর ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিলে কেহ গৃহে থাকিতে পারেন না, এমনি ইহার মাদকতা শক্তি। প্রাচীন মহাজন ভক্তকবি ন[illegible] [illegible]য়াছেন—

"আপনা আপনি খাইনু, ঘরের বাহির হৈনু,
শুনি খোল করতালের নাদ।
লক্ষ্মীকান্ত দাসে কয়, মরমে যারে লাগয়,
(তার) কি করিবে কুল পরিবাদ॥

এই যে বংশীরব ইহা বড় ভয়ানক বস্তু। শ্যামের বাঁশরী গানে মুগ্ধ হইয়া ব্রজবালাগণ লজ্জা, ভয়,কুল-শীলমান সকলি ত্যাগ করিয়াছিলেন। এস্থলেও তাহাই হইল, কারণ বস্তু এক, স্থান এক, লীলা এক, ব্রজেও যাহা হইয়াছিল, এখানেও তাহাই হইল ব্রজগোপিনীবৃন্দের যে অবস্থা হইয়াছিল, নদীয়ার ভক্তবৃন্দেরও সেই অবস্থা হইল। উক্ত পদটির শেষ দুই চরণে এই মধুর লীলার প্রত্যক্ষ দর্শক পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ ইহার আভাস মাত্র দিয়াছেন॥ যথা—

নগরের লোক যত শুনিয়া মোহিত।
সুরধুনী তীরে তরুলতা পুলকিত॥
ভুবন মোহন গোরা মুরলীর স্বরে।
বাসুদেব ঘোষ ইথে কি বলিতে পারে॥ পদ-কল্পতরু।

শ্রীগৌরাঙ্গনাগরের এই সঙ্কেত বাঁশীর মধুর রব নদীয়ার ভক্তবৃন্দের গৃহে গৃহে পৌঁছিল। নদীয়ানাগরী ভাবাপন্ন ভক্তবৃন্দের কাণের ভিতর দিয়া এই হৃদয়-মন-প্রাণোন্মাদ-কারী বাঁশির রব মরমে প্রবেশ করিল। তাঁহারা আর গৃহে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। পথে যাহাকে দেখিতেছেন, তাহাকেই হাতে ধরিয়া বলিতেছেন—

সজনি অপরূপ দেখ গিয়া।
নাচয়ে গৌরাঙ্গচাঁদ হরিবোল বলিয়া॥
সুগন্ধি চন্দন সার, কুন্দ করবীর মাল,
গোরা অঙ্গে দোলে হিল্লোলিয়া।
পুরুষ পরোক্ষ ভাব, পরতেক দেখলাভ,
সেই এই গোরা বিনোদিয়া॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া রহে, মধুর মুরলি চাহে,
বান্ধে চূড়া চাঁচর চিকুরে।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে,　　মালসাট মারে বুকে,
ক্ষণে বলে মুঞি সেই ঠাকুরে॥
জাহ্নবী যমুনা সম,　　তীরে তরু বৃন্দাবন,
নবদ্বীপে গোকুল মথুরা।
কহয়ে নয়নানন্দ,　　সেই সখা সখিবৃন্দ,
কালা তনু এবে ভৈল গোরা॥

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তন-রাসলীলা ইঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাই সকলকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। পূর্ণিমার রাত্রিতে সুরধুনীতীরে কুসুমিত উপবনে শ্রীগৌরাঙ্গ এই অপূর্ব্ব রাসলীলা করিতেছেন, পদকর্ত্তা সিদ্ধকবি মহাজন নয়নানন্দ ও নদীয়াবাসী ভক্তগণের সঙ্গে চলিয়াছেন। তিনি গঙ্গাতীরে গিয়া কি দেখিলেন তাঁহার ভাষায় শুনুন—

মধু ঋতু যামিনী সুরধুনী তীর।
উয়োরল সুধাকর মলয় সমীর॥
সহচর সঙ্গে গৌর নটরাজ।
বিহরয়ে নিরুপম কীর্ত্তন মাঝ॥
খোল করতাল ধ্বনি নটন হিল্লোল।
ভুজ তুলি ঘন ঘন হরি হরি বোল॥
নরহরি গদাধর বিহরই সঙ্গ।
নাচত গাওত কতহুঁ বিভঙ্গ॥
কোকিল মধুকর পঞ্চম ভাষ।
নয়নানন্দ পহুঁ করয়ে বিলাস॥　পদকল্পতরু।

নদীয়ার ভক্তবৃন্দ গঙ্গাতীরস্থ উপবনে গিয়া তাঁহাদের জীবনসর্ব্বস্ব নদীয়ানাগর শচীনন্দনের সহিত মিলিত হই লেন। ইঁহাদিগের মধ্যে মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ প্রভৃতি সকলেই আছেন। গোবিন্দদাসও একজন পদকর্ত্তা। তিনিও একটী সুন্দর পদে প্রভুর এই লীলাটি ব্রজবলি ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সেই পদটি এই—

দেখত বেকত গৌরচন্দ্র বেড়ল ভকত নখত বৃন্দ,
অখিল ভুবন উজোরকারী, কুন্দকণক কাঁতিয়া॥
অগতি পতিত কুমুদ বন্ধু, হেরি উছল রসিক সিন্ধু,
হৃদয় কুহর তিমিরহারী, উদিত দিনহুঁ রাতিয়া॥
সহজে সুন্দরমধুর দেহ,　　আনন্দে আনন্দে না বান্ধে থেহ,
মত্ত করিবর ভাঁতিয়া।
নটন ঘটন ভৈগেল ভোর, মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল,
ক্ষেণে ক্ষণে চমকে রমণী সমাজ লোচন পুলক পাঁতিয়া।
মহিম মহিমা কো করু ওর, নিজ পর হরি করই কোর,
প্রেম অমিয়া ভরখি বরখি, নিরখিতে মহি মাতিয়া।
যো রসে উত্তম অধম ভাস, বঞ্চিত একলি গোবিন্দদাস,
কো জানে কি খেলে কোন গঢ়ল, কাঠ কঠিন ছাতিয়া॥
পদকল্পতরু।

প্রভুর এই সঙ্কীর্ত্তন-রাসবিলাসের বহুতর প্রাচীন পদ আছে। আরও দুই একটি পদ এস্থলে উদ্ধৃত করিবার লালসা ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। মহাজন কবি উদ্ধবদাস লিখিয়াছেন—

মধুঋতু বিহরই গৌর কিশোর।
গদাধর মুখ হেরি,　　আনন্দে নরহরি
পরব প্রেমে ভেল ভোর।
নবীন লতা নব,　　পল্লব তরুকুল,
নওল নবদ্বীপ ধাম।
নব কুসুম চয়,　　ঝঙ্কৃত মধুকর
সুখোদয় ঋতু-পতি নাম॥
মুকুলিত চূত,　　গহন অতি সুললিত
কোকিল কাকলি রাব।
সুরধুনী তীর,　　সমীর সুগন্ধিত
পদে পদে মঙ্গল পাব॥
মনমথ-রাজ,　　সাজ লই ফিরয়ে
নব কুল ফল শাখি শোভা।
সময় বসন্ত,　　নদীয়া পুরন্দর
উদ্ধব দাস মনো লোভা॥
পদকল্পতরু।

প্রভুর রসিকভক্ত জগদানন্দ লিখিয়াছেন—
দেখ দেখ গোরাচাঁদ নদীয়া নগরে।
গদাধর সঙ্গে রঙ্গে সদা ...

বামে গদাধর দক্ষিণে নরহরি।
সুরধুনী তীরে দুহুঁ নাচে ফিরি ফিরি॥
কিবা সে বিনোদ বেশ বিনোদ চাতুরি।
বিনোদ রূপের ছটা বিনোদ মাধুরী॥
দেখিতে দেখিতে হিয়ায় সাধ লাগে হেন।
নয়নে অঞ্জন করি সদা রাখি যেন॥
কহিয়ে জগদানন্দ গোরা-প্রেমকথা।
সোঙরিতে হৃদয় উথলি যায় তথা॥ পদকল্পতরু।

প্রাচীন মহাজনকবি কবিশেখর লিখিয়াছেন—
তা তা থৈ থৈ, মৃদঙ্গ বাজই, ঝনর ঝনর করতাল।
তন তন তম্বুর বীণা সুমধুর, বাজত যন্ত্র রসাল॥
ডমক থমক কত, ররাব বাজত, পদতল তাল সুমেলি।
নাচত গৌর, সঙ্গে প্রিয় গদাধর, সোঙরিয়া পূরবক কেলি॥
তীরে তীরে ফুলবন, যেন বৃন্দাবন, জাহ্নবী যমুনা ভালে।
কীর্ত্তন মণ্ডল, শোভা অতি ভেল, চৌদিকে ভকত করু গানে
পূরবক লালস, বিলাস রাস-রস, সোই সখিগণ সঙ্গ।
এ কবিশেখর, হোয়ল ফাঁফর, না বুঝিয়া গৌরাঙ্গ-রঙ্গ॥

নয়নানন্দ আর একটি পদে লিখিয়াছেন—
দেখ দেখ গোরা নট রঙ্গ।
কীর্ত্তনমণ্ডল, মহারাস মণ্ডল, উপজিল পূরব প্রসঙ্গ। ধ্রু
নাচে পঁহু নিত্যানন্দ, ঠাকুর অদ্বৈতচন্দ্র,
শ্রীনিবাস মুকুন্দ মুরারি।
রামানন্দ বক্রেশ্বর, আর যত সহচর,
প্রেমসিন্ধু আনন্দ লহরী॥
ঠাকুর পণ্ডিত গায়, গোবিন্দ আনন্দে বায়,
নাচে গোরা গদাধর সঙ্গে।
দ্রিমিকি দ্রিমিকি ধৈয়া, তাথৈয়া তাথৈয়া থৈয়া,
বাজত মোহন মৃদঙ্গে॥
যত যত অবতারে, সুখময় সুখ সারে,
এই মোর নবদ্বীপ নাথে।
যাঁর যেই নিজ ভাব, পরতেখে দেখ সব,
নয়নানন্দের রহু চিতে॥

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গলীলার ব্যাসাবতার, তিনি একটি পদে লিখিয়াছেন—

নাচে নাচে নিতাই গৌর দ্বিজমণিয়া।
বামে প্রিয় গদাধর, শ্রীবাস অদ্বৈতবর
পারিষদ তারাগণ জিনিয়া॥
বাজে খোল করতাল, মধুর সঙ্গীত ভাল
গগণ ভরিল হরি ধ্বনিয়া।
চন্দন চর্চ্চিত গায়, ফাগু বিন্দু বিন্দু তায়
বনমালা দোলে ভাল বনিয়া॥
গলে শুভ্র উপবীত রূপ কোটি কামজিত
চরণে নূপুর রণরণিয়া।
দুই ভাই নাচি যায় সহচরগণ গায়
গদাধর অঙ্গে পড়ে ঢলিয়া॥
পূরব রভস-লীলা এবে পহুঁ প্রকাশিল।
সেই বৃন্দাবন এই নদীয়া।
বিহরে গঙ্গার তীরে, সেই ধীর সমীরে
বৃন্দাবনদাস কহে জানিয়া॥ পদকল্পতরু।

পদের ভণিতায় পদকর্ত্তা শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিতেছেন যে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের এই সঙ্কীর্ত্তন-রাসলীলা আপন হৃদয়ে অতি পরিষ্কৃতভাবে অনুভব করিয়া, এবং মনে মনে নিশ্চিৎভাবে বুঝিয়া তবে তিনি সাধারণ লোকের নিকট ইহা প্রকাশ করিয়াছেন॥ পূর্ব্বে বলিয়াছি তিনি গৌরাঙ্গলীলার ব্যাসাবতার। তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্য ভাগবত গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে শ্রীমদ্ভাগবতের তুল্য আদৃত ও পূজিত। তাঁহার কথা বৈষ্ণবগণ বেদবাক্য অপেক্ষা সম্মান করেন। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের রাসলীলা সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে মতভেদ হইবার কোনই কারণ নাই।

এই যে রাসলীলা বা সংকীর্ত্তনলীলা, ইহা একদিনের নহে, বা এক রাত্রির নহে। ইহার বিচার শ্রীমদ্ভাগবতে পূজ্যপাদ টীকাকারগণ করিয়া গিয়াছেন; ভাগবতশাস্ত্র পাঠকবৃন্দ তাহা জানেন। তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা এখানে প্রয়োজন নাই। শারদীয়া পৌর্ণমাসী রজনীতে

রাসলীলা উপলক্ষণ মাত্র, অন্যান্য রজনীতেও অন্যান্য ঋতুতেও এই লীলা শ্রীকৃষ্ণভগবান প্রকট করিয়াছিলেন। দিবাভাগে, রাত্রিতে, জ্যোৎস্নাময়ী কিম্বা তামসী রজনীতেও এই অপূর্ব্ব লীলা প্রকট হইয়াছিল। বৈষ্ণবতোষিনীকার এবং পূজ্যপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় একথা টীকায় লিখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের সংকীর্ত্তন-রাসলীলাও পূর্ব্বলীলার কাল ও ভাবানুযায়ী এবং তদনুরূপ মাধুরী ও প্রভাববিশিষ্ট। রাসলীলার স্থান ও কালের প্রভাব অবিচিন্ত্য, ইহাও শাস্ত্রবাক্য। সুতরাং মহাসংকীর্ত্তনযজ্ঞরূপ রাসলীলা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যেখানে যে সময়ে তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল, সেই স্থানেই সেই সময়ে প্রকট করিয়া রাসলীলারস-লোলুপ রসিক ভক্তবৃন্দের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন।

শ্রীভগবানের নরলীলা সর্ব্বোত্তম লীলা। তিনি নরবপু ধারণ করিয়া সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আকর হইয়া আসেন। সর্ব্বোত্তম নরলীলার অনুরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট রূপমাধুরী প্রকাশ প্রয়োজন। শ্রীভগবান রসিকশেখর; সর্ব্বসৌন্দর্য্য, সর্ব্বমাধুর্য্য, সর্ব্বরসপরিপূর্ণ তাঁহার নরবপু। ইহা শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু স্বয়ং সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ॥
সে রূপের এক কণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন,
সব প্রাণী করে আকর্ষণ।
যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এইরূপ রতন ভক্তগণের গূঢ় ধন
প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে॥

এই যে নরলীলা, ইহা কেবল শ্রীভগবানের অপার কৃপার পরিচয় মাত্র। তিনি যে আমাদের মত হইয়া আমাদের মধ্যে আসিয়া আমাদের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া লীলাখেলা করেন, ইহা তাঁহার দয়ার অবধি বুঝিতে হইবে। তিনি সর্ব্বভাবে সর্ব্বজীবের মনোরঞ্জন করিতে নরলীলা প্রকট করেন। যিনি যাহা চান, তিনি তাঁহাকে তাহাই দেন। যেভাবে জীব তাঁহাকে ভজনা করে, তিনিও তাহাকে সেইভাবে ভজনা করেন। একথা তাঁহার শ্রীমুখবাক্য (১)। ব্রজগোপীবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে উপপতিরূপে বরণ করিয়াছিলেন, ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন এবং সেই ভাবে তাঁহার আশ্রিতা ব্রজ-কামিনীগণের মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে নিত্যসিদ্ধা ব্রজ-গোপীবৃন্দ ভক্তভাবে তাঁহাদিগের প্রাণবল্লভের সহিত নবদ্বীপে উদয় হইলেন। পূর্ব্ব লীলার ভাব তাঁহাদিগের হৃদয়ে নিত্য বদ্ধ, সেই ভাবে বিভাবিত হইয়া অপরূপরূপসম্পন্ন শ্রীগৌরনাগরকে তাঁহারা সেই অপূর্ব্ব রাসলীলা পুনঃ প্রকট করিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীভগবান ভক্তের সম্পূর্ণ পরাধীন; ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তাঁহার ভক্তগণের মনোরঞ্জনের জন্য মহা সঙ্কীর্ত্তন-রাসলীলা নবদ্বীপে প্রকট করিলেন। নিত্যসিদ্ধা ব্রজসুন্দরীগণ চিরদিনই তাঁহাদিগের প্রাণবল্লভ শ্রীনন্দনন্দনের রূপ-মুগ্ধা। নদীয়ার ভক্তবৃন্দ ও শচীনন্দনের অপরূপ রূপে একেবারে মুগ্ধ হইলেন। তাঁহাদিগের লজ্জা, মান, সম্ভ্রম জাতি, কুল শীল, কিছুরই বিচার রহিল না। তাঁহারা প্রাণ খুলিয়া সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাদিগের প্রাণবল্লভের হস্তে জীবন যৌবন, কুল মান, দেহ প্রাণ সকলই সমর্পণ করিলেন, আর করযোড়ে অতি কাতরভাবে বলিলেন—

গোরাঙ্গ তুমি মোরে দয়া না ছাড়িহ।
আপনা করিয়া রাঙ্গা-চরণে রাখিহ॥
তোমার চরণ লাগি সব তেয়াগিনু।
শীতল চরণ পাঞা শরণ লইনু॥
একুলে ওকুলে মুঞি দিলাম তিলাঞ্জলি।
রাখিহ চরণে মোরে আপনার বলি॥ বাসুঘোষ

এইরূপ আত্ম-সমর্পণ ভক্তির পরাকাষ্ঠা। এইরূপ

---

(১) যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং। গীতা।

[illegible] নিবেদন বৈষ্ণবগণই করিতে জানেন। উপরিউক্ত [illegible] একটী [illegible] এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

নিরমল গোরা তনু, কাঁচা কাঞ্চন জনু
হেরইতে পাড়ু মোহে ভোর।
গৌর ভুজঙ্গমে দংশল মঝু মন
[illegible] কাঁদয়ে মোর।
[illegible]
[illegible] নাহি [illegible]
মদন আলসে মন ভোর।
[illegible] নয়নে, তেরছ অবলোকনে
[illegible] শর [illegible]।
[illegible] আবনে [illegible]
[illegible]
মঝু অহোনিশি তুঁহু [illegible]
[illegible] করবি উপায়।
[illegible] শুন শুন [illegible]
গোরা লাগি প্রাণ মোর যায়॥ পদকল্পতরু
[illegible] নদীয়া-নাগরী-ভাব [illegible] দিব্যদৃষ্টিতে দেখিলেন—
[illegible]
শ্যাম ভেল গৌর আকার।
গৌর ভেল সখীগণ, গৌর নিকুঞ্জবন
রাইরূপে চৌদিকে পাথার॥
গৌর ভেল শুক সারী, গৌর ভ্রমর ভ্রমরী
গৌর পাখী হেরি ডালে ডালে।
গৌর কোকিলগণ গৌর ভেল বৃন্দাবন
গৌর তরু গৌর ফলফুলে॥
গৌর যমুনার জল, গৌর ভেল জলচর,
গৌর সারস চক্রবাক্।
গৌর আকাশ দেখি গৌর চাঁদ তার সাথী
গৌর তারা বেড়ি লাখে লাখ।
গৌর অবনী ভৈল, [illegible] গৌর ময় সব ভেল,
[illegible]

নরোত্তম দাস কয়, অপরূপ রূপময়
তুহুঁ তনু একই মিলিত॥

নবদ্বীপরসভাণ্ডার মহাজনগণ পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। মধুররস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রস। শ্রীগৌরাঙ্গলীলার মধুর রসের রসিক ভক্তবৃন্দের সংখ্যাও অল্প নহে। তাঁহাদের ব্রজভাব,—আর এই ব্রজভাবই নদীয়া-নাগরী-ভাব। ইহা অতি শুদ্ধভাব এবং গোস্বামীশাস্ত্র সম্মত। তাহা না হইলে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর পার্ষদগণ এই সমুদয় নদীয়া-নাগরী-ভাবের পদ কেন সৃষ্টি করিলেন? নদীয়া-নাগরী-ভজন এবং গোপীভজন একতত্ত্ব। নদীয়ানাগরী-ভাবের রসিক-ভক্তবৃন্দ ভজনানন্দে বিভোর হইয়া বহু পদ লিখিয়া গিয়াছেন,—সেইসব তাঁহাদিগের অনুগত শিষ্যবৃন্দের ভজনের সহায় হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর যুগল-ভজন তাঁহার রসিক ভক্তবৃন্দের নিজধন,—ইহা তাঁহাদিগের প্রাণ। কেহ গৌরনিত্যানন্দ-রসে মগ্ন, কেহ গৌর-গদাধর লীলারস সাগরে দেহ, মন-প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন, কেহ বা শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল-ভজনানন্দে বিভোর হইয়া পরমানন্দলাভ করিতেছেন। এক্ষণে এক জাতীয় আধুনিক শিক্ষিত [illegible] দেখা দিয়াছেন; তাঁহারা নদীয়া-নাগরীভাবের বড়ই বিরোধী। উঁহারা নির্ব্বোধ নহেন, গৌরাঙ্গের শুদ্ধভক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, কিন্তু পরচর্চ্চা তাঁহাদের একটী ভজনের অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। অন্য লোকের সাধন-ভজন লইয়া চর্চ্চা করা কাহারও উচিত নহে। ভজনরাজ্যের অধিকার স্বয়ং ভগবানদত্ত, ইহা লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ, সভা সমিতি করিয়া বা পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া সমালোচনা করিবার অধিকার কাহারও নাই। যদি কেহ ইহা করেন, তিনি দুঃসাহসিকতার কার্য্য করেন, এবং ভগবান ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের নিকট অপরাধ অর্জ্জন করেন। ইনি শুদ্ধ, উনি অশুদ্ধ, ইনি পতিত, উনি পাষণ্ড, এ সকল কথা বৈষ্ণবের মুখে শোভা পায় না। বৈষ্ণব আপনাকে নীচ, পতিত ও অধম সর্ব্বদা মনে করিবেন। স্বয়ং শ্রীনিত্যা-

নন্দপ্রভু আপনাকে পতিত বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

পতিতের ত্রাণ বড় শুনি নদীয়ায়।
শুনিয়া আইনু মুঞি পাতকী এথায়॥

ইহার উপর আর কথা নাই। আমি শুদ্ধভক্ত, তুমি অশুদ্ধ ভক্ত, এভাব যাহাদিগের মনে জাগরুক, তাঁহারা কি করিয়া বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেন, ইহা জীবাধম গ্রন্থকারের ক্ষুদ্র-বুদ্ধির অগম্য।

অতএব হে গৌরভক্তগণ! কেহ কাহারও ভজন-সাধনে বাধা দিবেন না। গোবর্দ্ধনবাসী সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজী এবং নবদ্বীপবাসী সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী উভয়েরই নদীয়ানাগরীভাব ছিল। এবং গৌরাঙ্গপ্রভুর এই মধুর ভজনবলেই তাঁহারা সিদ্ধ হইয়াছিলেন। এই দুই মহাপুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গপার্ষদ ঠাকুর নরহরির গণ ছিলেন। তাঁহাদিগের ভজনপ্রণালী নবদ্বীপরসসম্ভূত, আর এই নবদ্বীপরসই ব্রজরসের নির্য্যাস স্বরূপ। এই দুই মহাপুরুষ যে ভজনপথে চলিয়াছিলেন, যে সাধনপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার অনুগমন করিতে যাহার আপত্তি আছে, তাঁহার দুর্ভাগ্য দেখিয়া মনে বড় দুঃখ হয়। এই মহাপুরুষদিগের সহিত যদি নরকেও যাইতে হয়, তাহাও সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি।

লীলারসাস্বাদন বহু ভাগ্যের কথা। জীবাধম গ্রন্থকারের তর্কনিষ্টমন শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্কীর্ত্তন রাস-লীলারসাস্বাদন করিতে করিতে শুষ্কতর্ক বিচার পূরীষগর্ত্তে আসিয়া পড়িয়াছে। কৃপাময় গৌরভক্ত পাঠকবৃন্দ! কৃপা করিয়া কেশে ধরিয়া তাহাকে উঠাইয়া লউন, আপনাদের কার্য্যই ইহা; এই কার্য্যতেই আপনাদের গুণের ও মহত্ত্বের পূর্ণ পরিচয় পাই। পতনোন্মুখ জীবকে কেশে ধরিয়া উদ্ধার করাই আপনাদের কার্য্য। আর এই কার্যটিই আপনারা বড় ভালবাসেন। সেই জন্য আপনা-দিগের চরণে জীবাধমের এই বিনীত নিবেদন। আপনা-দের মহিমা বুঝিবার শক্তি আমার নাই। পূজ্যপাদ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই পুনরুক্তি পূর্ব্বক আপনাদের চরণবন্দনা করিয়া কৃতার্থ হই—

এই বার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞি।
পতিতপাবন তোমা বিনে কেহ নাই॥
যাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়॥
গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এ তোমার গুণ॥
হরি ঠামে অপরাধে তারে হরিনাম।
তোমা ঠামে অপরাধে নাই পরিত্রাণ॥
তোমা সবা হৃদয়েতে গোবিন্দ বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মোর বৈষ্ণব পরাণ॥
প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি॥

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের মহাকীর্ত্তন-রাসলীলা পরিপূর্ণ রস-ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডারের ভাণ্ডারীগণ বহু জন্মের সাধনসিদ্ধ ঋষিগণ, নিত্যসিদ্ধা ব্রজগোপীগণ, শ্রুতি চতুষ্টয় ভক্তভাব অবলম্বন করিয়া নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারাই শ্রীভগবানের হ্লাদিনীশক্তি এবং মধুর রসের প্রকাশক এবং পরিবর্দ্ধক। এই জন্য বৈষ্ণবশাস্ত্র বলিয়া-ছেন—

যদ্যপি কৃষ্ণ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ধুর্য্য।
ব্রজদেবীর সঙ্গে তাঁর বাড়য়ে মাধুর্য্য॥ চৈঃ চঃ

এই "শুদ্ধ প্রেম-রস-গুণে গোপীকা প্রবীণ" রাস-রসিকা ব্রজদেবীগণই নদীয়ার কীর্ত্তন-রাস-রসিক ভক্তবৃন্দ। এই রসিক ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর যে সঙ্কীর্ত্তন রাস-লীলারঙ্গ, তাহা পদকর্ত্তা নিত্য পার্ষদবৃন্দ কলিহত পতিত জীবোদ্ধারের জন্য অতি বিস্তারিত এবং সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়া জীবের মহৎ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে যে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অসম্পূর্ণ এবং অতি গুপ্তভাবে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত শ্রীগ্রন্থে লিখিয়াছেন—

শ্রীমদ্ভাগবতস্য পরমং তাৎপর্য্য মুট্টঙ্কিতং
শ্রীবৈয়াসকিনা দুরন্বয়তয়া রাসপ্রসঙ্গেঽপি যৎ।
যদ্রাধা-রতি-কেলি-নাগর-রসাস্বাদৈক-তদ্ভাজনং
তদ্বস্তু প্রথনায় গৌরবপুষা লোকেঽবতীর্ণো হরিঃ॥

অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের পরম তাৎপর্য্য, যাহা শ্রীব্যাস-নন্দন শুকদেব গোস্বামী কর্ত্তৃক রাসপ্রসঙ্গে উত্থাপিত মাত্র হইয়াছে, কিন্তু বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হয় নাই, কারণ শ্রীভগবানের এই অপূর্ব্ব মধুর রাসলীলা অনুশীলন ও আস্বাদন ব্যতিত, তাহাতে প্রবেশাধিকার লাভ একেবারেই দুর্ঘট, এবং এই সর্ব্বোত্তম লীলা তৎকালে আস্বাদনের ও অনুশীলনের পাত্রাভাব ছিল। শ্রীরাধার রতি-কেলি-নাগর নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার সেই অপূর্ব্ব রাস-লীলাস্বাদ-প্রেম-মাধুরী বিস্তার করিবার নিমিত্ত স্বয়ং এই কলিযুগে ইহলোকে শ্রীগৌর-বিগ্রহরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীশুকদেব গোস্বামী যখন শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট বর্ণনা করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন, ব্রজবাসীগণ এবং ব্রজ সুন্দরীগণও গোলক-বাসিনী হইয়াছেন, এই জন্য "দুরন্বয়তা" হেতু শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাসনন্দন শুকদেব গোস্বামী এই অত্যদ্ভুত এবং অপূর্ব্ব রসপূর্ণ রাসলীলাপ্রসঙ্গ "উট্টঙ্কিত" মাত্র করিয়াছেন; সম্পূর্ণরূপে এবং বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের এই রাসলীলার প্রধান সহায় বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার নাম পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ নাই। শ্রীরাধিকাকে শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মী ময়ী সর্ব্বকান্তি সম্মোহিনী পরা॥

এই দেবী কৃষ্ণময়ীকে লইয়াই শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা। শাস্ত্রকার কৃষ্ণময়ীর অর্থ করিয়াছেন কিরূপ শুনুন। যেমন স্বর্ণময়ী প্রতিমা বলিলে প্রতিমার অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বত্রই স্বর্ণরূপ, তদ্রূপ শ্রীরাধিকাজির অন্তর ও বাহিরে সর্ব্বত্রই কৃষ্ণরূপ বিরাজিত, তজ্জন্য তিনি কৃষ্ণময়ী। এই প্রেমময়ী এবং কৃষ্ণময়ীর নাম পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে শ্রীভগবান শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত বপু ধারণ করিয়া নবদ্বীপে শচীগর্ভে উদিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অবতারের উদ্দেশ্য তিনটি। প্রথম শ্রীরাধিকার গভীর প্রেমের মহিমা কি প্রকার তাহা স্বয়ং রাধা হইয়া দেখিবেন ও বুঝিবেন; দ্বিতীয় তাঁহার সম্বন্ধীয় প্রণয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের যে অদ্ভুত মধুরিমা শ্রীরাধিকা আস্বাদন করেন, তাঁহার সেই মাধুর্য্যই বা কি প্রকার, তাহাও দেখিবেন, আর তৃতীয়, তাঁহাকে অনুভব নিবন্ধন শ্রীরাধিকার যে সুখাতিশয় হয়, সেই সুখই বা কিরূপ, তাহাও দেখিবেন এবং স্বয়ং অনুভব করিবেন (১)। এই জন্যই তিনি শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তি লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে ভুবনে অবতীর্ণ হইলেন। অতএব মহা রাসলীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য কি তাহা জীবকে বুঝাইবার জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারের প্রয়োজন বঝিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে যে রাসলীলা গুপ্তভাবে বর্ণিত, তাহা ব্যক্ত করিবার জন্যই স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে উদয় হইলেন। শুধু মুখে মুখে ব্যক্ত বা ব্যাখ্যা করিবেন,—তাহা নহে। স্বয়ং সেই মধুর রাসলীলা প্রকট করিয়া স্বয়ং তাহার রসাস্বাদন করিবেন এবং সেই অপূর্ব্ব রসভাণ্ডার অবিচারে নিজজনকে দিয়া লুটাইবেন,—ইহাই তাঁহার ইচ্ছা; তিনি কার্য্যেও তাহাই করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীরাধিকার রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সাজিলেন। তিনি একাধারে শক্তি ও শক্তিমানরূপে এবং অন্যাধারে রাধাশক্তি গদাধরের সাহায্যে ললিতা সখি (স্বরূপ দামোদর), বিশাখা সখি (রায় রামানন্দ) অন্যান্য সখি ও উপসখী গোস্বামী ও মোহান্তগণ সঙ্গে স্বয়ং আচরিয়া মহাসঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞের আয়ো-

(১) শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেত্তি লোভা—
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচী-গর্ভ-সিন্ধৌ-হরীন্দুঃ॥ চৈঃ চঃ

জন করিয়া রাসলীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য যে শ্রীবৃন্দাবনের মধুর ভজন, তাহা তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দকে শিক্ষা দিলেন, এবং তাঁহাদিগের দ্বারা যাহাতে এই মধুর ভজন প্রচার হয় তাঁহার উপদেশ ও আদেশ দিলেন। এই উপদেশের ফলে নদীয়া নাগরীভাবের সৃষ্টি, এই আদেশের ফলে নদীয়ানাগর শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর ভজনের সূত্রপাত। ইহারই ফলে নদীয়া নাগরীভাবের অসংখ্য পদাবলীর সৃষ্টি, যাহা অধিকারী গৌরভক্তবৃন্দের ভজনের অঙ্গ। পূজ্যপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতী ঠাকুর এই জন্যই লিখিয়া গিয়াছেন—

প্রেমানামাদ্ভূতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্যনাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিন মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরমরস চমৎকার মাধুর্য্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরম করুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার॥

অর্থ। প্রেমনামক যে পরম পুরুষার্থ, যাহা পূর্ব্বে কাহারও শ্রুতিমূলে প্রবেশ করে নাই, ভগবানের নাম ও মহিমা যাহা পূর্ব্বে কেহই জানিতেন না, শ্রীবৃন্দাবিপিনের পরমাশ্চর্য্য মাধুরী যাহাতে কেহ প্রবেশ করিতে পারেন নাই, এবং পরমদ্ভূত মাধুর্য্যরসের পরাকাষ্ঠা স্বরূপা যে শ্রীশ্রীরাধিকা, যাঁহার নাম পর্য্যন্ত পূর্ব্বে কেহ অবগত ছিলেন না, কেবল এক শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র প্রকটিত হইয়া এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন।

এক্ষণে গৌরভক্ত কৃপাময় পাঠকবৃন্দ, ইহার দ্বারা বুঝিতে পারিতেছেন যে, সুধু শ্রীমদ্ভাগবতের সাহায্যে রাসলীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে না। পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ লিখিতে গিয়া এই কথার আভাস দিয়াছেন, সুতরাং ইহা জীবাধম গ্রন্থকারের স্বকপোল-কল্পিত কথা নহে। কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

পূর্ব্ব ব্রজবিলাসে, যেই তিন অভিলাষে
যত্নেহ আস্বাদ নহিল।
শ্রীরাধার ভাব সার, আপনে করি অঙ্গীকার
সেই তিন বস্তু আস্বাদিল॥ চৈ চঃ

এই তিন বস্তু কি তাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছি। আবারও বলি শুনুন। শ্রীরাধিকার প্রণয়মহিমা, স্বমাধুর্য্য এবং তদাস্বাদনে শ্রীরাধিকার সুখ। এই তিন বস্তুর অনুশীলন, বিচার ও আস্বাদন,—রাসলীলার মূলমন্ত্র; এই তিন বস্তু হৃদয়ে ধরিয়া শ্রীভগবানের নামগানে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য গীত বাদ্য সাহায্যে প্রেমানন্দোৎসবে দেহ, মন ও প্রাণ ঢালিয়া দেওয়ার নাম শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় সঙ্কীর্ত্তন-রাসলীলা। সমস্ত বৈষ্ণবগ্রন্থে, বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীতে এবং শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সকল চরিতাবলীতে শ্রীভাগবতোক্ত "উট্টঙ্কিত" রাসলীলা প্রসঙ্গের বিশদ ও বিস্তৃত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পঠন, পাঠন, শ্রবণ, অনুশীলন ও আস্বাদন মধুর ভজনের অঙ্গ এবং ইহার পরিপুষ্টিই ভজনের শেষ। সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী বলিয়া গিয়াছেন—

গৌরের কান্তা আমি, কান্ত আমার গোরা,
আমার ভজন হলো সারা॥

ইহা অতি সার কথা এবং ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন। এই ভজন করিতে—

"গঞ্জে গঞ্জুক গুরুজন তাহে না ডরাই।
ছাড়ে ছাড়ুক নিজপতি আপদ এড়াই॥
বলে বলুক পাড়ার লোক তাহে নাহি ডর।
না বলুক না ডাকুক না যাব কার ঘর॥
ধরম করম যাউক তাহে না ডরাই।
মনের ভরমে পাছে বঁধুরে হারাই॥"

এক্ষণে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের শ্রীবাস-অঙ্গনের সঙ্কীর্ত্তন রাসলীলারঙ্গ বর্ণিত হইবে। নদীয়ানাগর শ্রীগৌর-গোবিন্দ সর্ব্ব প্রথমে শ্রীবাস-অঙ্গনেই তাঁহার প্রথম সঙ্কীর্ত্তন রাসলীলা রঙ্গ প্রকট করেন। এই অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ তাঁহার পূর্ব্বলীলার নিত্য পরিকরবৃন্দ লইয়া নিশাভাগে শ্রীবাস অঙ্গনের দ্বার রুদ্ধ করিয়া অভিনীত হইত। অন্তরঙ্গ একান্ত রসিকভক্ত ভিন্ন অন্য কেহ শ্রীবাসঅঙ্গনে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। শ্রীবাসপণ্ডিতের প্রতি প্রভুর এসম্বন্ধে বিশেষ আদেশ ছিল। নদীয়ায় এই অদ্ভুত সঙ্কীর্ত্তন রাসলীলারঙ্গ প্রকটন করিবার পূর্ব্বে রাসরসিক শ্রীশ্রীগৌর-

গোবিন্দ একদিন ভক্তবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

——— ———"ভাই সব শুন মন্ত্র সার।
রাত্রি কেন মিথ্যা যায় আমা সভাকার॥
আজি হৈতে নির্ব্বন্ধিত করহ সকল।
নিশায় করিব সভে কীর্ত্তন মঙ্গল॥
সঙ্কীর্ত্তন করিয়া সকল গণ সনে।
ভক্তি স্বরূপিণী গঙ্গা করিব মজ্জনে॥
জগত উদ্ধার হউ শুনি কৃষ্ণনাম।
পরার্থে সে যে তোমার সভার ধনপ্রাণ॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভুর এই অপূর্ব্ব মধুমাখা উপদেশ-কথা শুনিয়া, ভক্তবৃন্দের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। সেই দিন শুভক্ষণে ও শুভ রাত্রিতেই ইচ্ছাময় প্রভু শ্রীবাসঅঙ্গনে ভুবনমঙ্গল সঙ্কীর্ত্তন রাসলীলা প্রকট করিলেন। ভক্তবৃন্দ সকলেই ব্রজভাবে বিভাবিত হইয়া ব্রজরসানন্দ অনুভব করিলেন। প্রেমানন্দে প্রভুর শ্রীবদন-নিঃসৃত ঘন ঘন হুঙ্কার গর্জ্জনধ্বনি এবং তৎসঙ্গে ভক্তগণের কণ্ঠনিঃসৃত গগণভেদী উচ্চ হরিধ্বনি মিলিত হইয়া নিশাভাগে প্রতিবেশীগণকে জাগরিত করিল। তাহারা পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিল—

নিশায় এগুলা খায় মদিরা আনিয়া।
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে।
চারি প্রহর নিশি নিদ্রা যাইতে না পাই।
বোল বোল হুঙ্কার শুনিয়া সদাই॥ চৈঃ ভাঃ

কোন কোন দিন সমস্ত রাত্রি প্রভু তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দসহ শ্রীবাস-অঙ্গনে এইরূপ সঙ্কীর্ত্তন-লীলারঙ্গ অভিনয় করেন। শচীমাতা তাঁহার পুত্রবধূসহ পুত্রের এই অভিনব লীলারঙ্গ দর্শন করিতে রাত্রিকালে শ্রীবাস-আঙ্গিনায় গমন করেন। বৈষ্ণব-গৃহিণীগণও সেখানে থাকেন। প্রেমানন্দে প্রভু যখন আছাড় খাইয়া ভূমিতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, বোধ হয় যেন পৃথিবী খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গেল, কিন্তু প্রভুর কুসুমকোমল শ্রীঅঙ্গে আঘাতের নামমাত্রও লাগে না। পৃথিবীদেবী তখন পুষ্পশয্যাবৎ কোমলাবস্থা প্রাপ্ত হন। স্নেহময়ী আই পুত্রের এরূপ অবস্থা দেখিয়া মনে বিষম ব্যথা পান, গোবিন্দ স্মরণ করিয়া তিনি দুটি চক্ষু মুদ্রিত করেন। তিনি এ দৃশ্য চক্ষে দেখিতে পারেন না, তাঁহার বুক ফাটিয়া যায়, তাঁহার নয়ন জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়। তিনি করযোড়ে অভীষ্ট দেবের নিকট বর প্রার্থনা করেন—

"কৃপা কর কৃষ্ণ মোরে দেহ এই বর।
যে সময় আছাড় খায়েন বিশ্বম্ভর॥
মুঞি যেন তাহা নাহি জানো সে সময়।
হেন কৃপা কর মোরে কৃষ্ণ মহাশয়॥
যদ্যপিহ পরানন্দে তাঁর নাহি দুঃখ।
তথাপিহ না জানিলে মোর বড় সুখ॥ চৈঃ ভাঃ

সর্ব্ব অন্তর্য্যামী ভক্তবৎসল প্রভু আমার জননীর চিত্তের ভাব জানিয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। যতক্ষণ প্রভু নৃত্য করেন, শচীমাতার বাহ্যজ্ঞান থাকে না (১)। জগন্মাতা গৌরাঙ্গ-জননী পরমানন্দে বিভোর হইয়া পুত্রের এই অপূর্ব্ব সংকীর্ত্তন রাসলীলা-রঙ্গ দর্শন করেন।

শ্রীএকাদশী হরিবাসর দিনে একদিন উষাকাল হইতে প্রভু শ্রীবাসআঙ্গিনায় কীর্ত্তনানন্দে মাতিলেন। দলে দলে ভক্তবৃন্দ আসিয়া তাঁহার সহিত মহাসংকীর্ত্তন-যজ্ঞে যোগ দান করিলেন। "গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন" এই গগনভেদী কীর্ত্তনধ্বনিতে শ্রীবাস-অঙ্গন প্রকম্পিত হইল। সুমধুর মৃদঙ্গ-করতাল ধ্বনিতে নদীয়াবাসীর প্রাণে এক অদ্ভুত ও অপূর্ব্ব আনন্দরসের স্রোত প্রবাহিত করিল। শ্রীবাস-অঙ্গনে আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। দল বান্ধিয়া এক এক সম্প্রদায় লইয়া এক একজন কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীবাসপণ্ডিতের একদল, মুকুন্দদত্তের অন্য দল, গোবিন্দ ঘোষ আর এক দল লইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। প্রভু সকল দলেই আছেন। তিনি প্রেমাবেশে নয়নরঞ্জন অঙ্গভঙ্গী করিয়া মধুর নৃত্য করিতেছেন॥ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহাকে ধরিয়া কীর্ত্তনের মধ্যে মধ্যে লইয়া বেড়াইতেছেন। প্রভু নিত্যানন্দের বাহ্যজ্ঞান

(১) যতক্ষণ প্রভু করে হরি সংকীর্ত্তন।
আইর না থাকে বাহ্য মাত্র ততক্ষণ॥ চৈঃ ভাঃ

রহিত। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু অলক্ষিতে প্রভুর পদধূলি লইতেছেন (১)। গদাধরপণ্ডিতের নয়নের প্রেম-প্রবাহ-ধারায় বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। প্রেমোন্মত্ত প্রভুর নৃত্যবিলাস ক্রমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। তাঁহার শ্রীঅঙ্গে যুগবৎ অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল। অশ্রু, কম্প, পুলক, কদম্ব,মূর্চ্ছা, হুংকার, গর্জ্জন প্রভৃতি প্রভুর শ্রীঅঙ্গে একসঙ্গে দৃষ্ট হইল। প্রভু যখন করুণস্বরে ক্রন্দন করেন, এক প্রহর কাল ভূমিতে পতিত হইয়া নয়নজলে ধরাতল সিক্ত করেন। তাঁহার ভ্রমরকৃষ্ণ সুন্দর কেশদাম উন্মুক্ত হইয়া ধূলায় ধূসরিত হয়। তাহা দেখিয়া ভক্তগণের প্রাণ ফাটিয়া যায়।

যখন কান্দয়ে প্রভু প্রহরেক কান্দে।
লোটায় ভূমেতে কেশ তাহা নাহি বান্ধে॥ চৈঃ ভা

তাঁহার করুণ ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া কাষ্ঠ-পাষাণও দ্রব হয়। আবার যখন তিনি অট্টঅট্ট হাসিতে আরম্ভ করেন এক প্রহর কাল আনন্দবিলাসরসে মগ্ন থাকেন। কখন কখন ব্রহ্মাণ্ডভেদী হরিধ্বনি করিয়া পৃথিবী কম্পিত করেন। কখন শ্রীঅঙ্গে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ভার গ্রহণ করিয়া তিনি এরূপভাবে ভূতলশায়ী হন, কেহ তাঁহার একাঙ্গও উঠাইতে পারেন না। আবার কখন তুলা হইতেও লঘু হইয়া অনুগত ভক্তদিগের কান্ধে চড়েন (২)। তাঁহারা পরমানন্দে সংকীর্ত্তনের মধ্যে প্রভুকে লইয়া নৃত্য করেন। কখন তিনি প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হন। তাঁহার কর্ণমূলে "হরেকৃষ্ণ" নাম উচ্চারণ করিলেই মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়। কখন বা মহা শীতে তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পবান হয়, দাঁতি লাগে। কখনও বা শরীরে এত ঘর্ম্ম নির্গত হয়, বোধ হয় মূর্ত্তিমতী গঙ্গাদেবী তাঁহার শরীরে উদিত হইয়াছেন। কখন প্রভুর শ্রীঅঙ্গ যেন জলন্ত অনলবৎ উত্তপ্ত,—কখনও বা চন্দনতুল্য শীতল। কখন প্রভু এমন প্রবলবেগে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন, ভক্তগণকে মহাভয়ে তাঁহার সম্মুখ হইতে এক পাশ হইতে হয়। কখন তিনি অতি দীনহীনভাবে বৈষ্ণবগণের চরণ ধরিতে যান, আর বৈষ্ণবগণ ভয়ে পলায়ন করেন। কখন তিনি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অঙ্গে শ্রীঅঙ্গ হেলাইয়া রাতুল চরণ দুইখানি উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া মধুর হাস্য করেন। ভক্তবৃন্দ প্রভুর মনভাব ইঙ্গিতে বুঝিয়া তাঁহার পদধূলি লুণ্ঠন করেন, আর আনন্দে হরিধ্বনি করেন। ইহার মধ্যে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুই প্রধান। তিনি প্রভুর প্রতি চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—

———"আরে আরে চোরা।
ভাঙ্গিল সকল তোর ভারি ভুরি মোরা॥" চৈঃ ভাঃ

প্রভু ইহা শুনিয়া প্রেমানন্দে ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রভু উঠিয়া গদাধরপণ্ডিতের গলা ধরিয়া করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে লম্ফ দিয়া মুরারি গুপ্তের স্কন্ধে আরোহন করিলেন। প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া কখন প্রভু জানুগতিতে চলেন, কখন চক্রাকৃতি হইয়া প্রহরেক কাল পর্য্যন্ত ভূমিতলে ঘুরিয়া বেড়ান, ইহাতে নিজ চরণ নিজের মস্তকে স্পর্শ করে (১)। প্রভুর ধূলি ধূসরিত শ্রীঅঙ্গেরবর্ণ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হয়। তাঁহার বিশাল কমল আঁখিদ্বয় অধিকতর বিশাল বলিয়া বোধ হয়। সহজ অবস্থায় তিনি যাহাকে "প্রভু" বলিয়া সম্মান করিতেন, এক্ষণে তাঁহাকে "এ বেটা আমার দাস" বলিয়া কেশে ধরিয়া টানিয়া নিকটে আনেন। পূর্ব্বে যে বৈষ্ণব দেখিলে প্রভু তাঁহার চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িতেন, এক্ষণে তাঁহার বক্ষে চরণ অর্পণ করিতেও কুণ্ঠিত হন না (২)।

---

(১) ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী।
অলক্ষিতে অদ্বৈত লয়েন পদধূলি। চৈঃ ভাঃ

(২) ক্ষণে ক্ষণে হয় অঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডের ভর।
ধরিতে সমর্থ কেহো নহে অনুচর॥
ক্ষণে হয় তুলা হৈতে অত্যন্ত পাতল।
হরিষে করিয়ে কান্ধে বুলয়ে সকল॥ চৈঃ ভাঃ

(১) চক্রাকৃতি হই ক্ষণে প্রহরেক ফিরে।
আপন চরণ গিয়া লাগে নিজ শিরে॥ চৈঃ ভাঃ

(২) পূর্ব্বে যে বৈষ্ণব দেখি প্রভু করি বোলে।
ঐ বেটা আমার দাস ধরে তার চুলে॥
পূর্ব্বে যে বৈষ্ণব দেখি ধরয়ে চরণে।
তার বক্ষে উঠি করে চরণ অর্পণে॥ চৈ ভাঃ

শ্রীগৌরভগবান কীর্ত্তিনানন্দে উন্মত্ত হইয়া এইরূপ অলৌকিক লীলারঙ্গ করিয়া ভক্তগণের মন আনন্দরসে মগ্ন করিতেছেন। সকলেই প্রেমানন্দে আত্মহারা হইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতেছেন। মৃদঙ্গ মন্দিরা, শঙ্খ ও করতাল-ধ্বনিতে শ্রীবাস-অঙ্গন মুখরিত। উচ্চ হরিসংকীর্ত্তন-ধ্বনিতে চতুর্দ্দিকের অমঙ্গল নাশ হইতেছে। ভুবনমঙ্গল হরিনামসংকীর্ত্তনে সর্ব্ববিঘ্ন নাশ হয়। সেই সর্ব্বাপদবিনাশী, সর্ব্ব অমঙ্গলনাশী ভুবনমঙ্গল হরিনামসংকীর্ত্তনের মধ্যে নদীয়ার প্রেমময় অবতার শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ নিজনামগানে মত্ত হইয়া অপূর্ব্ব নয়নরঞ্জন নৃত্য করিতেছেন। এদৃশ্য বড়ই মধুর। ভাগ্যবান নদীয়াবাসীর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, তাই তাঁহারা এই শিববিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত অপূর্ব্ব আনন্দরস উপভোগের শুভ সুযোগ ও সৌভাগ্য পাইয়াছেন। বড় দুঃখেই শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

হইল পাপিষ্ঠ, জন্ম তখনে না হৈল।
হেন মহামহোৎসব দেখিতে না পাইল॥

এই মহাসংকীর্ত্তন-লীলাযজ্ঞে প্রেমের ঠাকুর প্রেমময় শ্রীগৌর-গোবিন্দ ভুবনমোহনবেশে মধুর নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার আবেশের অন্ত নাই,—ভাবের সীমা নাই। অষ্ট সাত্ত্বিকভাবের উপরেও তিনি উঠিয়াছেন। তাঁহার অলৌকিক ভাববিকার দেখিয়া ভক্তবৃন্দ মনে করিতেছেন—

যাহা নাহি দেখি শুনি শ্রীভাগবতে।
হেন সব বিকার প্রকাশে শচীসুতে॥ চৈঃ ভাঃ

শ্রীগৌরাঙ্গলীলার ব্যাসাবতার প্রভুর এই অলৌকিক ভাববিকারের কথা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গ হয় স্তম্ভাকৃতি।
তিলার্দ্ধেকো নোঙাইতে নাহিক শকতি॥
সেই অঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে এই মত হয়।
অস্থি মাত্র নাহি যেন নবনীতময়॥
কখনো দেখিয়ে অঙ্গ গুণ দুই তিন।
কখনো স্বভাব হৈতে অতিশয় ক্ষীণ॥
কখনো বা মত্ত যেন ঢুলি ঢুলি যায়।
হাসিয়া দোলায় অঙ্গ আনন্দে সদায়॥

ভাবাবেশে ভক্তবৃন্দকে প্রভু পূর্ব্বলীলার নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। যিনি যে বস্তু, যাঁহার যে তত্ত্ব, এই স্থলে প্রভু প্রকাশ করিয়া দিতেছেন। কিন্তু প্রভুর মায়ায় কেহ তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না।

শ্রীবাসঅঙ্গণে এই মহাসংকীর্ত্তন রাসলীলার অনুষ্ঠান হইয়াছে। প্রভুর আদেশে বহির্দ্বার বন্ধ আছে। পূর্ব্বে যিনি প্রবেশ করিয়াছেন, তিনিই প্রভুর এই অপূর্ব্ব ও অভিনব সংকীর্ত্তন-লীলারঙ্গ দর্শন করিয়া ধন্য হইলেন। উচ্চ কীর্ত্তনধ্বনি শুনিয়া নদীয়ার লোক শ্রীবাসপণ্ডিতের দ্বারে একত্রিত হইয়াছে। সকলেরই ইচ্ছা বাড়ীর মধ্যে কি হইতেছে দেখিব। সকলেই মহা কলরব করিতেছে, আর বলিতেছে—

"কীর্ত্তন দেখিব ঝাট্ ঘুচাহ দুয়ারে।"

বৈষ্ণবগণ আঙ্গিণার মধ্যে কীর্ত্তনরসে মগ্ন,—প্রেমানন্দে মাতোয়ারা, তাঁহাদিগের দেহধর্ম্মজ্ঞান নাই। কোন কথাই তাহাদের কর্ণে প্রবেশ হইতেছে না। ইঁহাদিগের মধ্যে বহির্ম্মুখ পাষণ্ডীর দলও আছে। তাহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া নিন্দা ও কুৎসা করিতে আরম্ভ করিল। কারণ তাহারা দ্বার খোলা পায় নাই। শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর এই সকল পাষণ্ডীদিগের নিন্দাবাদগুলি অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল (১)।

(১) যতেক পাষণ্ডী সব না পাইয়ে দ্বার।
বাহিরে থাকিয়ে মন্দ বোলয়ে অপার॥
কেহ বোলে এ গুলা সকল কি খায়।
চিনিলে পাইবে লাজ দ্বার না ঘুচায়॥
কেহো বোলে সত্য সত্য এই সে উত্তর।
নহিলে কেমতে ডাকে এ অষ্ট প্রহর।
কেহো বোলে আরে ভাই মদিরা আনিয়া।
সভে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া॥
কেহো বোলে ভাল ছিল নিমাই পণ্ডিত।
তার কেন নারায়ণ কৈল হেন চিত্ত॥
কেহো বোলে হেন বুঝি পূর্ব্বের সংস্কার।
কেহো বোলে সঙ্গ দোষ হইল তাঁহার॥

প্রভুর ভক্তগণ প্রেমানন্দে বিভোর থাকেন। পাষণ্ডী-দিগের এ সকল কথা তাঁহাদিগের কর্ণে প্রবেশ করে না। তাঁহারা প্রভুর নিত্য দাস, শুদ্ধভক্ত সিদ্ধ পুরুষ, স্তুতিনিন্দা উভয়ই তাঁহাদের পক্ষে সমতুল্য। তাঁহাদের কার্য্য লোক-নিন্দার অতীত। তাঁহারা লোকাপেক্ষা করেন না।

চৈতন্যের গণ সব মত্ত কৃষ্ণরসে।
বহির্ম্মুখ বাক্য কিছু কর্ণে না প্রবেশে॥
জয় কৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ বনমালী।
অহর্নিশি গায় সভে হই কুতুহলী॥ চৈঃ ভাঃ

নিয়ামক বাপ্ নাই, তাতে আছে বাই।
এত দিনে সঙ্গ দোষে ঠেকিলা নিমাই॥
কেহো বোলে পাসরিল সব অধ্যয়ন।
মাসেক না চাহিলে হয় অবৈয়াকরণ॥
কেহো বোলে আরে ভাই সব হেতু পাইল।
দ্বার দিয়া কীর্ত্তনের সন্দর্ভ জানিল॥
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা সভার সনে॥
ভক্ষ্য, ভোজ্য, গন্ধ, মাল্য, বিবিধ বসন।
খাইয়া তা সভা সঙ্গে বিবিধ রমন॥
ভিন্ন লোক দেখিলে না হয় তার সঙ্গ।
এতেক দুয়ার দিয়া করে নানা রঙ্গ॥
কেহো বোলে কালি হউ যাইব দেয়ানে।
কাঁকালি বান্ধিয়া সব নিব জনে জনে॥
যে না ছিল রাজ্য দেশে আনিঞা কীর্ত্তন।
দুর্ভিক্ষ হইল সব গেল চিরন্তন॥
দেবে হরিলেক বৃষ্টি জানিল নিশ্চয়।
ধান্য মরি গেল কড়ি উৎপন্ন না হয়॥
খলিয়াতি শ্রীবাসের কালি করোঁ কার্য্য।
কালি বা কি করোঁ দেখ অদ্বৈত আচার্য্য॥
কোথা হৈতে আসি নিত্যানন্দ অবধূত।
শ্রীবাসের ঘরে থাকি করে এত রূপ॥
কেহো বোলে ব্রাহ্মণের নহে নৃত্য ধর্ম্ম।
পড়িয়াও এগুলা করয়ে হেন কর্ম্ম॥
কেহো বোলে এগুলা দেখিতে না জুয়ায়।
এগুলার সম্ভাষে সকল কীর্ত্তি যায়॥

কৃষ্ণপ্রেমরসে বিভোর হইয়া তাঁহারা প্রভুর সঙ্গে কবাটবদ্ধ শ্রীবাসআঙ্গিনায় মধুর কীর্ত্তনানন্দে উন্মত্ত। উষাকালে কীর্ত্তনারম্ভ হইয়াছে, নিশি শেষ হইতে এক প্রহর কাল মাত্র আছে, এখন পর্য্যন্ত কাহারও বিশ্রাম নাই, কেহই আহার করেন নাই, দেহধর্ম্ম ভুলিয়া সকলেই কীর্ত্তনানন্দে বিভোর। শ্রীবাস-আঙ্গিনায় প্রেমানন্দের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, ভক্তবৃন্দ মধুর কীর্ত্তনানন্দতরঙ্গা-বর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। এক প্রহর নিশি থাকিতে প্রভুর শ্রীভগবান আবেশ হইল। শ্রীবাসপণ্ডিতের বহির্বাটিতে বিষ্ণু-খট্টা সজ্জিত ছিল। তাহাতে শালগ্রাম-শিলা বিরাজ করিতেছিলেন। প্রেমোন্মত্ত প্রভু সেই সকল শালগ্রামশিলা ক্রোড়ে করিয়া বিষ্ণুখট্টার উপরে

এ নৃত্য কীর্ত্তন যদি ভাল লোকে দেখে।
সেহো এই মত হয় দেখে পরতেখে॥
পরম সুবুদ্ধি ছিল নিমাঞি পণ্ডিত।
এগুলার সঙ্গে তার হেন হৈল চিত॥
কেহো বোলে আত্মা বিনা সাক্ষাৎ করিয়া।
ডাকিলে কি কার্য্য হয় না জানিলা ইহা॥
আপন শরীর মাঝে আছে নিরঞ্জন।
ঘরে হারাইয়া ধন চরে গিয়া বন॥
কেহো বোলে কোন কার্য্য পরেরে চর্চ্চিয়া।
চল সভে ঘরে যাই কি কার্য্য দেখিয়া॥
ও কীর্ত্তন না দেখিলে কি হইব মন্দ।
জন শত বেড়ি করে যেন মহাদ্বন্দ্ব॥
কোন জপ কোন তপ কোন তত্ত্বজ্ঞান।
যাহা না দেখিলে করি নিজ কর্ম্ম ধ্যান॥
চাল কলা মুদগ দধি একত্র করিয়া
জাতি নাশ করি খায় একত্র হইয়া॥
মহা মহা ভট্টাচার্য্য সহস্র যথায়।
হেন ডাকাইত গুলা বৈসে নদীয়ায়॥
শ্রীবাস বামন এই নদীয়া হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি কালি নৈয়া ফেলাইব স্রোতে॥
ও বামন ঘুচাইতে গ্রামের কুশল।
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল॥ চৈঃ ভাঃ

ঐশ্বর্য্যভাবে বসিলেন। শ্রীবিশ্বম্ভরদেবের গুরুভারে বিষ্ণুখট্টা মড় মড় করিয়া উঠিল। অনন্ত-অবতার শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাড়াতাড়ি গিয়া বিষ্ণুখট্টা স্পর্শ করিলেন, আর তৎক্ষণাৎ তাহাতে ধরণীধর শ্রীঅনন্তদেবের অধিষ্ঠান হইল। খট্টা আর ভাঙ্গিল না। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর মদনমোহন রাসরসিক নাগরেন্দ্ররূপে শ্রীবাসমন্দিরে বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করিলে উহা মন্দ মন্দ দুলিতে লাগিল (১)। শ্রীবাসঅঙ্গনের অপূর্ব্ব শোভা হইল। প্রভুর আজ্ঞায় তখন সংকীর্ত্তন বন্ধ হইল (২)। প্রভু এক্ষণে হুংকার গর্জ্জন করিয়া ভগবানভাবাবেশে নিজতত্ত্ব কহিতে লাগিলেন।

প্রভুর স্বমুখনিঃসৃত বাণী যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

"কলিযুগে কৃষ্ণ আমি আমি নারায়ণ।
আমি সেই ভগবান দেবকী-নন্দন॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটি মাঝে আমি নাথ।
যত গাও সেই আমি তোরা মোর দাস॥
তোমা সভা লাগিয়া আমার অবতার।
তোরা যেই দেহ, সেই আমার আহার॥"

প্রভুর সম্মুখে শ্রীবাসপণ্ডিত করযোড়ে দাঁড়াইয়া আছেন, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুও সেইভাবে নিকটেই আছেন, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ছত্র ধরিয়াছেন, ঠাকুর নরহরি চামর দুলাইতেছেন, গদাধরপণ্ডিত প্রভুর তাম্বূলসেবা করিতেছেন। প্রভুর এক্ষণে পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যভাব। প্রভু যেমন বলিলেন—

"তোরা যেই দেহ, সেই আমার আহার।"

অমনি শ্রীবাসপণ্ডিত কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন "প্রভু হে! সকলি তোমারি ত; তুমি আনন্দে ভোজন কর। আমরা নয়ন ভরিয়া তোমার ভোজনবিলাস দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হই।" প্রভু হাসিয়া উত্তর করিলেন "দাও, আমি সকলি খাইব"। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু কান্দিতে কান্দিতে উত্তর করিলেন "প্রভু! ইহা বড়ই আনন্দের কথা, আমাদের পক্ষে ইহা পরম মঙ্গল"। এই বলিয়া সকলে হাতে হাতে পূর্ণব্রহ্মসনাতন ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীগৌরভগবানকে নানাবিধ ভোজনদ্রব্য যোগাইতে লাগিলেন, প্রভু আনন্দাবেশে হাসিতে হাসিতে সকলি ভোজন করিতে লাগিলেন। প্রভুর এই ভোজনবিলাসরঙ্গ শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

করে করে প্রভুরে যোগায় সর্ব্ব দাসে।
আনন্দে ভোজন করে প্রভু নিজাবেশে॥
দধি খায়, দুগ্ধ খায়, নবনীত খায়।
আর কি আছয়ে আন বোলয়ে সদায়॥
বিবিধ সন্দেশ খায় সর্করা ম্রক্ষিত।
মুদ্গ নারিকেল জল শস্যের সহিত॥
কদলক, চিপিটক ভর্জ্জিত তণ্ডুল।
আরবার আন বোলে খাইয়া বহুল॥
ব্যবহারে জন শত দুইর আহার।
নিমেষে খাইয়া বোলে কি আছয়ে আর॥
প্রভু বোলে আন আন এথা কিছু নাঞি।
ভক্তসব ত্রাস পাই স্মঙরে গোসাঞি॥
করযোড় করি সভে কয় ভয়-বাণী।
"তোমার মহিমা প্রভু আমরা কি জানি॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে যাঁহার উদরে।
তাঁরে কি করিব এই ক্ষুদ্র উপহারে॥"

ভক্তবৎসল প্রভু এই কথা শুনিয়া মৃদুমধুর হাসিয়া উত্তর করিলেন—

• ————"ক্ষুদ্র নহে ভক্ত উপহার।
ঝাট্ আন ঝাট্ আন কি আছয়ে আর॥"

(১) এই মত নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
নিশি অবশেষে মাত্র সে এক প্রহর॥
শাল গ্রাম শিলা সব নিজ কোলে করি।
উঠিলা চৈতন্যচন্দ্র খট্টার উপরি॥
মড় মড় করে খট্টা বিশ্বম্ভর ভরে।
আথে ব্যথে নিত্যানন্দ খট্টা স্পর্শ করে।
অনন্তের অধিষ্ঠান হইল খট্টায়।
না ভাঙ্গিল খট্টা দোলে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥ চৈঃ ভাঃ

(২) চৈতন্য আজ্ঞায় স্থির হইল কীর্ত্তন।
কহে আপনার তত্ত্ব করিয়া গর্জ্জন॥ চৈঃ ভাঃ

ভক্তের ভগবান এস্থলে ভক্তবাৎসল্যের পূর্ণ পরিচয় দিলেন। ভক্তের উপহার ভগবান ক্ষুদ্র মনে করেন না।

ভক্তের পদার্থ প্রভু ছলে বলে খায়।
কোটি হৈলে অভক্তের উলটি না চায়॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভু তখন সমস্ত ভোজনসামগ্রী ক্রমে ক্রমে ভোজন করিলেন। সেখানে আর কিছুই নাই। সকলে করযোড়ে তখন প্রভুর নিকট নিবেদন করিলেন—

"কর্পূর তাম্বুল আছে শুনহ গোঁসাঞি"।

প্রভু হাসিয়া উত্তর করিলেন—

"তাই দেহ কিছু চিন্তা নাই"॥

ইহা শুনিয়া ভক্তবৃন্দের মনে বড় আনন্দ হইল, তাঁহারা সকলে মিলিয়া প্রভুর তাম্বুলসেবা করিতে লাগিলেন। নদীয়ার নিমাই পণ্ডিত বড় তাম্বুলপ্রিয় ছিলেন। গদাধর পণ্ডিত তাঁহাকে সর্ব্বদা তাম্বুল যোগাইতেন। সকলেই প্রভুকে তাম্বুল ভোগ দিতে লাগিলেন, তিনি মধুর হাসি হাসিয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া ভক্তবৃন্দের হস্ত হইতে তাম্বুল লইয়া আনন্দে গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া তাহা সেবা করিতেছেন। ইহাতে ভক্তবৃন্দের মনে অপার আনন্দ হইতেছে। সকলে এক্ষণে নির্ভয়ে প্রভুর সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। ইহার মধ্যে হঠাৎ একবার যেন প্রভু কিছু গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। তাঁহার বিশাল কমল লোচনদ্বয় ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তিনি হুঙ্কার গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বারম্বার "নাড়া নাড়া" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। ভক্তবৃন্দ প্রভুর উগ্র শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইলেন। সকলেই সভয়ে তাঁহার সম্মুখ হইতে দূরে দাঁড়াইলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু পুনরায় শ্রীগৌরভগবানের শিরে ছত্র ধরিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু সম্মুখে আসিয়া যোড় হস্তে প্রভুর স্তুতি করিতে লাগিলেন। সর্ব্ব ভক্তগণ মস্তক অবনত করিয়া করযোড়ে প্রভুর চরণ-কমলের প্রতি চাহিয়া একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। যেখানে যিনি ছিলেন, সেখানেই তিনি স্থিরগতি হইয়া আছেন। সকলেই প্রভুর আদেশ অপেক্ষা করিতেছেন (১) প্রভুর এক্ষণে পরিপূর্ণ ভগবানভাব। তিনি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর বদনের প্রতি চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন "বর মাগ"। পরক্ষণেই মৃদু মধুর ঈষৎ হাস্য করিয়া তিনি বলিলেন "তোমার জন্যই আমার এই নদীয়ায় অবতার গ্রহণ" (২)। সকল ভক্তবৃন্দের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করিয়া করুণাময় প্রভু এক্ষণে হাসিয়া সকলকেই বলিতেছেন "বর মাগ"। ভক্তবৃন্দ প্রভুর করুণা দেখিয়া আনন্দসাগরে ভাসিলেন। ঘন ঘন প্রভুর শ্রীমুখের ভাব ও আকার পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। তিনি ঐশ্বর্য্যভাবে আবিষ্ট ছিলেন। এক্ষণে সে ভাবের পরিবর্ত্তন হইল। তিনি কান্দিতে কান্দিতে বিষ্ণুখট্টা হইতে অবতরণ করিতে অধীর ভাবে ভূমিতে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। ভক্তবৃন্দ শশব্যস্তে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন; তাহাতে তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইবা মাত্র তিনি উঠিয়া সকল ভক্তগণের গলা ধরিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সকল বৈষ্ণবগণকে ভাই বন্ধু বলিয়া মধুর বচনে সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাদের প্রাণ শীতল করিলেন। প্রভুর পুনরায় মূর্চ্ছা হইল।

অচিন্ত্য চৈতন্যরঙ্গ বুঝন না যায়।
ক্ষণেকে ঐশ্বর্য্য করি ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়॥ চৈঃ ভাঃ

তাঁহার এই মূর্চ্ছা তখন অতীব ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ হইল।

ধাতু মাত্র নাহি পড়িলেন পৃথিবীতে।
দেখি সব পারিষদ কান্দে চারিভিতে॥ চৈঃ ভাঃ

ভক্তবৃন্দের মধ্যে করুণ ক্রন্দনের রোল উঠিল, কারণ এরূপ মূর্চ্ছা প্রভুর পূর্ব্বে কখনও হয় না। হরিনাম

---

(১) মহাভয়ে যোড় হাথে সর্ব্ব ভক্তগণ।
হেট মাথা করি চিন্তে চৈতন্যচরণ॥
যেখানে যে আছে সে আছয়ে সেই খানে।
ঊর্দ্ধ হইতে কেহো নারে আজ্ঞা বিনে॥ চৈঃ ভাঃ

(২) বর মাগ বোলে অদ্বৈতের মুখে চাই।
তোর লাগি অবতার মোর এই ঠাই॥ চৈঃ ভাঃ

সংকীর্ত্তনে এবার তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল না। ইহা দেখিয়া ভক্তবৃন্দ বিশেষ ভীত হইলেন। তখন তাঁহারা সকলে মিলিয়া কি যুক্তি করিলেন শুনুন—

সর্ব্ব ভক্তগণ যুক্তি করিতে লাগিলা।
আমা সভা ছাড়িয়া বা ঠাকুর চলিলা॥
যদি প্রভু এমত নিষ্ঠুর ভাব করে।
আমরাও এক্ষণে ছাড়িব শরীরে॥ চৈঃ ভাঃ

তখন ভক্তবৎসল প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভক্তদুঃখে কাতর হইয়া তিনি আত্ম সম্বরণ করিলেন। প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল। তিনি উচ্চ হরিধ্বনি করিয়া ভূতল হইতে উঠিয়া মৃদু মধুর নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ভক্তবৃন্দের আর আনন্দের অবধি রহিল না। তাঁহারা প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া একে অপরের গাত্রে ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন। আনন্দ-কোলাহলে শ্রীবাস-অঙ্গন পুনরায় পরিপূর্ণ হইল। হরিসংকীর্ত্তনান্তে সেদিন শ্রীহরিবাসর ভঙ্গ হইল। দিবারাত্রি এইরূপ পরিশ্রম করিয়াও ভক্তবৃন্দকে কোনরূপ ক্লান্ত ও শ্রান্ত বলিয়া বোধ হইল না। তাঁহারা পরানন্দ সম্ভোগ করিতেছিলেন, শ্রীবাস অঙ্গনে সেদিন যে আনন্দোচ্ছাস উঠিল, যে প্রেম-তরঙ্গ ছুটিল, তাহাতে সমগ্র নদীয়া ডুবু ডুবু হইল।

নদীয়ায় প্রভুর ঐশ্বর্য্যভাবে সাত প্রহরিয়া মহাপ্রকাশ লীলার এইটি পূর্ব্বাভাস মাত্র। শ্রীহরিবাসর দিবসে প্রভু ভগবানভাবে প্রহরেক কাল শ্রীবাস আঙ্গিনায় বিষ্ণুখট্টার উপবেশন করিয়া ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। তিনি ক্রমশঃ এইরূপে নদীয়ায় আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। এই যে শ্রীএকাদশী ও শ্রীহরিবাসর দিবসে প্রভু ভগবানভাবে ভোজনবিলাস-লীলারঙ্গ করিলেন, ইহার গূঢ় মর্ম্ম আছে। প্রভু ভগবানভাবে বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করিয়া ভক্তবৃন্দের নিকট ভোজন সামগ্রী চাহিলেন। ভক্তবৃন্দ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া প্রভুর শ্রীকরকমলে দধি, দুগ্ধ, নবনীত, মিষ্টান্ন তাম্বুল প্রভৃতি সকলি দিলেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডপতি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন স্বয়ং ভগবান হাত পাতিয়া ভক্তের নিকট ভোজন সামগ্রী বাঞ্ছা করিতেছেন, ভক্তবৃন্দ নিঃশঙ্কুচিতচিত্তে তাঁহাদের হৃদিস্থিত পুরাণ পুরুষের সম্মুখে প্রত্যক্ষ দর্শন পাইয়া প্রাণ ভরিয়া প্রেমানন্দে তাঁহাকে স্বহস্তে ভোজ- করাইতেছেন. ইহা অপেক্ষা তাঁহাদের সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? জগজ্জীবের পক্ষে এরূপ শুভসংযোগ কদাচিৎ সংঘটিত হয়। শ্রীগৌরভগবান সে দিন দুইশত জনের আহার্য্য দ্রব্য সম্ভার নিমেষ মধ্যে একাকী ভোজন করিলেন (১)। শ্রীভগবানের অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার উদরের মধ্যে বিরাজমান, তাঁহার পক্ষে একার্য্য কিছু মাত্র অসম্ভব নহে। ভক্তবৃন্দের মনস্তুষ্টির জন্য ভক্তবৎসল শ্রীগৌর-ভগবান অসাধ্য সাধন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবানভাবে শ্রীএকাদশীতিথিতে ভোজনলীলারঙ্গ করিলেন। ইহার দ্বারা তিনি ভক্তবৃন্দকে বুঝাইলেন শ্রীভগবানের কার্য্য বিধি নিষেধের অতীত,—শাস্ত্রযুক্তির বহির্ভূত। ভগবান-ভাবে তিনি যে কার্য্য করিলেন,—ভক্তভাবে তাহা তিনি কখনই করিতে পারেন না। শ্রীএকাদশী হরিবাসর ব্রতের উপাস্য দেবতা স্বয়ং শ্রীহরি। নৈবেদ্যাদি শ্রীহরির উদ্দেশে নিবেদিত হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীহরি সেখানে স্বয়ং উপস্থিত, তিনি ভক্তবৃন্দের নিবেদিত বিষ্ণুনৈবেদ্য ও উপচার সকল স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের ব্রত সফল করিলেন। বাল্যলীলায় তিনি শ্রীএকাদশী হরিবাসরে নদীয়ার বিপ্র কুমার হিরণ্য ও জগদীশ পণ্ডিতের বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজন করিয়াছিলেন। প্রভুর এই অদ্ভুত লীলারঙ্গে আরও একটি গুপ্ত রহস্য আছে। তিনি ভগবানভাবে শ্রীএকাদশী তিথিতে নিশাভাগে ভোজনলীলারঙ্গ প্রকট করিলেন, কিন্তু ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ বণ্টন করিলেন না। ধর্ম্মসংস্থাপক প্রভু আমার শাস্ত্রমর্য্যাদা চিরদিন রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীএকাদশী দিবসে ভক্তবৃন্দকে তিনি প্রসাদ দিলেন না। ভক্তবৃন্দের মনে সেদিন প্রভুর ইচ্ছায় প্রসাদ গ্রহণের ভাবই উদয় হইল না,—সেকথা কাহারও মনেই উদয় হইল না, অন্য সময় হইলে প্রভুর প্রসাদ সকলে লুটিয়া খাইতেন।

---

(১) খাবাহারে দুই শত জনের আহার।
নিমিষে খাইয়া বোলে কি আছয়ে আর॥ চৈঃ ভাঃ